ইসলাম ও বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ : একটি পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ও বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ : একটি পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
জুলাই ২০১৩

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মোঃ সানাউল্লাহ
এম.ফিল গবেষক
রেজি. নং- ১৮৫
শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যায়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ সানাউল্লাহ কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **"ইসলাম ও বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ : একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এটি তাঁর মৌলিক গবেষণা। আমার জানা মতে এই অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ অন্যত্র ডিগ্রী লাভ অথবা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। প্রয়োজনীয় সকল শর্ত পূরণ করায় অভিসন্দর্ভটি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো।

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ।

ঢাকা
জুলাই ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"ইসলাম ও বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ : একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। আমি এই অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী লাভ বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

মোঃ সানাউল্লাহ
এম.ফিল গবেষক
রেজি. নং- ১৮৫/ ২০১০-২০১১
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
জুলাই ২০১৩

প্রতিবর্ণায়ন

(আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

ا	=	অ
ب	=	ব
ت	=	ত
ث	=	ছ
ج	=	জ
ح	=	হ
خ	=	খ
د	=	দ
ذ	=	জ
ر	=	র
ز	=	ঝ
س	=	স
ش	=	শ
ص	=	স
ض	=	দ/য
ط	=	ত/ ত্ব
ظ	=	য
ع	=	‘

غ	=	গ
ف	=	ফ
ق	=	ক
ك	=	ক
ل	=	ল
م	=	ম
ن	=	ন
و	=	ওয়া
ه	=	হ
ء	=	’
ي	=	য়
عَ	=	‘আ
عِ	=	‘ই
عُ	=	‘উ
يا	=	ইয়া
يِ	=	য়ি
إي	=	ী
أى	=	ঈ

أُ	=	উ
أُو	=	ঊ
يى	=	য়ী
وُ	=	উ
وُو	=	ঊ
ي	=	ইয়া
ا	=	আ
عو	=	‘ঊ
و	=	ু
وِى	=	বী/ভী
يو	=	ইয়ু
َ	=	া
ِ	=	ি
ُ	=	ু

বি.দ্রঃ

- উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। কোন কোন বানান বাংলাভাষায় অধিক প্রচলিত হওয়ার কারণে উল্লিখিত প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।
- যেসব ‘আরবী শব্দ দীর্ঘদিন ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম যথাসম্ভব রক্ষা করা হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

আল-কুর'আন, ১০ : ২০	প্রথম সংখ্যা সূরার ও দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের
আ.	'আলায়হিস্ সালাম
ইমাম বুখারী	আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী
ইমাম মুসলিম	আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী
ইমাম তিরমিযী	আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত-তিরমিযী
ইমাম আবূ দাউদ	আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন আশ আছ আস-সিজিস্তানী
ইমাম নাসাঈ	আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন-নাসাঈ
ইমাম ইব্ন মাজাহ্	আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী
ইমাম আহমাদ	আহমাদ ইব্ন হাম্বল
ইমাম ত্বাহাবী	আবূ জা'ফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আত-ত্বাহাবী
ইব্ন কাছীর	আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন কাছীর
ইব্ন জারীর	আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী
ই.ফা.বা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কুরতুবী	আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন ফার্‌রাহ আল-কুরতুবী
তাবারানী	আবুল কাসেম সুলায়মান ইব্ন আহমদ আত-তাবারানী
বায়হাকী	আহমাদ ইবন হুসায়ন আল-বায়হাকী
যাহাভী	ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন 'উছমান আয-যাহাভী
রাযী	আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'উমর ইবনুল হাসান ইবনুল হুসায়ন ফখরুদ্দীন আর-রাযী
শাওকানী	মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আশ-শাওকানী
খ্রি.পূ.	খ্রিস্ট পূর্ব
খ্রি.	খ্রিস্টাব্দ
তা.বি	তারিখ বিহীন
(রহ.) /(র.)	রহমাতুলাহ 'আলায়হি
(রা.)	রাদিয়ালাহু 'আনহু/ 'আনহুম/'আনহা/'আনহুমা/'আনহুন্না
(সা.)/ (স.)	সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম।
ed.	Ediotor(s) /Edited
Ibid.	ibidem
N.D	No Date.
Op.cit	Open cito
p. pp	page/ pages.
Vol.	Volume(s)

ইসলাম ও বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ : একটি পর্যালোচনা

সূচীপত্র

প্রত্যায়ন পত্র III
ঘোষণা পত্র IV
প্রতিবর্ণায়ন V
শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা VI
সূচীপত্র ..... VII-XI
ভূমিকা ১
এ্যাবস্ট্রাক্ট ৬

প্রথম অধ্যায় : শিশু : সংজ্ঞা ও পরিচয় ৫-১৪

শিশুর পরিচয় ৭
আন্তর্জাতিক আইনে শিশুর সংজ্ঞা ৮
বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে শিশুর সংজ্ঞা ৯
বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে শিশুর জন্য প্রযোজ্য বয়স ১১
ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর পরিচয় ১২

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামে শিশু অধিকার ১৪-৩৪

উত্তম বংশে জন্মের অধিকার ১৭
জীবনের নিরাপত্তার অধিকার ১৮
মাতৃদুগ্ধ পানের অধিকার ২০
বৈধ আয় থেকে প্রতিপালিত হবার অধিকার ২১
প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার অধিকার ২৩
পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির অধিকার ২৫
পিতা মাতার ভালবাসা পাওয়ার অধিকার ২৬
শিক্ষার অধিকার ২৮
শিশুর বিনোদন ও শরীরচর্চার অধিকার ৩১
সুরক্ষার অধিকার ৩২
ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বিকাশের অধিকার ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক আইনে শিশু অধিকার ৩৫-৫২

জাতিসংঘ সনদে শিশু অধিকার ৩৬
সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় শিশু অধিকার ৩৬
জাতিসংঘ শিশু সনদ (CRC) এ শিশু অধিকার ৩৭
শিশুর দত্তক গ্রহণ ও প্রদান সংক্রান্ত অধিকার ৩৮
অবসর ও বিনোদনের অধিকার ৩৯
মর্যাদা ও সুনামের অধিকার ৩৯
শিশুর উন্নত জীবন মানের ব্যবস্থা পাবার অধিকার ৩৯
গ্রেফতার ও দন্ড থেকে সুরক্ষার অধিকার ৪০
প্রতিবন্ধী শিশুর অধিকার ৪০
চিকিৎসা পরিচর্যা পাবার অধিকার ৪০
শিশু অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার পাবার অধিকার ৪০
জন্ম নিবন্ধীকরনের অধিকার ও আইনসম্মত পরিচিতির অধিকার ৪১
পারিবারিক সংহতির অধিকার ৪১
শিক্ষা লাভের অধিকার ৪২
পুনরুজ্জীবন ও পুনসংহতকরণ সংক্রান্ত অধিকার ৪২
পিতা-মাতার সাথে বসবাসের অধিকার ৪৩
পাচার থেকে সুরক্ষার অধিকার ৪৩
পরিবার বঞ্চিত শিশুর যত্ন পাবার অধিকার ৪৩
শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার ৪৩
শিশুর বিকাশ লাভের অধিকার ৪৩
শিশুর মত, ভাব চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ৪৪
মেলামেশার স্বাধীনতা ৪৪
মানবিক আচরণ পাবার অধিকার ৪৫
মাদকের অপব্যবহার থেকে রক্ষা পাবার অধিকার ৪৫
যৌনপীড়ন বা অনাচার থেকে রক্ষা পাবার অধিকার ৪৫
শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের অধিকার ৪৬
শরনার্থী শিশুর অধিকার ৪৬
যে কোন শোষণ থেকে রক্ষা পাবার অধিকার ৪৬
সঠিক লালন পালন পাবার অধিকার ৪৬
সশস্ত্র সংঘাত থেকে সুরক্ষা পাবার অধিকার ৪৭
সংখ্যা লঘু শিশুর অধিকার ৪৭
সামাজিক নিরাপত্তা পাবার অধিকার ৪৭
স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক অধিকার ৪৮
গুচ্ছমালা-জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ৪৯
শিশু অধিকার সম্পর্কিত কমিটি ৫১
জাতিসংঘ আর্ন্তজাতিক জরুরি শিশু তহবিল (UNICEF) ৫২
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ৫২

চতুর্থ অধ্যায় : বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনে শিশু প্রসংগ ৫৩-১৪০

বাংলাদেশ পরিচিতি ৫৫
বাংলাদেশের সংবিধানে শিশু প্রসঙ্গ ৫৮
বাংলাদেশের আইনে শিশু প্রসঙ্গ ৬২
মুসলিম পারিবারিক আইন ৬২
বাংলাদেশে প্রচলিত হিন্দু আইনে শিশুর অধিকার ৬২
খ্রিস্টান পরিবারিক আইন ৬৩
দণ্ডবিধি- ১৮৬০ .....৬৪
চুক্তি আইন- ১৮৭২ .....৬৪
সাক্ষ্য আইন- ১৮৭২ .....৬৫
সাবালকত্ব আইন- ১৮৭৫ .....৬৫
তালাক আইন- ১৮৬৯ .....৬৫
ফৌজদারী কার্যবিধি- ১৮৯৮ .....৬৫
দেওয়ানী কার্যবিধি- ১৯০৮.....৬৬
কিশোর ধুমপান আইন- ১৯১৯ .....৬৬
বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ .....৬৭
শিশু শ্রমিক নিয়োগ আইন ১৯৩৮ .....৬৮
মাতৃত্ব কল্যাণ (চা-বাগান) আইন, ১৯৫০ .....৬৮
দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৬৫ .....৬৮
কারখানা আইন ১৯৬৫ .....৬৮
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ .....৬৯
শ্রম আইন ২০০৬ .....৬৯
শিশুনীতি ১৯৯৪ .....৬৯
শিশু আইন ১৯৭৪ ..... ৭০
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ .....৯৬
জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ .....১০৪
বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ .....১২২
শিশু বিল ২০১৩ .....১৩৪
বিভিন্ন আইনে শিশু সম্পর্কিত অপরাধসমূহ এবং এর শাস্তি ১৩৫
বাংলাদেশর বিভিন্ন আইনে শিশু অধিকার ১৩৮

পঞ্চম অধ্যায় : ইসলাম ও বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ : একটি পর্যালোচনা ১৪১-২২৩

জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ ও ইসলামী শিশুনীতির মূলনীতি ১৪৩
শিশুর নিরাপদ জন্ম ও সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করা ১৪৭
শিশুর দারিদ্র্য বিমোচন ১৫৪
শিশু স্বাস্থ্য ১৬১
শিশুর শিক্ষা ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ১৭০
শিশুর বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ১৭৮
শিশুর সুরক্ষা ১৮১
প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম ১৯২
শিশুর জন্ম নিবন্ধন ১৯৮
দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিশুর সুরক্ষা ২০১
শিশুদের অংশগ্রহণ ও মতামত ২০৬
কিশোর কিশোরীদের উন্নয়ন ২০৮
কন্যা শিশুদের উন্নয়ন ২১০
বাংলাদেশে কন্যা শিশুর বর্তমান অবস্থা ২১০
কন্যা শিশুদের উন্নয়নে ইসলাম ২১৪
শিশুশ্রমে নিরসনের পদক্ষেপসমূহ ২২০

ষষ্ঠ অধ্যায় : জাতীয় শিশুনীতির বাস্তবায়ন : সমস্যা ও সম্ভাবনা ২২৪-২৩১

জাতীয় শিশুনীতি বাস্তবায়ন : সমস্যা ২২৫
একমুখী সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব ২২৫
অনুন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ২২৬
রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ২২৭
সামাজিক সমস্যা ২২৭
দায়িত্ব সচেতনতার অভাব ২২৮
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ২২৮
দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা ২২৯
জাতীয় শিশুনীতি বাস্তবায়ন : সম্ভাবনা ২২৯
শিশু অধিকার একটি জাতীয় বিষয় ২২৯
সমালোচনা ও বিতর্কমুক্ত ২২৯
প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা চালু ২৩০
আইন ও বিধি বিধান প্রণয়ন ২৩০
বিশ্ব শিশুদিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন ২৩০
শিশুমৃত্যু হ্রাস ও খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন ২৩০
ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা ২৩১
নারী শিক্ষার উন্নয়ন ২৩১

সপ্তম অধ্যায় : জাতীয় শিশুনীতি বাস্তবায়নে সুপারিশমালা ২৩২-২৩৮

১. অগ্রাধিকার প্রদান (সবার আগে শিশু) ২৩৩
২. ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বা শিশুর প্রতিভাকে মূল্যায়ণ ২৩৩
৩. বৈষম্য দূরীকরণ ২৩৪
৪. শিশুর জন্য চাই ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ২৩৪
৫. দারিদ্র্য বিমোচনে চাই সমন্বিত উদ্যোগ ২৩৫
৬. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ২৩৫
৭. শিশু খাদ্য ভেজালমুক্ত হতে হবে.....২৩৬
৮. টেলিভিশন ও ইন্টারনেট জগতের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ.....২৩৬
৯. শিশু সুরক্ষায় একক আইন প্রণয়ন ২৩৬
১০. শিশুর বয়স নির্ধারণে আইনগত জটিলতা নিরসন ২৩৭
১১. শিশু শ্রম নিরসনে চাই সমন্বিত উদ্যোগ ২৩৭
১২. গণশিক্ষা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে মসজিদের ইমামদের সম্পৃক্তকরণ ...২৩৮

উপসংহার ২৩৯-২৪১

গ্রন্থপঞ্জী ২৪২-২৫১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ও বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ : একটি পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি ইসলামকে বিশ্ব মানবতার মুক্তির বিধান হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। এটি মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার এক অসীম ও অফুরন্ত অনুকম্পা। এ বিধানে রয়েছে অনির্বাণ পথ নির্দেশনা। মানবতার জন্য এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নেই, যা এতে আলোচিত হয়নি।

সালাত ও সালাম পেশ করছি মানবতার মহান শিক্ষক, শোষিত-বঞ্চিত মানবতার প্রিয়তম বন্ধু, মুক্তির দিশারী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি যাঁর পথ নির্দেশনায় বিশ্বমানবতা ইসলামের চিরায়ত মুক্তির পথ পেয়েছে। তিনি অধিকার হারা মানব শিশু বিশেষ ভাবে অবহেলিত কন্যা শিশুকে সত্যিকার মর্যাদা দিয়ে চিরবঞ্চনার অতল গহবর থেকে আলোকোদ্ভাসিত জীবনের মহাসড়কে নিয়ে এসেছেন।

আজকের শিশু মানবতার ভবিষ্যৎ, জাতির আগামী দিনের কর্ণধার। তাদের হাতের পরশেই মানব সভ্যতা নতুনরূপ পরিগ্রহ করবে। তাই সুন্দর ও সভ্য জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন এমন সুন্দর পরিবেশ যেখানে জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধারগণ সকল সম্ভাবনাসহ সুস্থ, স্বাভাবিক ও স্বাধীন মর্যাদা নিয়ে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক এবং সামাজিকভাবে পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশু বান্ধব অধিকার সনদ, আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করে শিশুদের সুরক্ষায় নিরন্তর প্রয়াস চালানো হচ্ছে বিশ্বব্যাপি। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে (The united Nations Convention on the Right of the Child, 1989) অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ। ১৯৯১ সালের ২ সেপ্টম্বর থেকে এ সনদের বাস্তবায়ন বাংলাদেশের জন্য আবশ্যিক হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত রয়েছে। বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ২৮ (৪) এ শিশুদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষ বিধান প্রণয়ন করার বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, সুযোগের সমতা, অধিকার ও কর্তব্য এবং জনস্বাস্থ্য ও নৈতকিতা বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিশুদের হেফাজত, রক্ষণ, তাদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত আইন একীভূত ও সংশোধন করে শিশু আইন, ১৯৭৪ প্রণীত হয়েছে। এ আইন ঢাকায় ১৯৭৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে এবং সমগ্র বাংলাদেশে ১৯৮০ সালের ১ জুন তারিখে বলবৎ হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে বর্ণিত শিশুদের সার্বিক কল্যাণ বিবেচনায় ১৯৯৪ সালে জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধিত পরিবর্তন, উন্নয়ন ক্ষেত্রে নিত্য নতুন চাহিদা ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার কমিটি (CRC Committee) সুপারিশমালার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৪ সালে প্রণীত জাতীয় শিশুনীতি যুগোপযোগীকরণের মধ্য দিয়ে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে।

শিশুনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিশুদের দারিদ্র বিমোচন, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ আশ্রয়, পয়নিষ্কাষণ ইত্যাদি সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, সে সঙ্গে বেসরকারি পর্যায়েও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। হত দরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের পুনর্বাসন, পর্যায়ক্রমে শিশুশ্রম নিরসন, শিশুদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার বন্ধ করা ও তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে শিক্ষা ও বিনোদনের উপযুক্ত সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন কার্যক্রম। এতদসত্ত্বেও বিশ্বের অন্যন্য দেশের মত বাংলাদেশেও শিশুরা অনেক প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিশুদের সুন্দরভাবে বেড়ে উঠা, প্রতিপালন, শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সমস্যা বাংলাদেশে রয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী শিশুরা নির্যাতন, অমানবিক শ্রম, পাচার, যৌন হয়রানিমূলক নানা সমস্যায় নিপতিত।

বিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বিশ্বমানবতা শিশু অধিকার নিশ্চিত করতে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, ইসলাম তা সপ্তম শতাব্দীতেই উপলব্ধি করেছে এবং শিশুদের জন্য গ্রহণ করেছে চির কল্যাণকর পদক্ষেপ। ইসলামী জীবন বিধানে মানব শিশু আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। পিতা-মাতার চোখ জুড়ানো ধন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ

অর্থ : তাদের শিশুরা বেহেশতের প্রজাপতি।[১]

মানব শিশু পবিত্র দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলঙ্ক পুষ্প বিশেষ। তারা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

অর্থ : সম্পদ ও শিশুরা এই বিশ্বজীবনের ভূষণ।[২]

তাই ইসলামে শিশুদের পরিচর্যার বিষয়টিকে মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত করে তাকে একটি সার্বক্ষণিকরূপে পালনীয় অনুষ্ঠানে রূপায়িত করেছে। ইসলাম শিশুর জন্ম মুহূর্তে থেকে তার অধিকারসমূহ চিহ্নিত করে ক্ষান্ত হয়নি; বরং তার জন্মের পূর্ব থেকেই তা নির্ধারিত করে দিয়েছে।

পরিবার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে শিশুর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। শিশুর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত ও অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি সৎ, দেশপ্রেমিক ও কর্মক্ষম ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তুলতে বাংলাদেশ যত্নশীল ও সক্রিয়। বাংলাদেশে ১৮ বছরের কম বয়সের জনসংখ্যা ৬ কোটি ৩০ লক্ষ যা মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ।[৩] বৃহৎ অংশের এই শিশুদের দারিদ্র বিমোচন, পুষ্টি, স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপদ আশ্রয়, পয়নিষ্কাষণ ইত্যাদি সুবিধা

১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, দিল্লী: কারখানায়ে তিজারাতে কুতুব, ১৯৩০ খ্রী. পৃ. ৩৩০

২. আল-কুরআন, ১৮ : ৪৬

৩. *জাতীয় শিশু নীতি ২০১১*, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা: ফেব্রুয়ারী ২০১১, পৃ.৩

নিশ্চিত করা এবং শিশুদের পুনর্বাসন, পর্যায়ক্রমে শিশুশ্রম নিরসন, শিশুদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা ও তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে জাতীয় শিশুনীতি ও ইসলামের পদক্ষেপগুলো আলোচনা করে শিশুদের কল্যাণে ভূমিকা রাখাই এ গবেষণার উদ্দেশ্য। "ইসলাম ও বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ : একটি পর্যালোচনা" অভিসন্দর্ভটির মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিকগণ শিশু অধিকার সম্পর্কে অধিক সচেতন হবেন এবং শিশুরা তাদের অধিকার পেয়ে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠবে এবং জাতিগঠনে সহায়তা করবে এ মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এ গবেষণা অভিসর্ন্দভ রচনার প্রয়াস।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুন্দর ও আকর্ষনীয় করে উপস্থাপনের জন্য আলোচ্য বিষয়কে সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম : **শিশু : সংজ্ঞা ও পরিচয়।** এতে আন্তর্জাতিক আইন, জাতীয় আইন ও ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর সংজ্ঞা আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : **ইসলামে শিশু অধিকার।** এ অধ্যায়ে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত শিশুদের যাবতীয় অধিকার কয়েকটি শিরোনামে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : **জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক আইনে শিশু অধিকার**। এ অধ্যায়ে জাতিসংঘ সনদ, সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে বর্ণিত শিশু অধিকারসমূহ তুলে ধরার সাথে সাথে শিশু সম্পর্কিত বিভিন্ন কমিটি ও সংস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনে শিশু প্রসংগ শিরোনামে চতুর্থ অধ্যায়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান ও অন্যান্য আইনে বর্ণিত শিশু অধিকার ও শিশু সম্পর্কিত বিধানাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে **ইসলাম ও বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ : একটি পর্যালোচনা** শিরোনামে শিশুর নিরাপদ জন্ম ও বিকাশ নিশ্চিত করা, শিশুর দারিদ্র বিমোচন, শিশু স্বাস্থ্য, শিশুর শিক্ষা ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, শিশুর বিনোদন ও সংস্কৃতিক কার্যক্রম, শিশুর সুরক্ষা, শিশুর জন্ম নিবন্ধন, শিশুর অংশগ্রহণ ও মতামত, কিশোর কিশোরীদের উন্নয়ন, কন্যা শিশুদের উন্নয়ন, শিশুশ্রম নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে **জাতীয় শিশুনীতির বাস্তবায়ন : সমস্যা ও সম্ভাবনা** শিরোনামে শিশুনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা চিহ্নিত করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে **জাতীয় শিশুনীতি বাস্তবায়নে সুপারিশমালা** শিরোনামে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের শেষে উপসংহার এবং একটি বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে।

প্রত্যেকটি গবেষণায় কিছু না কিছু সীমবদ্ধতা থাকে। আমার এ গবেষণা কর্মটিও সীমাবদ্ধতার বাইরে নয়। তথাপিও আলোচ্য শিরোনামে আমি আল্লাহর অপার দয়ায় অত্যন্ত পরিশ্রম করে একটি সুন্দর অভিসন্দর্ভ রচনা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। ভুল, ত্রুটি, সীমাবদ্ধতার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমার গবেষণা জ্ঞানের

জগতে এক নতুন সংযোজন হিসেবে বরিত হবে এবং এর দ্বারা মুসলিম মিল্লাত, গবেষক ও সাধারণ পাঠক সমাজ অত্যন্ত উপকৃত হবেন ইন্‌শাআল্লাহ।

আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যার গবেষণায় বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ দান, অভিসন্দর্ভ দেখে দেওয়াসহ সার্বিক সহযোগিতা করতে যে কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করেছেন তার জন্য আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর ঋণ পরিশোধ হবার নয়। এছাড়াও আমার যে সকল শিক্ষক, ব্যক্তিবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও বিভিন্ন লাইব্রেরী এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী আমার এ গবেষণা কর্মে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেকের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

পরিশেষে, আবারো আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় এবং রাসূলুল্লাহ (স.) -এর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করছি। আল্লাহুম্মা আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ও বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ : একটি পর্যালোচনা

এ্যাবস্ট্রাক্ট

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি ইসলামকে বিশ্ব মানবতার মুক্তির বিধান হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। এটি মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার এক অসীম ও অফুরন্ত অনুকম্পা। এ বিধানে রয়েছে অনির্বাণ পথ নির্দেশনা। মানবতার জন্য এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নেই, যা এতে আলোচিত হয়নি।

সালাত ও সালাম পেশ করছি মানবতার মহান শিক্ষক, শোষিত-বঞ্চিত মানবতার প্রিয়তম বন্ধু, মুক্তির দিশারী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি যাঁর পথ নির্দেশনায় বিশ্বমানবতা ইসলামের চিরায়ত মুক্তির পথ পেয়েছে। তিনি অধিকার হারা মানব শিশু বিশেষ ভাবে অবহেলিত কন্যা শিশুকে সত্যিকার মর্যাদা দিয়ে চিরবঞ্চনার অতল গহবর থেকে আলোকোদ্ভাসিত জীবনের মহাসড়কে নিয়ে এসেছেন।

আজকের শিশু মানবতার ভবিষ্যৎ, জাতির আগামী দিনের কর্ণধার। তাদের হাতের পরশেই মানব সভ্যতা নতুনরূপ পরিগ্রহ করবে। তাই সুন্দর ও সভ্য জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন এমন সুন্দর পরিবেশ যেখানে জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধারগণ সকল সম্ভাবনাসহ সুস্থ, স্বাভাবিক ও স্বাধীন মর্যাদা নিয়ে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক এবং সামাজিকভাবে পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশু বান্ধব অধিকার সনদ, আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করে শিশুদের সুরক্ষায় নিরন্তর প্রয়াস চালানো হচ্ছে বিশ্বব্যাপি। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে (The united Nations Convention on the Right of the Child, 1989) অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ। ১৯৯১ সালের ২ সেপ্টম্বর থেকে এ সনদের বাস্তবায়ন বাংলাদেশের জন্য আবশ্যিক হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত রয়েছে। বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ২৮ (৪) এ শিশুদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষ বিধান প্রণয়ন করার বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, সুযোগের সমতা, অধিকার ও কর্তব্য এবং জনস্বাস্থ্য ও নৈতকিতা বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিশুদের হেফাজত, রক্ষণ, তাদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত আইন একীভূত ও সংশোধন করে শিশু আইন, ১৯৭৪ প্রণীত হয়েছে। এ আইন ঢাকায় ১৯৭৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে এবং সমগ্র বাংলাদেশে ১৯৮০ সালের ১ জুন তারিখে বলবৎ হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে বর্ণিত শিশুদের সার্বিক কল্যাণ বিবেচনায় ১৯৯৪ সালে জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধিত পরিবর্তন, উন্নয়ন ক্ষেত্রে

নিত্য নতুন চাহিদা ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার কমিটি (CRC Committee) সুপারিশমালার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৪ সালে প্রণীত জাতীয় শিশুনীতি যুগোপযোগীকরণের মধ্য দিয়ে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে।

শিশুনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিশুদের দারিদ্র বিমোচন, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ আশ্রয়, পয়নিষ্কাষণ ইত্যাদি সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, সে সঙ্গে বেসরকারি পর্যায়েও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। হত দরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের পুনর্বাসন, পর্যায়ক্রমে শিশুশ্রম নিরসন, শিশুদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার বন্ধ করা ও তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে শিক্ষা ও বিনোদনের উপযুক্ত সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন কার্যক্রম। এতদসত্ত্বেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও শিশুরা অনেক প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিশুদের সুন্দরভাবে বেড়ে উঠা, প্রতিপালন, শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সমস্যা বাংলাদেশে রয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী শিশুরা নির্যাতন, অমানবিক শ্রম, পাচার, যৌন হয়রানিমূলক নানা সমস্যায় নিপতিত।

বিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বিশ্বমানবতা শিশু অধিকার নিশ্চিত করতে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, ইসলাম তা সপ্তম শতাব্দীতেই উপলব্ধি করেছে এবং শিশুদের জন্য গ্রহণ করেছে চির কল্যাণকর পদক্ষেপ। ইসলামী জীবন বিধানে মানব শিশু আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। পিতা-মাতার চোখ জুড়ানো ধন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ

অর্থ : তাদের শিশুরা বেহেশতের প্রজাপতি।[৪]

মানব শিশু পবিত্র দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলঙ্ক পুষ্প বিশেষ। তারা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

অর্থ : সম্পদ ও শিশুরা এই বিশ্বজীবনের ভূষণ।[৫]

তাই ইসলামে শিশুদের পরিচর্যার বিষয়টিকে মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত করে তাকে একটি সার্বক্ষণিকরূপে পালনীয় অনুষ্ঠানে রূপায়িত করেছে। ইসলাম শিশুর জন্ম মুহূর্তে থেকে তার অধিকারসমূহ চিহ্নিত করে ক্ষান্ত হয়নি; বরং তার জন্মের পূর্ব থেকেই তা নির্ধারিত করে দিয়েছে।

পরিবার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে শিশুর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। শিশুর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত ও অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি সৎ, দেশপ্রেমিক ও কর্মক্ষম ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তুলতে বাংলাদেশ যত্নশীল ও সক্রিয়। বাংলাদেশে ১৮

৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, দিল্লী: কারখানায়ে তিজারাতে কুতুব, ১৯৩০ খ্রী. পৃ. ৩৩০

৫. আল-কুরআন, ১৮ : ৪৬

বছরের কম বয়সের জনসংখ্যা ৬ কোটি ৩০ লক্ষ যা মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ।[৬] বৃহৎ অংশের এই শিশুদের দারিদ্র বিমোচন, পুষ্টি, স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপদ আশ্রয়, পয়নিষ্কাষণ ইত্যাদি সুবিধা নিশ্চিত করা এবং শিশুদের পুনর্বাসন, পর্যায়ক্রমে শিশুশ্রম নিরসন, শিশুদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা ও তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে জাতীয় শিশুনীতি ও ইসলামের পদক্ষেপগুলো আলোচনা করে শিশুদের কল্যাণে ভূমিকা রাখাই এ গবেষণার উদ্দেশ্য। "ইসলাম ও বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ : একটি পর্যালোচনা" অভিসন্দর্ভটির মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিকগণ শিশু অধিকার সম্পর্কে অধিক সচেতন হবেন এবং শিশুরা তাদের অধিকার পেয়ে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠবে এবং জাতিগঠনে সহায়তা করবে এ মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনার প্রয়াস।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুন্দর ও আকর্ষনীয় করে উপস্থাপনের জন্য আলোচ্য বিষয়কে সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম : **শিশু : সংজ্ঞা ও পরিচয়।** এতে আন্তর্জাতিক আইন, জাতীয় আইন ও ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর সংজ্ঞা আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : **ইসলামে শিশু অধিকার।** এ অধ্যায়ে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত শিশুদের যাবতীয় অধিকার কয়েকটি শিরোনামে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : **জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক আইনে শিশু অধিকার**। এ অধ্যায়ে জাতিসংঘ সনদ, সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে বর্ণিত শিশু অধিকারসমূহ তুলে ধরার সাথে সাথে শিশু সম্পর্কিত বিভিন্ন কমিটি ও সংস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনে শিশু প্রসংগ শিরোনামে চতুর্থ অধ্যায়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান ও অন্যান্য আইনে বর্ণিত শিশু অধিকার ও শিশু সম্পর্কিত বিধানাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে **ইসলাম ও বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ : একটি পর্যালোচনা** শিরোনামে শিশুর নিরাপদ জন্ম ও বিকাশ নিশ্চিত করা, শিশুর দারিদ্র বিমোচন, শিশু স্বাস্থ্য, শিশুর শিক্ষা ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, শিশুর বিনোদন ও সংস্কৃতিক কার্যক্রম, শিশুর সুরক্ষা, শিশুর জন্ম নিবন্ধন, শিশুর অংশগ্রহণ ও মতামত, কিশোর কিশোরীদের উন্নয়ন, কন্যা শিশুদের উন্নয়ন, শিশুশ্রম নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে **জাতীয় শিশুনীতির বাস্তবায়ন : সমস্যা ও সম্ভাবনা** শিরোনামে শিশুনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা চিহ্নিত করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে **জাতীয় শিশুনীতি বাস্তবায়নে সুপারিশমালা** শিরোনামে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের শেষে উপসংহার এবং একটি বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে।

---

৬. *জাতীয় শিশু নীতি* ২০১১, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা: ফেব্রুয়ারী ২০১১, পৃ.৩

প্রত্যেকটি গবেষণায় কিছু না কিছু সীমবদ্ধতা থাকে। আমার এ গবেষণা কর্মটিও সীমাবদ্ধতার বাইরে নয়। তথাপিও আলোচ্য শিরোনামে আমি আল্লাহর অপার দয়ায় অত্যন্ত পরিশ্রম করে একটি সুন্দর অভিসন্দর্ভ রচনা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। ভুল, ত্রুটি, সীমাবদ্ধতার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমার গবেষণা জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হিসেবে বরিত হবে এবং এর দ্বারা মুসলিম মিল্লাত, গবেষক ও সাধারণ পাঠক সমাজ অত্যন্ত উপকৃত হবেন ইন্‌শাআল্লাহ।

আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যার গবেষণায় বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ দান, অভিসন্দর্ভ দেখে দেওয়াসহ সার্বিক সহযোগিতা করতে যে কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করেছেন তার জন্য আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর ঋণ পরিশোধ হবার নয়। এছাড়াও আমার যে সকল শিক্ষক, ব্যক্তিবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও বিভিন্ন লাইব্রেরী এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী আমার এ গবেষণা কর্মে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেকের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

পরিশেষে, আবারো আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় এবং রাসূলুল্লাহ (স.) -এর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করছি। আল্লাহুম্মা আমীন।

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ।

মোঃ সানাউল্লাহ
এম.ফিল গবেষক
রেজি. নং- ১৮৫
শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

শিশু : সংজ্ঞা ও পরিচয়

 Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

শিশু : সংজ্ঞা ও পরিচয়

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাদের হাতের পরশেই মানব সভ্যতা নতুনরূপ পরিগ্রহ করে। তাই শিশুদের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদেরকে সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা প্রত্যেক দেশ এবং জাতির পবিত্র কর্তব্য। বস্তুত ইসলাম সুদীর্ঘ চৌদ্দশ বছরেরও অধিককাল যাবত শিশুদের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। শিশুরা জীবনের সৌন্দর্য। চোখের শান্তি। সন্তান দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলংক পুষ্প বিশেষ। এরা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম। তাই ইসলামে শিশুদের পরিচর্যার বিষয়টিকে মৌলিক নীতিমালার অর্ন্তভূক্ত করত একে একটি সার্বক্ষণিক রূপে পালনীয় অনুষ্ঠানে রূপায়িত করেছে। ইসলাম শিশুর জন্ম মুহূর্ত থেকেই তার অধিকারসমূহ চিহ্নিত করে ক্ষান্ত হয়নি; বরং তার জন্মের পূর্ব থেকেই অধিকার সমূহ নির্ধারিত করে দিয়েছে। অধিকার জীবনের সেসব সুযোগ সুবিধা যা না থাকলে সমাজের নির্দিষ্ট স্তরে মানুষ সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসাবে সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারেনা। কারণ এসব সুযোগের অভাবে নিজ সত্তার বিকাশ আদৌ সম্ভব নয়।

শিশুর পরিচয়

শিশু সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আসে শিশু কারা। কোন বয়সের মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হবে ।

শিশু শব্দের আভিধানিক অর্থ মানুষের শাবক। জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস এর 'বাংলা ভাষার অভিধান' এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'বাঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রভৃতিতে শিশু বলতে বোঝানো হয়েছে অনুর্ধ্ব আট কিংবা ষোল বছরের বালক। পরবর্তীকালে সমবয়সী বালক-বালিকাসহ অনুর্ধ্ব ১৬ বছরের মানব সন্তানকে। তবে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষে একই সঙ্গে ১১ বছর হতে ১৫ বছর বয়সীদের কিশোর হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। উইলিয়াম কেরীর Dictionary of Bengali Language -এ শিশুকে infant -এর সমর্থক বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে- "শিশু from শিশ্ to go by leaps, a child, an infant, a boy under eight years of age."

Webster's New Twenty Century Dictionary Unabridged এ Child শব্দের অর্থ An infant, a baby, an inborn offspring.[১]

বাংলা বিশ্বকোষে শিশুর পরিচয়ে বলা হয়েছে, ভূমিষ্ট হওয়ার পর হতে দুই বছর পর্যন্ত বয়সের মানব সন্তানকে শিশু বলা হয়।[২]

---

১. *Webster's New Twenty Century Dictionary Unabridged*. 2nd ed. William Collins publisher's. Inc. 1979, p.313

আরবি ভাষায় শিশুকে الطفل বলা হয়। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا [৩]

বহুবচনে الاطفال, অনুরূপ الطفل শব্দকে الطفالة و الطفولة والطفولية ইত্যাদিও বলা হয়। তাছাড়া الصبى বহুবচনে الصبيان ; الصغير বহুবচনে الصغار; الولد বহুবচনে الاولاد ; غلام বহুবচনে غلمان; কন্যা শিশুদের ক্ষেত্রে صبى বহুবচনে صبيات; بنت বহুবচনে بنات ।[৪]

পরিভাষায়- الصبى يدعى طفلا حين يسقط من بطن امه الى ان يحتلم

অর্থ: মায়ের গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে স্বপ্নদোষ হওয়া পর্যন্ত বয়সকালীন মানব সন্তানকে শিশু বলে।[৫]

বিশ্বের সর্বজন স্বীকৃত Shorter Oxford English Dictionary তে শিশুর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Childhood: The state or stage of life a child. The time during which one is a child the time from birth to puberty.[৬]

Webster's New Twenty Century Dictionary Unabridged এ শিশুর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, A son or a daughter; a male or female descendent, in the first degree; in law, a legitimate son or daughter.[৭]

সেভ দ্যা চিলড্রেন থেকে প্রকাশিত "বাংলাদেশ কর্মজীবি শিশু ম্যাথিউ এ কিং ও সহযোগী রায়ান এর নক্স" বইটিতে ব্লাঞ্চেট তার ১৯৯৬ সনে পরিচালিত গবেষণায় শিশু সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হলো -যে মানব সন্তানের কিছু বোঝার ক্ষমতা নেই তাকে শিশু বলে। এটা নির্ভর করে তার শারিরীক বিকাশ ও জীবন যাপন পরিস্থিতির উপর, বয়স কম বেশী হতে পারে।

আন্তর্জাতিক আইনে শিশুর সংজ্ঞা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কত বছর পর্যন্ত বয়সের মানব সন্তানকে শিশু বলা হবে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে সর্বনিম্ন ১৫ বছর আর সর্বোচ্চ ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত মানব সন্তান শিশু হিসেবে

---

২. *বাংলা বিশ্বকোষ*, প্রকাশক, চিত্তরঞ্জন সাহা, মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৭৫ ইং, পৃ.৪৬৯

৩. আল কুরআন, ৪০ : ৬৭; অর্থ: তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা, অতপর জমাট রক্ত দ্বারা, অতপর তোমাদেরকে বের করেছেন শিশু রূপে।

৪. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, বৈরুত: দারুস সাদির, তা.বি., খ.১১, পৃ. ৪০১

৫. *প্রাগুক্ত*

৬. *Shorter Oxford English Dictionary*, vol-1, 15th edition, A-M, Newyork, Oxford university press, 1993, p. 394

৭. *Webster's New Twenty Century Dictionary Unabridged.* Ibid. p. 313

বিবেচিত।[৮] জাতিসংঘ সনদের ধারা-১ এ আঠারো বছরের কম বয়সী প্রত্যেককেই শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। জাতিসংঘ সনদে বলা হয়েছে,

Child is defined in the UN convention on the right of the child (drd) as a person under the age of 18. This includes infancy, early childhood, middle childhood and adolescence.[৯]

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে শিশুর সংজ্ঞা

সাধারণভাবে বয়সের তারতম্যের কারনে আমরা কাউকে শিশু, কাউকে যুবক, কাউকে বৃদ্ধ বলে থাকি। আর্ন্তজাতিক শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ-১ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে প্রতিটি মানব সন্তানই শিশু। কিন্তু বাংলাদেশের প্রচলিত বিভিন্ন আইনে বিভিন্ন বয়সের মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়।

(১) বাংলাদেশ ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী শিশু হলো ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত কোন ব্যক্তি।

(২) শিশু বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ অনুযায়ী শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী ছেলে এবং ১৬ বছরের কম বয়সী মেয়ে সন্তানকে বুঝায়।

(৩) কারখানা আইনে বলা হয়েছে, শিশু অর্থ ১৬ বছরের কম বয়সের কোন ব্যক্তি।[১০]

(৪) বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে ছেলের বয়স ২১ এবং মেয়ের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ না হলে তাকে শিশু হিসাবে গণ্য করা হয়।

(৫) চুক্তি আইনে বলা হয়েছে যে, ১৮ বছর বয়সের কম কোন ব্যক্তি চুক্তি করতে পারবেনা। এই আইনে ১৮ বছরের কম বয়সের মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

(৬) শিশু (শ্রম নিবন্ধক) আইনে শিশু বলতে ১৫ বছরের কম বয়সের মানব সন্তানকে বুঝায়। তবে এই আইনে ১৭ বছর পূর্ণ না হলে তাকে কাজ নেয়ার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়।

(৭) নিম্নতম মজুরী আইনে ১৮ বছর পূর্ণ না হলে সে শিশু হিসাবে গণ্য হয়।

(৮) খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের তালাক আইনে পুত্রের বয়স ১৬ বছর এবং কন্যার ১৩ বছরের কম বয়সের ছেলে মেয়েদেরকে নাবালক বলা হয়েছে।

---

৮. *The new Ereyclopedia Britinica inc*,publishor:Helen Haming way Berton,chicago, 1973-1974, v-5, p-265

৯. Ahmaduzzaman, *International Human Rights Law*, Shams Publications, April-2008, p. 09

১০. বিস্তারিত দ্র. মোঃ আনছার আলী, *শিশু বিষয়ক আইন*, বাংলাদেশ ল'বুক কোম্পানী, ঢাকা: বাংলাবাজার, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ.৬৪-১১৯

(৯) খনি আইনে ১৫ বছর পূর্ণ না হলে তাকে শিশু হিসাবে গণ্য করা হয়, শিশুকে খনিতে কাজে নেওয়া যায় না।

(১০) ১৯৩৯ সালের মটর গাড়ী আইনে ১৮ বছরের কম বয়সের কোন ব্যক্তিকে গাড়ী এবং ২০ বছরের কম বয়সের কোন ব্যক্তিকে বড় গাড়ী চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়না।

১৯৯৪ সালে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত জাতীয় শিশুনীতি প্রনীত হয়। এতে ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি এমন মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এত বৈপরিত্য সত্ত্বেও এই মুহূর্তে আমাদের জন্য যে বিষয়টি আশার সঞ্চার করেছে সেটি হলো যে সরকার শিশুর সংজ্ঞা ও অধিকার নিশ্চিত করতে ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১১ নতুন জাতীয় শিশুনীতি পাশ করেছে। যে নীতিতে শিশুর সংজ্ঞায় শিশুর বয়সসীমা ১৪ থেকে বাড়িয়ে ১৭ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী বাংলাদেশের সকল ব্যক্তিকে বোঝাবে।[১১] শিশুদের মাঝে কিশোর কিশোরী বলতে ১৪ বছর থেকে ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদেরকে বুঝাবে।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের আওতায় ১৮ বছর বয়সের নিচের বাংলাদেশের শিশুদের কতিপয় নীতি ও বিধির অধীনে কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয়েছে। যেমন,

৭ বছরের নিচে : কোন অপারাধের দায়িত্ব আরোপ করা হয় না।

৬-১০ বছর : স্কুলে যেতে হবে।

১২ বছরের নিচে : দোকান, অফিস, হোটেল বা কোন ওয়ার্কশপে কাজ করতে পারবেনা।

১৪ বছরের নিচে : কল-কারখানায় কাজ করতে পারবে না, শিশু ভবঘুরেদের প্রাপ্ত বয়স্কদের কাছ থেকে পৃথক রাখতে হবে।

১৫ বছরের নিচে : পরিবহন খাতের কয়েকটি অংশে (যা বিপজ্জনক) কাজ করতে পারে না।

১৬ বছরের নিচে : সাধারণ কারাগারে আটক রাখা যাবে না, বিচারে মৃত্যুদন্ড দেওয়া যাবে না।

১৮ বছরের নিচে : মেয়েরা বিয়ে করতে পারে না।

১৮ বছর বয়সে : প্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে বিবেচিত হবে, ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।[১২]

---

১১. *জাতীয় শিশু নীতি ২০১১*, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা: ফেব্রুয়ারী ২০১১, পৃ.৪

১২. ইউনিসেফ, *বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার*, ঢাকা: প্রকাশকাল ১৯৯৭ খ্রি, পৃ.১০

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে শিশুর জন্য প্রযোজ্য বয়স[১৩]

১.	চাকুরীতে নিয়োগের অনুমতি প্রসঙ্গে-(কারখানা আইন-১৯৬৫; দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন-১৯৬৫; শিশু শ্রমিক নিয়োগ আইন-১৯৩৮)	১২ থেকে ২১ বছরের মধ্যে
২.	বিবাহ	মেয়েদের জন্য ১৮ ও ছেলেদের জন্য ২১
৩.	তামাক, সুরা বা অন্য কোন মারাত্মক ড্রাগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে	১৬ বছর
৪.	বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বশেষ বয়স	১০ বছর
৫.	সামরিক বাহিনীতে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ	১৬ বছর (অভিভাবকের সম্মতিতে)
৬.	ফৌজদারী দায়-দায়িত্ব	১২ বছর থেকে সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব এবং ফৌজদারী আইন ভঙ্গ করা সম্পর্কিত খন্ডনযোগ্য আনুমানিক বয়স সীমা -৭ থেকে ১১ বছর
৭.	গ্রেফতার আটক বা কারারুদ্ধের মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা (ফৌজদারী দায়-দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত)	নির্ধারিত কোন বয়স নেই
৮.	মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড	মৃত্যুদন্ডের ক্ষেত্রে- ১৭ বছর; ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদন্ড - ৭ বছর, তবে শর্ত থাকে যে অনুমান সম্পর্কে কোন যুক্তি খন্ডন করা হয় নাই।
৯.	আদালতে সাক্ষ্য দেয়া প্রসঙ্গে	যদিও সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কোন সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারিত নেই তবে সাক্ষীকে অবশ্যই প্রশ্ন বোঝা এবং উত্তর দেবার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন ও সচেতন হতে হবে।
১০.	আদালতে অভিযোগ দায়েরের মাধ্যমে প্রতিকার পাবার ক্ষেত্রে (অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া)	১৮ বছর
১১.	যুদ্ধে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে	নন-কমিশন অফিসারের ক্ষেত্রে ৬ মাসের প্রশিক্ষণ শেষ হবার পর এবং কমিশন্ড অফিসারের ক্ষেত্রে দুই বছরের প্রশিক্ষণ শেষ হবার পর

১৩. First periodic report of the Government of Bangladesh under the Convention on the Rights of the Child (Draft): Ministry of Women and Children affairs; government of Republic of Bangladesh; Dhaka, November-2000

ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর পরিচয়

জাতিসংঘ প্রদত্ত শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি প্রদত্ত শিশুর সংজ্ঞার সাথে ইসলাম প্রদত্ত শিশুর সংজ্ঞায় আপাত দৃষ্টিতে পার্থক্য দেখা যায়। কুরআন ও হাদীসে শিশুর বয়সসীমার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা খতিয়ে দেখলে দেখা যায় মানব সন্তানের শিশুকাল সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয় বরং বিয়ের বয়সের সাথে নির্দিষ্ট। পবিত্র কুরআনে আলাহ তা'আলা বলেন, حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ অর্থ: যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়।[১৪]

এ আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট হয় শিশুকাল বয়সের সীমার সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং বালেগ হওয়ার যে সব লক্ষণ রয়েছে সে সবের সাথেই সম্পৃক্ত। সুতরাং কোন মানব সন্তানের মাঝে সাবালকত্বের লক্ষণ প্রকাশিত হলে সে আর শিশু থাকবেনা।

হযরত আয়িশা (রা.) এর উক্তি থেকেও কিছুটা ধারণা লাভ করা যায়। তিনি বলেন-

تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم وانا بنت بيت سنين وبنى بى وانا بنت تسعة سنين

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বিবাহ করেন, যখন আমার বয়স মাত্র ছয় বছর। আর আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধেন যখন আমি নয় বছরের মেয়ে।[১৫]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেন,

ان النبى صلعم تزوج عائشة وهى صغيرة وكان عمرها ست سنين

অর্থ: নবী (স.) আয়িশা (রা.) কে বিয়ে করেছিলেন যখন তিনি ছোট ছিলেন। তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর।[১৬]

মহানবী (স.) নিজে যখন আয়িশা (রা.) কে ছয় মতান্তরে নয় বছর বয়সে বিবাহ করলেন, এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইসলামে ছেলেমেয়ের বিয়ের জন্য কোন নিম্নতম বয়স নির্ধারণ করা হয়নি। যে কোন বয়সের ছেলে-মেয়েকে যে কোন বয়সে বিবাহ দেওয়া যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী (র.) লিখেন, اجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر والصغيرة

অর্থ: পিতার পক্ষে তার কুমারী (নাবালেগ) মেয়েকে বিবাহ দেওয়া জায়িজ হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত মুসলিম একমত হয়েছেন।[১৭]

---

১৪. আল কুরআন, ৪ : ৬

১৫. ইমাম মুসলিম, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, বৈরুত: ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবি, তা.বি., খ.২, পৃ. ১০৩৯

১৬. বদরুদ্দীন আইনী, *উমদাতুল কারী*, সাহারাণপুর, ইউপি: যাকারিয়া বুক ডিপো, ১৪২৪/২০০৩, খ.২০, পৃ. ৭

রাসুলুল্লাহ (স.) এর প্রসিদ্ধ একটি হাদীস থেকে শিশুদের শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে বাধ্য-বাধকতার বয়স সীমা সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইবাদত করার উপযুক্ত বয়স প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع

অর্থ: তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে পদার্পন করতেই সালাত আদায়ের আদেশ দাও। দশ বছর বয়সে পদার্পণ করে সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।[১৮]

এ হাদীসের বক্তব্য থেকে শরীয়তের দৃষ্টিতে শিশুর নিম্নতম বয়স সাত বছর এবং দশ বছর বলে বোঝা যায়। অর্থাৎ শিশু শরীয়ত পালনের জন্য মুকাল্লাফ বা বাধ্য হবে দশ বছর বয়সে।

ধর্মীয় আইনের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি লাভের পর থেকেই অর্থাৎ মেয়েদের ১২ বছর ও ছেলেদের ১৫ বছর বয়সে শৈশবের সমাপ্তি ঘটে।[১৯] ফিক্‌হবিদদের দৃষ্টিতে মেয়ে শিশু বালিগা বা সাবালকে উপনীত হবে যখন তার হায়িয হওয়া শুরু হবে। আর এর নিম্নতম বয়সসীমা বলা হয়েছে কমপক্ষে নয় বছর। নয় বছরের পূর্বে যদি কোন বালিকার ঋতুস্রাব হয় তাহলে হায়িয বলে গণ্য হবে না।[২০] ছেলে শিশুর সাবালকত্বে পদার্পনের নিদর্শন হচ্ছে দাড়ি-গোঁফ গজানো এবং স্বপ্নদোষ হওয়া।

ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন, পনের বছর পূর্ণ হওয়ার পর শরীরে বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও বালক এবং বালিকা উভয়কেই শরীয়তের দৃষ্টিতে বালেগ বলে গণ্য করতে হবে।[২১] শিয়াদের মতেও ১৫ বছর বয়স পেরিয়ে গেলেই পূর্ণ বয়স অনুমান করা হয়। তবে মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ তে সাবালকত্ব বা শিশুকাল শেষ হওয়ার বয়স ১৬ বছর এবং সাবালকত্ব আইনের ধারা-৩ অনুযায়ী ১৮ বছর।[২২]

---

১৭. ইমাম নববী, আবূ যাকারিয়া মহীউদ্দিন ইব্‌ন শারফ, *শরহি সহীহ লিমুসলিম*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি., খ.১, পৃ. ৪৫৬

১৮. ইমাম আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনে আল-আশআস, *সুনানু আবু দাউদ*, দারুল ফিক্‌র, তা.বি., খ.১, পৃ. ১৩৩, হা.নং- ৪৯৫

১৯. ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার*, ঢাকা: ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ১৯৯৭, পৃ. ১০

২০. সম্মাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *ফতওয়া-ই-আলমগীরী*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খ.১, পৃ. ৩৬; সম্মাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৯, পৃ. ২০৭

২১. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রঃ), *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান,খ.২,ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৪, পৃ.২৮৭

২২. মোঃ আনছার আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

ইমাম আবুল হাসান আল আশ'আরী সাবালকত্বের সীমা নির্ধারনের আলোচনায় ৭টি মতের উল্লেখ করেছেন-

১. শিশুর বুদ্ধির পরিপক্কতা না হওয়া পর্যন্ত সাবালক হয়না। বুদ্ধির উন্মেষের প্রমাণ হচ্ছে মানুষ ও পশুর মধ্যে ক্ষতি ও উপকারের বিষয়ে পার্থক্য বোঝা। তা ছাড়া বিদ্যা অর্জনে সামর্থবান হওয়া।

২. মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব আল জাযায়রী বলেন, শিশুর সাবালকত্ব হচ্ছে বুদ্ধির এমন পরিপক্কতা যার দ্বারা সে নিজেকে পাগল যা করে তা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম।

৩. বাগদাদের তৎকালীন পণ্ডিতগণ বলেন, সুস্থ ও মুকাল্লাফ হওয়া এবং শরী'আতে পর্থক্য বুঝার সক্ষমতা শিশুর সাবালকত্বের নিদর্শন।

৪. ছুমমা ইবনে আশরাস আন নুমাইরির মতে, মানব শিশু সাবালকত্ব লাভ করে তখন সে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ সে আল্লাহ, রাসূল ও কিতাব প্রভৃতি বিষয়ে বুঝতে সক্ষম হয়- তখন সাবালক হিসেবে পরিগণিত হয়।

৫. মুতাকাল্লিমীনদের মতে, মানব শিশুর মধ্যে বুদ্ধির পরিপূর্ণতাই হচ্ছে সাবালকত্বের প্রমাণ।

৬. দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে স্বাভাবিক থাকা অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হওয়া শিশুর সাবালকত্বের নিদর্শন অথবা তার বয়স ১৫ বছর হওয়া।

৭. বুদ্ধির অধিকাংশ প্রতিবন্ধকতা দূর না হওয়া পর্যন্ত স্বপ্নদোষ হলেও শিশুত্ব হারাবে না।[২৩]

মোট কথা, আন্তর্জাতিক আইন তথা জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এবং মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ এর সাবালকত্ব আইন ধারা ৩ এ ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক মানব সন্তানকে শিশু নির্ধারণ করা হয়েছে যা একেবারে অযৌক্তিক নয়। তবে ইসলামী শরীয়তে শিশু হলো সাবালকত্বে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত, যে বয়সে পৌছানোর পূর্বে মানব সন্তান ভাল মন্দ সম্পর্কে বুঝতে পারে না এবং শরীয়তের বিধি বিধান পালনের বাধ্যবাধকতাও আরোপিত হয়না।

২৩. ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাঈল আল আশআরী (মূল), মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আবদুল হামীদ সম্মাদিত, *মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লীন*, ২য় সংস্করণ, খ.২, ২৩৫ আর্টিকেল, মাকতাবাতু আন-নাহদাতু আল মাসরিয়্যাহ, কায়রো: ১৯৬৯, পৃ. ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে শিশু অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে শিশু অধিকার

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। অথচ বর্তমান বিশ্বের অসংখ্য শিশু মৌলিক অধিকারসহ বিভিন্ন প্রকার অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে অপুষ্টি ও নানা প্রকার রোগ-শোকে ভুগছে। বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিশুদের মৌলিক মানবাধিকার তথা অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা ও শিক্ষার অধিকার অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচার-নির্যাতন ও অমানুষিক শিশু শ্রমের কারণে সম্ভাব্য কুঁড়ি অকালেই ঝরে যাচ্ছে। পরিতাপের বিষয় হলো বর্তমান আধুনিক বিশ্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে শিয়াল কুকুরের সাথে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া খাবারে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ অংশগ্রহণ করছে। এ অধিকার বঞ্চিত মানুষ অন্যায়-অত্যাচার মাদকাশক্তি ও সন্ত্রাসের মত জঘন্যতম কাজে জড়িয়ে সমাজে সমস্যা সৃষ্টি করছে। অথচ সামান্য সচেতন হলে সকল সম্ভাবনা আশ্রয় ও শিশুদের সম্পদে পরিণত করা যায়। নবজাতক শিশু ফলবান বৃক্ষের সাথে তুল্য। একটি চারাকে উত্তমরূপে পরিচর্যা করলে যেমন মজবুত কান্ড ও পত্র পল্লবে সুশোভিত পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষে পরিণত হয়ে কাঙ্খিত রূপে ফলদান করতে সক্ষম হয়। তেমনি উত্তম রূপে পরিচর্যা করলে প্রতিটি শিশু সুস্থ্য সবল এবং সুঠামদেহের অধিকারী পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যাদের দ্বারা আমরা আগামী দিনে সোনালী ভবিষ্যৎ গড়তে পারি। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাতৃগর্ভ থেকে শিশু অধিকার নিশ্চিত করা।

মানব সভ্যতায় পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পারিক সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়, তাছাড়া পারস্পারিক গ্রহণ যোগ্যতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যাধিক। তাই শৈশব থেকে সন্তানকে প্রাপ্য অধিকার প্রদান ও উত্তম আচার-আচারণের দ্বারা আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কেননা মানব সন্তানের শৈশব হল কাঁদা মাটির ন্যায়, শৈশবে তাকে যেমন ইচ্ছা তেমন গড়ে তোলা যায়। স্থায়ীত্ব ও প্রভাব বিস্তারের দিক থেকেও শৈশবকালীন শিক্ষা মানব জীবনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। শৈশবকালীন শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে:

العلم في الصغر كالنقش على الحجر

অর্থ : শৈশবে বিদ্যার্জন (স্থায়ীত্বের দিক থেকে) পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্যের ন্যায়।[১] ইসলাম চৌদ্দশ বছরের অধিককাল যাবত শিশুদের বিষয় গুরুত্বারোপ করে আসছে এবং শিশু পরিচর্যার বিষয়টিকে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত করত একে একটি সার্বক্ষণিক পালনীয় বিধানে পরিণত করেছে। ইসলাম যে শিশুর জন্ম মূর্হুত থেকেই তার অধিকারের কথা ঘোষণা করেছে তা নয়, বরং তার জন্মের পূর্ব থেকেই তার অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিতে শৈশব হচ্ছে সৌন্দর্য, আনন্দ, সৌভাগ্য ও ভালবাসার পরিপূর্ণ এক চমৎকার জগত। সন্তানকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যের ঘোষণা পবিত্র কুরআনে এসেছে,

---

১. আবূ বকর আহমদ ইবন হুসাইন, 'আলী আল-বায়হাকী, *মাদখাল ইলা সুনানিল কুবরা*, কুয়েত: দারুল যুলকা লিল কিতাবিল ইসলাম, হি: ১৪০৪, পৃ. ৩৭৫

Dhaka University Institutional Repository

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

অর্থ : ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হচ্ছে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য বিশেষ।[২]

সুতরাং পার্থিব জীবনের সুখ শান্তি ও সৌন্দর্য এ শিশুকে ভবিষতের সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। পিতা-মাতার এবং রাষ্ট্রের নিকট শিশুদের অনেকগুলো অধিকার রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সে অধিকারগুলো হলো-

উত্তম বংশে জন্মের অধিকার

জন্মের পূর্ব থেকেই ইসলাম শিশুদের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। কেননা সন্তানেরা পিতামাতার চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও আচার-আচরণ ইত্যাদি উত্তারাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। তাইতো ইসলাম বিয়ে করার ক্ষেত্রে ধর্মভীরু, সৌন্দর্য, চারিত্রিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

অর্থ : তোমাদের জন্য বৈধ সতী-সাধ্বী মুসলমান নারীদের এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা তাদের প্রাপ্য প্রদান কর তাদের স্ত্রী করার জন্যে, কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্যে।[৩]

সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, মুমিন সৎ পুরুষের জন্য পৌত্তলিক, ব্যাভিচারী ও অপবিত্র নারী বিবাহ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ

অর্থ : আর তোমরা মুশরেক নারীদেরকে বিবাহ করোনা, যতক্ষন না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরেক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভাল লাগে।[৪]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

অর্থ : তোমরা চারটি বিষয়- সম্পদ, উচ্চ বংশ, সৌন্দর্য এবং ধর্মভীরুতার দিকে লক্ষ্য রেখে নারীদের বিবাহ করবে। এদের মধ্যে যে ধর্মভীরু, তাকেই যেন অগ্রাধিকার দাও। তোমার হাতে মাটি পড়ুক।[৫]

---

২. আল-কুরআন, ১৮ : ৪৬

৩. আল-কুরআন, ৫ : ৫

৪. আল-কুরআন, ২ : ২২১

৫. মুহাম্মদ ইবন ঈসমাইল আল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, দেওয়াবন্দ: মুখতার এন্ড কোম্পানী, ১৯৮৫, খ.২,পৃ.৭৬২

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ (স.) অভিবাবকদেরও ধর্মপরায়ন ও চরিত্রবান পাত্রের নিকট কন্যা বিয়ে দিতে উৎসাহিত করেছেন । রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

অর্থ : যদি তোমাদের নিকট এমন কোন প্রস্তাব আসে যার ধর্মপরায়নতা ও চরিত্র তোমাদের পছন্দ হয়, তাহলে তোমারা তার সাথেই বিবাহ দিবে। যদি তোমরা এ নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে বিশৃংখলা ও বিপর্যয়।[৬]

শিশুর মাতা ও পিতা দূর সম্পর্কীয় বংশের হলে শিশু বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে অধিকতর বিচক্ষণ, চিন্তাশক্তির দিক দিয়ে তীক্ষ্ণ এবং শারীরিক ভাবে হবে শক্তিশালী। তাই রাসুলুল্লাহ (স.) নিকট আত্মীয় বিয়ে করতে নিরুৎসাহিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

اغتربوا ولا تضووا

অর্থ : তোমরা দূরবর্তী আত্মীয় দেখ, যাতে করে তোমাদের বংশধর দুর্বল হয়ে না পড়ে।[৭] এভাবেই ইসলাম প্রত্যেক শিশুর উত্তম বংশে জন্মাবার অধিকার নিশ্চিত করেছে।

জীবনের নিরাপত্তার অধিকার

ইসলামী শরীয়াতে শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকার স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। ইসলামে শিশু হত্যাকে জঘন্য অপরাধ হিসেবে ঘোষনা করে তাদের হত্যা না করার জন্য বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

অর্থ : তোমরা তোমাদের সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করোনা। আমিই তাদেরকে এবং তোমাদেরকে রিয্ক দেই। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।[৮]

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

অর্থ : যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীকে ধংসাত্মক কার্যকালাপের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন পৃথিবীর সকল মানব গোষ্টীকে হত্যা করল।[৯]

---

৬. হাফিয আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত তিরমিজী, *জামে আত তিরমিজী*, করাচী: কুরআন মহল, ১৩৮০ হিজরী, খ.১, পৃ.১৬১

৭. মওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ সম্পাদিত, *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ.৬৭

৮. আল-কুরআন, ১৭ : ৩১

৯. আল-কুরআন ৫ : ৩২

Dhaka University Institutional Repository

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

অর্থ : অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা, যারা কোন জ্ঞান ব্যতীত নির্বোধের ন্যায় তাদের শিশু-সন্তানদের হত্যা করেছে এবং আল্লাহ যে সকল জীবিকা প্রদান করেছেন তা হারাম করে দিয়েছে, আর আল্লাহ সম্পর্কে মনগড়া কথা বলে। নিশ্চয়ই তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা সুপথে নেই।[১০]

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ

অর্থ : তোমরা তোমাদের সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করোনা, তোমাদের জীবিকা আমিই প্রদান করি।[১১]

إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

অর্থ : নিশ্চয়ই তাদের হত্যা একটি জঘন্য পাপ।[১২]

وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ

অর্থ : আর এমনিভাবে তাদের শরীকরা বহু সংখ্যক মুশরিকদের জন্য তাদের নিজেদের হত্যা করার কাজকে খুবই আকর্ষনীয় বানিয়ে দিয়েছে। যেন তারা তাদের ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে এবং তাদের নিকট তাদের জীবনব্যবস্থা সন্দেহপূর্ণ বানিয়ে দেয়।[১৩]

ইসলাম শিশুর নিরাপত্তা বিধানে মাতা-পিতার প্রতি আরোপ করেছে বিশেষ দায়িত্ব। শিশু পিতা মাতার জন্য একটি পবিত্র আমানত। এ আমানত পালনে দায়িত্বশীল না হলে অবশ্যই আল্লাহর নিকট জবাবদিহী করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

অর্থ : তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্ববান এবং প্রত্যেকেই আপন আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। রাষ্টপ্রধানও দায়িত্ববান, সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পিতা তার পরিবার রক্ষনাবেক্ষণের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল এবং তার রক্ষনাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর স্ত্রী তার স্বামীর সন্তান ও সম্পদের জন্য দায়িত্বশীল , সে এর রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞসিত হবে।[১৪]

---

১০. আল-কুরআন, ৬ : ১৪০

১১. আল-কুরআন, ৬ : ১৫১

১২. আল-কুরআন, ১৭ : ৩১

১৩. আল-কুরআন, ৬ : ১৩৭

১৪. মুহাম্মদ ইবন ঈসমাইল আল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ.১,পৃ. ৩২৪

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) শিশুর জীবন রক্ষা ও প্রতিপালনে আরো বলেছেন,

مَنْ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يُحِطْهُمْ بِنَصِيحَةٍ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ

অর্থ : যদি আল্লাহ তায়ালা কাউকে অধীনস্থদের উপর কর্তৃত্ব দান করেন আর সে তাদের কল্যাণ কামনা করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তার জান্নাতের ঘ্রাণও নসীব হবেনা।[১৫]

রাসূলুল্লাহ (স.) আরো ইরশাদ করেন,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

অর্থ : যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কারও উপর ন্যাস্ত থাকে, সে যদি তা যথাযথভাবে পালন না করে তাদের ধ্বংস করে, তাহলে এতেই তার বড় গুনাহ হবে।[১৬]

মানব শিশুর সহজাত ও মৌলিক অধিকার স্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বেঁচে থাকা। ইসলাম অপুষ্টি, রোগব্যাধি, যুদ্ধ, মানবসৃষ্ট দর্যোগ ইত্যাদি থেকে শিশুদের নিরাপত্তা প্রদান করে জীবনের অধিকার নিশ্চিত করেছে।

মাতৃদুগ্ধ পানের অধিকার

মায়ের দুধ শিশুর জন্য নিরাপদ, উপযুক্ত পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ব ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। ইসলাম শিশুকে জন্মের দিন থেকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করার অধিকার দিয়েছে। কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

অর্থ : মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে।[১৭]

গর্ভধারণ ও দুধ পান করানো সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

অর্থ : আমি মানুষকে তার পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার মা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট স্বীকার করে তাকে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভেধারণ করতে ও দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস লাগে।[১৮]

---

১৫. মা'কাল বিন ইয়াসার বর্ণিত, *মুসনাদে আহমদ*, হা.নং-১৯৪২৮; মাওলানা ফরীদ উদ্দিন মাসউদ সম্পাদিত, *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, পৃ. ৭১

১৬. হাফিজ আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আশআছ, *সুনানু আবূ দাউদ*, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফি সিলাতির রিহমি, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৪ ইং, খ.২, পৃ. ১৩২, হাদীস নং ১৬৯২

১৭. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩

১৮. আল-কুরআন, ৪৬ : ১৫

 Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

অর্থ : আমি মানুষকে পিতা মাতার ব্যাপারে নসীহত করছি, তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে পেটে বহন করেছে। আর তাকে দুধ ছাড়াতে দু'বছর লেগেছে।[১৯]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ

অর্থ : আল্লাহ সফরকারীর উপর থেকে রোযার বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দিয়েছেন এবং চার রকাআত বিশিষ্ট নামাযকে অর্ধেক করে দিয়েছেন। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মহিলার জন্য রোজার বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দিয়েছেন।[২০]

শিশুদের দুধ পানের অধিকার পূর্ণ করতে ইসলামে স্তন্যদানকালে মহিলাদের গর্ভবতী হতে নিরুৎসাহিত করেছে যা কুরআনের উপরিউক্ত বাণী ও হাদীস থেকে উপলব্দি করা যায়। হযরত উমর (রা.) শিশুদেরকে বুকের দুধদানে মায়েদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে জন্মের পর থেকেই আর্থিক অনুদান চালু করেন।

শিশুর স্বাস্থ্য, মনমানসিকতা, চরিত্র, ভবিষ্যত ও রুচি গঠনে মায়ের দুধের ভূমিকা য়থেষ্ট। তাই কোন কারণে মা দুধ পান করাতে ব্যর্থ হয় তবে অন্য কারো দুধপান করানো যাবে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে দুধ মাতা যেন দেহপসারিণী ও পাগলিনী না হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

توقوا اولأدكم لبن البغى و المجنونة

অর্থ : তোমাদের সন্তানদের দেহপসারিণী ও পাগলিনীর দুধ পান করানো থেকে দূরে রাখ।[২১]

বৈধ আয় থেকে প্রতিপালিত হবার অধিকার

নিজে যেমন হালাল উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা ওয়াজিব, তেমনি সন্তান প্রতিপালনে বৈধ উপার্জন থেকে খরচ করা কর্তব্য। পুত্র সন্তান বলেগ না হওয়া পর্যন্ত এবং কন্যা বিবাহ না দেওয়া পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তাদের পিতার উপর বর্তায়, তাঁর সামর্থ অনুযায়ী।[২২] যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

১৯. আল-কুরআন, ৩১ : ১৪

২০. হাফিয আবী আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০০৩, পৃ.৩৯১

২১. মওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ সম্পাদিত, *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩

২২. গাজী শামসুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১ খ্রী. খ. ৩, পৃ.৮৪৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : জনকের কর্তব্য যথারীতি তাদের (মাতাগণের) ভরণপোষণ করা। কাউকেও তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয় না।[২৩]

অবৈধ আয় যথা ঘুষ, চুরি, সুদ, প্রতারণা, অসৎকর্ম, জুয়া ইত্যাদি উপায়ে অর্থ উপার্জন করে সন্তান প্রতিপালনের বিধান ইসলামে নেই। এ ধরনের অপকর্মের জন্যে সন্তানের কোন দায়িত্ব নেই। রাসূল (স.) বৈধ পন্থায় উপার্জনে উৎসাহিত করার নিমিত্তে ঘোষণা করেন:

طلب الرزق الحلال من أفضل الفرائض

অর্থ : হালাল জীবিকা উপার্জন করা সর্বাপেক্ষা বড় ফরজ বা কর্তব্য।[২৪]

অন্যত্র বর্নিত হয়েছে:

سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن أفضل الكسب فقال بيع مبرور وعمل الرجل بيده

অর্থ : সাহাবীগণ একদা রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন প্রকারের উপার্জন উত্তম? রাসূল (স.) বললেন, ব্যক্তির নিজ হাতে কাজের বিনিময় বা সুষ্ঠু ব্যবসালব্ধ মুনাফা।[২৫] তাছাড়া নামাজ সমাপ্ত হলে আল্লাহর অনুগ্রহ বা জীবিকা অনুসন্ধানের জন্য জমিনে ছড়িয়ে পড়তে বলা হয়েছে। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلأَرضِ وَٱبتَغُواْ مِن فَضلِ ٱللَّهِ وَٱذكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرا لَّعَلَّكُم تُفلِحُونَ

অর্থ : সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[২৬] পিতা-মাতা, শিক্ষকসহ সকলকেই সন্তান প্রতিপালনে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা এ দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

অর্থ : তোমরা প্রত্যেকেই (রাখালের মত) দেখাশুনাকারী, আর এ দেখাশুনার ব্যাপারে প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে।[২৭]

---

২৩. আল-কুরআন, ০২ : ২৩৩

২৪. আবূ বকর আহমদ ইবন হুসাইন আলী আল-বায়হাকী, *আস সুনানিল কুবরা*, বৈরূত : দারুল মা'আরিফ, হি: ১৪০৬, অধ্যায়: শুয়াবুল ইমান

২৫. ইমাম আহমাদ, *মুসনাদ*, মুসনাদে মাক্কিয়ীন, মুসনাদে আবি বারদাহ ইবনে নাইয়ার (রা.), হাদীস নং- ১৫৮৭৪

২৬. আল-কুরআন, ৬২ : ১০

২৭. হাফিজ আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আশআছ, *সুনানু আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২১, হা. নং ২৯২৮

Dhaka University Institutional Repository

আর আদর্শবান সন্তান দুনিয়াতে যেমন সুখ ও শান্তির কারণ তেমনি মৃত্যুর পরে ধন, বাহুবল ও প্রভাব প্রতিপত্তি যখন কোন কাজে লাগবে না তখন সৎ সন্তানই পরকালীন কল্যাণে আসবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স.) ঘোষণা করেন,

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

অর্থ : যখন মানুষ ইন্তেকাল করে তখন তার সমস্ত আমল বন্দ হয়ে যায়, তবে তিনটি কাজ যার প্রতিদান (ইন্তেকালের পরেও) পেতে থাক। ১. এমন সদকা যার কল্যাণকারীতা চলতে থাকে, ২. এমন জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, ৩. এমন সৎকর্মশীল সন্তান যে তার পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে।[২৮]

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার অধিকার

রোগ ব্যাধি শিশুর নিত্য দিনের সঙ্গী। রোগ-ব্যাধি থেকে শিশুর সুস্থতার জন্য যত্নবান হওয়া সমধিক প্রয়োজন। কেননা আজকের শিশু আগামী দিনের জাতির কান্ডারী। তাই একটি সুস্থ জাতি গঠনে শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইসলাম রোগ-ব্যাধিসহ সকল ব্যাপারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার এবং প্রত্যেক রোগের সম্ভাব্য চিকিৎসার অনুসন্ধানের জন্য বলে। রাসূলুল্লাহ (স.) এ প্রসংগে বলেন,

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থ : আল্লাহ এমন কোন রোগ দেন নি, যার কোন চিকিৎসার বিধান দেননি। যখন কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয় আল্লাহর অনুগ্রহে তা ভাল হয়ে যায়।[২৯]

দুই বছর বয়সের মধ্যে শিশুর জীবন যে সব রোগের সম্মুখীন হয় তা হলো পোলিও,গুটিবসন্ত, ডিপথোরিয়া, হুপিংকাশি, যক্ষা, ধনুষ্টংকর ইত্যাদি। এ সময়ে কঠিন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যার কারণে শিশুর দেহ থেকে তরল পদার্থ বের হয়ে গিয়ে শিশুর জীবনাবসান ঘটতে পারে বা তাদের জন্য দুঃখপূর্ণ জীবন ও মাতা পিতার বোঝা হয়ে থাকার কারণ হতে পারে। তাই ইসলাম শিশুদের চিকিৎসার ব্যাপারে এবং এ মারাত্মক রোগের হাত থেকে বাঁচার ব্যাপারে উদাসহীনতা প্রদর্শন থেকে সতর্ক করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

অর্থ : তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা।[৩০]

---

২৮. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ওসিয়্যাহ, বাবু মা ইয়ালহাকুল ইনসানু মিনাস সাওয়াবি বা'দা ওফাতিহি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪১

২৯. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুস সালাম, বাবু লিকুল্লি দা-ইন'দাওয়া-উন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৫

৩০. আল-কুরআন, ২ : ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম শিশুদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে পর্যাপ্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিভাবে শিশু রোগ মুক্ত থাকতে পারবে তার দিক নির্দেশনা দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাহাবীদের হাত, মাথা, চোখ, নাক, মুখ, পোষাক, বাড়ীঘর ইত্যাদি সুন্দরভাবে পরিস্কার করার শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ

অর্থ : তোমাদের যে কেউ নিদ্রা থেকে জাগলে পরে সে যেন তার হাত ধুয়ে নেয়।[৩১]

তিনি আরো বলেছেন,

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

অর্থ : আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য হবার ভয় না থাকলে, আমি তাদের প্রত্যেক নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম।[৩২]

শিশুর শরীর সুস্থ রাখার জন্য শিশুর পরিধেয় বস্ত্র, বিছানা,আসবাবপত্র সবকিছুই উত্তমরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। এগুলো অপরিচ্ছন্ন থাকলে শিশুর দেহে চর্মরোগ ও ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ ব্যাপারে সামন্যতম অবহেলা শিশুর সুস্থ জীবনের প্রতি হুমকি হয়ে দাড়াতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَثِيَابَكَ فَطَهِّر

অর্থ : তোমার পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখ।[৩৩]

শিশুর সুস্থ জীবনের জন্য আরো প্রয়োজন পরিচ্ছন্ন ঘর-বাড়ি ও পরিবেশ। শিশু যেখানে বসবাস করে, যে ঘরে ঘুমায়, যেখানে খেলাধুলা করে, যেখানে আহার করে সে সব জায়গা, তার আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও দুষণমুক্ত রাখতে হবে। প্রাকৃতিক বর্জ্য, ময়লা আবর্জনা যাতে পরিবেশকে দুষিত করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সুন্দর রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত করে বলেন,

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَنَظِّفُوا أُرَاهُ نَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ

অর্থ : আল্লাহ তায়ালা নিজে পবিত্র এবং পবিত্রতাকে পছন্দ করেন, নিজে পরিচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন। নিজে সুমহান এবং মহত্বকে পছন্দ করেন, নিজে দানশীল এবং দানশীলতাকে পছন্দ করেন। কাজেই তোমরা তোমাদের বাড়ির চত্বর পরিচ্ছন্ন রাখ।[৩৪]

---

৩১. মুহাম্মদ ইবন ঈসমাইল, *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৮

৩২. প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১২২

৩৩. আল-কুরআন, ৭৪ :৪

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত আলোচনায় শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার অধিকার সর্ম্পকে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্ফুটিত হয়েছে।

পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির অধিকার

শিশুর সুন্দর স্বাস্থ্য গঠন ও রোগমুক্ত হয়ে গড়ে উঠার জন্য প্রয়োজন আদর্শ খাদ্য। আদর্শ খাদ্য কর্মক্ষম ও শক্তিশালী মানবদেহ তৈরী করে। এ জন্য ইসলাম শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় আদর্শ খাদ্য গ্রহণের আহবান জানিয়েছে। আল্লাহ বলেন,

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

অর্থ : আমার প্রদত্ত নিয়ামত সমূহের মধ্য থেকে তোমরা উত্তম বস্তুই আহার কর।[৩৫]

রাসূলুল্লাহ (স.) ঘোষণা করেন,

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

অর্থ : শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন অপেক্ষা অধিকতর উত্তম এবং আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।[৩৬]

মহান আল্লাহ বলেন,

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

অর্থ : আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও পবিত্র রিয্ক দান করেছেন তা থেকে আহার কর।[৩৭]

শিশুর খাদ্য ও পানীয় পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখতে হবে। অন্যথায় শিশু নানাবিধ রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে। পঁচা, বাসি বা স্বাস্থ্যসম্মত নয় এমন খাবার থেকে শিশুকে বিরত রাখতে হবে। অপরিচ্ছন্ন খাদ্য ও পানীয় থেকে অনেক রোগ-জীবানুর সৃষ্টি হয়। তাইতো রাসূলুল্লাহ (স.) পানি ও খাদ্যের মধ্যে ফুঁ দিতে এবং খাদ্যদ্রব্যের পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন। তিনি পানাহারের পাত্র ঢেকে রাখারও আদেশ দিয়েছেন। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বা পাত্রে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা ফুঁ দেওয়াতে বড় বড় জটিল রোগের সৃষ্টি হতে পারে। দুষিত পানির মাধ্যমে শিশুদের মাঝে পানি বাহিত রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তাই ইসলামে পানি নিরাপদ, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি রাসূলুল্লাহ (স.) বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করে বলেন,

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ

অর্থ : তোমাদের কেউ যেন স্থায়ী পানিতে পেশাব করত তাতে গোসল না করে।[৩৮]

---

৩৪. হাফিয আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *জামে আত তিরমিজী*, করাচী: কুরআন মহল, ১৩৮০ হিজরী, খ.২, পৃ.২৬৫

৩৫. আল-কুরআন, ৭ : ১৬০

৩৬. হাফিয আবী আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯

৩৭. আল-কুরআন, ৫ : ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

জীবনধারণে পানির গুরুত্ব অপরিসীম। পানির ব্যবহারে মিতব্যায়ী হওয়ার জন্যও ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

অর্থ : তোমরা পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করনা।[৩৯]

রাসূলুল্লাহ (স.)ও পানি ব্যবহারে মিতব্যায়ী হওয়ার জন্য আহবান জানিয়ে বলেন, তুমি যদি প্রবাহমান নদীতেও থাক তবুও পানির অপচয় করনা।

পিতা মাতার ভালবাসা পাওয়ার অধিকার

রাসূলুল্লাহ (স.) এর অন্তর জুড়ে ছিল শিশুদের প্রতি প্রবল ভালবাসা। রাসূলুল্লাহ (স.) কখনও নামাযরত অবস্থায় শিশুদের কান্না শুনতে পেলে নামায সংক্ষিপ্ত করে দিতেন এবং বলতেন,

إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ

অর্থ : আমি নামাযে দাড়ালে তা দীর্ঘ করতে চাই। অতপর শিশুদের কান্না শুনতে পেলে নামায সংক্ষিপ্ত করে দেই। আমি চাইনা যে তার মায়ের কষ্ট হোক।[৪০]

একদা রাসূলুল্লাহ (স.) তার দুই দৌহিত্র হাসান ও হুসাইন কে চুমু দিচ্ছিলেন দেখে হযরত আফরা ইবন হবিস বললেন, আপনি আপনার কন্যার ছেলেদেরকে চুমু দিচ্ছেন? আল্লাহর শপথ! আমার দশ-দশজন সন্তান রয়েছে, এদের কাউকেও আমি কোনদিন চুমু দেইনি। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন,

أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ

অর্থ : আল্লাহ তোমার অন্তর থেকে রহমত ছিনিয়ে নিয়েছেন তাতে আমার কি অপরাধ।[৪১]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

احبوا الصبيان و ارحموهم فاذا وعدتموهم فوفوالهم- فانهم لأيرون الأ انكم ترزقونهم

অর্থ : তোমরা শিশুদের ভালবাস এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। তাদের সাথে কোন ওয়াদা করলে তা পূর্ণ কর, কেননা তারা তোমাদেরকেই তাদের রিয়ক সরবরাহকারী বলে জানে।[৪২]

---

৩৮. মুহাম্মদ ইবন ঈসমাইল, *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩৭

৩৯. আল-কুরআন, ৭ : ৩১

৪০. মুহাম্মদ ইবন ঈসমাইল, *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ.১,পৃ. ৯৮

৪১. প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ. ৮৮৬

৪২. মওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ সম্পাদিত, *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭

Dhaka University Institutional Repository

পুত্র কন্যাভেদে বৈষম্যহীন আচরণ ও ভালবাসা পাওয়া শিশুদের অন্যতম একটি অধিকার। পুত্র বা কন্যা হোক, বয়স কম বা বেশি হোক সর্ববস্থায় মাতা-পিতার কাছ থেকে প্রত্যেক শিশু সমান ব্যবহার প্রাপ্তির হকদার। পুত্র বা কন্যা হওয়ার কারণে কোন অবস্থাতেই বৈষম্যমূলক আচরন করা যাবেনা। ইসলামের দৃষ্টিতে উভয়ে একই মানদন্ডের দু'দিকে অবস্থিত। মহান আল্লাহ বলেন,

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

অর্থ : অতঃপর তাদের প্রতিপালক কবুল করলেন তাদের প্রার্থনা এবং ঘোষনা দিলেন আমি তোমাদের মধ্যে কোন আমলকারীর কোন আমল নষ্ট করিনা। সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। তোমরা একে অপরের অংশ বিশেষ।[৪৩]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ

অর্থ : তোমরা সন্তানদের মাঝে ধনসম্পদ প্রদান ও খরচ বহনে ইনসাফ কায়েম কর।[৪৪] মহানবী (স.) ছেলে মেয়ের মাঝে পার্থক্য বিধান এবং মেয়েদের উপর ছেলেদের প্রাধাণ্য দিতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

خير أولادكم البنات

অর্থ : তোমাদের সন্তানদের মধ্যে মেয়েরাই উত্তম।[৪৫]

তিনি আরো ঘোষণা করেন,

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ

অর্থ : তোমরা তোমাদের সন্তানদের মাঝে সুবিচার করো, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা স্থাপন কর।[৪৬]

শিক্ষার অধিকার

শিক্ষা লাভ শিশুর মৌলিক অধিকার। শিক্ষা ছাড়া শিশু সত্যিকার মানুষ হতে পারেনা। বস্তুত শিক্ষা খাটি আল্লাহর বান্দা ও সুনাগরিক হতে সাহায্য করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ : বলুন যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কি সমান হতে পারে।[৪৭]

---

৪৩. আল-কুরআন, ৩ : ১৯৫

৪৪. মুহাম্মদ ইবন ঈসমাইল, *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ.১,পৃ. ৩৫২

৪৫. আল খাত্তাবী, *আল আযল*, ফাসাদুজ জমান ওয়া আহলিহী অধ্যায়, খ.১, পৃ.১৭৫

৪৬. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আশআছ সিজিস্তানী, *সুনানু আবূ দাউদ*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৪, খ.২, পৃ.১০৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম সর্বদাই জ্ঞান অর্জনকে উৎসাহিত করেছে। এমনকি প্রত্যেক নর নারীর উপর জ্ঞানার্জন ফরজ করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) ঘোষণা করেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন ফরজ।[৪৮]

ইসলামের এ বিধান সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ে শিশুর মাঝে কোন পার্থক্য করার অবকাশ নেই। এ অধিকার বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

علموا اولأدكم فانهم مخلقون لزمان غير زمانكم

অর্থ : তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দাও। কেননা তারা এমন এক যুগে বসবাস করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে যা তোমাদের যুগ নয়।[৪৯]

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ

অর্থ : তোমরা সন্তানদের প্রতি উদার হও এবং তাদের চরিত্রকে সুন্দর কর।[৫০]

জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

অর্থ : পড় তোমার প্রভূর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিণ্ড থেকে। পড় তুমি, আর তোমার প্রতিপালক হচ্ছেন সবচেয়ে সম্মানী, যিনি জ্ঞান দান করেছেন কলমের সাহায্যে, মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানত না।[৫১]

এমনকি জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য অল্লাহর কাছে তাওফীক কামনার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

অর্থ : এবং বল, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।[৫২]

---

৪৭. *আল-কুরআন*, ৩৯ : ৯

৪৮. হাফিয আবী আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪

৪৯. মওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ সম্পাদিত, *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮

৫০. হাফিয আবী আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩২, হাদীস নং-৩৬৭১

৫১. আল-কুরআন, ৯৬ : ১-৫

৫২. আল-কুরআন, ২০ : ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

শিশু যখন কথা বলতে শিখে তখন প্রথম তাকে কালিমায় তাইয়্যিবা শিক্ষা দানের কথা বলা হয়েছে। শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পিতা মাতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। প্রথমে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে আল্লাহর অস্তিত্বের কথা, তার একত্ববাদের কথা এবং তার উপর ঈমান আনার কথা বলবে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আসমান-যমীনের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করবে এবং এসব কিছুর যে একজন স্রষ্টা রয়েছেন তার কথা সন্তানদেরকে বুঝাবে ও এ বিষয়ে অবহিত করবে। এরপর পর্যায়ক্রমে তাদেরকে রাসূল, ফিরিশতা, কুরআন মজীদ, কবর, হাশর-নশর, আখিরাত ইত্যাদির উপর ঈমান আনায়নের কথা বলবে। শিরক ও বিদাআত- এর অকল্যাণ ও ভয়াবহতার কথা তাদের সামনে তুলে ধরবে।[৫৩] হযরত লুকমান তাঁর পুত্রকে যে নসীহত করেছিলেন, তা আল-কুরআনে এভাবে উল্লেখ রয়েছে।

১ম নসীহত

يَابُنَيَّ لَاتُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থ : হে বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চিয় শিরক হচ্ছে চরম যুলম।[৫৪]

হযরত লোকমান তার প্রিয় পুত্রকে যে নসীহত করেছেন এর প্রথম কথাটিই হচ্ছে শিরক পরিহার করে তাওহীদ তথা মহান আল্লাহর একত্বের বিশ্বাস মনের মধ্যে দৃঢ়মূল ও স্থায়ী করার নির্দেশ।

২য় নসীহত

يَابُنَيَّ إِنَّهَاإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِن خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْفِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَااللَّهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

অর্থ : হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে অথবা মাটির নিচে, আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ সূক্ষদর্শী, সম্যক অবহিত।[৫৫]

নসীহতের এ অংশে লুকমান আল্লাহ তা'আলার ইলম ও কুদরতের ব্যাপকতা ও সূক্ষাতিসূক্ষতার অকাট্য বর্ণণা পেশ করেছেন। আল্লাহ সম্পর্কে এ আকীদা মানুষকে সকল প্রকার গোপন ও প্রকাশ্য গুনাহ এবং নাফারমানী থেকে বিরত রাখে।

৩য় নসীহত

يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ

অর্থ : হে বৎস! সালাত কায়েম করবে।[৫৬]

---

৫৩. সম্পাদনা পরিষদ (সম্পাদিত), *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৮ম সংস্করণ, ২০০৯, পৃ. ১৫৯

৫৪. আল-কুরআন, ৩১ : ১৩

৫৫. আল-কুরআন, ৩১ : ১৬

৫৬. আল-কুরআন, ৩১ : ১৭

আকীদার ক্ষেত্রে তাওহীদ যেমন মূল, তেমনি আমলের ক্ষেত্রে নামায হচ্ছে সবকিছুর মূল।

৪র্থ নসীহত

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ

অর্থ : সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজে বাধা দিবে।[৫৭]

নসীহতের এ অংশটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ন। আর তা হল এই যে, ঈমানদার মানুষ মাত্র নিজেকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থাকতে পারে না। বরং সৎকাজে আদেশদান এবং অসৎকাজে বাধা দান করাও তার অন্যতম দায়িত্ব।

৫ম নসীহত

وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

অর্থ : এবং বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করবে। এটাই দৃঢ় সংকল্পের কাজ।[৫৮]

বালকবালিকাদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে শৈশবকাল থেকেই তারা বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ ও সাহসী হয়ে গড়ে উঠে।

৬ষ্ঠ নসীহত

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

অর্থ : অহংকারবশত তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করবে না।[৫৯]

৭ম নসীহত

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

অর্থ : এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করবেনা। কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।[৬০]

৮ম নসীহত

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

অর্থ:তুমি পদক্ষেপ করবে সংযতভাবে।[৬১]

৯ম নসীহত

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

৫৭. আল-কুরআন, ৩১ : ১৭

৫৮. আল-কুরআন, ৩১ : ১৭

৫৯. আল-কুরআন, ৩১ : ১৮

৬০. আল-কুরআন, ৩১ : ১৮

৬১. আল-কুরআন, ৩১ : ১৯

অর্থ : এবং তুমি তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করবে, স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।[৬২]

বালক-বালিকাদের সামাজিক রীতি-নীতি শিক্ষাদানের পর্যায়ে হযরত লুকমানের এ নয়টি নসীহতের গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলোর ভিত্তিতে শৈশবকাল থেকেই বালক-বালিকাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরিহার্য এবং এ কাজ পিতামাতাকেই যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে হবে।[৬৩]

রাসূলুল্লাহ (স.) এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন,

لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

অর্থ : সৎ শিক্ষা দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোন বৃক্ষ কোন পিতা তার সন্তানের জন্য রোপণ করতে পারেনি।[৬৪]

শিশুর বিনোদন ও শরীরচর্চার অধিকার

শিশুদের আনন্দ, উল্লাস ও খেলাধুলার প্রতি আর্কষণ সহজাত। তারা সবসময় ব্যস্ত-চঞ্চল থাকতে ভালবাসে, সমবয়সীদের সাথে দৌড়-ঝাঁপ ছুটাছুটি, ঘোড়দৌড়, ব্যায়াম-অনুশীলন ইত্যাদিতে তারা সময় কাটায়। ইসলাম শিশুদের শরীরচর্চা ও বিনোদনকে উৎসাহিত করেছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

علموا أبناءكم السباحة والرمي ، والمرأة المغزل

অর্থ : তোমরা সন্তানদেরকে সাঁতার শিক্ষা দিবে এবং তীরান্দাজ হতে শিক্ষা দিবে এবং মেয়েদের শিক্ষা দিবে চরকার সুতা কাটা।[৬৫]

হযরত উমর ফারুক (রা.) সিরিয়াবাসীদের লিখেছিলেন,

أن علموا أولادكم السباحة والرمي والفروسية

অর্থ : তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতারানো ও তীরান্দাজী শিখাও এবং তাদেরকে বল যেন ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে চড়তে শিখে।[৬৬]

---

৬২. আল-কুরআন, ৩১ : ১৯

৬৩. সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

৬৪. হাফিয আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *জামে আত তিরমিজী*, আল বির ওয়াস সিলা আন রাসূলুল্লাহ, মা জায়া ফি আদাবেল ওলাদে অধ্যায়, প্রাগুক্ত, হা.নং ১৮৭৪

৬৫. বায়হাকী, *শোয়াবুল ঈমান*, অধ্যায়- ৩৯, আল মুতুনু মিন শোয়াবুল ঈমান ও হুয়া ফি বাবি হুকুকিন, মাকতাবায়ে শামেলা, খ. ১৮, পৃ. ১৮০

৬৬. ইসহাক আল কারাব, *ফাযায়েলুর রময়ী*, সন্তানদের সাতার, তীর চালনা ও ঘোডদৌড় শিক্ষা অধ্যায়, খ.১, পৃ.১৬

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) শিশুদের সাথে কৌতুকপূর্ণ কথা বলতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) নিজে কখনও কুস্তি করেছেন, কখন ঘোড়া চালনা করেছেন আবার কখনও তীর চালনা করেছেন। বর্শা চালানোর প্রতিযোগিতায়ও তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।[৬৭]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

من دخل السوق و اشترى تحفة فحملها الى عياله كان كحمل صدقة الى قوم محاويج وليبدأ بالاناث قبل الذكور

অর্থ : কোন ব্যক্তি বাজারে গেল। অতঃপর একটি উপহার কিনল। তারপর তা নিজের সন্তানদের জন্য নিয়ে এল। তার একাজ দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদের জন্য দান খয়রাত বহন করে নিয়ে যাওয়ার মত মযৃদাপূর্ণ। তোমরা ছেলেদের পূর্বে মেয়েদের উপহার দিবে।[৬৮]

নবীজি একদিন নামায আদায় করছিলেন, তখন হাসান ও হোসাইন (রা.) এসে তাঁকে সিজদারত অবস্থায় পেয়ে একেবারে পিঠে চড়ে বসল। তিনি সিজদা দীর্ঘায়িত করলেন। আর তারা তাঁর পিঠ থেকে না নামা পর্যন্ত তিনিও তাদের নামিয়ে দিলেন না। নবীজি সালাম ফেরালে সাহাবীরা তার নিকট প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আপনি দেখি সিজদাকে বেশ দীর্ঘায়িত করেছেন। তখন তিনি জবাব দিলেন, আমার নাতিদ্বয় আমাকে সাওয়ারী বানিয়েছে। তাই তাদেরকে নামিয়ে দেওয়াটা আমার পছন্দ হয়নি।[৬৯] এভাবেই রাসূলুল্লাহ (স.) শিশুদের শরীর চর্চা ও বিনোদনে উৎসাহিত করেছেন।

সুরক্ষার অধিকার

প্রতিটি শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা, শোষণ, নির্যাতন ও অবহেলা, সকল প্রকার যৌন নিপীড়ন, বেআইনী যৌন কর্ম ও পতিতাবৃত্তি থেকে রক্ষা ও পরকালীন মুক্তি লাভের দিক নির্দেশনা পাওয়া অধিকার। শিশু অধিকার সনদে এ বিষয় গুলোতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

অর্থ : একমাত্র শরী'আতের বিধান ছাড়া কাউকে হত্যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন।[৭০]

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

অর্থ:তোমরা নিজেদের হত্যা করোনা।[৭১]

---

৬৭. ডা. শাহাদাত হোসেন, "শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (স.) এর শিক্ষা", *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০,পৃ.৮১

৬৮. মওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ সম্পাদিত, *ইসলামে শিশু পরিচর্য়া*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ.২০

৭০. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৩

৭১. আল-কুরআন, ৪ : ২৯

Dhaka University Institutional Repository

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থ : যারা নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করলো তারা খুবই ক্ষতিগ্রস্থ।[৭২]

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

অর্থ : তোমরা তোমাদেরকে নিজ হাতে ধ্বংস করে দিওনা।[৭৩]

মেয়েদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আল্লাহ তা'আলা সর্তক করে বলেন,

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

অর্থ : যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো।[৭৪]

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

তাদের ভয় করা উচিত, তারা যদি অসহায় সন্তান রেখে দুনিয়া থেকে চলে যায় তবে মৃত্যুর সময় সন্তানদের সম্পর্কে কতনা আশংকা তাদের উদ্বিগ্ন করবে।[৭৫]

ইসলাম সন্তান হত্যা করাকে কবীরাহ গুনাহের অন্যতম ঘোষণা করেছে। আবদুল্লাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) কে প্রশ্ন করেছিলেন, সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? উত্তরে রাসূল (স.) বলেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা যদিও তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর কোনটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে এই ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

كفى بالمرء إثما أن يضيع من يَقُوتُ

অর্থ : কোন ব্যক্তির অপরাধী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে সে তার পোষ্যদের রিয্ক নষ্ট করে দেয়।[৭৬]

---

৭২. আল-কুরআন, ৬ : ১৪০

৭৩. আল-কুরআন, ২ : ১৯৫

৭৪. আল-কুরআন, ৮১ : ৮-৯

৭৫. আল-কুরআন, ৪ : ৯

৭৬. হাদীসে আবু ইয়ানা, *মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন লিল হাদীস*, আল ফিতান ওয়াল মুলাজিম, খ.১৯, পৃ.৪২৪

Dhaka University Institutional Repository

أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

অর্থ : নিজের উত্তারাধিকারীকে মালদার অবস্থায় রেখে যাওয়া ভাল এমন অবস্থার চেয়ে যে, তুমি তাদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাও এবং তারা লোকের কাছে হাত পাতে।[৭৭]

ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বিকাশের অধিকার

প্রত্যেক মানব সন্তানই জন্মগতভাবে স্বাধীন। প্রতেকের স্বাধীনভাবে কথা বলা, অন্যের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা, তথ্যাদি আদান প্রদান ও প্রকাশের অধিকার রয়েছে। ইসলাম শিশুর অবকাশ যাপন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকারও নিশ্চিত করেছে।

ইসলাম মাতা পিতাকে সন্তানের দায়িত্ব দিয়েছে। তবে তাদের এমন কোন কর্তৃত্ব দেয়নি যা শিশুদের আত্মা ও মন-মানসিকতাকে ধ্বংস করে দেয়, তাদের পরর্নিভরশীল হতে বাধ্য করে। বরং ইসলাম চায় পিতা মাতা শিশুদের প্রতি এমন সজাগ দৃষ্টি রাখুক, যাতে করে সন্তান সুস্থ সুন্দর পরিবেশে আত্মর্নিভরশীল হয়ে বড় হতে পারে। শিশুদের প্রতি প্রদত্ত স্বাধীনতা হচ্ছে একটি বিষয় যা যুগে যুগে সৃষ্টি করেছে অনন্য ব্যক্তিত্বের; আর এ স্বাধীনতা এবং স্বকীয়তার উপরই ইসলামের ভিত্তি। জনৈক ব্যক্তি কতইনা চমৎকার বলেছেন, তোমরা শিশুর সাথে মিশে প্রথম সাত বছর খেলা কর, পরবর্তী সাত বছর তাকে প্রশিক্ষণ দাও, তৃতীয় সাত বছর তার সঙ্গ দাও, অতপর দায় দায়িত্ব তার স্কন্ধেই তুলে দাও।[৭৮]

পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে শিশুর অধিকার ও মর্যদা রক্ষা করা আবশ্যক। কারণ একটি সৎ, দেশপ্রেমিক ও কর্মক্ষম ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিশু অধিকার নিশ্চিত করার উপরই নির্ভর করে। ইসলাম শিশুদের অধিকার ও মর্যদা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এমনকি তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করেছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ : যে ছোটদের স্নেহ করেনা এবং বড়দের সম্মান করেনা সে আমাদের দলভূক্ত নয়।[৭৯]

বর্তমানে বাংলাদেশে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ শিশু রয়েছে যা মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ।[৮০] এ বিপুল জনসংখ্যার অধিকার সংরক্ষণ করতে ইসলাম যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা বাস্তবায়ন করে তাদের সকল শোষণ, বৈষম্য, অবহেলা, নির্যাতন ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে নিরাপদ রাখা সম্ভব হবে।

---

৭৭. হাফিয আবী আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬২৭, হা.নং-২৭০৮

৭৮. মওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ সম্পাদিত, *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০

৭৯. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আশআছ সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৪৭১

৮০. *জাতীয় শিশু নীতি ২০০১১*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩

 Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক আইনে শিশু অধিকার

 Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক আইনে শিশু অধিকার

শিশুদের আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ার পূর্বশর্ত সুন্দর পৃথিবী। আধুনিক শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন শিশুরাই ভবিষ্যৎ বিশ্বের কর্ণধার। তাই শিশুদের নির্মল এবং বসবাস উপযোগী পরিবেশসহ খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সমতাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক আইন প্রনীত হয়েছে এবং বিভিন্ন সংগঠন নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ অধ্যায়ে জাতিসংঘ ও আর্ন্তজাতিক আইনে উল্লেখিত শিশু অধিকার সর্ম্পকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

জাতিসংঘ সনদে শিশু অধিকার

জাতিসংঘ সনদ ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর প্রয়োজনীয় সদস্য রাষ্ট্রের অনুসমর্থনে এটি বলবৎ। উদ্দেশ্য বিশ্ব মানবতার শান্তি ও সমৃদ্ধি। জাতিসংঘ সনদে ১৯ টি অধ্যায়ে ১১১ অনুচ্ছেদ রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১(৩) এ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে উক্ত অনুচ্ছেদের দফা (৩) এ বলা হয়েছে যে, "অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা মানবিক প্রকৃতির আর্ন্তজাতিক সমস্যাবলীর সমাধান এবং জাতি, নারী, পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা ও উৎসাহিত করার জন্য আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা অর্জন করা"- মূলত এ থেকে শিশুদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধার স্বীকৃতির বিষয়টি পরিষ্কার প্রতিষ্ঠিত।[১]

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় শিশু অধিকার

১৯৪৫ সালে গৃহীত জাতিসংঘ সনদের যে মৌলিক মানবাধিকার, মানুষের মর্যদা ও মূল্য এবং নর-নারীর সমান অধিকারের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করত যে (প্রস্তাবনা দ্রষ্টব্য) ঘোষণা দেয়া হয়েছে, উক্ত উদ্দেশ্য অর্জনার্থে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর এ ঘোষণাটি প্রদত্ত হয়।

এ ঘোষণায় ৩০টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। সার্বিকভাবে বলতে প্রতিটি অনুচ্ছেদই মানবতার মর্যদা ও অধিকার সম্পর্কিত। যেহেতু শিশুরা মানবতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সেহেতু ঘোষণাটি প্রকারান্তে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত।[২]

এই ঘোষণার অনুচ্ছেদ ২৫ ও ২৬-এ একান্ত ভাবেই শিশুদের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণা আর্টিকেল এর ২৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

---

১. মো: আনছার আলী খান, *শিশু বিষয়ক আইন*, ঢাকা: বাংলাদেশ ল'বুক কোম্পানী, ২য় সংস্করণ ২০০৫, *পৃ.* ১৩৩

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

 Dhaka University Institutional Repository

(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social service and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.[৩]

এ অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের নিমিত্তে পর্যাপ্ত জীবন মানের অধিকার। খাদ্যের অধিকার, বস্ত্রের অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, চিকিৎসার, প্রয়োজনে সামাজিক সেবামূলক কার্যের অধিকার, মাতৃত্ব ও শৈশবে যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকার, সকল শিশুর অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগের অধিকার এবং বেকারত্ব, পীড়া, অক্ষমতা ও জীবন যাপনের অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অধিকার।[৪]

মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণা আর্টিকেল এর ২৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক এবং মৌল স্তরে শিক্ষা অবৈতানিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। কারিগরী ও পেশাদারী শিক্ষা সাধারণভাবে সহজলভ্য হবে এবং উচ্চ শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

(২) মানব ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন ও মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান জোরদার করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষা সকল জাতি, বংশ বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা, সহনশীলতা ও মৈত্রীয় উন্নতি বর্ধন করবে এবং শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতার আশ্রয়ণ সাধন করবে।

(৩) সন্তানদিগকে কি ধরণের শিক্ষা দেয়া হবে তা নির্ধারণ করার অধিকার পিতা-মাতার থাকবে।[৫]

জাতিসংঘ শিশু সনদ (CRC) এ শিশু অধিকার

জাতিসংঘ গৃহীত শিশু সনদ The United Nations Convention on the Right of the Child(CRC) এর আগে ১৯২৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে League of

---

৩. Article-3, A commentary on the universal declaration of Human Rights adopted and proclaimed by general Assembly of the United Nations on 10 December, 1948, p.504

৪. বিস্তারিত দ্র. গাজী শামসুর রহমান, *মানবাধিকার ভাষ্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ৫০৫-৫২৩

৫. মোঃ আনছার আলী খান, *শিশু বিষয়ক আইন*, ঢাকা: বাংলাদেশ ল'বুক কোম্পানী, ২য় সংস্করণ, ২০০৫ পৃ.১৩৪

 Dhaka University Institutional Repository

Nations প্রথম শিশু অধিকারের উপর শিশু অধিকার সংক্রান্ত "জেনেভা ঘোষণা' নামে একটি ঘোষণা প্রদান করে। তবে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলে "লীগ অব নেশনস" অকার্যকর হয়ে যায়। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ গঠিত হলে ১৯৪৬ সালে শিশু সংক্রান্ত জেনেভা ঘোষণা পুনর্জীবিত হয়। ১৯৪৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকারের আওতায় ১৯৪৬ সালের উক্ত জেনেভা ঘোষণার স্থলে শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ জরুরী ও যুদ্ধকালীন নারী ও শিশুদের রক্ষাকল্পে ৩৩১৮ নং সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আরও একটি ঘোষণা গৃহীত হয়। পরে ১৯৭৯ সালে 'জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন' শিশু অধিকার এর উপর একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া তৈরীর কাজ শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪৪/২৫ নং সনদের মাধ্যমে শিশু অধিকার সনদ ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত এবং ১৯৯০ সালের ২ সেপ্টেম্বর থেকে আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ কার্যকর হয়।[৬] এ সনদের ধারা-১ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়স্ক মানব সন্তানই শিশু।[৭]

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের অধীনে শিশু অধিকারসমূহ

১৯২৪ সালের জেনেভা কনভেনশনে উত্থাপিত শিশু অধিকারের বিষয়গুলো সময়ের সাথে সাথে সুসংবদ্ধ হতে থাকে। ফলে ১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে গৃহীত ১০টি ধারা পরিমার্জিত হয়ে ১৯৮৯ সলের ২০ নভেম্বর রূপান্তরিত হয় ৫৪টি ধারায়। যার মধ্যে ৪১ টি ধারায় শিশুদের অধিকারের কথা সরাসরি বলা হয়েছে।[৮] উল্লেখযোগ্য অধিকারগুলো হলো-

শিশুর দত্তক গ্রহণ ও প্রদান সংক্রান্ত অধিকার

শুধুমাত্র অনুমোদিত কর্তৃপক্ষই যাতে দত্তক গ্রহণ করতে পারে সে ব্যাপারটি রাষ্ট্রকেই নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রের আইনে দত্তক গ্রহণ বা প্রদানে নিষেধ থাকলে -এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন বহাল থাকবে।[৯]

এ অনুচ্ছেদটিতে শিশুর দত্তক গ্রহণ ও প্রদানের যাবতীয় বিবেচনার দায়িত্ব রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দত্তক প্রদান করা জরুরী কিনা বা দত্তক প্রদানকারী সুচিন্তিতভাবে দত্তক প্রদানে সম্মতি প্রদান করছেন কিনা সেটিও রাষ্ট্রের বিবেচ্য বিষয় হবে।

দত্তক গ্রহণ ও প্রদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহ পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন করতে পারে। তবে কোন ব্যক্তি যাতে অবৈধ অর্থ আয়ের জন্য কোন শিশুকে দত্তক গ্রহণ করতে না পারে সে বিষয়টিও রাষ্ট্র বিবেচনা করবে।

---

৬. সম্পাদনা পরিষদ, *শিশু বিশ্বকোষ*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৭, খ. ৫, পৃ. ১৬৪-১৬৫

৭. রাইটস ক্লাস্টার, *শিশু অধিকার, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ*, ঢাকা : ইউনিসেফ, ১৯৯৮, পৃ. ৮

৮. বিস্তারিত দ্র. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ*, ঢাকা: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও ইউনিসেফ, জাতিসংঘ শিশু তহবিল, বাংলাদেশ যৌথ প্রকাশনা, পৃ. ১-৪৭

৯. মো: আবু বকর সিদ্দীক, *শিশু আইন ও অধিকার*, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯, অনুচ্ছেদ-২১, ঢাকা: কামরুল বুক হাউজ, ২০০৯, পৃ. ৬০

 Dhaka University Institutional Repository

অবসর ও বিনোদনের অধিকার

প্রত্যেক শিশুর বয়সের সাথে সংগতি রেখে বিশ্রাম, অবসর যাপন, সামঞ্জস্যপূর্ণ খেলাধুলা, বিনোদনমূলক কর্ম তৎপরতা এবং স্বাধীনভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পকলা চর্চার অধিকার থাকবে। রাষ্ট্র শিল্প ও সাংস্কৃতিক জীবনে শিশুর পরিপূর্ণ অংশগ্রহণকে সম্মান করবে এবং উন্নতি সাধন করবে এবং সাংস্কৃতিক, সুকমার শিল্প ও বিনোদনের জন্য উপযুক্ত ও সমানভাবে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করবে।[১০]

মর্যাদা ও সুনামের অধিকার

শিশু তার ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সুনাম-সম্মান এবং যোগাযোগের ব্যাপারে অন্যের অবৈধ হস্তক্ষেপ বা আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার অধিকারী। এ ধরনের অন্যায় হস্তক্ষেপ বা আক্রমণের বিরুদ্ধে শিশু আইনের আশ্রয় নেবার অধিকারী।[১১]

প্রতিটি মানবসন্তানের একটি নিজস্ব জগৎ রয়েছে; শিশুও তার ব্যতিক্রম নয়। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই শিশুদের ব্যক্তি স্বাধীনতার এই বিষয়টি কম গুরুত্ব পেয়ে থাকে যা একটি সুন্দর ও কার্যকর জাতির জন্য কাম্য হওয়া উচিত নয়।

শিশুর উন্নত জীবন মানের ব্যবস্থা পাবার অধিকার

শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে উন্নত জীবন মানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। উন্নত জীবন যাপনের বিষয়বস্তুতে যে বিষয়গুলো অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে তা হলো-শিশুর পুষ্টি ,পোষাক, বাসস্থানের ব্যবস্থা -যার সবগুলোই শিশুর শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নতিকল্পে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় ভুমিকা রাখতে সক্ষম। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ শিশুর উন্নত জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহকে নির্দেশনা দিয়েছে।[১২]

এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে শিশু অধিকার সনদের পক্ষভূক্ত রাষ্ট্রসমূহ প্রতিটি শিশুর শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিক উন্নতিকল্পে তার জন্য একটি মানসম্পন্ন জীবন যাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রসমূহ তাদের অবস্থা ও সংগতি অনুযায়ী পিতামাতা এবং শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহনকারী ব্যক্তিবর্গকে শিশুর এ অধিকার বাস্তবায়নে সাহায্য করবে এবং প্রয়োজনে বিশেষ করে শিশুকে পুষ্টি, পোষাক এবং বাসস্থানের ব্যবস্থাসহ বস্তুগত সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা নিবে। এ অনুচ্ছেদে আরোও বলা হয়েছে যে, শিশুর পিতামাতা অথবা তার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহনকারী ব্যক্তিবর্গ যারা শিশুর ভরণপোষনের জন্য আর্থিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তাদের নিকট থেকে ভরণপোষনের অর্থ সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ রাষ্ট্রসমূহ গ্রহণ করবে।

---

১০. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-৩১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

১১. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

১২. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-২৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

 Dhaka University Institutional Repository

গ্রেফতার ও দণ্ড থেকে সুরক্ষার অধিকার

নির্যাতন, নিষ্ঠুর, অমানবিক ও সম্মানহানিকর শাস্তি, মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড বেআইনী গ্রেফতার অথবা স্বাধীনতা হরণ থেকে শিশুরা রক্ষা পাবার অধিকারী। গ্রেফতারকৃত শিশুরা আটক বয়স্কদের থেকে পৃথক থাকার,পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখার এবং আইনগত অন্যান্য উপযুক্ত সহযোগিতা পাবার অধিকারী।[১৩]

প্রতিবন্ধী শিশুর অধিকার

শারীরিক ও মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ শিশুরা যাতে মর্যাদা ও স্বনির্ভরতার সাথে এবং সামাজিক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে রাষ্ট্রসমূহ তার ব্যবস্থা নিবে। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রসমূহ বিকলাঙ্গ শিশুর পিতামাতা অথবা তাকে লালন-পালনকারী অন্য ব্যক্তিবর্গের আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা বিবেচনা করে তাকে বিনা পয়সায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য সুবিধা, পুনবার্সন সেবা, কর্মসংস্থানের প্রস্তুতি এবং চিত্তবিনোদনমূলক সুবিধাদি প্রদানের ব্যবস্থা নিবে যাতে তার সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিসহ ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ উন্নয়ন ঘটে।[১৪]

যে সকল শিশুর মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের সুন্দর জীবন উপভোগ করার অধিকার আছে, যেখানে তার মর্যাদা খর্ব হবে না। প্রতিবন্ধী শিশুর বিশেষ যত্ন ও বিশেষ শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

চিকিৎসা পরিচর্যা পাবার অধিকার

শিশুকে কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তার যত্ন, নিরাপত্তা অথবা তার শারীরিক এবং মানসিক চিকিৎসার জন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হলে সেই ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে কিনা রাষ্ট্রসমূহ তা সবসময় পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা নিবে। যেসব শিশুকে শুশ্রূষা, নিরাপত্তা এবং চিকিৎসার জন্য কোন সংস্থা বা পরিবারকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সরকার তাদের অবস্থার নিয়মিত পর্যালোচনা করবে।[১৫]

শিশু অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার পাবার অধিকার

আইনের সাথে যে সব শিশু দ্বন্ধে জড়িয়ে পড়ে তারা এমন আচরণ পাবার অধিকারী যা তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবে। আইনগত ও অন্যান্য সহায়তা পাবার ক্ষেত্রে প্রতিটি শিশু তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ জানতে পারবে, দোষী প্রমানিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ হিসেবে গণ্য হবে।[১৬]

শিশুর বয়স, মানবাধিকার ও অন্যের মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের উন্নতি ঘটানো, সমাজে শিশুটির তার হারিয়ে যাওয়া সংহতি উদ্ধার এবং ভবিষ্যতে তার গঠনমূলক ভূমিকার কথা

---

১৩. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-৩৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

১৪. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-২৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

১৫. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-২৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

১৬. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-৪০, প্রাগুক্ত,পৃ. ৭০

 Dhaka University Institutional Repository

বিবেচনা করে ফৌজদারী আইন লংঘনকারী শিশুর প্রতি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ এমন ব্যবহার নিশ্চিত করবে যাতে তার মর্যাদা এবং গুণাবলীর উন্নতি ঘটে।

এই উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়নে রাষ্ট্র যে বিষয়গুলি বিশেষভাবে নিশ্চিত করবে তা হলো;

(ক) সংঘটিত হবার সময়ে জাতীয় বা আর্ন্তজাতিক আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়নি এমন কোন কাজের জন্য কোন শিশুকে ফৌজদারী আইন লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত করা যাবে না।

(খ) ফৌজদারী আইন লংঘনকারী শিশুকে অবশ্যই দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বিবেচনা করতে হবে।

(গ) আনীত অভিযোগ শিশুকে জানাতে হবে এবং প্রয়োজনে তার পিতামাতা বা বৈধ অভিভাবককে জানাতে হবে।

(ঘ) আত্মপক্ষ সর্মথনের জন্য আইনগত ও অন্যান্য সহায়তা দিতে হবে।

(ঙ) সুষ্ঠ শুনানীর ব্যবস্থা করতে হবে।

(চ) শিশুকে কোন অপরাধ স্বীকার বা সাক্ষ্য প্রদানে বাধ্য করা যাবে না।

(ছ) শিশুর বিরুদ্ধে কোন আইনগত সিদ্ধান্ত নেয়া হলে সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করার সুযোগ থাকবে।

(জ) বিচার চলাকালে শিশু যদি আদালতের ভাষা বুঝতে ব্যর্থ হয় সে ক্ষেত্রে শিশুর জন্য বিনা খরচে দোভাষীর ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঝ) মামলা চলাকালীন সময়ে যথাযথ গোপনীয়তা রাখতে হবে।

(ঞ) ফৌজদারী অপরাধ লংঘনকারী শিশুদের জন্য পৃথক বিচার ব্যবস্থা সৃষ্টির উদ্দ্যোগ রাষ্ট্রসমূহ গ্রহণ করবে।

(ট) প্রতিটি শিশুর একটি নূন্যতম বয়সসীমা রাষ্ট্রসমূহ নির্ধারণ করবে।

(ঠ) ফৌজদারী আইনের অধীনে যদি শিশুর বিচারের জন্য বিচার বিভাগ ছাড়া অন্য কর্তৃপক্ষের সাহায্য নেয়া হয় সে ক্ষেত্রে শিশুর মানবাধিকার এবং আইনগত রক্ষাকবচের দিকে রাষ্ট্রসমূহ গুরুত্ব দেবে।

জন্ম নিবন্ধীকরনের অধিকার ও আইনসম্মত পরিচিতির অধিকার

রাষ্ট্রসমূহ শিশুর নাগরিকত্ব, নাম এবং পারিবারিক সর্ম্পকসহ তার পরিচয় সংরক্ষণ কল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শিশুর জন্মের সাথে সাথে একটি নাম, নাগরিকত্ব এবং যতদূর সম্ভব পিতা মাতার পরিচয় জানবার অধিকার এবং তাদের নিকট প্রতিপালিত হবার অধিকার থাকবে।[১৭]

---

১৭. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-৭ ও ৮, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪-৫৫

 Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক সংহতির অধিকার

পারিবারিক পুনর্মিলনের স্বার্থে শিশুর এবং তার পিতামাতার কোন দেশে প্রবেশ বা দেশ ত্যাগের অধিকার থাকবে এবং এরূপ দেশ ত্যাগ বা দেশে প্রবেশের জন্য শিশু বা তার পিতামাতা কর্তৃক পেশকৃত আবেদন রাষ্ট্রসমূহ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুবিবেচনা করবে। জাতীয় নিরাপত্তা, নৈতিকতা কিংবা অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সনদে স্বীকৃত অন্যান্য অধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রাখার জন্য দেশ ত্যাগের উক্ত অধিকার খর্ব করা যাবেনা।[১৮]

শিক্ষা লাভের অধিকার

শিক্ষা প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকার। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ শিশুর এই মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহকে নির্দেশনা দিয়েছে ।[১৯]

সকল শিশুর সমান সুযোগের ভিত্তিতে শিক্ষার অধিকার থাকবে। রাষ্ট্রসমূহ শিশুর এ অধিকার যথাযথভাবে বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালুসহ সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার উৎসাহিত করবে। প্রতিটি রাষ্ট্র স্কুলে শিশুর নিয়মিত উপস্থিতি উৎসাহিত করার এবং পড়াশুনা বাদ দেয়ার হার (drop-out rate) কমিয়ে আনার ব্যবস্থা করবে। স্কুলের শৃঙ্খলা যাতে শিশুর মানবিক মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালিত হয় রাষ্ট্রসমূহ তা নিশ্চিত করতে যথাপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পুনরুজ্জীবন ও পুনসংহতকরণ সংক্রান্ত অধিকার

যে সব শিশু অত্যাচার, অবহেলা,বিনা চিকিৎসা অথবা শোষণের শিকার; সরকারের দায়িত্ব তাদের সুস্থতা ফিরিয়ে আনা ও সমাজে পুর্নবাসিত করা এবং ভবিষ্যতে তারা যাতে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।[২০]

এই সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের প্রতি যে কোন ধরণের অবহেলা, শোষণ, দূর্ব্যবহার, অমানবিক আচরণ থেকে রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যদিও বাংলাদেশে শিশুরা বিশেষত মেয়ে শিশুরা গৃহ অভ্যন্তরে পরিচারিকা হিসেবে কাজ করে থাকে, প্রতিনিয়ত পত্রিকার পাতা খুললেই আমরা এই শিশুদের প্রতি নির্যাতনের ভয়াবহ খবর পাই, রাস্তায় দেখতে পাই অনেক ছোট ছেলে রিক্সা চালাচ্ছে; পারিবারিক প্রয়োজন তাদের বাধ্য করেছে এ বয়সে এ ধরণের কাজে জড়িয়ে পড়তে -যা সর্বোতভাবেই ঝুঁকিপূর্ণ। শুধু এভাবেই নয়,স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোতে শাষণের নামে শিশুদের যে ধরণের শাস্তি দেয়া হয় তা সত্যিই অমানবিক। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের এ ধারাটির যথাযথ বাস্তবায়নে তাই শুধু মাত্র রাষ্ট্র নয়, ব্যক্তি বিশেষের ও সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

---

১৮. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ- ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

১৯. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-২৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

২০. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-৩৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

 Dhaka University Institutional Repository

পিতা-মাতার সাথে বসবাসের অধিকার

শিশুর স্বার্থের বিরোধী না হলে শিশু পিতামাতার সাথে বসবাসের অধিকারী হবে। অবশ্য শিশুর স্বার্থে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিচার বিভাগীয় নিরীক্ষণের মাধ্যমে আইন মোতাবেক শিশুকে তার পিতামাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা নিতে পারবেন। পিতামাতা থেকে শিশুদেরকে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন হতে পারে সেসব ক্ষেত্রে- যেখানে শিশু তার পিতামাতা কর্তৃক অত্যাচার এবং অবহেলার শিকার হয় অথবা পিতামাতা বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে এবং শিশুর আবাসস্থল নির্ধারণ আবশ্যিক হয়ে পড়ে।[২১]

পাচার থেকে সুরক্ষার অধিকার

শিশুদেরকে অবৈধভাবে বিদেশে হস্তান্তর করা হলে তাদের দেশে প্রত্যাবর্তনের বাধা মোকাবেলা করতে রাষ্ট্রসমূহ পদক্ষেপ নিবে। এ উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক চুক্তি প্রস্তুতের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে বা বর্তমানে প্রচলিত চুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করবে। শিশু সকল ধরণের অপহরণ, বিক্রয় এবং পাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার অধিকারী। রাষ্ট্রসমূহ শিশুদেরকে অপহরন, বিক্রয় এবং পাচারের হাত থেকে রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।[২২]

পরিবার বঞ্চিত শিশুর যত্ন পাবার অধিকার

স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে পারিবারিক পরিবেশ বঞ্চিত শিশুকে অথবা পারিবারিক পরিবেশে যদি শিশুর সুযোগ সুবিধা ও কল্যাণ বজায় না থাকে তবে রাষ্ট্র শিশুকে রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রাষ্ট্র তার নিজস্ব আইন অনুযায়ী এ সকল শিশুর তত্বধানের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ সকল ক্ষেত্রে সমাধানের কথা ভাবার সময় রাষ্ট্র শিশুকে মানুষ করে গড়ে তোলার বিষয়টি বিবেচনা করবে এবং শিশুর জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং ভাষার প্রতি যথাযথ সম্মান দেখাবে।[২৩]

শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার

প্রতিটি শিশুর জীবন ধারণ, জীবন রক্ষা এবং বেড়ে ওঠার অধিকার আছে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব এ অধিকার নিশ্চিত করা।[২৪]

শিশুর বিকাশ লাভের অধিকার

শিশু তার স্বাস্থ্য, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক অথবা সামাজিক উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকারক কাজ, অর্থনৈতিক শোষণ, শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কাজ অথবা যে কোন

---

২১. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

২২. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ: ১১ ও ৩৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬ ও ৬৮

২৩. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

২৪. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

 Dhaka University Institutional Repository

ক্ষতিকারক কাজ থেকে রক্ষা পাবার অধিকারী। রাষ্ট্রসমূহ শিশুর এ অধিকার বাস্তবায়নের জন্য আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং শিক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে; বিশেষ করে শিশুর চাকুরীতে প্রবেশের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ, চাকুরীর শর্তাবলীর উপযুক্ত নিয়মনীতি প্রণয়ন এবং প্রতিদনের শ্রমঘন্টা নির্ধারণের পাশাপাশি এ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ অথবা দন্ডের ব্যবস্থা করবে।[২৫]

শিশুর মত, ভাব, চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

অন্যের মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা ও জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, শৃঙ্খলা এবং নৈতিকতার স্বার্থে আইন দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে পিতামাতা ও বৈধ অভিভাবকের নির্দেশের আওতায় প্রত্যেক শিশুর পছন্দ অনুযায়ী মৌখিক বা লিখিতভাবে, ছাপিয়ে, শিল্পের মাধ্যমে অথবা অন্য যে কোন মাধ্যমে সকল ধরনের তথ্য এবং মতামত অন্বেষণ, গ্রহণ ও প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে। শিশুর চিন্তা,বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার প্রতি রাষ্ট্রসমূহ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে।[২৬]

শিশুটি যদি তার নিজস্ব মতামত তৈরী অথবা ধারণা প্রকাশের উপযোগী হয় তবে অবশ্যই শিশুটিকে তার বয়স এবং মতামত প্রকাশ করার ক্ষমতা অনুযায়ী তা প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। একই সাথে শিশুর মতামতের যথাযথ গুরুত্ব দেবার বিষয়টি রাষ্ট্রসমূহ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেবে। কোন বিচার বিভাগীয় বা প্রশাসনিক মামলায় শিশুটি নিজে অথবা কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে তার কথা বলতে পারবে।

অর্থাৎ প্রতিটি শিশুরই তার মনের ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে। দেশ নির্বিশেষে যাবতীয় তথ্য ও ধ্যান ধারণা (মৌখিক, লিখিত বা ছাপানো বা অঙ্কিত-যে মাধ্যমটি শিশুর সর্বাধিক পছন্দ সর্ম্পকে জানার সুযোগ দিতে হবে শিশুকে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে সরকার অন্যের অধিকার ভঙ্গ বা নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতা বিরোধী হলে রাষ্ট্রসমূহ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে।

শিশুর নিজস্ব বিকাশের মাধ্যমে তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শিশুর পিতামাতা বা আইনগত অভিভাবক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের প্রতি রাষ্ট্রসমূহ শ্রদ্ধা দেখাবে।

মেলামেশার স্বাধীনতা

শিশুর পারস্পরিক মেলামেশা এবং শান্তিপূর্ণ সমবেত হওয়ার অধিকার থাকবে। তবে গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা বা অন্যের অধিকার এবং স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রয়োজনে শিশুর এ অধিকার চর্চায় বাধা নিষেধ আরোপ করা যাবে।[২৭]

---

২৫. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-৩২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

২৬. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-১২-১৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

২৭. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-১৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

জাতীয় কিংবা জন নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, নৈতিকতা এবং অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করলে প্রতিটি শিশুকেই সংঘবদ্ধ হবার ও শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হবার অধিকারকে প্রতিটি রাষ্ট্রই শ্রদ্ধা জানাবে।

মানবিক আচরণ পাবার অধিকার

পিতামাতা, বৈধ অভিভাবক অথবা শিশুর লালন পালনের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে শিশু থাকাকালীন সময়ে যে কোন শারীরিক অথবা মানসিক উৎপীড়ন,আঘাত,খারাপ ব্যবহার,অবহেলা অথবা যৌন অত্যাচারসহ সকল প্রকার অত্যাচারের কবল থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করতে রাষ্ট্রসমূহ উপযুক্ত সকল আইনগত, প্রশাাসনিক এবং শিক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।[২৮]

পিতামাতাসহ শিশুর বৈধ অভিভাবক মাত্রই দায়িত্ব হচ্ছে শিশুকে যাবতীয় অন্যায় আচরণ থেকে রক্ষা করা-যেটি পরিবার থেকেই মূলত শুরু হওয়া উচিত। যদিও বাস্তব প্রেক্ষাপটে পরিবার থেকেই শিশুরা প্রথম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হওয়া শুরু করে -যার পরিসংখ্যান পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য। পরিবারের সদস্যসহ, স্কুল শিক্ষক পর্যন্ত শিশুকে শাষণের নামে এ ধরনের নির্যাতনকে শিশুর প্রতি স্বাভবিক আচরণ বলেই মনে করেন। অবশ্য মেয়ে শিশুরা গৃহ অভ্যন্তরীণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন স্থানে শারীরিক নির্যাতনের বিশেষত যৌন নির্যাতনের মতো ভয়াবহ সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে-যার অধিকাংশ ঘটনা থেকে যায় অপ্রকাশিত।

মাদকের অপব্যবহার থেকে রক্ষা পাবার অধিকার

শিশুরা যাতে মাদকদ্রব্য ও মনোবিকৃতিকারক পদার্থ গ্রহণ করতে না পারে এবং এসব দ্রব্যের উৎপাদন,বিতরণ কিংবা পাচারে শিশুদের যাতে ব্যবহার করা না হয়,সে বিষয়ে রাষ্ট্রসমূহ আইনগত, প্রশাসনিক,সামাজিক এবং শিক্ষামূলক পদক্ষেপসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[২৯]

যৌনপীড়ন বা অনাচার থেকে রক্ষা পাবার অধিকার

শিশু পতিতাবৃত্তি এবং যৌন বিনোদনমূলক কাজের উপকরণ হিসেবে ব্যবহারসহ সকল প্রকার যৌন অনাচার ও অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার অধিকারী। রাষ্ট্র জাতীয়, দিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক পদক্ষেপের মাধ্যমে শিশুদেরকে অবৈধ যৌনকর্ম, পতিতাবৃত্তি ও অশ্লীল যৌন আচরণ থেকে রক্ষা করবে। [৩০]

---

২৮. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-১৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

২৯. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-৩৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৩০. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-৩৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

 Dhaka University Institutional Repository

শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের অধিকার

শিশুরা বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের সুযোগ ভোগ করবে। কিন্তু তারা যাতে কোন প্রকারেই ক্ষতিকর তথ্যাদি না পায় সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।[৩১]

প্রতিটি শিশুরই যেমন প্রচার মাধ্যমে বিচরণের অধিকার রয়েছে তেমনই প্রচার মাধ্যমের ক্ষতিকর প্রভাব থেকেও শিশুদের রক্ষার উদ্দ্যেগ রাষ্ট্রসমূহ গ্রহণ করবে। শিশু বিভিন্ন সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে পারে এমন উদ্দ্যেগ রাষ্ট্রসমূহ গ্রহণ করবে। এ ছাড়াও শিশুদের জন্য শিশুতোষ বই রচনা, সংখ্যালঘু ও আদিবাসী শিশুদের ভাষাগত বিষয়টি বিবেচনায় রেখে গণমাধ্যম তার কার্যক্রম পরিচালনা করবে এ বিষয়টিও রাষ্ট্রসমূহ গুরুত্বের সাথে দেখবে।

শরনার্থী শিশুর অধিকার

একজন উদ্বাস্তু শিশু (শিশুর সংগে তার পিতামাতা বা অন্য কেউ থাকুক বা না থাকুক) আর্ন্তজাতিক শিশু অধিকার সনদে লিপিবদ্ধ অধিকার মোতাবেক অথবা অন্যান্য আর্ন্তজাতিক মানবিক অধিকার বা মানবিক চুক্তি অনুযায়ী উপযুক্ত নিরাপত্তা এবং মানবিক সাহায্য পাচ্ছে কিনা রাষ্ট্রসমূহ সে বিষয়ে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করবে।[৩২]

উদ্বাস্তু শিশুকে রক্ষা এবং সাহায্য করার জন্য জাতিসংঘ এবং অন্যান্য উপযুক্ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা (Intergovernmental organizations) অথবা বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত যে কোন প্রচেষ্টাকে রাষ্ট্রসমূহ সহায়তা করবে এবং উদ্বাস্তু শিশুকে তার পরিবারের সাথে পূর্নমিলনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তার পিতামাতা অথবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে খুঁজে বের করবে। উদ্বাস্তু শিশুর পিতামাতা অথবা তার পরিবারের সদস্যদের খুঁজে পাওয়া না গেলে পারিবারিক পরিবেশ বঞ্চিত শিশুর মত সমান নিরাপত্তা ও সাহায্য ঐ উদ্বাস্তু শিশুকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদান করতে হবে।

যে কোন শোষণ থেকে রক্ষা পাবার অধিকার

শিশুর মঙ্গলের পথে বাধা এমন কোন বিষয়ে শিশুকে ব্যবহার করাসহ অন্যান্য সব ধরণের শোষণ যেমন, অপরাধমূলক কর্মকান্ড,রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অপব্যবহার, অবহেলা, শোষন থেকে রক্ষা পাবার ব্যাপারে শিশুদের অধিকার আছে।[৩৩]

সঠিক লালন পালন পাবার অধিকার

পিতামাতার দায়িত্ব হচ্ছে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থকে বিবেচনা করে তাকে লালন পালন করা এবং পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে তাকে গড়ে তোলা। পিতা মাতাকে এ দায়িত্ব পালনের জন্য রাষ্ট্র

---

৩১. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৩২. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-২২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৩৩. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-৩৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

 Dhaka University Institutional Repository

যথাসম্ভব সাহায্য করবে। পিতা ও মাতা হচ্ছেন শিশুর প্রথম ও প্রধাণ অভিভাবক।[৩৪] এ অর্থে একটি শিশুর বেড়ে ওঠা, সুস্থ বিকাশ লাভের সার্বিক দায়িত্ব পিতামাতার উপর বর্তায়। পিতামাতার একটি অন্যতম কর্তব্য হলো শিশুদের পরস্পরের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং পূর্ণ নিরপেক্ষতা সহকারে প্রত্যেকের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করার পাশাপাশি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কর্মজীবী পিতামাতা তাদের সঙ্গতি অনুযায়ী শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পরিচর্যার ব্যবস্থা করবে।

সশস্ত্র সংঘাত থেকে সুরক্ষা পাবার অধিকার

পনের বছরের কম বয়সী শিশুকে কোন প্রতিরক্ষামূলক চাকুরীতে ভর্তি করা যাবে না। পনের বছরের বেশী কিন্তু আঠারো বছরের কম এরূপ বয়সী শিশুদের প্রতিরক্ষামূলক চাকুরীতে নিয়োগের সময় অপেক্ষাকৃত বেশী বয়স্কদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকার আর্ন্তজাতিক আইন অনুযায়ী সশস্ত্র সংগ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের বিশেষ সুরক্ষা ও সেবা নিশ্চিত করবে।[৩৫]

আর্ন্তজাতিক সনদের এ ধারাকে অবমাননা করে শিশুদের প্রতি যে কোন ধরণের শোষণ বিভিন্নভাবে হয়ে আসছে। গৃহ অভ্যন্তরেও এ ধরণের শোষণের পরিসংখ্যান কম নয়। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যাদের সাথে শিশুর বিশ্বাসের সম্পর্ক তাদের মাধ্যমেও শিশু বিভিন্ন ধরণের শোষণের শিকার হচ্ছে, যদিও পরিবার এ ধরণের শোষণকে নির্যাতন হিসেবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ, এমনকি শিশুটিও বুঝতে পারছে না যে সে শোষণের শিকার হচ্ছে কি না -উপরোন্ত শিশুরা এ ধরণের অপরাধের ক্ষেত্রে নিজেদেরকেই দোষী ভাবছে।

সংখ্যা লঘু শিশুর অধিকার

আদিবাসী ও বিভিন্ন সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের শিশুরা নিজেদের মাঝে সংস্কৃতি উপভোগ করার, নিজের ধর্ম প্রচার ও ধর্মীয় রীতি- নীতি পালন করার এবং নিজেদের ভাষা ব্যবহার করার পূর্ণ অধিকার ভোগ করবে।[৩৬]

সামাজিক নিরাপত্তা পাবার অধিকার

সামাজিক বীমা (Social insurance) সহ সামাজিক নিরাপত্তা (Social security) থেকে

প্রতিটি শিশুর সুযোগ সুবিধা পাবার অধিকার রাষ্ট্রসমূহ নিশ্চিত করবে এবং রাষ্ট্রীয় আইন (National law) মোতাবেক এ অধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[৩৭]

---

৩৪. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-১৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৩৫. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-৩৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৩৬. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-৩০, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

৩৭. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-২৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

 Dhaka University Institutional Repository

শিশুদের পূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক বীমার সুবিধা লাভের অধিকার রয়েছে। এই সুবিধার আওতায় রয়েছে আর্থিক সাহায্য, যা সরকার সরাসরি শিশুকে অথবা শিশুর ভরণপোষনের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির আর্থিক সংগতি না থাকলে তাকে দেবে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক অধিকার

সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে শিশু তার জন্মের আগে ও পরে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকারী। শিশুর এ অধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রসমূহ ব্যবস্থা নিবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

(ক) শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসকরণ;

(খ) শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার গুরুত্বসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহযোগিতা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ;

(গ) পরিবেশ দূষণের ক্ষতি ও ভয়াবহতা বিবেচনা করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার আওতায় বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের মাধ্যমে শিশুর রোগ নিরাময় এবং অপুষ্টি প্রতিরোধকরণ;

(ঘ) শিশুর জন্মের পূর্বে এবং পরে মায়ের উপযুক্ত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ;

(ঙ) সমাজের সকলকে বিশেষ করে শিশুর পিতামাতাকে শিশুর স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি জ্ঞান, শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর উপকারিতা, স্বাস্থ্যবিধি, পরিবেশ দূষণ এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয় অবহিত করণ;

(চ) প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পিতামাতার জন্য নির্দেশাবলী এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক শিশু ও সেবার উন্নয়ন।[৩৮]

সব শিশুর সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মানের স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসা লাভের অধিকার রয়েছে। শিশুদের জন্য নিরাময় ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে এবং শিশুদের ক্ষতিকর সনাতনী চিকিৎসা পদ্ধতি ধীরে ধীরে পরিহার করতে হবে।

---

৩৮. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯*, অনুচ্ছেদ-২৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

 Dhaka University Institutional Repository

গুচ্ছমালা-জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ

সমাজের সর্বস্তরে বাস্তবায়নের সুবিধা বিবেচনা করে শিশু অধিকার সনদে বর্ণিত অধিকারগুলো সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নোক্ত চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। ভাগ চারটি হল-

(১) বেঁচে থাকার অধিকার

শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার এমনসব মৌলিক জিনিসের উপর তার অধিকারকে বোঝায় যেগুলো জীবনকে টিকিয়ে রাখে। যেমন স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ সম্মত পরিবেশ।[৩৯]

সনদের ধারা ৬ -এ অত্যন্ত সহজ ভাষায় বেঁচে থাকার অধিকারের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই ধারায় সকল শিশুর জীবন যাপনের জন্মগত অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং শিশুর বেঁচে থাকা ও বিকাশ যতটা সম্ভব নিশ্চিত করার জন্য অনুমোদনকারী রাষ্ট্রসমূহের বাধ্যবাধকতার কথা বলা হয়েছে। শিশুর বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে ভাল স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সেবা, সনদের ২৪ ধারায় এই বিষয়গুলো বিবৃত হয়েছে।[৪০]

এ ধারায় শিশুর সর্বোচ্চ মানের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা লাভের অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনুমোদনকারী রাষ্ট্রসমূহকে এই অধিকার সুরক্ষার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে-

ক. শিশু-মৃত্যুর হার হ্রাস।

খ. সকল শিশুর জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।

গ. প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান।

ঘ. পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং পরিবেশ দূষণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপদসমূহ মোকাবেলার মাধ্যমে রোগ-ব্যধি ও অপুষ্টি রোধ করা।

ঙ. মায়েদের গর্ভকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবা প্রদান।

চ. ব্যাপক স্বাস্থ্য শিক্ষা নিশ্চিত করা।

ছ. প্রতিরোধক স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন।

জ. পরিবার পরিকল্পনা ও সেবা উন্নয়ন।[৪১]

---

৩৯. ডক্টর শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, *ইসলামে সন্তান লালন-পালন*, ঢাকা: বাংলাবাজার, প্রগুক্ত, পৃ. XV

৪০. বিস্তারিত দ্র. রাইটস ক্লাস্টার, *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২৪

৪১. ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার*, ঢাকা: ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ১৯৯৭, পৃ. ২৩

 Dhaka University Institutional Repository

(২)বিকাশের অধিকার

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বিকাশ ও উন্নতি বিধানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন, সুপ্ত প্রতিভা, চরিত্র গঠন এবং সুষ্ঠ সামাজিকীকরণের জন্য পদক্ষেপ ও সর্বাধিক নিশ্চয়তা বিধানের নির্দেশনা রয়েছে। জাতিসংঘ সনদের ৬ ধারায় বলা হয়েছে- অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র শিশুর বেঁচে থাকবার এবং উন্নয়নের জন্য যথাসম্ভব সর্বাধিক নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করবে।[৪২]

সনদের ১৮ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে সন্তানের লালন ও বিকাশের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে মা-বাবার। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ এর ধারা-৫ এ একই ধরণের নীতিমালা রয়েছে। সনদের ২৭ ধারায় শিশুর জীবন যাত্রার মান বলতে এমন একটি মানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যা তাদের শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিক তথা পূর্ণ বিকাশের সকল দিকের জন্য সহায়ক।[৪৩]

সনদের ২৮ ধারায় শিক্ষা লাভের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে- সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সহজলভ্য করতে হবে। যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ যাতে সকলে পায় সে জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা বিষয়ক ও বৃত্তিমূলক তথ্য ও দিকনির্দেশনা সকল শিশুর জন্য সহজে গ্রহণযোগ্য ও পর্যাপ্ত হবে।[৪৪] সনদের ২৯ ধারায় শিক্ষা পদ্ধতির ভিত্তি হিসেবে যেসব মূল্যবোধ ও নীতি কাজ করবে সে সবের উল্লেখ রয়েছে। এতে শিশুর ব্যক্তিত্ব, মেধা এবং মানসিক ও দৈহিক সামর্থ পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ লাভ করবে।[৪৫]

(৩)সুরক্ষার অধিকার

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে শিশুদের অধিকার রক্ষা, যেমন উদ্বাস্তু শিশু, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশু এবং শোষণ, নির্যাতন ও অবহেলার শিকার হবার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন শিশুসহ সকল শিশুর সুরক্ষার বিষয়টি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। সনদের ধারা ৭ অনুযায়ী জন্মের পরপরই শিশুর জন্ম নিবন্ধন করতে হবে। জন্মের পরই একটি নাম, নাগরিকত্ব এবং যতদূর সম্ভব পিতা মাতার পরিচয় জানাবার এবং তাদের নিকট প্রতিপালিত হবার অধিকার থাকবে।[৪৬] ফলে শিশুশ্রম, কিশোর বিচার, বাল্যবিবাহ, শিক্ষা, শিশু পাচার, শিশু পতিতাবৃত্তি প্রভৃতি পরিস্থিতিতে আইনী সহায়তা পাবার ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে, সনদের ধারা-২ এ শিশুর লিঙ্গ নির্বেশেষে কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে সকল শিশুর ক্ষেত্রে সনদে স্বীকৃত সকল অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, অধিকার গুলোর নিশ্চয়তা বিধানের ব্যাপারে শিশু অথবা তার

---

৪২. মো: আবু বকর সিদ্দীক, *শিশু আইন ও অধিকার*, ঢাকা: কামরুল বুক হাউস, ২য় মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ. ৫৪

৪৩. ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৪৪. মো: আবু বকর সিদ্দীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

৪৫. ডক্টর শাহ্ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

৪৬. মো: আবু বকর সিদ্দীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

পিতামাতা কিংবা আইনসম্মত অভিভাবকের ক্ষেত্রে গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ভিন্নমত, জাতীয়তা কিংবা অন্য কোন বংশগত অবস্থানের কারণে বৈষম্য করা যাবে না।[৪৭]

(৪)অংশগ্রহণের অধিকার

সমাজের অন্যান্য সদস্যদের মত শিশুদের স্বাধীনভাবে কথা বলার, অনুভূতি ও মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। অন্যদের সাথে অবাধে সম্পর্ক গড়ে তোলা, তথ্য ও ধারণা চাওয়া-পাওয়া এবং প্রকাশের অধিকার ও তারা পাবে।[৪৮]

সনদের ধারা ১৩ এ শিশুর ভাব প্রকাশের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে শিশুর সকল ধরণের তথ্য, ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে জানার, গ্রহণ করার এবং অবহিত করার স্বাধীনতা থাকবে। তা মৌখিক, লিখিত, ছাপানো অথবা অঙ্কন চিত্রের বা শিশুর পছন্দমত অন্যকোন মাধ্যম হতে পারে। ধারা- ১৪ এ শিশুর চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সম্মান দেখানোর কথা বলা হয়েছে। ধারা-১৫ শিশুদের সংঘবদ্ধ হবার ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার অধিকার প্রদান করে। ধারা- ১৬ এ শিশুর নিজস্ব গোপনীয়তা, পরিবার এবং বাসস্থান অথবা যোগাযোগের প্রতি অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। কোন শিশুর মর্যাদা এবং সুনামের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ বা আক্রমন করা যাবে না। এ ধরণের কোন হস্তক্ষেপ এবং আক্রমণের জন্য শিশু আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।[৪৯]

শিশু অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অনেক আর্ন্তজাতিক সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে। যেমন,

শিশু অধিকার সম্পর্কিত কমিটি

জাতিসংঘ ব্যবস্থাপনায় মানবাধিকার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে শিশু অধিকার সম্পর্কিত কমিটি একটি। দশজন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির কাজ হবে সংশ্লিষ্ট পক্ষবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা পূর্বক বিশ্ব শিশুর অবস্থান উন্নয়ন এবং অধিকার রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন। কমিটি প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণের জন্য আই এল ও, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনোস্ক, ইউনিসেফ প্রভৃতি জাতিসংঘ বিশেষায়িত এজেন্সী বা সংস্থাসমূহকে আহ্বান জানাবে।

একমিটির প্রধান কাজ হবে কনভেনশনে স্বাক্ষরদানকারী সদস্য রাষ্ট্রের সাথে শিশু বিষয়ক তথ্য লেনদেন এবং কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদকে পরামর্শ দান ও সুপারিশ পেশ।[৫০]

৪৭.রাইটস ক্লাস্টার, শিশু অধিকার, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, প্রাগুক্ত, ধারা- ২.১

৪৮. মাহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *শিশুদেরও অধিকার আছে*, শিশু অধিকার সপ্তাহ, ঢাকা : ১৯৯৭, পৃ. ৬

৪৯. মো: আবু বকর সিদ্দীক, *শিশু আইন ও অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮

৫০. মোঃ আনছার আলী খান, *শিশু বিষয়ক আইন, প্রাগুক্ত, পৃ.* ১৩৫-১৩৬

 Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘ আর্ন্তজাতিক জরুরি শিশু তহবিল (UNICEF)

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ-এর ১৯৪৬ সালের প্রথম অধিবেশনে যুদ্ধোত্তর ইউরোপ ও চীন দেশের শিশুদের খাদ্য, ঔষধ ও বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে জাতিসংঘ আর্ন্তজাতিক জরুরী শিশু তহবিল গঠিত হয়। ইউনিসেফ গঠিত হবার পর তিন বছরের মধ্যে উহা স্থায়ীভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাবার অনুমোদন লাভ করে।

ইউনিসেফের প্রধান লক্ষ্য হলো বিশ্ব শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতার ম্যাকানিজম প্রতিষ্ঠা।
ইউনিসেফ বিভিন্ন উপায়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সহায়তা ও সহযোগিতা দান করে আসছে। যেমন-

(ক) স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক, খাদ্য বিশেষজ্ঞ ও শিশুকল্যাণ বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন ব্যক্তিদের দক্ষতা ও পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ তহবিল সরবরাহ।
(খ) শিশুদের পাঠ্য পুস্তকের জন্য উপকরণ সহায়তা দান।
(গ) গ্রামাঞ্চালে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ সহায়তা দান।
(ঘ) শিশু স্বাস্থ্যের জন্য ঔষধ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ।
(ঙ) উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকার্যক্রম নির্বাহ।
(চ) স্বল্পব্যয়ে শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম নির্বাহ।
(ছ) শিশুদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি।

ইউনিসেফের মোট বাজেট বরাদ্দের তিন-চর্তুথাংশ সদস্য রাষ্ট্রসমূহের চাঁদা থেকে সংস্থান করা হয়। ইউনিসেফের কার্যক্রম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে ইউনিসেফ শিশুদের জন্য অনেক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।[৫১]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিল জাতিসংঘের ২৬টি সদস্য রাষ্ট্রের সমন্বয়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা গঠিত হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা মা ও শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অনেক ভূমিকা পালন করছে। যেমন-

(ক) স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষাদান।
(খ) যথাযথ খাদ্য সরবরাহ ও পুষ্টির ব্যবস্থা।
(গ) পানি ও নিস্কাশন ব্যবস্থা নিরাপদ রাখা।
(ঘ) পরিবার পরিকল্পনাসহ মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা।
(ঙ) সংক্রমণ রোগ থেকে রক্ষা করা। এজন্য বিশ্ব টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে।
(চ) প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ।
(ছ) স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সহায়তা দান ইত্যাদি ভূমিকা পালন করছে।
(জ) স্বাস্থ্য অবকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে সবার স্বাস্থ্য কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারকে সাহায্য ও সহযোগিতা দান।[৫২]

---

৫১. প্রাগুক্ত, *পৃ.* ১৩৬

৫২. *প্রাগুক্ত, পৃ.* ১৩৭

 Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনে শিশু প্রসংগ

 Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনে শিশু প্রসংগ

আজকের শিশু দেশ জাতি ও পৃথিবীর সোনালী ভবিষ্যতের নির্মাতা। শিশুর অধিকার ও সার্বিক বিকাশের বিষয়টি আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। আদর্শ জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন এমন সুন্দর পরিবেশ যেখানে জাতির ভবিষ্যৎ স্থপতিগন সুস্থ, স্বাভাবিক ও স্বাধীন মর্যাদা নিয়ে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিকভাবে পূর্ণ বিকশিত হতে পারবে। শিশুদের জন্য এরূপ একটি পরিবেশ গঠন কারো দয়া বা অনুগ্রহের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। এজন্য প্রয়োজন শিশুর অধিকার সম্বলিত প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং এর সফল বাস্তবায়ন। বিংশ শতাব্দীর শেষ পদে এসে এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশু অধিকারের উপর বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের নিরন্তর প্রয়াস চালানো হচ্ছে।[১]

বাংলাদেশের শিশু অধিকার প্রসঙ্গটির একটি আর্ন্তজাতিক প্রেক্ষাপট আছে। ১৯২৪ সালে লীগ অব নেশনস এর পঞ্চম অধিবেশনে গৃহীত শিশু অধিকার ঘোষণায় শিশু অধিকারসমূহ প্রথমবারের মত আর্ন্তজাতিক দলিলে স্থান পায়। পরবর্তীতে, ১৯৫৯ সালের শিশু অধিকার ঘোষণায় শিশুদের অনেকগুলি সুবিধা, তাদের নিরাপত্তা ও অগ্রাধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। নতুন ঘোষণাপত্রের অধিকারসমূহ পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক আর্ন্তজাতিক চুক্তিনামায় পুন:সমর্থিত ও ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। ১৯৫৯ সালের ঘোষণার ৩০ বছর পর ১৯৮৯ সালে শিশু অধিকার কনভেনশন গৃহীত হয়। বাংলাদেশ এ কনভেনশনে স্বাক্ষর দিলেও এর অুচ্ছেদ ২১ ও ১৪ (১) ধারা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপনকরে। দত্তক গ্রহণ বিষয়ক অনুচ্ছেদ ২১ সম্পর্কে আপত্তির কারণ হলো মুসলিম আইনে দত্তক গ্রহণ স্বীকৃত নয়। ধর্মীয় ও নৈতিক উভয়বিধ কারণেই এ দেশের জনমত আন্তদেশীয় দত্তক গ্রহণের বিরুদ্ধে। অনেক ক্ষেত্রেই দত্তক গ্রহণের নামে শিশু বিক্রির ঘটনাও অচিরেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় আপত্তির বিষয় ছিল শিশুদের 'চিন্তা, নৈতিকতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার' অধিকার সর্ম্পকে। শিশুর এই স্বাধীনতা রাষ্ট্র স্বীকার করলেও বিদ্যমান সামাজিক বিশ্বাস হলো আলোচ্য প্রশ্নের অর্ন্তনিহিত জটিলতা বোঝার পক্ষে শিশুরা অপরিপক্ব ও অসর্মথ বিধায় তাদের নিজেদের পক্ষে কোন সিদ্বান্ত গ্রহণ অসম্ভব। এমতবস্থায় একটি শিশুর পক্ষে চাপ ও প্রভাবের বশবর্তী হওয়াই স্বাভাবিক, যার কোনটাই সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের অনুকূলে নয়। বাংলাদেশে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ ও তাদের কল্যাণ নিশ্চিত ও সংরক্ষণের জন্য সাংবিধানিক বিধান ও অনেক আইন রয়েছে।

---

১. ড. শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, *ইসলামে সন্তান লালন-পালন*, ঢাকা: সোনালী সোপান প্রকাশন, মে- ২০১২, পৃ. (i)

 Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ পরিচিতি

সরকারি নাম	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (People Republic of Bangladesh)[২]
রাজধানী	:	ঢাকা।[৩]
ভাষা	:	রাষ্ট্র ভাষা বাংলা।[৪]
আয়তন	:	১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার বা ৫৬,১৭৭ বর্গ মাইল।
ভৌগলিক অবস্থান	:	২০°৩৪ উত্তর হতে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ পূর্ব হতে ৯২°৪১পূর্ব দ্রঘিমাংশ।
সীমানা	:	উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মায়ানমার। পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।
মোট সীমা	:	৫,১৩৮ কিঃ মিঃ
সরকার পদ্ধতি	:	সংসদীয় পদ্ধতির সরকার। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট এর নাম জাতীয় সংসদ। জাতীয় সংসদে ৩০০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকে।
লোকসংখ্যা	:	১৫ কোটি ৩৬ লাখ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩) (২০১১ সালে আদম শুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী ১৪ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন।
পুরুষ	:	৭,৪৯,৮০,৩৮৬ জন (২০১১ আদম শুমারী রিপোর্ট)
মহিলা	:	৭,৪৭,৯১,৯৭৮ জন (২০১১ আদম শুমারী রিপোর্ট)
পুরুষ ও মহিলা অনুপাত	:	১০০.৩:১০০ জন (২০১১ আদম শুমারী অনুযায়ী)
জনসংখ্যার ঘনত্ব	:	২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী ১০১৫ জন প্রতি বর্গকিলোমিটারে।

২. অধ্যাপক এম ফারুক খান এবং আবদুল্লাহ আল মঞ্জুর সম্পাদিত, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, চর্তুথ সংস্করণ, অগাষ্ট ২০১১, ডেভলপমেন্ট অফ হিউম্যান রাইটস এন্ড লিগ্যাল এডুকেশন, অনুচ্ছেদ-১

৩. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ-৫(১)

৪. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ-৩

 Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্রে বাংলাদেশ

 Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	:	১.৩৭% (২০১১ আদম শুমারী রিপোর্ট)
মানুষের গড় আয়ু	:	৬৯ বছর। পুরুষ: ৬৭.৯ এবং মহিলা: ৭০.৩ সূত্র অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৩
শিক্ষার হার	:	৬২.৬৬% (সূত্রঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়)
স্বাক্ষতার হার	:	৫৭.৯% ৭ বছর+, পুরুষ ৬১.১%, মহিলা ৫৪.৮% (সুত্র অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৩)
গড় মাথাপিছু আয়	:	৯২৩ মার্কিন ডলার (সুত্র অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৩)
মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণ:		১০,৩১২ টাকা (১৪৭ মার্কিন ডলার)
স্থানীয় সময়	:	গ্রীনিচ অপেক্ষা ৬ ঘন্টা আগে
জলবায়ু	:	মৌসুমী জলবায়ু বিরাজমান
গড় তাপমাত্রা	:	২৫°৭০ সেলসিয়াস
গড় বৃষ্ঠীপাত	:	২০৩ সেন্টিমিটার
ধর্ম	:	মুসলিম ৮৮.৩৫%, হিন্দু ১০.৫%, বৌদ্ধ ০.৬%, খ্রিষ্টান ০.৩% এবং অন্যান্য ০.৩%
অর্থনীতি	:	বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষি নির্ভর।
প্রধান রপ্তানি দ্রব্য	:	বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যগুলো হলো তৈরি পোশাক, চা, হিমায়িত চিংড়ি, চামড়া, কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি।
প্রধান আমদানি দ্রব্য	:	বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে খাদ্য সামগ্রী, অপরিশোধিত তেল, ঔষধ, শিল্পের কাঁচামাল, কলকব্জা, রাসায়নিক দ্রব্য, খুচরা যন্ত্রাংশ প্রভৃতি।
বিভাগ	:	৭টি
সিটি কর্পোরেশন	:	১১টি
জেলা	:	৬৪টি
উপজেলা	:	৪৮৬ টি
প্রশাসনিক থানা	:	৬৩০টি
ইউনিয়ন	:	৪,৪৮৫টি
গ্রাম	:	৮৭,৩১৯টি

 Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংবিধানে শিশু প্রসঙ্গ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০ অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে শিশুদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগের উপর জোর দেয়া হয়েছে। মৌলিক অধিকার অংশের অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ এবং ৪১ -এ মানুষ হিসেবে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষত: জবরদস্তিমূলক শ্রম পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগতভাবে প্রতিকার পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে।[৫] বাংলাদেশ সংবিধানের শিশু সংশ্লিষ্ট ধারা গুলো হলোঃ

অনুচ্ছেদ- ১১

প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে।

অনুচ্ছেদ- ১৪

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।

অনুচ্ছেদ-১৫

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবন যাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

(গ) যুক্তি সঙ্গত বিশ্রাম বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্ব জনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বাধ্যক্য জনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতি জনিত আয়াত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারি সাহয্য লাভের অধিকার।

অনুচ্ছেদ- ১৬

নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ

৫. *জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০*, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মার্চ ২০১০, পৃ. ০৪

 Dhaka University Institutional Repository

এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ- ১৭

(ক) রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ- ১৮

(১) জনগণের পুষ্ঠীর স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৮(ক) পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।

অনুচ্ছেদ- ১৯

(১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ- ২০ (১)

কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"-এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

অনুচ্ছেদ- ২৭

সকল নাগরিক আইনের দৃষ্ঠীতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

অনুচ্ছেদ- ২৮

 Dhaka University Institutional Repository

(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

অনুচ্ছেদ- ৩১

আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

অনুচ্ছেদ- ৩২

৩২। আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

অনুচ্ছেদ- ৩৪

(১) সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে লংঘিত হইলে তাহা আইনত: দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

(ক) ফৌজদারী অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি আইনতঃ দণ্ডভোগ করিতেছেন; অথবা

(খ) জনগণের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যক হইতেছে।

অনুচ্ছেদ- ৩৫

৩৫(৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

অনুচ্ছেদ- ৩৬

 Dhaka University Institutional Repository

জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ- সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

অনুচ্ছেদ- ৩৮

জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

অনুচ্ছেদ- ৩৯

(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

অনুচ্ছেদ- ৪০

আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

অনুচ্ছেদ- ৪১

(১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

অনুচ্ছেদ- ৪৩

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের

 Dhaka University Institutional Repository

(ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং

(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকিবে।[৬]

৬. বিস্তারিত দ্র. অধ্যাপক এম ফারুক খান এবং আবদুল্লাহ আল মঞ্জুর সম্পাদিত, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৫৬

 Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের আইনে শিশু প্রসঙ্গ

মুসলিম পারিবারিক আইন

অভিভাবকত্ব : শিশুর অভিভাবক বাবা। বাবার অবর্তমানে ভাই, দাদা বা অন্যরা হতে পারেন।

জিম্মাদার : মা হলেন শিশুর জিম্মাদার। পুত্র সন্তানের বয়স ৭ বছর না হওয়া পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের বয়:সন্ধি না ঘটা পর্যন্ত মা তাদের হেফাজতকারী বা জিম্মাদার থাকবেন।

ভরণপোষণ : শিশু তার পিতা বা মাতা যার হেফাজতেই থাকুক না কেন সর্ব অবস্থায় শিশুর ভরণপোষনের দায়িত্ব শিশুর পিতার।[৭]

বাংলাদেশে প্রচলিত হিন্দু আইনে শিশুর অধিকার

সকল ব্যক্তিগত আইনে শিশুর অধিকার কম-বেশি স্বীকৃত। হিন্দু আইনেও উহার কোনো ব্যতিক্রম নেই। নিম্নে হিন্দু আইনে শিশুর অধিকার সম্পর্কিত বিধানাবলী সংক্ষেপে বর্ণিত হলো:

১। ভরণ-পোষণ
২। অভিভাবকত্ব
৩। উত্তরাধিকার
৪। দান

১। ভরণ-পোষণ : হিন্দু শাস্ত্রের মহামান্য মনুর মতে, "শত অপরাধে অপরাধী হলেও বৃদ্ধ পিতা-মাতা, সতী-স্ত্রী এবং শিশুর ভরণ-পোষণকে কখনো অগ্রাহ্য করা উচিত নহে।"

হিন্দু আইনে ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত দায়িত্ব দু'ধরণের:

প্রথমত : ব্যক্তিগত বা শর্তহীন দায়িত্ব
দ্বিতীয়ত : মৌরকী বা অন্যসূত্রে প্রাপ্ত দখল হতে উদ্ভুত দায়-দায়িত্ব।

প্রথমত : ব্যক্তিগত বা শর্তহীন দায়িত্ব

একজন হিন্দু, কোনো সম্পত্তির মালিক হোক বা না হোক তার স্ত্রী, নাবালক পুত্র, অবিবাহিত কন্যা, বৃদ্ধ পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ দিতে আইনগতভাবে বাধ্য।[৮]

২। অভিভাবকত্ব :হিন্দু আইনে অভিভাবক তিন প্রকার। যেমন-

(১) স্বাভাবিক অভিভাবক। পিতা-মাতা স্বাভাবিক অভিভাবক।

---

৭. আইনের কথা, *আইনে শিশু প্রসঙ্গ*, ঢাকা: দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ.৫
৮. মোঃ আনছার আলী খান, *শিশু বিষয়ক আইন*, ঢাকা: বাংলাদেশ ল'বুক কোম্পানী, ২য় সংস্করণ, পৃ.৪৮; (১৮৭৮) ২ বোম্বে ৫৭৩, ৫৯৭ (এফ বি)

 Dhaka University Institutional Repository

(২) পিতা কর্তৃক উইল দ্বারা নিযুক্ত অভিভাবক। পিতার মৃত্যুর পর তার সন্তানের অভিভাবক কে হবে তা মৌখিক বা লিখিত দলিল মূলে নিযুক্ত করতে পারেন।

(৩) আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক। এ ক্ষেত্রে অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইনের বিধান অনুসৃত হয়।

অভিভাকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য :নাবালকদের বা শিশুদের ভরণ-পোষণ, দেহ ও মন এবং সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা। ১৮৬৫ সালের ভারতীয় সাবালকত্ব আইন অনুসারে ১৮ বছরের কম বয়সের যে কোনো নর-নারী নাবালক হিসেবে গণ্য হয়।

৩। **উত্তরাধিকার :**হিন্দু আইনে শিশু তার পরিবারের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তবে নারীদের সীমিত উত্তরাধিকার ছিল। বর্তমানে তাদেরকে প্রকৃত উত্তরাধিকারী করার জন্য আইন সংস্কারের কাজ চলছে।

৪। **দান :** হিন্দু আইন একজন শিশুও দান গ্রহীতা হতে পারে। অজাত শিশুর অনুকূলে দান: ১৯১৬ সালের Disposition of Property Act -এর বিধানবলে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে অজাত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দান করতে হলে তা করার সময় জীবিত একাধিক বরাবরে জীনবস্বত্বে অথবা অন্য কোনো প্রকার সীমিত স্বত্ব সৃষ্ঠীপূর্বক তা করা যায়।[৯]

খ্রিস্টান পরিবারিক আইন

খ্রিস্টান ডিভোর্স এ্যক্ট অনুযায়ী ১৬ বছরের নীচে ছেলেকে এবং ১৩ বছরের নীচে মেয়েকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়। যে কোনো বিয়ে বিচ্ছেদ বা জুডিশিয়াল সেপারেশনের সময় আদালত নাবালকের অভিভাবক্তব নির্ধারণ করতে পারেন। এ ব্যাপারে আদালতের নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে। সন্তানের অভিভাবকত্ব নির্ধারনের ক্ষেত্রে আদালতের প্রধান বিবেচ্য বিষয় সন্তানের সর্বোচ্চ কল্যাণ বা মঙ্গল অর্থাৎ পিতা বা মাতা কার কাছে থাকলে সন্তানের সুষ্ঠু লালন-পালন হবে সেটি বিবেচনা করা।

ভরনপোষণ

কোনো খ্রিস্টান দম্পতির বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পর সন্তানের ভরণপোষণের প্রশ্নটিও আদালতের এখতিয়ারভুক্ত। সন্তানের কল্যানের কথা বিবেচনা করে আদালত নির্ধারণ করবে কে কি পরিমাণ ভরণপোষণ সন্তানকে দেবে। কোন দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদের মামলা চলাকালীন সময়েও আদালত সন্তানের জিম্মাদারিত্ব (Custody), ভরণপোষণ, শিক্ষা ইত্যাদি সংক্রান্ত নির্দেশ প্রদান করবে। সন্তানের ভরণপোষণের ব্যাপারটির মূলত: আদালতের সুবিবেচনার ওপরই নির্ভরশীল। তবে যেহেতু খ্রিস্টান ধর্ম মতে পিতাই সন্তানের প্রকৃত অভিভাবক তাই সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব মূলত পিতারই (ধরা ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪ ডিভোর্স এ্যক্ট ১৮৬৯)। কোড অব ক্যানন ল এর

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

 Dhaka University Institutional Repository

১২৫৪ ধারাতেই ভরণপোষণ সংক্রান্ত নীতিমালায় বলা হয়েছে। তবে ক্যানন ল অনুসারে সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব ও পরিমাণ নির্ধারণ করবে চার্চ।[১০]

দণ্ডবিধি- ১৮৬০

দণ্ডবিধির ৮২ ধারা অনুযায়ী সাত বছরের কম বয়স্ক শিশু দ্বারা সংঘটিত কোন অপরাধই অপরাধ বলে গণ্য হবে না । ৮৩ ধারা অনুসারে ৭ বছরের বেশি এবং ১২ বছরের কম বয়সের শিশুর দ্বারা কৃত কোন কিছুই অপরাধ বলে গণ্য হবেনা যদি উক্ত অপরাধের ব্যাপারে যে শিশুর বোধশক্তি এতদূর পরিপক্কতা লাভ করেনি যে, সে স্বীয় আচারণের প্রকৃতি ও বিচার করতে পারে। ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ২৬১ ধারা অনুসারে যদি কেউ ১৪ বছরের কম বয়সের ছেলে বা ১৬ বছরের কম বয়সের মেয়েকে তার অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া ছিনিয়ে বা প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যায় তবে তাকে বলা হয় শিশু অপহরণ। দণ্ডবিধির ৩৬৪ (ক) ধারা অনুসারে যদি কোন ব্যক্তি ১০ বছরের কম বয়সের কোন ব্যক্তিকে অপহরণ করে এবং তার উদ্দেশ্য থাকে তাকে খুন বা গুরুতর আঘাত বা দাসত্বে বাধ্য বা পাশবিক নির্যাতন করে তবে সেই ব্যক্তির শাস্তি হতে পারে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন বা ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। সে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি বেআইনিভাবে শিশু আমদানি রপ্তানি বা বিক্রয় করে বা যদি আমদানি, রপ্তানি বা বিক্রযের উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে ব্যক্তি নিজ হেফাজতে রাখে বা উক্ত উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে কোন ব্যক্তির নিকট পাওয়া যায় তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে। যদি কোন ব্যক্তি মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে অপহরণ করে বা আটক রাখে, তা হলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে। দণ্ডবিধির ৩৭২ ধারা অনুসারে কোন শিশুকে পতিতালয়ে বিক্রয় করলে তার শাস্তি দশ বছর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড। দণ্ডবিধির ৩৭২ ও ৩৭৩ ধারা অনুযায়ী যে শিশুকে পতিতালয়ে বিক্রয় করে এবং যে ক্রয় করে উভয়েরই শাস্তি হবে। শিশুকে পতিতালয় থেকে উদ্বার করতে হলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায্য নিয়ে উদ্বার করতে হবে। শিশুকে দিয়ে বেশ্যবৃত্তি করালে বা তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করলে দণ্ডবিধির ৩৭২ ধারা অনুসারে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড হতে পারে। [১১]

চুক্তি আইন- ১৮৭২

এই আইনের ১০ এবং ১১ ধারানুসারে একজন নাবালক কোন বৈধ চুক্তি করতে পারেনা এবং নাবালক কোন চুক্তি করলে তা আইনতঃ প্রথমেই অবৈধ (Void-ad-initio)। চুক্তি আইনের বিধান অনুযায়ী একজন সাবালকত্ব প্রাপ্তির ৩ বছরের মধ্যে অথবা কোন হস্তান্তর সম্পন্ন হওয়ার

১০. আইনের কথা, আইনে শিশু প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃ.৬

১১. সিরাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত,*বাংলাপিড়িয়া*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, মার্চ-২০০৩, খ. ২, পৃ. ৩৯০

 Dhaka University Institutional Repository

১২ বছরের মধ্যে যেটি আগে শুরু হবে সে সময়ের মধ্যে তার সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য মামলা করতে পারবে।[১২]

সাক্ষ্য আইন- ১৮৭২

এই আইনের ১১৫ ধারানুযায়ী শিশুদের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী বাEstoppel-এর নীতি প্রয়োগ করা যায় না। ১১৮ ধারানুযায়ী শিশুদের সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে আদালতকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।[১৩]

সাবালকত্ব আইন- ১৮৭৫

ধারা-৩। সাবালকত্বের বয়স।-আদালত কর্তৃক অভিভাবক নিযুক্ত হলে বা কোর্ট অব ওয়ার্ডের এখতিয়ারে থাকলে ২১ বছর বয়স অতিক্রান্ত হবার পর সাবালকত্ব অর্জিত হয়েছে মর্মে গণ্য হবে। অন্য সকল ক্ষেত্রে ১৮ বছর পূর্ণ হলে সাবালকত্ব লাভ করেছে মর্মে গণ্য হবে। [১৪]

তালাক আইন- ১৮৬৯

তালাক আইন, ১৯৬৯ যা বাংলাদেশের খ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাতে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের পিতা-মাতা বিচ্ছেদ, তালাক বা বিবাহরদ মামলায় জড়িয়ে পড়লে এই শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার বিধান উল্লেখ আছে।[১৫]

ফৌজদারী কার্যবিধি- ১৮৯৮

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৯ ধারানুযায়ী কোন স্বামীর বয়স যদি ১৮ বছরের নীচে হয় তাহলে উক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রী ব্যাভিচারের মামলা করতে পারবে না। কার্যবিধির ৪৯৭ ধারানুযায়ী এরূপ অপরাধকে আমলযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা যাবে না। কার্যবিধির ৪৮৮ ধারানুসারে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোন স্ত্রী বা তার বৈধ অথবা অবৈধ শিশুর জন্য খোরপোষের (স্বামী/পিতার নিকট থেকে) আদেশ দিতে পারে না।

৫১৪ ধারানুসারে নাবালকদের কোন বন্ড নিশ্চয়তার জন্য জারী করা যায়। একইরূপ বিধান রয়েছে কার্যবিধির ১১৮ ধারায়।

কার্যবিধির ৫৬২ ধারানুযায়ী আদালত ২১ বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তিকে প্রাথমিকভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে তাদেরকে অসাদাচরনের নিমিত্তে আটকাদেশ না দিয়ে খালাস দিতে পারে।[১৬]

---

১২. বাহাউদ্দিন আহমেদ, *আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার আইন*, ঢাকা: সামছ পাবলিকেশন, নভেম্বর ২০০৭, পৃ.১৭
১৩. প্রাগুক্ত
১৪. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, *শিশু আইন ও অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫
১৫. সিরাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত,*বাংলাপিড়িয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮

 Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ানী কার্যবিধি- ১৯০৮

দেওয়ানী কার্যবিধির ৩২ আদেশের ১-৫ বিধির সারমর্ম অনুযায়ী বলা যায় যে, নাবালক কর্তৃক কোন মামলা দায়ের করতে হলে নাবালকের নামে তার পক্ষে অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক মামলা দায়ের করতে হবে এবং উক্ত ব্যক্তিকে নাবালকের অভিবাবক (Next friend) বলা যাবে। কোন মামলায় বিবাদী যদি নাবালক হয় তবে আদালত মামলা পরিচালনার জন্য বাদীর আবেদন ক্রমে নাবালকের একজন অভিবাবক নিয়োগ করবেন। নাবালকের অভিবাবক তিনিই হতে পারেন যিনি নাবালকের স্বার্থের বিরূদ্ধে কিছু করবেন না এবং তিনি সব সময় নাবালকের মঙ্গল কামনা করবেন। নাবালকের অভিবাবক হওয়ার জন্য কোন সুবিধাজনক ব্যক্তি পাওয়া না গেলে আদালত তার কর্মচারীকে বা এডভোকেটকে নাবালকের অভিবাবক নিয়োগ করবেন যাতে নাবালকের স্বার্থ পুঙ্খানুরূপে রক্ষিত হয়। এইরূপ অভিবাবককে কোর্ট গার্ডিয়ান বলা হয়।১৯০৮ সালের তামাদি আইনের ৬ এবং ৭ ধারাতেও স্বার্থ রক্ষণের বিধান রাখা হয়েছে।[১৭]

কিশোর ধুমপান আইন- ১৯১৯

ধারা-৩ :অল্প বয়স্ক ব্যক্তির নিকট তামাক ইত্যাদি বিক্রয় নিষিদ্ধ

(১) কোন ব্যক্তি দৃশ্যত ষোল বছরের কম বয়সের কোন ব্যক্তির নিকট তামাক, পাইপ বা সিগেরেটের কাগজ বিক্রয় করবেন না বা প্রদান করবেন না, তা তার নিজের ব্যবহারের জন্য হোক বা না হোক;

তবে শর্ত থাকে কোন ব্যক্তি দৃশ্যত ষোল বছরের কম বয়সের কোন ব্যক্তির নিকট সিগারেট ব্যতীত, তামাক বিক্রয়ের জন্য এই উপধারার অপরাধে দোষী হবে না, যদি সে না জেনে থাকে, এবং এইরূপ না জানবার বিশ্বাস যোগ্য কারণ থাকে যে তা তার দ্বারা ব্যবহৃত হবে।

(২) যদি কেহ উপ-ধারা-(১)-এর বিধান লঙ্ঘন করে, সে সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধিতিতে ম্যাজিষ্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত হলে অনুর্ধ দশ টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এবং দ্বিতীয় বার অপরাধের ক্ষেত্রে অনুর্ধ কুড়ি টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এবং পরবর্তী কোন অপরাধের জন্য অনুর্ধ পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

ধারা-৪ : কতিপয় স্থানে অল্প বয়স্ক ব্যক্তির দখলে পাওয়া তামাক ইত্যাদি আটক ও ধ্বংস করবার ক্ষমতা পুলিশ অফিসার ও অন্যাদের ক্ষমতা।

ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ অফিসার বা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রদত্ত কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর কর্তৃক, দৃশ্যত ষোল বছরের কম বয়সের কোন ব্যক্তির নিকট পাইপ বা

---

১৬. বাহাউদ্দিন আহমেদ, *আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪০

১৭. প্রাগুক্ত

 Dhaka University Institutional Repository

সিগেরেটের কাগজ পাওয়া গেলে এবং তাকে রাজপথে বা সাধারণে ব্যবহার্য স্থানে ধুমপান করতে দেখা গেলে ঐ সমস্ত দ্রব্য আটক এবং ধ্বংস করা আইন সম্মত হবে।

ধারা-৫ : মামলা গ্রহণ

সংশ্লিষ্ট কিশোরের পিতামাতা বা অভিবাবক কর্তৃক বা তাদের অনুরোধে অথবা পুলিশ অফিসার কিংবা ৪ ধারার অধীনে আটক করতে ক্ষমতাবান অন্য ব্যক্তিদের দায়েরকৃত অভিযোগ ছাড়া কোন ম্যাজিস্ট্রেট এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ আমলে গ্রহণ করবেন না।[১৮]

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯

ধারা-২ : সংজ্ঞা :- 'শিশু' (Child) বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝাবে যার বয়স পুরুষ হলে একুশ বছরের কম।

বাল্য বিবাহ বলতে সেই বিবাহকে বুঝায় যাতে সম্পর্ক স্থাপনকারী পক্ষদ্বয়ের যে কোন একটি নাবালক। 'অপরিণত' বলতে পুরুষের ক্ষেত্রে একুশ বছরের কম এবং নারীর ক্ষেত্রে আঠারো বছরের কম বয়সের যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাবে।

ধারা-৪ : নাবালক বিবাহকারী একুশ বছর বয়সোর্ধ্ব সাবালক পুরুষ অথবা আঠারো বছর বয়সোর্ধ্ব সাবালিকা নারীর শাস্তি।

যে কেউ, একুশ বছর বয়সোর্ধ্ব সাবালক পুরুষ অথবা আঠারো বছর বয়সোর্ধ্ব কোন মহিলা হয়ে, কোন বাল্য বিবাহের চুক্তি করলে, সে একমাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ধারা-৫ : বাল্য বিবাহ আয়োজনের শাস্তি

যে কোন ব্যক্তি বাল্য বিবাহ আয়োজন বা পবিচালনা করলে সে একমাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হবে, যদি না সে প্রমাণ করতে পারে যে, বিবাহটা বাল্য বিবাহ ছিল না বলিয়া তার বিশ্বাস করবার মত কারণ ছিল।

ধারা-৬ : বাল্য বিবাহ আয়োজনের সহিত সম্পর্কিত পিতামাতা বা অভিবাবকের শাস্তি

যে ক্ষেত্রে কোন নাবালক কোন বাল্য বিবাহের চুক্তি করে এবং পিতামাতা বা আইনানুগ বা বেআইনী যে কোন এখতিয়ারেই হোক উক্ত নাবালকের উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন কোন ব্যক্তি, উক্ত বিবাহ কার্য সম্পন্ন করণার্থে কোন কাজ করলে বা সম্পন্ন করবার অনুমতি প্রদান করলে বা নিজ গাফলাতির হেতু বিবাহটি বন্ধ করতে ব্যর্থ হলে, সে ব্যক্তি একমাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হবে; তবে শর্ত থাকে যে , কোন মহিলাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে না।

---

১৮. বিস্তারিত দ্র. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, *শিশু আইন ও অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫-৪৬

(২) এই ধারার উদ্দেশ্যে, যে ক্ষেত্রে কোন নাবালক বাল্য বিবাহের চুক্তিবদ্ধ হয় সে ক্ষেত্রে বিপরীত প্রমাণিত না হওযা পর্যন্ত, উক্ত নাবালকের উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি নিজ গাফলাতির কারণে বিবাহটি নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে অনুমিত হবে।[১৯]

শিশু শ্রমিক নিয়োগ আইন ১৯৩৮

শিশু শ্রমিক নিয়োগ আইন, ১৯৩৮ যে সকল শিশুর বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হয় নাই তাদেরকে রেল যোগে যাত্রী, মালপত্র, ডাক পরিবহন সম্পর্কিত কাজ অথবা কোন বন্দরের এলাকার মধ্যে মালপত্র উত্তোলন সম্পর্কিত কাজে নিয়োগ করা যাবে না। বিড়ি তৈরী, কার্পেট তৈরী, সিমেন্ট উৎপাদন এবং ব্যাগে সিমেন্ট ভরাট কাজ, সাবান প্রস্তুত, পশম পরিস্কার, অভ্রকালি ও ভাঙ্গার কাজ, কাপড় তৈরী, গালা প্রস্তুত, চামড়া প্রক্রিয়াজাত বিস্ফোরক দ্রব্য, আতসবাজি এবং দিয়াশলাই উৎপাদন কারখানায় ১২ বছর পূর্ণ হয় নাই এমন শিশুকে নিয়োগ করা যাবে না।[২০]

মাতৃত্ব কল্যাণ (চা-বাগান) আইন, ১৯৫০

মাতৃত্ব কল্যাণ (চা-বাগান) আইন, ১৯৫০ প্রসবের কিছু সময় আগে ও পরে মহিলা শ্রমিকদের চাবাগানে অথবা কারখানায় কাজ নিষিদ্ধ করেছে এবং মাতৃত্বকালীন কিছু সুবিধাদি যোগান নিশ্চিত করেছে।[২১]

দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৬৫

দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৬৫-এ শিশু বলতে যে ব্যক্তির বয়স বারো বছর পূর্ণ হয় নাই তাকে বুঝাবে। এ আইনে কোন শিশুকে কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার জন্য নিয়োগ করা যাবে না।[২২]

কারখানা আইন ১৯৬৫

কারখানা আইন ১৯৬৫ এর ধারা ২ এ বলা হয়েছে,'সাবালক' বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাবে, যার বয়স আঠারো বছরের কম এবং শিশু বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাবে যার বয়স ষোল বছর পূর্ণ হয় নি। ধারা ৪৭ শিশুদের জন্য কক্ষের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ প্রদান করে। বলা হয়েছে, সাধরণত পঞ্চাশজনের অধিক মহিলা নিযুক্ত আছে, এরূপ প্রত্যেকটি কারখানায় সংশ্লিষ্ট মহিলা শ্রমিকদের অনধিক ছয় বছর বয়স্ক সন্তানকে ব্যবহারের জন্য যথোপযুক্ত শিশু কক্ষ বা কক্ষসমূহের ব্যবস্থা করতে হবে। কক্ষসমূহে থাকার সুষ্ঠ ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্য সম্মতভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতে হবে এবং তা শিশু পালন সম্পর্কে

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬-৪৭
২০. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭
২১. সিরাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত,*বাংলাপিড়িয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৯
২২. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, *শিশু আইন ও অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯

 Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে। যে সকল শিশুর বয়স চৌদ্দ বছর পূর্ণ হয় নাই তাদেরকে কোন কারখানায় কোন কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।[২৩]

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ শিশুর নিরাপত্তায় একটি অনন্য আইন। এ আইনে শিশু চুরি, পাচার ইত্যাদির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড। নারী বা শিশু ধর্ষণের শাস্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড। ধর্ষণ মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং এর অতিরিক্ত অন্যুন্য একলক্ষ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। কোন ব্যক্তি ধর্ষণের চেষ্টা করলে অনধিক দশ বছর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। কোন পুরুষ অবৈধভাবে তার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা কোন বস্তু দ্বারা নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্যকোন অঙ্গ স্পর্শ করলে তার এই কাজ যৌন পীড়ন হবে এবং এ জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক দশ বছর এবং অন্যূন তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ভিক্ষাবৃত্তি বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রির উদ্দেশ্যে কোন শিশুর হাত, পা, চক্ষু বা অন্যকোন অঙ্গ যে ব্যক্তি বিনষ্ট, বিকলঙ্গ বা বিকৃত করবেন তার শাস্তির মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।

ধর্ষণের ফলোশ্রুতিতে কোন সন্তান জন্মলাভ করলে উক্ত সন্তান পঙ্গু না হলে পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে ২১ বছর পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এবং পঙ্গু সন্তানের ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ধর্ষণকারী পালন করবেন।

এই আইনে বর্ণিত অপরাধের শিকার হয়েছেন এরূপ নারী বা শিশুর ব্যাপারে সংঘটিত বা তৎসম্পর্কিত আইনগত কার্যধারার সংবাদ বা তথ্য বা নাম ঠিকানা বা অন্যবিধ তথ্য কোন সংবাদপত্রে বা অন্যকোন মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাবে যাতে উক্ত নারী বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ না পায়।[২৪]

শ্রম আইন ২০০৬

বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২নং আইন)-এ শিশু ও কিশোর এর সংজ্ঞা ও ৩য় অধ্যায়ের ধারা ৩৪-৪৪ এ কিশোর এবং শিশু নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখ করা আছে। এই আইনে আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে যে কোন শিশুর নিয়োগ রহিত করা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে যে, সরকার সময় সময় গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রকাশ করবে এবং এ ধরণের কাজে শিশু কিশোরদের নিয়োগ দেওয়া যাবে না। তবে ক্ষেত্র বিশেষ চিকিৎসক কর্তৃক প্রত্যয়ণকৃত হলে শিশু বা কিশোরদের নির্দিষ্ট কর্মঘন্টার জন্য শর্তাধীনে নির্ধারিত হালকা কাজে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।[২৫]

---

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৫০-৫১

২৫. *জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৫

 Dhaka University Institutional Repository

শিশুনীতি ১৯৯৪

শিশুনীতি ১৯৯৪ এ শিশু অধিকার অর্জন ও সংরক্ষণ, তার অধিকারের পরিধি, নাবালকত্ব, অভিভাবকত্ব, শিশুর সম্পদের হেফাজত এবং দেওয়ানী-ফৌজদারী মামলাসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।[২৬]

শিশু আইন ১৯৭৪

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশে শিশু এবং শিশু অধিকার সংরক্ষণে প্রবর্তিত হয় শিশু আইন ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৩৯ নং আইন)। এ আইনের শিরোনাম থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ আইনে মূলত: শিশুদের প্রাধান্য দিয়ে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শিশুর সংজ্ঞা, শিশুর বয়স, তার অধিকারের পরিধি, নাবালকত্ব, অভিভাবকত্ব, শিশুর সম্পদের হেফাজত, দেওয়ানী-ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে শিশুর রক্ষাকবচ ইত্যাদি বিষয় বিস্তৃত পরিমণ্ডলে আলোচিত হয়েছে এ আইনে। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ আইন একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

শিশু আইন ১৯৭৪[২৭]

সংসদ কর্তৃক নিম্নলিখিত আইনটি ২১ জুন ১৯৭৪ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে-

শিশুদের হেফাজত, রক্ষণ ও পরিচালনা এবং বাল-অপরাধীদের বিচার ও সাজা সম্পর্কিত আইন একীভূত ও সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু শিশুদের হেফাজত, রক্ষণ ও পরিচালনা এবং বাল-অপরাধীদের বিচার ও সাজা সম্পর্কিত আইন একীভূত ও সংশোধন করিবার জন্য এটি আইন প্রণয়ন সমীচীন;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

প্রথম ভাগ

প্রাথমিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

(১) এই আইন শিশু আইন, ১৯৭৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যেইরূপ নির্ধারণ করিবেন সেইরূপ এলাকাসমূহে এবং সেই সকল তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞাসমূহ : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

২৬. প্রাগুক্ত

২৭. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, *শিশু আইন ও অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-৪৩

 Dhaka University Institutional Repository

(ক) 'প্রাপ্ত বয়স্ক' অর্থ এইরূপ ব্যক্তি যিনি শিশু নহেন।

(খ) অনুমোদিত আবাস অর্থ এইরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান যাহা শিশুদেরকে গ্রহণ ও হেফাজত করিবার জন্য অথবা তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ নিরোধের উদ্দেশ্যে এবং উহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত কোনো শিশুকে তাহার জন্মগত ধর্মের বিধান মোতাবেক পালন করিবার বা করিবার সুযোগ প্রদানের জন্য কোনো সমিতি অথবা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত;

(গ) 'ভিক্ষা করা' অর্থ-

(অ) গান গাওয়া, নাচ দেখানো, ভাগ্য গণনা করা, পবিত্র স্তবক পাঠ করা অথবা কলাকৌশল দেখানো, ভান করিয়া হউক বা না হউক, প্রভৃতি দ্বারা, কোনো প্রকাশ্য স্থানে ভিক্ষা চাওয়া বা গ্রহণ করা;

(আ) ভিক্ষা চাহিবার বা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোনো বেসরকারি আঙিনায় প্রবেশ করা

(ই) কোনো ক্ষত, ঘা, জখমী, বিকলাঙ্গতা, কিংবা ব্যধি, ভিক্ষা প্রাপ্তি বা আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা বা অনাবৃত করিয়া রাখা;

(ঈ) জীবন ধারণের দৃশ্যতঃ কোনো উপায় নাই বলিয়া প্রকাশ্য স্থান সমূহে এইরূপ অবস্থায় ও পন্থায় ঘুরিয়া বেড়ানো বা অবস্থান করা যাহা দ্বারা বুঝা যায় এইরূপ ভাবেই ভিক্ষা চাহিয়া বা গ্রহণ করিয়া তিনি বাঁচিয়া আছেন, এবং

(উ) ভিক্ষা চাওয়া বা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে নিজেকে আলামত হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া,

(ঘ) 'প্রত্যয়িত ইনষ্টীটিউট' অর্থ সরকার কর্তৃক স্থাপিত কোনো প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অথবা ১৯ ধারার অধীনে সরকার কর্তৃক প্রত্যয়িত কোনো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শিল্প বিদ্যালয় অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) 'প্রধান পরিদর্শক' অর্থ ৩০ ধারার অধীনে নিয়োগ প্রাপ্ত প্রত্যয়িত ইনষ্টীটিউট সমূহের প্রধান পরিদর্শক;

(চ) 'শিশু' অর্থ ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক কোনো ব্যক্তি এবং প্রত্যয়িত ইনিস্টিটিউটে বা অনুমোদিত আবাসে প্রেরিত অথবা আদালত কর্তৃক কোনো আত্নীয় বা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির হেফাজতে সোপর্দকৃত শিশুর ক্ষেত্রে সেই শিশু যে তাহার পূর্ণ সময়কাল আটক থাকে, উক্ত সময়ে তাহার বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণ হইলেও;

(ছ) 'কার্যবিধি' অর্থ ১৮৯৮ সনের ফৌজদারি কার্যবিধি (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন);

 Dhaka University Institutional Repository

(জ) 'অভিভাবক' বলিতে কোনো শিশু কিংবা বাল-অপরাধীর ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যক্তি অর্ন্তভূক্ত যিনি আদালতের মতে, শিশু বা বাল-অপরাধী সম্পর্কে গৃহীত কার্যধারা মানিয়া লইতে উক্ত শিশু বা বাল-অপরাধীর যথার্থ দায়িত্ব অথবা নিয়ন্ত্রণের ভার সাময়িকভাবে গ্রহণ করেন;

(ঝ) 'কিশোর আদালত' অর্থ ৩ ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত আদালত;

(ঞ) 'নিরাপদ স্থান' বলিতে রিমান্ড হোম অথবা এইরূপ অন্য কোনো উপযুক্ত স্থান কিংবা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভূক্ত যাহার দখলদার বা ব্যবস্থাপক সাময়িকভাবে শিশুকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক অথবা যেখানে অনুরূপ রিমান্ড হোম বা অন্য উপযুক্ত স্থান কিংবা প্রতিষ্ঠান নাই সেখানে, কেবল পুরুষ শিশুদের ক্ষেত্রে, এইরূপ ব্যবস্থা সম্পন্ন থানা যাহার মধ্যে শিশুগণকে অন্যান্য অপরাধী হইতে পৃথকভাবে হেফাজতে রাখার বন্দোবস্ত রহিয়াছে;

(ট) 'নির্ধারিত' অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত

(ঠ) 'প্রবেশন অফিসার' অর্থ ৩১ ধারার অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত-প্রবেশন অফিসার;

(ড) 'তত্ত্বাবধান' অর্থ শিশুর পিতা-মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় কিংবা কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক শিশুর যথাযথ দেখাশুনা ও হেফাজত নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে কোনো প্রবেশন অফিসার বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে শিশুকে ন্যস্ত রাখা; এবং

(ণ) 'বাল-অপরাধী' অর্থ এইরূপ কোনো শিশু যাহাকে অপরাধ করিতে দেখা গিয়াছে।

দ্বিতীয় ভাগ

এই আইনের অধীন এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতসমূহেরক্ষমতা ও দায়িত্ব

৩। **কিশোর আদালতসমূহ :** কার্যবিধিতে কোনো কিছু থাকা সত্ত্বেও সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কোনো স্থানীয় এলাকার জন্য এক বা একাধিক কিশোর আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন।

৪। **কিশোর আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতসমূহ :** এই আইন দ্বারা, কোনো কিশোর আদালতের উপর অর্পিত ক্ষমতা সমূহ প্রয়োগ করিতে পারিবেন-

(ক) হাইকোর্ট বিভাগ

(খ) দায়রা আদালত

(গ) অতিরিক্ত দায়রা জজ এবং সহকারী দায়রা জজের আদালত

(ঘ) মহাকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, এবং

(ঙ) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট

 Dhaka University Institutional Repository

তাহা, মূল মামলার বিচারিক আদালত বা আপীল আদালত অথবা পুনর্বিচারের এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত যাহাই হোক না কেন।

৫। কিশোর আদালতের ক্ষমতাসমূহ, প্রভৃতি

(১) কোনো স্থানীয় এলাকার জন্য কিশোর আদালত গঠন করা হইলে এইরূপ আদালত অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কোনো শিশুর সকল মামলার বিচার করিবেন এবং এই আইনের অধীনে অন্যান্য সকল কার্যধারার কাজকর্মও নিষ্পত্তি করিবেন, কিন্তু এই আইনের ৬ষ্ঠ ভাগে উল্লিখিত কোনো অপরাধের জন্য অভিযুক্ত কোনো প্রাপ্ত বয়স্কের মামলার বিচার করিবার ক্ষমতা এইরূপ আদালতের থাকিবে না।

(২) কোনো স্থানীয় এলাকার জন্য কিশোর আদালত গঠন করা না হইলে, কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত শিশুর বিরুদ্ধে আনীত কোনো মামলার বিচার করা অথবা এই আইনের অধীন অন্য কোনো কার্যধারার কাজকর্ম অথবা নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রদত্ত আদালত ব্যতীত অন্য কোনো আদালতের থাকিবে না।

(৩) কোনো কিশোর আদালত অথবা ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দায়রা আদালতের অধস্তন কোনো আদালতের নিকট যখন প্রতীয়মান হয় যে, কোন শিশু যে অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছে তাহা কেবল দায়রা আদালতেই বিচার্য,তখন উহা মামলাটি অবিলম্বে দায়রা আদালতে,এই আইনে বিধৃত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য বদলী করিবেন।

৬। শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কের একত্রে বিচার অনুষ্ঠিত হইবে না

(১) কার্যবিধির ২৩৯ ধারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে কোনো কিছু থাকা সত্ত্বেও কোনো শিশুকে কোনো প্রাপ্ত বয়স্কের সঙ্গে কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত বা বিচার করা চলিবে না।

(২) যদি কার্যবিধির ২৩৯ ধারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীনে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কোনো শিশুকে প্রাপ্ত বয়স্কের সঙ্গে একত্রে বিচার করা যাইত কিন্তু (১) উপ-ধারারবিধানাবলীর কারণে তা করা যায় না, তাহা হইলে আদালত উক্ত অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিয়া উক্ত শিশুর এবং উক্ত প্রাপ্ত বয়স্কের বিচার পৃথকভাবে করিবার নির্দেশ দিবেন।

৭। কিশোর আদালতের অধিবেশন, প্রভৃতি

(১) কিশোর আদালত নির্ধারিত স্থানে, দিনে এবং পদ্ধতিতে উহার অধিবেশন বসিবে।

(২) কোনো শিশু অভিযুক্ত রহিয়াছে এমন কোনো মামলার বিচারের ক্ষেত্রে, আদালত যে ভবনে বা কামরায়, যে দিবসে বা যে সময়ে সাধারণত অধিবেশন বসে, তৎভিন্ন অন্য কোনো ভবন বা কামরায় অথবা অন্য কোনো দিবসে বা সময়ে অধিবেশন বসিবে।

 Dhaka University Institutional Repository

৮। দায়রার বিচার্য মামলায় প্রাপ্ত বয়স্ককে দায়রায় সোপর্দ করিতে হইবে

(১) কোনো শিশু কোনো অপরাধ সংঘটনের দায়ে কোনো প্রাপ্ত বয়স্কের সহিত একত্রে অভিযুক্ত হইলে এবং উক্ত অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণকারী আদালতের মতে মামলাটি দায়রা আদালতে প্রেরণের উপযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, আদালত মামলাটির শিশু সর্ম্পকিত অংশ উহার প্রাপ্তবয়স্ক সর্ম্পকিত অংশ হইতে পৃথক করিয়া ফেলিবার পর নির্দেশ দিবেন যে, শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ককে দায়রা আদালতে বিচারের জন্য সোপর্দ করিতে হইবে।

(২) অতঃপর শিশু সর্ম্পকিত মামলাটি উক্ত স্থানীয় এলাকার জন্য কোনো কিশোর আদালত থাকিলে, উক্ত আদালতে অথবা না থাকিলে এবং উক্ত অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণকারী আদালত ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকিলে ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো আদালতে বদলী করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, শিশু সর্ম্পকিত মামলাটি যদি কার্যবিধির দ্বিতীয় তফসিল অনুসারে শুধুমাত্র দায়রা আদালতে বিচার্য হয় তাহা হইলে ৫ (৩) ধারার অধীনে দায়রা আদালতে বদলী করিতে হইবে।

৯। কিশোর আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিগণ

এই আইনের বিধান ব্যতীত, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি কিশোর আদালতের এজলাসে উপস্থিত থাকিবেন না :

(ক) আদালতের সদস্যগণ ও অফিসারগণ;

(খ) আদালতের উত্থাপিত মামলা অথবা কার্যধারার পক্ষগণ এবং পুলিশ অফিসারগণ মামলা অথবা কার্যধারার সহিত সরাসরি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিগণ;

(গ) শিশুর পিতামাতা অথবা অভিভাবক; এবং

(ঘ) উপস্থিত হইবার জন্য আদালত কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমোদিত অন্যান্য ব্যক্তিগণ।

১০। আদালত হইতে যে সকল ব্যক্তি প্রত্যাহারিত হইবেন : কোনো মামলা বা কার্যধারার শুনানীর কোনো পর্যায়ে আদালত যদি শিশুটির স্বার্থে তাহার পিতামাতা, অভিভাবক অথবা দম্পত্তি অথবা শিশু নিজে সমেত কোনো ব্যক্তিকে আদালত হইতে প্রত্যাহার করা সমীচীন মনে করেন তাহা হইলে আদালত এইরূপ প্রত্যাহারের নির্দেশ দিবেন এবং অনুরূপ ব্যক্তিগণ আদালত ত্যাগ করিবেন।

১১। হাজিরা হইতে শিশুর অব্যাহতি

কোনো মামলা বা কার্যধারার শুনানীর কোনো পর্যায়ে আদালত যদি উক্ত শুনানীর উদ্দেশ্যে শিশুটির হাজির থাকা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করেন, তবে আদালত তাহাকে হাজিরা

 Dhaka University Institutional Repository

হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে এবং তাহার অনুপস্থিতিতেই উক্ত মামলা বা কার্যধারার শুনানী চালাইয়া যাইতে পারিবেন।

১২। **শিশুর সাক্ষ্য প্রদানকালে কতিপয় ব্যক্তির আদালত হইতে প্রত্যাহার :** শালীনতা অথবা নৈতিকতা বিরোধী কোনো অপরাধ সংক্রান্ত মামলা বা কার্যধারার শুনানীর কোনো পর্যায়ে যদি কোনো শিশুকে সাক্ষী হিসেবে তলব করা হয়, তবে উক্ত মামলা বা কার্যধারার শুনানীকারী আদালত উহার মতে উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিবেন এবং তদনুসারে তাহারা প্রত্যাহার হইবেন। তবে উক্ত মামলা বা কার্যধারার পক্ষগণ, তাহাদের আইন-উপদেষ্টাগণ এবং মামলা বা কার্যধারা সংশ্লিষ্ট অফিসারগণকে এই ধারার অধীনে প্রত্যাহার করিতে হইবে না।

১৩। অভিযুক্ত শিশুর পিতা-মাতার আদালতে হাজিরা, প্রভৃতি

(১) এই আইনের অধীনে আদালতে নীত শিশুর পিতামাতা অথবা অভিভাবক বর্তমান থাকিলে এবং তাহার সন্ধান পাওয়া গেলে অথবা তিনি যুক্তিসঙ্গত দূরত্বে বসবাস করিলে, এই আইনের অধীনে যে আদালতে কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা হয় সেই আদালতে হাজির হইতে নির্দেশ দেয়া যাইতে পারে, যদি না আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে তাহাকে হাজির হইতে নির্দেশ দেয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

(২) শিশুটিকে গ্রেফতার করা হইলে যে থানায় তাহাকে আনা হয় সেই থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার অবিলম্বে শিশুর পিতা-মাতা অথবা অভিভাবককে, যদি তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়,এইরূপ গ্রেফতার সর্ম্পকে অবহিত করিবেন এবং যে আদালতে শিশুটিকে হাজির করা হইবে সেই আদালতে হাজির হইবার জন্য তারিখ নির্দিষ্ট' করিয়া তাহার প্রতি নির্দেশ দানের ব্যবস্থা করাইবেন।

(৩) যে পিতা-মাতা বা অভিভাবককে এই ধারার অধীনে হাজির হইবার নির্দেশ দেওয়া হইবে তাহাকে শিশুটির যথার্থ দায়িত্বশীল বা নিয়ন্ত্রণকারী পিতা-মাতা বা অভিভাবক হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ পিতা-মাতা বা অভিভাবক যদি পিতা না হইয়া থাকেন তবে পিতাকেও হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে।

(৪) যে ক্ষেত্রে এই কার্যধারা রুজু হওয়ারপূর্বে শিশুটিকে আদালতের আদেশ দ্বারা তাহার পিতা-মাতার হেফাজত বা দায়িত্ব হইতে অপসারণ করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে কোনো প্রকারেই এই ধারার অধীনে শিশুটির পিতা-মাতাকে আদালতে হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া যাইবে না।

 Dhaka University Institutional Repository

(৫) এই ধারার কোনো কিছু শিশুর মাতা বা মহিলা অভিভাবককে হাজির হওয়ার নির্দেশ দান করে বলিয়া গণ্য হইবে না, তবে এইরূপ কোনো মাতা বা মহিলা অভিভাবক কোনো উকিল বা এজেন্টের মাধ্যমে আদালতে হাজির হইতে পারেন।

১৪। মারাত্মক রোগাক্রান্ত শিশুকে অনুমোদিত স্থানে প্রেরণ

(১) এই আইনের কোনো বিধান অনুযায়ী আদালতে নীত কোনো শিশু যদি এইরূপ রোগাক্রান্ত থাকে যে তাহাকে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করা প্রয়োজন, অথবা এইরূপ শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণাগ্রস্ত হয় যে তাহার চিকিৎসা প্রয়োজন, তাহা হইলে আদালত শিশুটিকে কোনো হাসপাতাল অথবা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি অনুযায়ী স্বীকৃত কোনো স্থানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য যতদিন আবশ্যক মনে করেন ততদিনের জন্য প্রেরণ করিবেন।

(২) যে ক্ষেত্রে আদালত (১) উপধারার অধীনে কোনো সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত শিশুর ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সেই ক্ষেত্রে আদালত শিশুটির বৈবাহিক সূত্রে কোনো অংশীদার বা তাহার অভিভাবকের নিকট, যে ক্ষেত্রে যাহা হয়, তাহাকে ফেরত দেওয়ার পূর্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা শিশুটির স্বার্থের অনুকূল হইবে বলিয়া সন্তুষ্ট' হইলে, শিশুটির অনুরূপ বৈবাহিক সূত্রে অংশীদার অথবা অভিভাবককে এই মর্মে নির্দেশ দিবেন যে, তাহাদের শিশুটি পুনঃসংক্রামিত হইবে না এই মর্মে ডাক্তারী পরীক্ষা দাখিল পূর্বক আদালতের সন্তুষ্ঠী বিধান করিতে হইবে।

১৫। আদেশ প্রদানকালে আদালত যে সকল বিষয় বিবেচনা করিবেন :এই আইনের অধীনে কোনো আদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন -

(ক) শিশুর চরিত্র ও বয়স ;

(খ) শিশুর জীবন যাপনের পরিবেশ ;

(গ) প্রবেশন অফিসার কর্তৃক প্রণীত রির্পোট ; এবং

(ঘ) শিশুটির স্বার্থে যে সকল বিষয় বিবেচনায় গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া আদালত মনে করেন সে সকল বিষয়:

তবে শর্ত থাকে যে, যখন কোনো শিশু কোনো অপরাধ করিয়াছে মর্মে পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিবার পর উপরি উক্ত বিষয়াদি বিবেচনার্থে গ্রহণ করিবেন।

১৬। প্রবেশন অফিসারের রির্পোট এবং অন্যান্য রির্পোট গোপনীয় গণ্য করিতে হইবে :১৫ ধারায় আদালত কর্তৃক বিবেচিত প্রবেশন অফিসারের রির্পোট অথবা অন্য কোনো রির্পোট গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

 Dhaka University Institutional Repository

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ রির্পোট যদি শিশুটি বা তাহার পিতামাতা কিংবা অভিভাবকের চরিত্র, স্বাস্থ্য অথবা আচরণ অথবা জীবন যাপনের পরিবেশ সংক্রান্ত হয় তবে আদালত সমীচীন মনে করিলে উক্ত রির্পোটের সারমর্ম, উক্ত শিশু কিংবা সংশ্লিষ্ট পিতামাতা অথবা অভিভবাককে জানাইতে পারিবেন এবং তাহাদিগকে রির্পোটে বর্ণিত বিষয়াদির সহিত প্রাসঙ্গিক হয়,এইরূপ সাক্ষ্য প্রদানের সুযোগ দিতে পারিবেন।

১৭। **মামলায় জড়িত শিশুর পরিচয়, ইত্যাদি প্রকাশ নিষিদ্ধ :** কোনো সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন বা সংবাদফলক প্রভৃতি অথবা সংবাদ এজেন্সী এই আইনের অধীনে আদালতে উত্থাপিত কোনো মামলা বা কার্যধারায় কোনো শিশু জড়িত থাকিলে উহার বিস্তারিত বর্ণনা এবং এইরূপ শিশকে শনাক্তকরণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে এইরূপ কিছু বা শিশুর ছবি প্রকাশ করিবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, মামলার বিচারকারী অথবা কার্যধারা গ্রহণকারী আদালত, যদি উহার মতে এইরূপ রির্পোট প্রকাশ করা শিশু কল্যাণের স্বার্থে অনুকূল হইবে এবং সংশ্লিষ্ট শিশুর স্বার্থের কোনো ক্ষতি হইবে না বলিয়া মনে করেন, তবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত আদালত এইরূপ কোনো রির্পোট প্রকাশের অনুমতি দিতে পারিবেন।

১৮। **আওতা বহির্ভূত না হইলে ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে :**এই আইন অথবা ইহার অধীনে প্রণীত বিধির সুস্পষ্ট বিধান অনুযায়ী ব্যতীত, এই আইনের অধীনে মামলার বিচার এবং কার্যধারা গ্রহণের ক্ষেত্রে কার্যবিধিতে বর্ণিত বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

তৃতীয় ভাগ

প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহ

১৯। **ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও প্রত্যয়ন**

(১) সরকার শিশু এবং বাল-অপরাধীদেরকে গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(২) সরকার প্রত্যায়ন করিতে পারিবেন যে (১) উপ-ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত নহে এইরূপ কোনো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট অথবা কোনো শিশু বিদ্যালয় কিংবা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিশু অথবা বাল-অপরাধীদের জন্য উপযুক্ত।

২০। **রিমান্ড হোম :**কোনো আদালত অথবা পুলিশ কর্তৃক প্রেরিত শিশুদের আটক রাখা, রোগ নির্ণয় এবং শ্রেণী বিভাগের উদ্দেশ্যে সরকার রিমান্ড হোম প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করিতে পারিবেন।

২১। **ইনস্টিটিউট ইত্যাদি প্রত্যয়ন অথবা স্বীকৃতি দানের শর্তাবলী :**এই আইনের উদ্দেশ্যে কোনো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শিল্প বিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা অনুমোদিত আবাসকে

 Dhaka University Institutional Repository

যে শর্তাবলী সাপেক্ষ প্রত্যয়ন অথবা স্বীকৃতি দান করা যাইবে সরকার সেই সকল শর্তাবলী নির্ধারণ করিবেন।

২২। প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট সমূহের ব্যবস্থাপনা

(১) নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯(১)ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের জন্যে সরকার একজন তত্ত্বাবধায়ক এবং একটি পরিদর্শক কমিটি নিয়োগ করিবেন, এবং অনুরূপ তত্ত্বাবধায়ক এবং কমিটি এই আইনের উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপক বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) ১৯(২) ধারার অধীনে প্রত্যয়িত প্রতিটি ইনস্টিটিউট, বিদ্যালয় অথবা প্রতিষ্ঠান উহার গভর্নিং বডির ব্যবস্থাধীন থাকিবে এবং উহার সদস্যগণ এই আইনের উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট, বিদ্যালয় অথবা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক বলিয়া গণ্য হইবেন।

২৩। ব্যবস্থাপকগণের সহিত পরামর্শ :কোনো শিশুকে কোনো প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটে প্রেরণের পূর্বে আদালত উহার ব্যবস্থাপকগণের সহিত পরামর্শ করিবেন।

২৪। প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট ও অনুমোদিত আবাস সমূহে ডাক্তারী পরিদর্শন : সরকার কর্তৃক এতদসংক্রান্ত ক্ষমতা প্রদত্ত কোনো রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট বা অনুমোদিত আবাসের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাদি এবং উহার বাসিন্দাগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রধান পরিদর্শকের নিকট রিপোর্ট প্রদানের উদ্দেশ্যে উহার ব্যবস্থাপক বা অন্যান্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে নোটিশ প্রদান পূর্বক বা বিনা নোটিশে যে কোনো সময়ে যে কোনো প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাস পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

২৫। সরকারের প্রত্যয়নপত্র প্রত্যাহারে ক্ষমতা : সরকার কোনো প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপনায় অসন্তষ্ট হইলে, উহার ম্যানেজারের প্রতি নোটিশ জারি করিয়া যে কোনো সময়ে ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, উক্ত ইনস্টিটিউটের প্রত্যাযন পত্র নোটিশে উল্লেখিত তারিখে প্রত্যাহার করা হইল এবং উক্ত তারিখ হইতে উক্ত প্রত্যাহার কার্যকর হইবে এবং ইনস্টিটিউট অতঃপর প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট বলিয়া গণ্য হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নোটিশ জারির পূর্বে প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটের ম্যানেজারকে কেন প্রত্যায়ন পত্র প্রত্যাহার করা হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য যুক্তসঙ্গত সুযোগ প্রদান করা হইবে।

২৬। ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র সমর্পণ : কোনো প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপকগণ, প্রধান পরিদর্শকের মাধ্যমে তাহাদের অভিপ্রায় উল্লেখ করিয়া সরকারকে ছয় মাসের লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া ইনস্টিটিউটের প্রত্যায়ন পত্র সমর্পণ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে ছয় মাস অতিবাহিত হইলে এবং উক্ত সময়ের

 Dhaka University Institutional Repository

পূর্বে নোটিশটি প্রত্যাহার না করা হইলে, প্রত্যায়ন পত্রের সমর্পণ কার্যকর হইবে এবং ইনস্টিটিউটের প্রত্যায়িত মর্যাদা লোপ পাইবে।

২৭। **প্রত্যায়ন পত্র প্রত্যাহার অথবা সমর্পণের ফলাফল :** কোনো প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপকগণ উহার প্রত্যায়নপত্র প্রত্যাহার বা সমর্পণ সংক্রান্ত নোটিশ ক্ষেত্রমত প্রাপ্তি বা প্রদানের তারিখের পর এই আইনের অধীনে কোনো শিশু কিংবা বাল-অপরাধীকে কোনো প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে গ্রহণ করিবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে উপরি উক্ত তারিখে প্রত্যায়ন পত্রের প্রত্যাহার বা সমপর্ণ কার্যকর না হওয়া অবধি ইনস্টিটিউটে আটক কোনো শিশু অথবা বাল-অপরাধীকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, বস্ত্র ও খাদ্য প্রদানের ব্যাপারে ব্যবস্থাপকগণের দায় দায়িত্ব যতক্ষণ সরকার অন্য প্রকার নির্দেশ প্রদান না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।

২৮। **প্রত্যায়ন পত্র প্রত্যাহার বা সমর্পণের পর নিবাসীগণ সম্পর্কে ব্যবস্থা :** কোনো ইনস্টিটিউটের প্রত্যায়িত মর্যাদা লোপ পাইলে সেখানে আটক শিশু অথবা বাল অপরাধীকে সম্পূর্ণরূপে অথবা সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তে খালাস দিতে হইবে অথবা এই আইনের খালাস ও বদলি সংক্রান্ত বিধানাবলী মোতাবেক প্রধান পরিদর্শকের আদেশক্রমে অন্য কোনো প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটে বদলি করা যাইতে পারে।

২৯। **প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট এবং অনুমোদিত আবাস পরিদর্শন :** প্রত্যেকটি প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট এবং অনুমোদিত আবাস ও উহার সকল বিভাগ সকল সময়ে প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটের প্রধান পরিদর্শক, পরিদর্শক অথবা সহকারী পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং প্রতি ছয় মাসে অন্ততঃ একবার পরিদর্শন করা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যে যেক্ষেত্রে শুধুমাত্র বালিকাদের অভ্যর্থনার জন্য এইরূপ কোনো ইনস্টিটিউট থাকে এবং প্রধান পরিদর্শক এইরূপে পরিদর্শন না করেন, সে ক্ষেত্রে, সম্ভব হইলে, প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত কোনো মহিলা এইরূপ পরিদর্শন করিবেন।

চতুর্থ ভাগ

অফিসারবৃন্দ, তাহাদের ক্ষমতা ও কর্তব্য

৩০। **প্রধান পরিদর্শক, ইত্যাদি নিয়োগ**

(১) সরকার, প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটের জন্য একজন প্রধান পরিদর্শক এবং তাহার সহায়তাকল্পে সরকারী বিবেচনামতে উপযুক্ত সংখ্যক পরিদর্শক ও সহকারী পরিদর্শক নিয়োগ করিবেন।

(২) প্রধান পরিদর্শকের এই আইনে বর্ণিত এবং যেরূপ নির্ধারণ করা হয় সেইরূপ ক্ষমতা ও কর্তব্য থাকিবে।

 Dhaka University Institutional Repository

(৩) প্রত্যেক পরিদর্শক বা সহকারী পরিদর্শক, প্রধান পরিদর্শকের সেইরূপ ক্ষমতা লাভ করিবেন ও কর্তব্য পালন করিবেন যেইরূপ সরকার নির্দেশ দিবেন এবং প্রধান পরিদর্শকের নির্দেশানুযায়ী কাজ করিবেন।

৩১। প্রবেশন অফিসার নিয়োগ

(১) সরকার প্রত্যেক জেলায় একজন প্রবেশন অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে কোনো জেলায় এইরূপ নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি না থাকে যে ক্ষেত্রে মামলা বিশেষের জন্য এই জেলায় আদালত কর্তৃক সময়ে সময়ে অন্য যে কোনো ব্যক্তি প্রবেশন অফিসার রূপে নিযুক্ত হইবেন।

(২) প্রবেশন অফিসার স্থানীয় কিশোর আদালত অথবা যেখানে এইরূপ আদালত নাই সেখানে দায়রা আদালতের তত্ত্বাবধানে এবং পরিচালনায় এই আইনের অধীন তদীয় কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

(৩) প্রবেশন অফিসার, এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি এবং আদালতের নির্দেশাবলী সাপেক্ষ-

(ক) যুক্তিসঙ্গত বিরতিতে নিজে শিশুকে পরিদর্শন করিবেন অথবা করিতে সুযোগ দিবেন;

(খ) লক্ষ্য রাখিবেন যে, শিশুটিকে আত্মীয় অথবা যাহার তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছে তিনি মুচলেকার শর্ত পালন করিতেছেন;

(গ) শিশুর আচরণ সম্পর্কে আদালত রিপোর্ট দিবেন;

(ঘ) উপদেশ দিবেন, সহায়তা করিবেন এবং বন্ধু ভাবাপন্ন করিয়া তুলিবেন এবং প্রয়োজনে তাহার জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের চেষ্টা করিবেন; এবং

(ঙ) অন্য কোনো নির্ধারিত কর্তব্য পালন করিবেন।

পঞ্চম ভাগ

দুস্থ ও অবহেলিত শিশুদের যত্ন ও হেফাজতের জন্য ব্যবস্থা

৩২। যে সকল শিশুকে গৃহহীন, দুস্থ ইত্যাদি অবস্থায় পাওয়া যায়

(১) কোনো প্রবেশন অফিসার কিংবা সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্ন পদমর্যাদার নয় এমন পুলিশ অফিসার অথবা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোনো ব্যক্তি কিশোর আদালত বা ৪ ধারা অধীনে ক্ষমতা প্রাপ্ত আদালতে, তাহার মতে শিশু বিবেচিত কোনো ব্যক্তিকে হাজির করিতে পারিবেন, যাহার-

 Dhaka University Institutional Repository

(ক) কোনো গৃহ, নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান অথবা জীবন ধারণের কোনো দৃশ্যমান উপায় নাই, অথবা নিয়মিত ও যথাযথভাবে অভিভাবকের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন এইরূপ কোনো পিতা মাতা বা অভিভাবক নাই; অথবা

(খ) ভিক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে অথবা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোনো কাজ এইরূপ অবস্থায় করিতে দেখা যায় যাহা উক্ত শিশুর মঙ্গলের পরিপন্থী;

(গ) দুস্থ অবস্থায় নিপতিত দেখা যায় অথবা যাহার পিতা মাতা বা অভিভাবক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে ; অথবা

(ঘ) এইরূপ পিতা-মাতা অথবা অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে, যিনি প্রায়ই স্বভাবতঃ শিশুটিকে অবহেলা করে অথবা তাহার সহিত নিষ্ঠুর আচরণ করে; অথবা

(ঙ) যাহাকে সাধারণত কোনো কুখ্যাত অপরাধী অথবা পতিতার সঙ্গে পাওয়া যায় যে তাহার পিতা মাতা কিংবা অভিভাবক নহে; অথবা

(চ) যে এইরূপ কোনো বাড়িতে অবস্থান করিতেছে অথবা প্রায়ই যাতায়াত করিতেছে যাহা পতিতা বৃত্তির কাজে কোনো পতিতার ব্যবহারের অধীনে রহিয়াছে এবং সে উক্ত পতিতার শিশু নহে; অথবা

(ছ) যে প্রকারান্তরে কোনো অসৎ সঙ্গে পতিত হইতে পারে অথবা নৈতিক বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে অথবা অপরাধের জীবনে প্রবেশ করিতে পারে।

(২) উপ-ধারা (১) -এ উল্লেখিত কোনো শিশুকে যে আদালতে হাজির করা হয় সে আদালত তথ্যাদি পরীক্ষা করিবেন এবং এইরূপ পরীক্ষার সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিবেন এবং যদি মনে করেন যে, আরও তদন্ত করিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে তবে তদুদ্দেশ্যে তারিখ ধার্য করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) -এর অধীনে তদন্তের জন্য ধার্য দিবসে অথবা অন্য কোনো পরিবর্তিত তারিখ যে পর্যন্ত কার্যধারা মুলতবি থাকে সেই তারিখে আদালত এই আইনের অধীনে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে উহার পক্ষে এবং বিপক্ষে যে সকল প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য প্রদত্ত হইতে পারে তাহা শুনিবেন এবং লিপিবদ্ধ করিবেন এবং যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপে পুনরায় তদন্ত করিতে পারেন।

(৪) এইরূপ তদন্ত করিয়া আদালত যদি সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত ব্যক্তি (১) উপ-ধারায় বর্ণিত একটি শিশু এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন তাহা হইলে আদালত তাহাকে কোনো প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে অথবা অনুমোদিত আবাসে প্রেরণের আদেশ দিতে পারিবেন অথবা তাহাকে কোনো আত্মীয় কিংবা আদালতে কর্তৃক উল্লেখিত এবং শিশুটির বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা কোনো সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তত্ত্বাবধান করিতে ইচ্ছুক অন্য কোনো ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সোপর্দ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

 Dhaka University Institutional Repository

(৫) যে আদালত শিশুকে কোনো আত্নীয় অথবা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে প্রেরণের আদেশ দেন, আদেশ প্রদানকালে এইরূপ আত্নীয় অথবা অন্য ব্যক্তিকে জামিনদার ছাড়া এই মর্মে একটি মুচলেকা সম্পাদনের নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, তিনি শিশুটির সদাচারণের জন্য এবং শিশুটির সৎ এবং পরিশ্রমী জীবন যাপনের নিশ্চয়তা বিধানের অন্যান্য যে সকল শর্ত আদালত আরোপ করিবেন সেই সকল শর্ত পালনের জন্য দায়ী থাকিবেন না।

(৬) যে আদালত শিশুটিকে আত্নীয় অথবা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সোপর্দের জন্য এই ধারার অধীনে আদেশ প্রদান করেন সেই আদালত অতিরিক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারেন যে, শিশুকে প্রবেশন অফিসার অথবা কর্তৃক উল্লেখিত অন্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রাখা যাইতে পারে।

 Dhaka University Institutional Repository

৩৩। অবাধ্য শিশু

(১) যে ক্ষেত্রে কোনো শিশুর পিতা মাতা বা অভিভাবক কোনো কিশোর আদালতে অথবা ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রাপ্ত আদালতে অভিযোগ করেন যে তিনি শিশুটিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে অক্ষম, সে ক্ষেত্রে আদালত তদন্তের পর যদি সন্তুষ্ট হন যে শিশুটি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন তবে অনধিক তিন বৎসর মেয়াদে তাহাকে কোনো প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে অথবা অনুমোদিত আবাসে প্রেরণের আদেশ দিতে পারেন।

(২) আদালত যদি সন্তুষ্ট হন যে, শিশুটির বাড়ির পরিবেশ সন্তোষজনক, শিশুটিকে প্রত্যায়িত ইন্সিটিউটে অথবা অনুমোদিত আবাসে প্রেরণের পরিবর্তে শুধুমাত্র তাহাকে তত্ত্বাবধান করা প্রয়োজন, তাহা হইলে শিশুটিকে অনধিক তিন মাসের মেয়াদে কোনো প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ ভাগ

শিশু সম্পর্কিত বিশেষ অপরাধসমূহ

৩৪। শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার দণ্ড : যাহার হেফাজত, দায়িত্ব বা তত্ত্বাবধানে কোনো শিশু রহিয়াছে এইরূপ কোনো ১৬ বৎসরের উপর বয়স্ক ব্যক্তি যদি অনুরূপ শিশুকে এইরূপ পন্থায় আক্রমন, উৎপীড়ন, অবহেলা, অর্জন অথবা অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ করে অথবা করায় যাহার ফলে শিশুটির অহেতুক দুর্ভোগ হয় কিংবা তাহার স্বাস্থ্যের ক্ষতি এবং তাহার দৃষ্ঠী শক্তি নষ্ট হয়, শরীরের কোনো অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের ক্ষতি হয় এবং কোনো মানসিক বিকৃতি ঘটে তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

৩৫। শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগের দণ্ড : কোনো ব্যক্তি যদি শিশুকে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেন অথবা কোনো শিশুর দ্বারা ভিক্ষা করান অথবা শিশুর হেফাজত, তত্ত্বাবধান ও দেখাশুনার জন্য দায়িত্বশীল কোনো ব্যক্তি যদি ভিক্ষার উদ্দেশ্যে শিশুর নিয়োগদানে অজ্ঞতার ভান করে কিংবা উৎসাহ প্রদান করে, অথবা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে কোনো শিশুকে আলামতরূপে ব্যবহার করেন তাহা হইলে তিনি এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা তিনশত টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩৬। শিশুর দায়িত্বে থাকাকালে পানোম্মত হওয়ার দণ্ড : কোনো শিশুর দায়িত্বে থাকাকালে কোনো ব্যক্তিকে যদি কোনো প্রকাশ্য স্থানে, তাহা কোনো ভবন হউক বা না হউক, পানোন্মত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তাহার মাতলামির কারণে তিনি শিশুটির তত্ত্বাবধান করিতে সমর্থ না হন তাহা হইলে তিনি একশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩৭। শিশুকে নেশাজাতীয় পানীয় কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ প্রদানের দণ্ড : যদি কোনো শিশুকে অসুস্থতা অথবা অন্য জরুরী কারণে, যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন ডাক্তারের আদেশ ব্যতীত

 Dhaka University Institutional Repository

কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকাশ্য স্থানে, তাহা ভবন হউক বা না হউক, কোনো নেশাগ্রস্তকারী সুরা অথবা বিপজ্জনক ঔষধ প্রদান করেন বা করান, তিনি এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩৮। **শিশুকে সুরা কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ বিক্রয়ের স্থানে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের দণ্ড :** যিনি শিশুকে সুরা কিংবা বিপদজ্জনক ঔষধ বিক্রয়ের স্থানে লইয়া যান, অথবা এইরূপ স্থানের স্বত্বাধিকারী, মালিক কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইয়াও শিশুকে যিনি অনুরূপ স্থানে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন অথবা যিনি অনুরূপ স্থানে শিশুর যাওয়ার কারণ ঘটান তিনি পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩৯। **শিশুকে বাজী ধরিতে বা ঋণ লইতে উস্কানি দেওয়ার দণ্ড :** যে ব্যক্তি উচ্চারিত বা লিখিত শব্দ দ্বারা কিংবা ইঙ্গিত দ্বারা বা প্রকারান্তরে কোনো শিশুকে কোনো বাজী ধরতে বা পণ ভিত্তিক লেনদেনে অংশ গ্রহণ করিতে অথবা শেয়ার লইতে বা স্বার্থসম্পন্ন হইতে উস্কানি দেন কিংবা দেওয়ার চেষ্টা করেন অথবা অনুরূপভাবে কোনো শিশুকে ঋণ গ্রহণ করিতে কিংবা ঋণ গ্রহণমূলক লেনদেনে অংশ গ্রহণ করিতে উস্কানি দেন, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৪০। **শিশুর নিকট হইতে দ্রব্যাদি বন্ধক গ্রহণ বা ক্রয় করিবার দণ্ড :** যে ব্যক্তি কোনো শিশুর নিকট হইতে কোনো দ্রব্য, তাহা উক্ত শিশু কর্তৃক নিজ তরফ হইতে বা অন্য ব্যক্তির তরফ হইতে প্রদেয় হউক না কেন, বন্ধক গ্রহণ করেন তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কোনো মেয়াদের কারাদণ্ড কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৪১। **শিশুকে পতিতালয়ে থাকার অনুমতি প্রদানের দণ্ড :** যে ব্যক্তি চার বৎসরের বেশী বয়স্ক শিশুকে পতিতালয়ে বাস করিতে কিংবা প্রায়শ যাতায়াত করিতে সুযোগ বা অনুমতি দেয় তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কোনো মেয়ায়েদ কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৪২। **অসৎ পথে পরিচালনা করানো বা করিতে উৎসাহ প্রদানের দণ্ড :** যে ব্যক্তি ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক কোনো বালিকার সত্যিকার দায়িত্ব সম্পন্ন হইয়া বা তাহার নিয়ন্ত্রণকারী হইয়া তাহাকে অসৎ পথে পরিচালিত কিংবা বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত করায় তা তজ্জন্য উৎসাহ দেয় অথবা তাহার স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে তাহার সহিত যৌন সহবাস করায় বা তজ্জন্য উৎসাহ দেয়, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ব্যাখ্যা :এই ধারার উদ্দেশ্যে, সেই ব্যক্তি কোনো বালিকাকে অসৎ পথে পরিচালিত করাইয়াছেন বা তজ্জন্য উৎসাহ দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি সেই ব্যক্তি বালিকাটিকে কোনো পতিতা কিংবা ভ্রষ্ট চরিত্র বলিয়া জ্ঞাত ব্যক্তির সহিত বাস করিতে বা তাহার অধীনে চাকরিতে নিয়োজিত হইতে বা থাকিতে জ্ঞাতসারে অনুমতি দিয়া থাকেন।

 Dhaka University Institutional Repository

৪৩। **অল্পবয়স্ক বালিকাকে অসৎ পথে ঝুঁকির সম্মখীন করা :** কোনো ব্যক্তির নালিশের প্রেক্ষিতে যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক কোনো বালিকা তাহার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অসৎ পথে পরিচালিত হওয়া বা বেশ্যা বৃত্তিতে লিপ্ত হওয়ার ঝুঁকির সম্মুখীন হইয়াছে তাহা হইলে আদালত এইরূপ ব্যাপারে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন এবং তদারকী করিবার জন্য একটি মুচলেকা সম্পাদন করিতে পিতা-মাতা অথবা অভিভাবককে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৪৪। **শিশু কর্মচারীকে শোষণের দণ্ড**

(১) যে ব্যক্তি শিশুকে ভৃত্যের চাকরি অথবা কারখানা কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের কাজে নিয়োগের ভান করিয়া কোনো শিশুকে হস্তগত করে কিন্তু কার্যত শিশুটিকে তাহার নিজ স্বার্থে শোষণ করে বা কাজে লাগায়, আটকাইয়া রাখে অথবা তাহার উপার্জন ভক্ষণ করেন তিনি এক হাজার টাকা পর্যন্ত দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) যে ব্যক্তি (১) উপ-ধারায় বা (২) উপ-ধারায় উল্লিখিত পদ্ধতিতে শোষিত বা কাজে লাগানো শিশুর শ্রমের ফল যে ব্যক্তি ভোগ করে অথবা যাহার নৈতিকতা বিরোধী বিনোদনের জন্য শিশুকে ব্যবহার করা হয় তিনি দুষ্কর্মে সহায়তার জন্য দায়ী হইবেন।

৪৫। **শিশু অথবা বাল-অপরাধীর পলায়নে সহায়তার দণ্ড :** যে ব্যক্তি-

(ক) কোনো প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে কিংবা অনুমোদিত আবাসে আটক কিংবা তথা হইতে লাইসেন্সমূলে অন্য স্থানে প্রদত্ত কোনো শিশু বা বাল অপরাধীকে ইনস্টিটিউট আবাস অথবা যে ব্যক্তির নিকট শিশুকে লাইসেন্সমূলে রাখা হইয়াছিল তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিতে অথবা এই আইনের অধীনে যে ব্যক্তির হেফাজতে সোর্পদ করা হয় তাহার নিকট হইতে পলায়নে জ্ঞাতসারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে বা প্রলুব্ধ করে; বা

(খ) কোনো শিশু বা বাল-অপরাধী প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে বা অনুমোদিত আবাস হইতে অথবা তাহাকে লাইসেন্সমূলে যাহার তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছিল কিংবা এই আইনের অধীনে যাহার হেফাজতে সোপর্দ করা হইয়াছিল, তাহার নিকট পালাইয়া যাওয়ার পর তাহাকে পুনরায় উক্ত স্থান বা ব্যক্তির নিকট প্রত্যাবর্তন করা হইতে জ্ঞাতসারে আশ্রয় দেয়, লুকাইয়া রাখে কিংবা বা অনুরূপ কাজে সাহায্য করে;

দুই মাস পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড কিংব াদুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

৪৬। **শিশু সম্পর্কিত রিপোর্ট অথবা ছবি প্রকাশের দণ্ড :**যিনি ১৭ ধারায় বিধানাবলী লংঘন করিয়া কোনো রিপোর্ট বা ছবি প্রকাশ করেন তিনি দুইমাস পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

 Dhaka University Institutional Repository

৪৭। **এই ভাগে বর্ণিত অপরাধ আমলযোগ্য অপরাধ :**কার্যবিধিতে কোনো কিছু থাকা সত্ত্বেও এই ভাগের অধীনে কৃত সকল অপরাধ আমলযোগ্য হইবে।

সপ্তম ভাগ

বাল-অপরাধীগণ

৪৮। **গ্রেফতারকৃত শিশুর জামিন :** যে ক্ষেত্রে আপাত দৃষ্ঠীতে ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক কোনো ব্যক্তিকে জামিনের অযোগ্য অপরাধের দায়ে গ্রেফতার করা হয় এবং অবিলম্বে আদালতে হাজির করা যায় না, সে ক্ষেত্র পর্যন্ত জামানত পাওয়া গেলে, তাহাকে যে থানায় আনা হইয়াছে সেই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার জামিনে খালাস দিতে পারেন, কিন্তু যে ক্ষেত্রে খালাস দেওয়া হইলে উক্ত ব্যক্তি কোনো কুখ্যাত অপরাধীর সাহচর্য লাভ করিবে অথবা নৈতিক বিপদের সম্মুখীন হইবে অথবা যে ক্ষেত্রে তাহাকে খালাস দেওয়ার কারণে ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্যে বা অভিপ্রায় ব্যাহত হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে খালাস দেওয়া যাইবে না।

৪৯। **জামিনে খালাস প্রাপ্ত নহে এইরূপ শিশুর হেফাজত**

(১) যে ক্ষেত্রে আপাত দৃষ্ঠীতে ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক কোনো ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়ার পর ৪৮ ধারার অধীনে খালাস না পায়, সে ক্ষেত্রে যত দিন তাহাকে আদালতে হাজির করা না যায় ততদিন পর্যন্ত তাহাকে রিমান্ড হোম অথবা কোনো নিরাপদ স্থানে আটক রাখিবার জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) যে শিশু জামিনে খালাসপ্রাপ্ত হয় নাই তাহাকে বিচারে প্রেরণ করিয়া আদালত তাহাকে কোনো রিমান্ড হোম অথবা নিরাপদ স্থানে আটক রাখিবার জন্য আদেশ দিবেন।

৫০। **গ্রেফতারের পর প্রবেশন অফিসারের নিকট পুলিশ কর্তৃক তথ্য পেশ :** কোনো শিশুকে গ্রেফতারের পর অবিলম্বে তাহা প্রবেশন অফিসারকে অবহিত করা পুলিশ অফিসার অথবা অন্য কোনো গ্রেফতারকারী ব্যক্তির কর্তব্য, যাহার উদ্দেশ্যে হইতেছে আদালতকে উহার আদেশ প্রদানে সহায়তার নিমিত্ত উক্ত শিশুর পূর্ব পরিচয় এবং পারিবারিক ইতিহাস এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য অবিলম্বে উদ্যোগ লইতে প্রবেশন অফিসারকে সামর্থ্য করা।

৫১। **শিশুকে সাজা প্রদানে বাধা-নিষেধ**

(১) অন্য কোনো আইনে বিপরীত কিছু থাকা সত্ত্বেও কোনো শিশুকে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা কারাদণ্ড প্রদান করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো শিশুকে যখন এইরূপ মারাত্মক ধরনের অপরাধ করিতে দেখা যায় যে, তজ্জন্য এই আইনের অধীনে প্রদান যোগ্য কোনো শাস্তি আদালতের মতে পর্যাপ্ত

 Dhaka University Institutional Repository

নহে, অথবা আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিশুটি এত বেশী অবাধ্য অথবা ভ্র' চরিত্রের যে তাহাকে কোনো প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে প্রেরণ করা চলে না এবং অন্যান্য যে সকল আইনানুগ পন্থায় মামলাটির সুরাহা হইতে পারে উহাদের কোনো একটিও তাহার জন্য উপযুক্ত নহে, তাহা হইলে আদালত শিশুটিকে কারাদণ্ড প্রদান অথবা যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ স্থানে বা শর্তে আটক রাখিবার আদেশ দিতে পারেন;

আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপ আদেশে আটকের মেয়াদ তাহার অপরাধের জন্য প্রদেয় দণ্ডের সর্বোচ্চ মেয়াদের অধিক হইবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপ আটক থাকাকালে কোনো সময়ে আদালত উপযুক্ত মনে করিলে নির্দেশ দিতে পারেন যে এইরূপে আটক রাখার পরিবর্তে বা অপরাধীকে তাহার বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে রাখিতে হইবে।

(২) কারাদণ্ডে দণ্ডিত কোনো বাল-অপরাধীকে প্রাপ্ত বয়স্ক বন্দীর সঙ্গে মেলামেশা করিতে দেওয়া যাইবে না।

৫২। শিশুকে প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে সোপর্দ : কোনো শিশু মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে আদালতে তাহার ক্ষেত্রে সমীচীন বিবেচনা করিলে অনূন্য দুই বৎসর এবং অনধিক দশ বৎসর মেয়াদে আটক রাখিবার জন্য কোনো প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে সোপর্দ করিতে আদেশ দিতে পারেন কিন্তু কোনো ক্রমেই আটকের মেয়াদ শিশুর বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর আর বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৫৩। বাল-অপরাধীকে খালাস দেওয়া অথবা উপযুক্ত হেফাজতে সোপর্দ করিবার ক্ষমতা

(১) আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, কোনো বাল-অপরাধীকে ৫২ ধারার অধীনে প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে আটক রাখিবার নির্দেশ দানের পরিবর্তে তাহাকে-

(ক) যথাযথ সাবধান করিবার পর খালাস দিতে পারিবেন, অথবা

(খ) সদাচরণের উদ্দেশ্যে প্রবেশনে মুক্তি প্রদান করিতে পারিবেন এবং তাহার পিতা-মাতা বা অন্য প্রাপ্ত বয়স্ক অথবা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তি উক্ত বাল অপরাধীর অনধিক তিন বৎসর কাল সদাচারণের জন্য দায়ী থাকিবেন এই মর্মে জামিনসহ অথবা বিনা জামিনে, আদালত যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেইরূপ মুচলেকা দানের পর বাল অপরাধীকে তাহার পিতা-মাতা অথবা অন্য প্রাপ্ত বয়স্ক কোনো আত্মীয় অথবা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সোর্পদ করিতে পারিবেন এবং আদালত আরও আদেশ দিতে পারিবেন যে, বাল অপরাধীকে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইবে।

(২) প্রবেশন অফিসারের নিকট হইতে রিপোর্ট পাওয়া অথবা প্রকারান্তরে যদি আদালেতর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাল অপরাধী তাহার প্রবেশন কালে সদাচারণ করে নাই, তাহা হইলে আদালত যেইরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ তদন্ত করিবার পর বাল অপরাধীকে

 Dhaka University Institutional Repository

প্রবেশন কালের অসমাপ্ত সময়ের জন্য প্রত্যায়িত ইনিষ্ঠীটিউটে আটক রাখিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

৫৪। পিতা-মাতাকে জরিমানা, ইত্যাদি পরিশোধের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা

(১) যে ক্ষেত্রে কোনো শিশু অর্থদণ্ড দণ্ডনীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, যে ক্ষেত্রে আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট না হন যে, শিশুর পিতা মাতা অথবা অভিভাবককে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না অথবা শিশুর প্রতি যথাযথ যত্নবান হইতে অবহেলা করিয়া তিনি শিশুকে অপরাধ সংঘটনে সাহায্য করেন নাই, তাহা হইলে আদালত শিশুর পিতা মাতা অথবা অভিভাবককে জরিমানা পরিশোধের আদেশ প্রদান করিবেন।

(২) যে ক্ষেত্রে শিশুর পিতা-মাতা অথবা অভিভাবক (১) উপ-ধারার অধীনে জরিমানা প্রদানের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন সে ক্ষেত্রে কার্যবিধির বিধান মোতাবেক উক্ত অর্থ আদায় করা যাইবে।

অষ্টম ভাগ

শিশু এবং বাল-অপরাধীদেরকে আটক, ইত্যাদির ব্যবস্থা

৫৫। শিশুকে নিরাপদ স্থানে আটক রাখা

(১) কোনো প্রবেশন অফিসার অথবা কম পক্ষে সহকারী সাব-ইনপেক্টরের পদমর্যাদা সম্পন্ন পুলিশ অফিসার অথবা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তি যে কোনো শিশু যাহার সম্পর্কে এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে যে, সে অপরাধ করিয়াছে বা করিতে পারে বলিয়া সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাকে কোনো নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে পারে।

(২) যে শিশু কোনো নিরাপদ স্থানে এরূপে আনীত হইয়াছে তাহাকে এবং যে শিশু নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লাভ করিতে চায় তাহাকেও আদালতে হাজির না করা পর্যন্ত আটক রাখা যাইতে পারে।

তবে শর্ত থাকে যে, আদালতের কোনো বিশেষ আদেশ না থাকিলে, এইরূপ আটক রাখার মেয়াদ ২৪ ঘন্টার অধিক হইবে না, আটক স্থান হইতে আদালত পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় উক্ত মেয়াদ বহির্ভূত থাকিবে।

(৩) আদালত তাহার উপর অতঃপর বর্ণিত আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

৫৬। শিশুর যত্ন এবং আটক রাখার ব্যাপারে আদালতের ক্ষমতা

(১) যে ক্ষেত্রে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উহার সমক্ষে হাজিরকৃত কোনো শিশু সম্পর্কে এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে যে, সে ৫৫ ধারায় বর্ণিত অপরাধ

 Dhaka University Institutional Repository

করিয়াছে বা করিবে বলিয়া সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং তাহার স্বার্থে এই আইনের অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন তাহা হইলে আদালত, শিশুটি সম্পর্কে অপরাধ সংঘটনের অপরাধে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিবার জন্য সঙ্গত সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত শিশুকে তত্ত্বাবধান করা ও আটক রাখার জন্য অথবা প্রয়োজন মোতাবেক অন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় উহার চাহিদা অনুযায়ী আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রদত্ত আটকাদেশ, উক্ত উপধারায় উল্লিখিত অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার পরিসমাপ্তি, দোষী সাবাস্ত হওয়া, অব্যাহতি প্রদান কিংবা খালাস দেওয়ার মাধ্যমে না ঘটা পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি শিশুর অভিভাবকত্ব দাবী করা সত্ত্বেও এই ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশ কার্যকর করা হইবে।

৫৭। ক্ষতিগ্রস্ত শিশুকে কিশোর আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে : শিশু সম্পর্কে অপরাধ সংঘটনের জন্য কোনো ব্যক্তি যে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয় অথবা অনুরূপ কোনো অপরাধের বিচারের জন্য কোনো ব্যক্তিকে যে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয় অথবা অনুরূপ কোনো অপরাধের বিচারের জন্য কোনো ব্যক্তিকে যে আদালতে হাজির করা হয় সেই আদালত সংশ্লিষ্ট' শিশুকে কোনো কিশোর আদালতে অথবা যেখানে কোনো কিশোর আদালত নাই ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রদত্ত আদালতে হাজির হইবার নির্দেশ দিবেন, যাহাতে উক্ত আদালত যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

৫৮। ক্ষতিগ্রস্ত শিশুকে সোর্পদের আদেশ :যে আদালতে ৫৭ ধারা অনুযায়ী কোনো শিশুকে পেশ করা হয় সেই আদালত আদেশ দিতে পারেন যে,

(ক) শিশুর বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আরও সংশ্লিষ্ট' মেয়াদের জন্য এইরূপ সংক্ষিপ্ততর মেয়াদের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শিশুটিকে প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা কোনো অনুমোদিত আবাসে সোপর্দ করিতে হইবে, অথবা

(খ) শিশুর আত্নীয় কিংবা উপযুক্ত ব্যক্তি শিশুর যথাযথ তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ এবং হেফাজত করিতে এবং প্রয়োজন হইলে অনধিক ৩ বৎসরের জন্য তত্ত্বাবধান করা সহ অন্যান্য যে সকল শর্ত আদালত শিশুর স্বার্থে আরোপ করিতে পারে সেই সকল শর্ত পালন করিতে আগ্রহী এবং সক্ষম এই মর্মে জামিনে আদালতে যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেইরূপে মুচলেকা দানের পর শিশুকে উক্ত আত্নীয় বা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি শিশুটির পিতামাতা অথবা অভিভাবক থাকে যিনি, আদালতের মতে শিশুর যথাযথ তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও হেফাজত করিবার জন্য উপযুক্ত বা সক্ষম তবে আদালত শিশুটিকে তাহার জিম্মায় রাখিতে অনুমতি দিতে পারেন অথবা তিনি নির্ধারিত

 Dhaka University Institutional Repository

ফরমে এবং যে সকল শর্ত আদালত শিশুর স্বার্থে আরোপ করিতে পারেন সেই সকল শর্ত পূরণের জন্য জামানতসহ বা বিনা জামানতে একটি মুচলেকা প্রদান করিলে আদালত শিশুকে তাহার তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করিতে পারে।

৫৯। ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের তত্ত্বাবধান।

যে আদালত পূর্ববর্তী বিধানাবলীর অধীনে শিশুকে তাহার পিতা-মাতা অভিভাবক অথবা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সোপর্দের আদেশ প্রদান করেন সেই আদালত আরও আদেশ দিতে পারেন যে, তাহাকে তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইবে।

৬০। **তদারক ভঙ্গ :** প্রবেশন অফিসারের নিকট হইতে অন্য প্রকারে রিপোর্ট পাইয়া যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, যে শিশু সম্পর্কে তদারকী আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, সেই শিশু সম্পর্কিত আদেশ ভঙ্গ করা হইয়াছে তাহা হইলে আদালত যেরূপ তদন্ত করা উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ তদন্তের পর কোনো প্রত্যায়িত ইনষ্ঠীটিউটে শিশুটিকে আটক রাখিবার আদেশ দিতে পারেন।

৬১। শিশুর তল্লাশী পরোয়ানা

(১) কিশোর আদালত অথবা ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রদত্ত আদালতের নিকট যদি যে ব্যক্তি শিশুর স্বার্থে কাজ করিতেছে তৎকর্তৃক শপথ গ্রহণ পূর্বক ও দৃঢ়চিত্তে ঘোষিত তথ্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, শিশুটি সম্পর্কে একটি অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে অথবা জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হইলে সংঘটিত হইবে বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে তাহা হইলে আদালত এইরূপ শিশুকে তল্লাশী করিবার জন্য এবং যদি দেখা যায় যে, ইতিপূর্বে বর্ণিত পন্থায় শিশুর সহিত ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্ব্যবহার করা বা তাহাকে অবহেলা করা হইয়াছে বা হইতেছে অথবা শিশুটি সম্পর্কে কোনো অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে তবে তাহাকে আদালতে হাজির করিতে না পারা পর্যন্ত কোনো নিরাপদ স্থানে লইয়া আটক রাখিবার জন্য কোনো পুলিশ অফিসারকে কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া একটি পরোয়ানা উহাতে তাহার নাম উল্লেখ পূর্বক জারী করিতে পারিবেন। যে আদালতে শিশুটিকে হাজির করা হয় সেই আদালত প্রথমত তাহাকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোনো নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিতে পারেন।

(২) এই ধারার অধীনে সমন প্রদানকারী আদালত উক্ত সমন দ্বারা নির্দেশ দিতে পারেন যে শিশুটি সম্পর্কে কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত যে কোনো ব্যক্তি গ্রেফতার করিয়া উহার নিকট হাজির করিতে হইবে অথবা নির্দেশ দিতে পারেন যে, যদি এইরূপ ব্যক্তি এই মর্মে একটি মুচলেকা সম্পাদন করেন যে, তিনি আদালত কর্তৃক অন্য কোনো প্রকার নির্দেশ প্রদত্ত না হওয়া পর্যন্ত সময়ে এবং তাহার পর আদালত হাজিরা দিতে থাকিবেন তাহা হইলে যে অফিসারের নিকট সমনটি প্রদান করা হইয়াছে তিনি উক্ত জামানত গ্রহণ করিবেন এবং সেই ব্যক্তিকে হাজত হইতে মুক্তি দেবেন।

 Dhaka University Institutional Repository

(৩) তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি সমন কার্যকরী পুলিশ অফিসারের সঙ্গে থাকিবেন। যদি তিনি ইহা চাহেন এবং সমন প্রদানকারী আদালত যদি নির্দেশ দেন তাহা হইলে তাহার সঙ্গে একজন যথাযথভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তারও থাকিবেন।

(৪) এই ধারার অধীনে কোনো তথ্য অথবা সমনে শিশুটির নাম জানা থাকিলে উল্লেখ করিতে হইবে।

নবম ভাগ

সোপর্দকৃত শিশুদের ভরণপোষণ ও তাহাদের পরিচালনা

৬২। পিতা-মাতার অবদান

(১) যে আদালত কোনো শিশু বা বাল- অপরাধীকে কোনো প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে আটক রাখা অথবা তাহার কোনো আত্মীয় কিংবা উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করিবার আদেশ প্রদান করেন সেই আদালত উক্ত শিশু বা বাল-অপরাধীকে ভরণপোষণের জন্য দায়ী পিতা-মাতা বা অন্য ব্যক্তিকে তাহার ভরণপোষণের জন্য সমর্থ হইলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অবদান রাখিতে আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোনো আদেশ প্রদানের পূর্বে আদালত শিশু বা বাল অপরাধীর ভরণ পোষণের জন্য দায়ী পিতা-মাতা অথবা অন্য ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবেন এবং যদি কোনো সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া যায় তবে তাহা ক্ষেত্রমত পিতামাতা অথবা এইরূপ অন্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) এই ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশ, আদালতের নিকট দায়ীপক্ষের আবেদনক্রমে বা পক্ষান্তরে আদালত কর্তৃক রদবদল হইতে পারে।

(৪) শিশু কিংবা বাল-অপরাধীকে ভরণপোষণ করিবার জন্য দায়ী ব্যক্তির মধ্যে এই ধারার উদ্দেশ্যে জারজত্বের ক্ষেত্রে অনুমিত পিতা অন্তর্ভূক্ত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, শিশু বা বাল অপরাধী জারজ হইলেও তাহার ভরণপোষণের জন্য কার্যবিধির ৪৮৮ ধারার অধীনে আদেশ প্রদান করা হইয়া থাকিলে আদালত সাধারণত অনুমিত পিতার বিরুদ্ধে অবদান রাখার আদেশ দিবেন না কিন্তু ভরণপোষণ জন্য উক্ত আদেশের অধীনে পাওয়া সমুদয় অর্থ কিংবা উহার অংশ বিশেষ আদালত যাহার নাম উল্লেখ করিবেন তাহাকে প্রদান করিতে পারেন এবং এই অর্থ অথবা বাল-অপরাধীর ভরণপোষণের জন্য প্রয়োগ করিতে হইবে।

৬৩। ধর্ম সংক্রান্ত বিধান

(১) এই আইনের অধীনে শিশুকে যে প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটে অনুমোদিত আবাস অথবা উপযুক্ত ব্যক্তি অথবা অন্য ব্যক্তির নিকট শিশুকে সোপর্দ করা হইবে তাহা নির্ধারণের জন্য আদালত

 Dhaka University Institutional Repository

শিশুর ধর্মীয় নাম বা আখ্যা নিরূপণ করিবেন এবং এইরূপ প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট, অনুমোদিত আবাস অথবা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনকালে শিশুর নিজ ধর্মে শিক্ষা-দীক্ষার জন্য যে সকল সুবিধা প্রদত্ত হয় উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(২) শিশুকে যে ক্ষেত্রে এইরূপ কোনো প্রত্যয়ত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসের তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করা হয় যেখানে তাহার নিজ ধর্ম সংক্রান্ত শিক্ষা-দীক্ষার কোনো সুযোগ-সুবিধা নাই অথবা এইরূপ কোনো ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করা হয় যিনি শিশুকে তদীয় ধর্মমতে পালন করিবার জন্য কোনো বিশেষ সুযোগ দিতে পারেন না সে ক্ষেত্রে এইরূপ প্রত্যয়িত ইনষ্ঠীটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসের কর্তৃপক্ষ অথবা উপযুক্ত ব্যক্তি শিশুকে তাহার নিজ ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অনুযায়ী লালন-পালন করিবেন না।

(৩) যে ক্ষেত্রে প্রধান পরিদর্শকের দৃষ্ঠীগোচর করা হয় যে, (২) উপ-ধারার বিধান ভঙ্গ করা হইয়াছে সে ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অনুমোদিত আবাস অথবা উপযুক্ত ব্যক্তির জিম্মা হইতে শিশুটিকে তাহার মতে অন্য কোনো উপযুক্ত প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে বদলি করিবেন।

৬৪। লাইসেন্সমূলে বাহিরে প্রেরণ

(১) কোনো বাল-অপরাধী বা শিশু কোনো প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটে অথবা অনুমোদিত আবাসে আটক থাকাকালে, উক্ত ইনস্টিটিউটে অথবা আবাসের ব্যবস্থাপকগণ যে কোনো সময়ে প্রধান পরিদর্শকের সম্মতি লইয়া, লাইসেন্সমূলে, শিশুকে হিতকর বৃত্তি বা পেশায় গ্রহণ করিতে আগ্রহী লাইসেন্সে উল্লেখিত কোনো বিশ্বাসভাজন এবং সম্মানিত ব্যক্তির সহিত বাস করিতে নির্ধারিত শর্তে অনুমতি দিতে পারিবেন।

(২) এইরূপে মঞ্জুরকৃত কোনো লাইসেন্স, যে সকল শর্তে উহার মঞ্জুর করা হইয়াছিল উহার কোনো একটি শর্ত ভঙ্গের কারণে প্রত্যহারকৃত অথবা বাজেয়াপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

(৩) প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসের ব্যবস্থাপকগণ যে কোনো সময় লিখিত আদেশ দ্বারা এইরূপ কোনো লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে এবং বাল অপরাধী বা শিশুকে ক্ষেত্রমত ইনস্টিটিউট অথবা আবাসে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিতে পারেন এবং বাল অপরাধী বা শিশুকে, যাহার দায়িত্বে ন্যস্ত করিবার লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় অনুযায়ী অনুরূপ আদেশ প্রদত্ত হইবে।

(৪) যদি বাল-অপরাধী বা শিশু প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করে বা ব্যর্থ হয় তাহা হইলে ক্ষেত্রমত উক্ত ইনস্টিটিউট অথবা আবাসে ব্যবস্থাপকগণ প্রয়োজন হইলে শিশুকে গ্রেফতার করিতে অথবা করাইতে পারিবে এবং তাহাকে ক্ষেত্রমত উক্ত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে ফেরত লইতে বা লইবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

 Dhaka University Institutional Repository

(৫) এই ধারা অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স অনুসরণ কোনো বাল-অপরাধী বা শিশু যতদিন প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে অনুপস্থিত থাকে সেই সময় কাল ক্ষেত্রমত ইনস্টিটিউট অথবা আবাসে তাহার আটক থাকাকালের অংশ বিশেষ বলিয়া গণ্য হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স প্রত্যাহার বা বাজেয়াপ্ত হওয়ার কারণে যখন বাল-অপরাধী বা শিশু ক্ষেত্রমত ইনস্টিটিউট বা আবাসে ফিরিয়া যাইতে ব্যর্থ হয় এইরূপ ব্যর্থতার পর যে সময় অতিবাহিত হয় তাহা, যে সময়ে সে ক্ষেত্র মত ইনস্টিটিউটে বা আবাসে আটক ছিল সেই সময়ের সহিত একত্রে হিসাব করা হইতে বাদ যাইবে।

৬৫। পলাতক শিশু সম্পর্কে পুলিশের কার্য ব্যবস্থা

(১) আপাততঃ বলবৎ কোনো আইনের বিপরীতে কিছু থাকা সত্ত্বেও কোনো পুলিশ অফিসার, কোনো প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাস অথবা যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকার জন্য শিশুকে নির্দেশ দান করা হইয়াছিল তাহার তত্ত্বাবধান হইতে পলাতক শিশু অথবা বাল-অপরাধীকে পরোয়ানা ব্যতীতই গ্রেফতার করিতে পারিবেন এবং উক্ত শিশু বা বাল-অপরাধীর কোনো অপরাধ রেজিস্টিভূক্ত না করিয়া বা তাহার বিরুদ্ধে মামলা না চালাইয়া তাহাকে প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট বা অনুমোদিত আবাস কিংবা উক্ত ব্যক্তির নিকট ফেরত পাঠাইবেন এবং এইরূপে পলাতক হওয়ার কারণে উক্ত শিশু অথবা বাল-অপরাধী কোনো অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট বা অনুমোদিত আবাস হইতে পলাতক শিশুকে গ্রেফতার করা হইলে তাহাকে ক্ষেত্রমত উক্ত ইনস্টিটিউট বা আবাসে অপসারণ করা সাপেক্ষে কোনো নিরাপদ স্থানে আটক রাখা হইবে।

দশম ভাগ

বিবিধ

৬৬। বয়স অনুমান ও নির্ধারণ

(১) অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া বা না হইয়া কোনো ব্যক্তি সাক্ষ্যদানের উদ্দেশ্য ব্যতীত প্রকারান্তরে কোনো ফৌজদারী আদালতে আনীত হইলে, এবং আদালতের নিকট তাহাকে শিশু বলিয়া প্রতীয়মান হইলে আদালত উক্ত ব্যক্তির বয়স সম্পর্কে তদন্ত করিবেন এবং তদুদ্দেশ্যে মামলার শুনানিকালে যে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা গ্রহণ করিবেন এবং তাহার বয়সের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি বর্ণনা দিয়া উক্ত তদন্ত ফল লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) আদালতের আদেশ অথবা রায় এইরূপ ব্যক্তির বয়স নির্ভূলভাবে আদালত কর্তৃক বর্ণিত হয় নাই বলিয়া পরবর্তীকালে প্রমাণ পাওয়া গেলেও বাতিল হইবে না এবং আদালতে হাজিরকৃত ব্যক্তির বয়স বলিয়া আদালত কর্তৃক অনুমিত বা ঘোষিত বয়স এই আইনের উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তির প্রকৃত বয়স বলিয়া গণ্য হইবে এবং যে ক্ষেত্রে আদালতের নিকট

 Dhaka University Institutional Repository

প্রতীয়মান হয় যে, হাজিরকৃত ব্যক্তির বয়স ১৬ বৎসর বা তদূর্ধ সেক্ষেত্রে এই ব্যক্তি এই আইনের উদ্দেশ্যে শিশু বলিয়া গণ্য হইবে না।

৬৭। খালাস

(১) সরকার যে কোনো সময়ে কোনো শিশু বা বাল অপরাধীকে প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাস হইতে সর্ম্পূণভাবে অথবা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তে খালাসের আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

(২) সরকার যে কোনো সময়ে, কোনো শিশুকে যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে এই আইনের অধীনে সোর্পদ করা হয়, তাহার নিকট হইতে সর্ম্পূণভাবে অথবা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তে মুক্তি দিতে পারেন।

৬৮। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বদলী

(১) সরকার কোনো শিশু অথবা বাল-অপরাধীকে এক প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে অথবা অনুমোদিত আবাস হইতে অন্য প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট বা অনুমোদিত আবাসে বদলীর আদেশ দিতে পারেন।

(২) প্রধান পরিদর্শক কোনো শিশুকে এ প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাস হইতে অন্য প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট বা অনুমোদিত আবাসে বদলীর আদেশ দিতে পারেন।

৬৯। মিথ্যা তথ্য প্রদানের জন্য ক্ষতিপূরণ

(১) ৬১ ধারার বিধানের অধীনে কোনো ব্যক্তি যে মামলা সর্ম্পকে তথ্য প্রদান করিয়াছে সেই মামলা সর্ম্পকে আদালত ইহার মতে প্রয়োজনীয় তদন্ত করিবার পর যদি মনে করেন যে, এইরূপ তথ্য মিথ্যা এবং তুচ্ছ এবং বিরক্তিকর তাহা হইলে আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া নির্দেশ দিবেন যে এইরূপ তথ্য সরবরাহকারী, যাহার বিপক্ষে উক্ত তথ্য প্রদান করিয়াছে তাহাকে অনূর্ধ্ব ১০০ টাকা পর্যন্ত যে পরিমাণ অর্থ আদালত নির্ধারণ করিবে সেই পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদান করিবে।

(২) ক্ষতিপূরণ দানের আদেশ প্রদানের পূর্বে আদালত, তথ্য প্রদানকারী উক্ত ক্ষতিপূরণ কেন প্রদান করিবেন না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে আহবান জানাইবেন এবং তথ্য প্রদানকারী কোনো কারণ দর্শাইলে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৩) ক্ষতিপূরণ দানের নির্দেশমূলক আদেশ দ্বারা আদালত আরোও আদেশ প্রদান করিতে পারেন যে, অনুরূপ ক্ষতিপূরণ দানে ব্যর্থ ব্যক্তি অনধিক ৩০ দিনের মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে কোনো ব্যক্তি কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইলে দণ্ডবিধির (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) ৬৮ ও ৬৯ ধারার বিধানাবলী যতদূর সম্ভব ততদূর প্রযোজ্য হইবে।

 Dhaka University Institutional Repository

(৫) এই ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণ দানের জন্য আদিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ আদেশ প্রাপ্তির কারণে উক্ত তথ্য সংক্রান্ত কোনো দেওয়ানী দায়দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে না, তবে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদত্ত যেকোনো অর্থ এহেন বিষয় সম্পর্কিত কোনো পরবর্তীকালীন দেওয়ানী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে হিসাবের অর্ন্তভূক্ত হইবে, বিবেচনা করা যাইবে।

৭০। **দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে অযোগ্যতা নিরসন :** শিশু কোনো অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে এই অবস্থায় তাহাকে পাওয়া গেলে তাহার অপরাধ সংঘটনের ঘটনা দণ্ডবিধির ৭৫ ধারার অধীনে অথবা কার্যবিধির ৫৬৫ ধারার অধীনে কার্যকর হইবে না, অথবা কোনো অফিসে চাকরি বা আইনের অধীনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অযোগ্যতা হিসাবে কাজ করিবে না।

৭১। **'সাজা' এবং 'দণ্ডিত' শব্দগুলি শিশুদের সর্ম্পকে ব্যবহৃত হইবে না :** এই আইনে যেইরূপ বিধান করা হইয়াছে সেইরূপ ব্যতীত, এই আইনের অধীনে যে সকল শিশু বা বাল অপরাধী সর্ম্পকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহাদের ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত এবং দণ্ডিত শব্দগুলির ব্যবহার চলিবে না এবং কোনো আইনে কোনো ব্যক্তির সর্ম্পকে দোষী সাব্যস্ত অথবা দণ্ডাদেশ বলিতে শিশু অথবা বাল অপরাধীর ক্ষেত্রে কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্তকরণ অথবা উহার উপর প্রদত্ত কোনো আদেশ বুঝিতে হইবে বা ব্যাখ্যাত হইবে।

৭২। **শিশুর উপর জিম্মাদারের নিয়ন্ত্রণ :** এই আইনের বিধানাবলীর অধীনে যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে শিশুকে সোর্পদ করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তি শিশুটিকে উহার পিতার ন্যায় নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং তাহার ভরণপোষণের জন্য দায়ী থাকিবেন, এবং শিশুটিকে তাহার পিতামাতা অথবা অন্য কোন ব্যক্তি দাবী করা সত্ত্বেও আদালত কর্তৃক বর্ণিত সময়ের জন্য শিশুটি অব্যাহতভাবে উক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

৭৩। **এই আইনের অধীনে গৃহীত মুচলেকা :**কার্যবিধির ৪২ অধ্যায়ের বিধানাবলী যতদূর সম্ভব, এই আইনের অধীনে গৃহীত মুচলেকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৭৪। **প্রধান পরিদর্শক, প্রবেশন অফিসার, প্রভৃতি সরকারী কর্মচারী :**প্রধান পরিদর্শক, সহকারী পরিদর্শকগণ, প্রবেশন অফিসারগণ এবং এই আইনের কোনো বিধানের অধীনে কাজ করিতে অনুমতি প্রদত্ত অথবা অধিকার প্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি দণ্ডবিধির (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ২১ ধারার অর্থ অনুযায়ী গণ কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

৭৫। **এই আইনে গৃহীত ব্যবস্থার হেফাযত :**এই আইনের অধীনে কোনো ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে কোনো কাজ করিয়া থাকিলে বা করিবার অভিপ্রায় করিলে তজ্জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমা মামলা অথবা আইনানুগ কার্যধারা রুজ্জু করা চলিবে না।

৭৬। **আপিল ও পূর্ণবিচার**

 Dhaka University Institutional Repository

(১) কার্যবিধিতে কোনো কিছু থাকা সত্ত্বেও এই আইনের বিধানাবলীর অধীনে কোনো আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের উপর আপিল করা চলিবে-

(ক) দায়রা আদালতে, যদি আদেশটি কোনো শিশু আদালত অথবা ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রদত্ত কোনো ম্যাজিস্ট্রেট প্রদান করিয়া থাকেন ; এবং

(খ) হাইর্কোট বিভাগে, যদি আদেশটি কোনো দায়রা জজ আদালত অথবা অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালত অথবা সহকারী দায়রা জজের আদালতে প্রদান করিয়া থাকেন।

(২) এই আইনের অধীনে কোনো আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ পূর্নবিচার করিবার জন্য হাইর্কোট বিভাগের ক্ষমতাকে ক্ষুন্ন করিবে না।

৭৭। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) পূর্বোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন না করিয়া বিশেষ করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়ে বিধান করিতে পারিবেন-

(ক) কিশোর আদালত এবং ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রদত্ত অন্যান্য আদালত কর্তৃক এই আইনের অধীনে মামলার বিচার ও কার্যধারার শুনানীর জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি ;

(খ) ধারা ৭(১) এর অধীনে কিশোর আদালতের এজলাসের স্থান, তারিখ ও পদ্ধতি;

(গ) এই আইনের উদ্দেশ্যে যে সকল শর্ত সাপেক্ষ প্রতিষ্ঠানসমূহ, শিল্প বিদ্যালয়সমূহ অথবা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রত্যায়ন অথবা অনুমোদিত আবাসকে স্বীকৃতিদান করা যাইবে সেই শর্তাবলী ;

(ঘ) প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট সমূহের সংস্থাপন, প্রত্যায়ন, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, রেকর্ড ও হিসাব রক্ষণ সংক্রান্ত;

(ঙ) প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট সমূহের বাসিন্দাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং তাহাদের অনুপস্থিতি হেতু ছুটি;

(চ) পরিদর্শকগণের নিয়োগ ও চাকরীর মেয়াদ;

(ছ) প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট ও অনুমোদিত আবাসসমূহের পরিদর্শন;

(জ) প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট ও অনুমোদিত আবাসসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা;

(ঝ) যে সকল শর্ত সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানসমূহকে ১৪ (২) ধারার উদ্দেশ্যে অনুমোদিত স্থানরূপে স্বীকৃতি দান করা হইবে;

(ঞ) প্রধান পরিদর্শক ও প্রবেশন অফিসারের ক্ষমতা ও কর্তব্য;

 Dhaka University Institutional Repository

(ট) ৩২ ও ৫৫ ধারার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান পদ্ধতি;

(ঠ) ৫৮ ধারার অনুবিধির অধীনে প্রদেয় মুচলেকার ফরম;

(ড) শিশুকে ৬১ (১) ধারার অধীনে নিরাপদ স্থানে পাঠাইবার পদ্ধতি;

(ঢ) শিশুর ভরণ-পোষণের জন্য অবদান রাখিতে;

(ণ) ৬৪ ধারার অধীনে শিশুকে লাইসেন্সমূলে খালাস দেওয়ার শর্তাবলী এবং এইরূপ লাইসেন্সের ফরম;

(ত) শিশুকে এই আইনের অধীন কোনো ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সোর্পদের শর্তাবলী এবং সোর্পদকৃত শিশুর প্রতি এইরূপ ব্যক্তির বাধ্যবাধকতা; এবং

(থ) গ্রেফতারকৃত অথবা বিচারের জন্য পুলিশ হেফাযতে প্রেরিত শিশুকে আটক রাখার পদ্ধতি।

৭৮। রহিতকরণ, ইত্যাদি

(১) Bengal Children Act, ১৯২২ (১৯২২ সনের ২ নং আইন) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) যে এলাকায় এই আইন ১(২) ধারার অধীনে বলবৎ করা হয় সেই এলাকায় বলবৎ এর তারিখ হইতে রিফরমেটরী স্কুল আইন, ১৮৯৭ (১৮৯৭ সনের ৮ নং আইন) রহিত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যে এলাকায় এই আইন বলবৎ করা হইবে সেই এলাকায় ফৌজদারি কার্যবিধির ২৯-খ এবং ৩৯৯ ধারার বিধানাবলীর প্রয়োগ রহিত হইবে।[২৮]

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪[২৯]

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ শিশু অধিকার সংরক্ষণের জন্য একটি সফল রক্ষাকবচ। এ আইনে শিশুর জন্ম নিবন্ধনের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করে দেয়ায় ভবিষ্যতে বয়স নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতার অবসান ঘটবে।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে প্রণীত আইন।

২৮. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, *শিশু আইন ও অধিকার*, ঢাকা-চট্টগ্রাম:কামরুল বুক হাউস, এপ্রিল ২০০৯, পৃ.১৩-৪৩

২৯. **জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪, ২০০৪ সনের ২৯ নং আইন, ৭ ডিসেম্বর, ২০০৪**

 Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচলিত আইনের সংশোধন ও সংহতকরণ সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:-

 Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১ :প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী না হইলে, এই আইনে,-

(ক) "অভিভাবক" অর্থ The Guardians and Wards Act, 1890 (Act VIII of 1890) এ সংজ্ঞায়িত অভিভাবক;

(খ) "ইউনিয়ন পরিষদ" অর্থ The Local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983 (Ordinance No. LI of 1983) এর অধীন সংজ্ঞায়িত ইউনিয়ন পরিষদ;

(গ) "ওয়ার্ড" অর্থ সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদের কোন ওয়ার্ড;

(ঘ) "কমিশনার" অর্থ সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার কোন কমিশনার;

(ঙ) "ক্যান্টনমেন্ট" অর্থ Cantonments Act, 1924 (Act II of 1924) এর অধীন গঠিত কোন ক্যান্টনমেন্ট;

(চ) "জন্ম বা মৃত্যু সনদ" অর্থ এই আইনের অধীন জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ তথ্যের নিবন্ধক কর্তৃক প্রত্যায়িত অনুলিপি;

(ছ) "জন্ম" অর্থ কোন ব্যক্তির জীবিত ভূমিষ্ট হওয়া;

(জ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ঝ) "নিবন্ধক" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(ঞ) "নিবন্ধন" অর্থ নিবন্ধন বহিতে কোন ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করা;

(ট) "নিবন্ধন বহি" অর্থ কোন ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যুর নিবন্ধন বহি;

(ঠ) "পৌরসভা" অর্থ Paurashava Ordinance, 1977 (Ord. No. XXVI of 1977)-এর অধীন গঠিত কোন পৌরসভা;

 Dhaka University Institutional Repository

(ড) "প্রশাসক" অর্থ Paurashava Ordinance, 1977 (Ord. No. XXVI of 1977)-এর অধীন কোন প্রশাসক;

(ঢ) "ব্যক্তি" অর্থ কোন বাংলাদেশী বা বাংলাদেশে বসবাসকারী কোন বিদেশী এবং বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী কোন শরণার্থী;

(ণ) "মৃত্যু" অর্থ কোন ব্যক্তির জীবনাবসান হওয়া;

(ত) "সদস্য" অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের কোন সদস্য;

(থ) "সরকার" অর্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; এবং

(দ) "সিটি কর্পোরেশন" অর্থ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং কোন আইনের অধীন সময়ে সময়ে গঠিত অন্য কোন সিটি কর্পোরেশন।

আইনের প্রাধান্য

৩। অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার পর এই আইনের বিধান মোতাবেক কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধন করিতে হইবে।

অধ্যায়-২ :নিবন্ধক ও নিবন্ধন

নিবন্ধক

৪। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিগণ নিবন্ধক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা:-

(ক) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জন্ম গ্রহণকারী, মৃত্যুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা তত্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কমিশনার;

(খ) পৌরসভা এলাকায় জন্ম গ্রহণকারী, মৃত্যুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান বা প্রশাসক বা তত্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কমিশনার;

(গ) ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় জন্ম গ্রহণকারী, মৃত্যুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা সদস্য;

(ঘ) ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় জন্ম গ্রহণকারী, মৃত্যুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বা তত্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

 Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) বিদেশে জন্ম গ্রহণকারী ও মৃত্যুবরণকারী কোন বাংলাদেশীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত বা তত্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা।

নিবন্ধন

৫। (১) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গ নির্বিশেষে নিবন্ধক সকল ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বহিতে নিবন্ধন করিবে।

(২) নির্দিষ্ট সময় ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধকের নিকট তথ্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) জন্ম ওমৃত্যু নিবন্ধনের জন্য এই ধারার অধীন তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানকারীর এই মর্মে একটি ঘোষণা থাকিবে যে, উক্ত তথ্য সঠিক এবং উক্ত জন্ম বা মৃত্যু ইতিপূর্বে নিবন্ধিত হয় নাই।

নিবন্ধকের দায়িত্ব

৬। নিবন্ধকের নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব থাকিবে, যথা:-

(ক) সকল ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করা;

(খ) নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, এবং ফরম, রেজিস্টার ও সনদ ছাপানো অথবা সংগ্রহ;

(গ) নিবন্ধন সংক্রান্ত নথিপত্র বা নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করা;

(ঘ) জন্ম ও মৃত্যু সনদ সরবরাহ করা; এবং

(ঙ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন দায়িত্ব।

নিবন্ধকের ক্ষমতা

৭। (১) কোন ব্যক্তির নিবন্ধন করার জন্য তথ্যের সত্যতা যাচাই এর প্রয়োজনে নিবন্ধক নিজে অথবা তত্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা তদন্ত করিতে পারিবেন।

(২) নির্দিষ্ট সময়ের কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধন করা না হইলে নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পিতা মাতা বা পুত্র বা কন্যা বা অভিভাবক অথবা নির্ধারিত কোন ব্যক্তিকে জন্ম ও মৃত্যুর তথ্য প্রদানের নির্দেশ সম্বলিত নোটিশ জারী করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্তের স্বার্থে নিবন্ধক বা তত্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিবন্ধন বহি তলব করিতে এবং প্রয়োজনে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রদানের নোটিশ দিতে পারিবেন।

জন্ম ও মৃত্যু তথ্য প্রদানের জন্য দায়ী ব্যক্তি

৮। (১) শিশুর পিতা বা মাতা বা অভিভাবক বা নির্ধারিত ব্যক্তি উক্ত শিশুর জন্মের ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে জন্ম সংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধকের নিকট প্রদানের জন্য বাধ্য থাকিবেন।

 Dhaka University Institutional Repository

(২) মৃত ব্যক্তির পুত্র বা কন্যা বা অভিভাবক বা নির্ধারিত ব্যক্তি মৃত্যুর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধকের নিকট প্রদানের জন্য বাধ্য থাকিবেন।

কতিপয় কর্মকর্তা বা কর্মচারীর দায়িত্ব

৯। (১) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধকের নিকট তথ্য প্রেরণ করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, এবং সচিব;

(খ) গ্রাম পুলিশ;

(গ) সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার কমিশনার;

(ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন অথবা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মী ও পরিবার কল্যাণ কর্মী;

(ঙ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরে নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের (এনজিও) মাঠকর্মী;

(চ) কোন সরকারী বা বেসরকারী হাসপাতাল বা ক্লিনিক বা মাতৃসদন বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণের ক্ষেত্রে উহার দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার অথবা ডাক্তার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(ছ) কোন গোরস্থান বা শ্মশান ঘাটের তত্ত্বাবধায়ক;

(জ) নিবন্ধক কর্তৃক নিয়োজিত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী;

(ঝ) জেলখানায় জন্ম ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে জেল সুপার বা জেলার বা তত্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(ঞ) পরিত্যক্ত শিশু বা সাধারণ স্থানে (Public Place) পড়িয়া থাকা পরিচয়হীন মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা; এবং

(ট) নির্ধারিত অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

(২) কোন ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত ব্যক্তির নিকট সরবরাহ করিলে তিনি নিজে উহা নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন অথবা তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তিকে নিবন্ধনের পরামর্শসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবেন।

শিশুর নাম নির্ধারণ

১০। জন্ম নিবন্ধনের পূর্বে শিশুর নাম নির্ধারণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিশুর নাম নির্ধারণ করা না হইলে উক্ত শিশুর জন্ম নিবন্ধন করা যাইবে এবং সেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের পরবর্তী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে তাহার নাম সরবরাহ করিতে হইবে।

 Dhaka University Institutional Repository

জন্ম ও মৃত্যু সনদ প্রদান

১১। কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে নিবন্ধক নির্ধারিত ফি ও পদ্ধতিতে নিবন্ধিত ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু সনদ প্রদান করিবেন।

নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধান

১২। (১) কোন ব্যক্তি নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে নিবন্ধন বহির যে কোন তথ্যের বা উদ্ধৃতাংশের জন্য নিবন্ধকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত উদ্ধৃতাংশে মৃত্যুর কারণ অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত সকল তথ্য ও উদ্ধৃতাংশ নিবন্ধক কর্তৃক প্রত্যায়িত হইতে হইবে এবং উহা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

বিলম্বিত নিবন্ধন

১৩। ধারা ৮ এ উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জন্ম বা মৃত্যুর তথ্য নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করা না হইলে পরবর্তী সময় উহা নির্ধারিত সময়, পদ্ধতি ও ফি প্রদান সাপেক্ষে নিবন্ধন করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এই আইন কার্যকর হইবার ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে ফি এর প্রয়োজন হইবে না।

অধ্যায়-৩ : নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ, সংশোধন ও পরিদর্শন

রেকর্ড সংরক্ষণ

১৪। (১) নিবন্ধক নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিবেন এবং নিবন্ধন বহি স্থায়ী রেকর্ড হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) নিবন্ধন বহি হারাইয়া গেলে বা বিনষ্ট হইলে নিবন্ধক উহার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৩) নিবন্ধন বহি ছাড়া জন্ম বা মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যাইবে।

নিবন্ধন বহি সংশোধন

১৫। (১) নিবন্ধন বহিতে কোন ভুল তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে, উহা সংশোধনের জন্য নির্ধারিত ফিসহ আবেদন করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন যথাযথ মনে করিলে নিবন্ধক নিবন্ধন বহি সংশোধন করিবেন এবং সংশোধিত স্থানে তারিখসহ স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

 Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন

১৬। সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি নিবন্ধকের কার্যালয়, নিবন্ধন বহি ও নিবন্ধন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

প্রতিবেদন

১৭। সরকার প্রয়োজনে, নিবন্ধকের নিকট হইতে যে কোন সময় নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য বা উহার প্রতিবেদন তলব করিতে পারিবে এবং নিবন্ধক উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

অধ্যায়-৪ বিবিধ

জন্ম বা মৃত্যু সনদের সাক্ষ্য মূল্য

১৮। (১) কোন ব্যক্তির বয়স, জন্ম ও মৃত্যু বৃত্তান্ত প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন অফিস বা আদালতে বা স্কুল-কলেজে বা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে এই আইনের অধীন প্রদত্ত জন্ম বা মৃত্যু সনদ সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচ্য হইবে।

(২) নিবন্ধন সংক্রান্ত সকল নথিপত্র ও নিবন্ধন বহি The Evidence Act, ১৮৭২ (Act I of 1872) Gi Public Document (সাধারণ দলিল) যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে Public Document (সাধারণ দলিল) বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে বয়স প্রমাণের জন্য এই আইনের অধীন প্রদত্ত জন্ম সনদ ব্যবহার করিতে হইবে, যথা:-

(ক) পাসপোর্ট ইস্যু;

(খ) বিবাহ নিবন্ধন;

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি;

(ঘ) সরকারী, বেসরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দান;

(ঙ) ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু;

(চ) ভোটার তালিকা প্রণয়ন;

(ছ) জমি রেজিস্ট্রেশন; এবং

(জ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন ক্ষেত্রে।

[৩০][(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণী কিংবা কোন দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান বা বিশেষ শ্রেণীর দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানকে উপ-ধারা (৩) এর বিধানের প্রয়োগ হইতে তত্কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য অব্যাহতি দিতে পারিবে।]

(৫) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে অন্য কোন আইনের অধীন কোন জন্ম ও মৃত্যুর সনদ উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যবহার করা যাইবে।

জনসেবক

১৯। নিবন্ধক, the Penal Code (Act XLV of 1860) Gi section 21 G public servant (জনসেবক) অভিব্যক্তিটি যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে public servant (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবে।

আপীল

২০। নিবন্ধকের কোন আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আদেশের বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী অফিসার;

(খ) পৌরসভার চেয়ারম্যান বা প্রশাসক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট;

(গ) ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট অথবা তত্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট;

(ঘ) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র অথবা তত্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট; এবং

(ঙ) রাষ্ট্রদূত বা তত্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

দণ্ড

২১। এই আইনের বিধান বা তদধীন প্রণীত বিধি লংঘনকারী নিবন্ধক বা কোন ব্যক্তি অনধিক ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা অর্থদণ্ডে অথবা অনধিক দুই মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

---

৩০. উপ-ধারা (৪) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (সংশোধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১৬ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

 Dhaka University Institutional Repository

মামলা দায়ের

২২। এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অথবা নিবন্ধক ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

২৩। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

রহিতকরণ ও হেফাজত

২৪। (১) The Births and Deaths Registration Act, 1873 (Bengal Act IV of 1873) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) The Births, Deaths and Marriages Registration Act, 1886 (Bengal Act VI of 1886) এর জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলী এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অপঃ ও বিধানাবলীর অধীন কৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০[৩১]

১। ভূমিকা

বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-কৌশল আজ তৃতীয়বিশ্বের বহু দেশের জন্য একটি মডেল। আজকে যে শিশু-কিশোরআগামী দিনে সে-ই হবে এ উন্নয়ন কৌশলের মূল চালিকাশক্তি।তাদের একটি স্বাধীন দেশের এবং আধুনিক সমাজের উপযোগীকরে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন এখনো আশাপ্রদ নয়।স্বাধীনতার পর মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে প্রবর্তন করা হয় শিশুআইন ১৯৭৪। পরবর্তীতে জাতীয় শিশু নীতি ১৯৯৪ প্রণয়ন করাহয়। শিশুদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০০৫-২০১০ গ্রহণসহবহুবিধ উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেওজাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার শিশুবিষয়ক অধিকাংশ সনদ অনুসমর্থনসহ শিশু অধিকার সংক্রান্ত বহুআন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দ্বি-পাক্ষিক ঘোষণায় বাংলাদেশ অংশীদার। গৃহীত এ সকল পদক্ষেপ এবং সরকার, মালিক, শ্রমিকপক্ষের ঐক্যমত ও আন্তরিকতায় তৈরী পোষাক শিল্প হতে শিশুশ্রমপ্রত্যাহার আন্তর্জাতিক

৩১. জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মার্চ ২০১০, পৃ. ১-২৬

 Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের উল্লেখযোগ্য অংশ এখনওঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। কৃষি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিকখাতে শিশুশ্রম বিদ্যমান। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে শিশুশ্রম সংক্রান্ত এ পরিস্থিতি অনভিপ্রেত।

প্রতিনিয়ত বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবংজনকল্যাণকর রাষ্ট্র ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা সামাজিক জীবনে দ্রুতপরিবর্তনের তাগিদ দিচ্ছে, সৃষ্ঠী হচ্ছে নিত্য-নতুন মূল্যবোধের। এ পরিবর্তনে ভারসাম্য রক্ষায় পুরনো আইনের সংস্কারের পাশাপাশিপ্রণয়ন করতে হচ্ছে নতুন নীতিমালা ও বিধি-বিধান। সমাজ পরিবর্তনের এ ক্রান্তিকালে সমাজের শাশ্বত মূল্যবোধ যেন হারিয়েনা যায়, আবার পরিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সৃষ্টমূল্যবোধকেও যেন সাদরে ও সযত্নে স্থান করে নেয়া হয়, তার জন্যেচাই একটি সামাজিক ঐক্যমত। এ সামাজিক ঐক্যমত তথা এনীতিমালার ভিত্তিতেই মূলতঃ আবর্তিত হতে থাকে সমাজ নিয়ন্ত্রণ বাপরিবর্তনের রীতি-নীতি।

বাংলাদেশের শিশুশ্রম পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য একটিনীতিমালার প্রয়োজনীয়তা সরকারি- বেসরকারি পর্যায় তথা আপামরসুধী সমাজ দীর্ঘদিন যাবৎ অনুধাবন করে আসছিলেন। বাংলাদেশেরঅর্থনৈতিক জীবন, সমাজ-সংস্কৃতি এবং সাম্প্রতিককালে জাতীয় ওআন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনসমূহের আলোকেশিশুশ্রম পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয়উপাদান এ নীতিমালায় সন্নিবেশ করা হয়েছে। দেশে প্রচলিত শিশু এবং শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধানগুলো পর্যায়ক্রমে এ নীতিমালার সাথে সমন্বিত হবে এবং ভবিষ্যতে সরকারি ও বেসরকারি খাতে শিশু এবং শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নকালে এ নীতিমালাই হবে নীতি-নির্ধারক/পথপ্রদর্শক-এ প্রত্যাশায় **জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০** ঘোষিত হলো।

২। বাংলাদেশের শিশুশ্রম পরিস্থিতি

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশুশ্রমবিদ্যমান। যে বয়সে একটি শিশুর বই, খাতা, পেন্সিল নিয়ে স্কুলেআসা-যাওয়া, আনন্দচিত্তে সহপাঠীদের সাথে খেলাধুলা করার কথাসেই বয়সে ঐ শিশুকে নেমে পড়তে হয় জীবিকার সন্ধানে।দারিদ্র্যের কষাঘাতে একজন পিতা যখন তার পরিবারেরভরণপোষণে ব্যর্থ হয় তখন ঐ পিতার পক্ষে তার সন্তানদের পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ রাখা আর সম্ভব হয়ে উঠে না। আরএভাবে একটি শিশু একবার পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হবার পর সেহারিয়ে যায় অগণিত মানুষের মাঝে। এদের কেউ তখন হোটেল-রেস্তোঁরায়, কেউ ফ্যাক্টরি-ওয়ার্কশপে, কেউবা বাসা-বাড়িতে কাজনেয়। উল্লিখিত কাজ ছাড়াও শিশুরা বাজারে বোঝা টানা, মিস্তি,ভিক্ষাবৃত্তি, রিকসা বহন, ঠেলা গাড়ী টানা, বিড়ি বাঁধা ইত্যাদি কাজেনিয়োজিত থাকে। কোন কাজ না পেয়ে কেউ আবার ছিন্নমূল শিশুতেপরিণত হয়। সকল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নহয়ে পড়ায় এসকল শিশুর সুকুমার বৃত্তিগুলো আর প্রস্ফুটিত হবারসুযোগ পায় না। ফলে এ শিশুরা সুনাগরিক হওয়ার সুযোগ থেকেবঞ্চিত হয়।

 Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে শিশুশ্রমের আর একটি অভিশপ্ত দিক হলো, কর্মের প্রলোভন দেখিয়ে এক শ্রেণীর প্রতারক একটি শিশুকে ঘর থেকেবের করে গ্রাম থেকে শহরে অবশেষে শহর থেকে বিদেশে পাচারকরে। এভাবে পাচার হওয়া মেয়ে শিশুদের পতিতাবৃত্তি ওপর্ণোগ্রাফী এবং ছেলে শিশুদের বিভিন্ন অসামাজিক/অমর্যাদাকরকাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৩। শিশুশ্রমের কারণ

বাংলাদেশে শিশুশ্রমের প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিকদুরবস্থা। দরিদ্র পরিবারের পক্ষে ভরণপোষণ মিটিয়ে সন্তানেরলেখাপড়ার খরচ জোগান দেয়া আর সম্ভব হয় না। ফলে তাদের স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকেরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এপরিস্থিতিতে, বয়সের কথা বিবেচনা না করে পিতার পেশায় বা অন্যকোনো পেশায় সন্তান নিয়োজিত হয়ে আয়-রোজগার করলেপিতামাতা একে লাভজনক মনে করেন। অন্যদিকে স্কুলে যাওয়ারসুযোগ থেকে বঞ্চিত বা ঝরে পড়া শিশু বিভিন্ন কাজে নিয়োজিতহয়ে পড়ে। শিশুদের স্বল্প মূল্যে দীর্ঘক্ষণ কাজে খাটানো যায় বলেনিয়োগকর্তা/মালিক/ম্যানেজার/কর্তৃপক্ষও শিশুদের কাজে নিয়োগকরার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী থাকে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক দুরবস্থাও শিশুশ্রমের অন্যতম কারণ।আমাদের সমাজে পরিবারের প্রধান তথা পিতার যদি মৃত্যু ঘটে তবেঐ পরিবারের সদস্যদের লেখাপড়া তো দূরের কথা, ভরণপোষণেরব্যবস্থা করাই দায় হয়ে পড়ে। পারিবারিক ভাঙ্গনে পিতামাতা যখনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন তাদের সন্তানদের খবর কেউ রাখে না। এছাড়া দরিদ্র পরিবারগুলোতে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ না করারকারণে সন্তান-সন্ততির সংখ্যাধিক্য হওয়ায় এদের ভরণপোষণেসংশ্লিষ্ট পরিবারগুলো ভীষণ অর্থকষ্টের সম্মুখীন হয়।

গ্রামে কাজের অপ্রতুল সুযোগ, সামাজিক অনিশ্চয়তা, মৌলিকচাহিদা পূরণের অভাব, ইত্যাদি কারণে গ্রাম থেকে মানুষ শহরমুখীহচ্ছে। নদী ভাঙ্গন, বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস ও ভূমিকম্পের মতপ্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে অহরহ। এ জাতীয় প্রতিটি ঘটনা-দুর্ঘটনাইপ্রতিনিয়ত শিশুদের ঠেলে দিচ্ছে কায়িক শ্রমের দিকে।

পিতামাতার স্বল্প শিক্ষা, দারিদ্র এবং অসচেতনতার কারণে তারাশিক্ষাকে একটি অলাভজনক কর্মকাণ্ড মনে করে। সন্তানদের ১০/১৫ বছর ধরে লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যাওয়ার ধৈর্য্য তখন তাদের থাকে না। শিক্ষা উপকরণ ও সুযোগের অভাব এবং শিশুশ্রমেরকুফল সম্পর্কে অভিভাবকদের অসচেতনতা/উদাসীনতায় শিশুশ্রমবৃদ্ধি পাচ্ছে। শহর জীবনে গৃহস্থালির কাজে গৃহকর্মীর উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা, গতানুগতিক সংস্কৃতির কারণে গ্রামে লেখাপড়ায় মগ্ন শিশুটিকেও নিয়ে আসা হয় শহরে বাসার কাজেরজন্য।

৪। শিশুশ্রম : সাংবিধানিক ও আইনগত অবস্থান

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯এবং ২০

 Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ শারীরিক ওমানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণেরউদ্যোগের উপর জোর দেয়া হয়েছে। মৌলিক অধিকারঅংশের অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ এবং ৪১-এ মানুষ হিসেবে সকল নাগরিকের মৌলিকঅধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষতঃজবরদস্তিমূলক শ্রম পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগতভাবে প্রতিকারপাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে।

(খ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশে শিশু এবংশিশু অধিকার সংরক্ষণে প্রবর্তিত হয় শিশু আইন ১৯৭৪(১৯৭৪ সালের ৩৯ নং আইন)। এ আইনের শিরোনামথেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ আইনে মূলতঃ শিশুদের প্রধান্য দিয়ে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।শিশুর সংজ্ঞা, শিশুর বয়স, তার অধিকারের পরিধি, নাবালকত্ব, অভিভাবকত্ব, শিশুর সম্পদের হেফাজত,দেওয়ানী-ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে শিশুর রক্ষাকবচ,ইত্যাদি বিষয় বিস্তৃত পরিমণ্ডলে আলোচিত হয়েছে এআইনে। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ আইন একটিউল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

(গ) বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নংআইন)-এ শিশু ও কিশোর এর সংজ্ঞা ও ৩য় অধ্যায়েরধারা ৩৪-৪৪ এ কিশোর এবং শিশু নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়উল্লেখ করা আছে। এ আইনে আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে যে-কোনো শিশুর নিয়োগ রহিত করা হয়েছে। এতে আরোবলা হয়েছে যে, সরকার সময় সময় গেজেট বিজ্ঞপ্তিরমাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ (hazardous) কাজের তালিকা প্রকাশকরবে এবং এ ধারণের কাজে শিশু/কিশোরদের নিয়োগদেয়া যাবে না। তবে ক্ষেত্র বিশেষে চিকিৎসক কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হলে শিশু বা কিশোরকে নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টার জন্য শর্তাধীনে নির্ধারিত হালকা কাজে নিয়োগ দেয়াযেতে পারে।

(ঘ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯ নং আইন) শিশু অধিকার সংরক্ষণের জন্য একটি সফলরক্ষাকবচ। এ আইনে শিশুর জন্ম নিবন্ধনের বিষয়টিবাধ্যতামূলক করে দেয়ায় ভবিষ্যতে বয়স নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতার অবসান ঘটবে।

(ঙ) শিশু নীতি ১৯৯৪-এ শিশু অধিকার অর্জন ও সংরক্ষণ, শিশুর সংজ্ঞা, শিশুর বয়স, তার অধিকারের পরিধি,নাবালকত্ব, অভিভাবকত্ব, শিশুর সম্পদের হেফাজত এবং দেওয়ানী-ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচিতহয়েছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশের উদ্যোগ ওপ্রয়াস প্রসংশিত হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ(UNCRC), আইএলও কনভেনশন ১৮২-সহ শ্রম সংক্রান্ত তেত্রিশটি কনভেনশন বাংলাদেশ সরকার অনুসমর্থন করেছে।

 Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত আইনগত বিধানের পাশাপাশি এসকল আইনের সুষ্ঠু ওসুশৃংখল প্রায়োগিক বিকাশের নিশ্চয়তা থাকা একান্ত আবশ্যক।

৫। জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ এর লক্ষ্যসমূহ ঃ

ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শ্রমসহ সকল ধরনের শিশুশ্রম হতেশিশুদের প্রত্যাহার করে তাদের জীবনের অর্থপূর্ণ পরিবর্তন সাধনইএ নীতির মূল লক্ষ্য যা নিম্নরূপ ঃ

(১) ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শ্রমসহ বিভিন্ন ধরনের শ্রমেনিয়োজিত শিশুদের প্রত্যাহার;

(২) শ্রমজীবী শিশুদের দারিদ্রের চক্র হতে বের করে আনারলক্ষ্যে তাদের পিতামাতাদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ;

(৩) শ্রমজীবী শিশুদের স্কুলে ফিরিয়া আনার জন্য বৃত্তি ওআনুতোষিক প্রদান;

(৪) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথাঃ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস,নদী ভাঙ্গন, খরা ও মরুকরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগেক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় আনা;

(৫) আদিবাসী সম্প্রদায় ও প্রতিবন্ধী শিশুদের উপযুক্তপরিবেশে ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান;

(৬) শ্রমজীবী শিশুদের কল্যাণে নিয়োজিত সকল সেক্টরেরমধ্যে সমন্বয় সাধন;

(৭) শিশুশ্রম নিরসনে আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগকল্পেপ্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ;

(৮) শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পিতামাতা, সাধারণজনগণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(৯) বাংলাদেশ হতে ২০১৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন ধরণেরশিশুশ্রম নির্মূলের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদিপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল ও কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৬। শ্রমজীবী শিশুর সংজ্ঞা ও বয়স

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দলিলে, এমন কি বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনি দলিলেও 'শিশু', 'কিশোর' এর সংজ্ঞা একেক ভাবে বর্ণিতআছে। শিশু-কিশোরদের সংজ্ঞা নির্ধারণে বয়সের বিষয়টিই মূখ্য বিবেচিত হওয়ায় সরকারি দলিলে শিশু-কিশোরদের একটি অভিন্নবয়স নির্ধারণ করা সম্ভব হলে ভাল হত, বিভিন্ন মহল থেকে এমনটি দাবী করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের শিশুদের সাথে উন্নত দেশের শিশুদের শারীরিক ও মানসিক গঠন এবং তাদের বহুমাত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে যেয়ে দলিল ভেদে বাংলাদেশের শিশুদের বয়সের এভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (২০০৬সনের ৪২ নং আইন)-এ 'শিশু' ও 'কিশোর' এর সংজ্ঞা ও বয়সভিত্তিক। এ আইনের ২(৮) নং ধারায় 'চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়াছেন কিন্তু আঠার বৎসর বয়স পূর্ণ করেন নাই' এমন কোন ব্যক্তি "কিশোর" এবং ২(৬৩) নং ধারায় 'চৌদ্দ

 Dhaka University Institutional Repository

বৎসর বয়স পূর্ণ করেন নাই' এমন কোন ব্যক্তিকে "শিশু" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করাহয়েছে। তবে "শিশুশ্রম" বা "শিশুশ্রমিক" এর কোন সংজ্ঞা সরকারি- বেসরকারি কোন দলিলে পরিলক্ষিত হয় না। এমতাবস্থায়, শিশুশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনায় 'শিশু' ও 'কিশোর' এর সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২নং আইন)-এ 'শিশু' ও 'কিশোর' এর বয়সভিত্তিক সংজ্ঞাটি অনুসরণীয়। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন শিশু দ্বারা সম্পাদিত শ্রম'শিশুশ্রম' হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে "শিশুশ্রমিক" বলে কোন ব্যক্তি-শ্রমিক এর অস্তিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। শ্রমে নিয়োজিত শিশুর বিশেষণ হিসেবে "শিশুশ্রমিক"এর স্থলে 'শ্রমে নিয়োজিত শিশু' বা'শ্রমজীবী শিশু' ইত্যাদি বাক্য/বাক্যসমূহ ব্যবহার করতে হবে।

৭। শিশুশ্রম ও শ্রমজীবী শিশুর শ্রেণীবিভাগ

(ক) প্রধানত দু'টি সেক্টরে বাংলাদেশে শিশুশ্রম বিরাজমান;

(১) আনুষ্ঠানিক সেক্টর; যথা :শিল্প-কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, জাহাজ ভাঙ্গা, ইত্যাদি।

(২) অনানুষ্ঠানিক সেক্টর; যথা:কৃষি, পশুপালন, মৎস্য শিকার/মৎস্য চাষ, গৃহকর্ম,নির্মাণকর্ম, ইটভাঙ্গা, রিকশাভ্যান চালনা, মজুর, ছিন্নমূলশিশু ইত্যাদি।

(খ) বিদ্যমান আইনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বা কর্মে শিশুরাসাধারণত ছয়ভাবে নিয়োজিত থাকে;

(১) প্রশিক্ষণার্থী;

(২) বদলী;

(৩) নৈমিত্তিক;

(৪) শিক্ষানবিশ;

(৫) সাময়িক এবং

(৬) স্থায়ী কর্মী।

৮। শিশুশ্রম বিনিময় মজুরি ও কর্মঘন্টা

পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হলেও বাস্তবিক অর্থে অল্প মজুরি দিয়ে অধিক কর্মঘন্টায় নিয়োজিত রাখা যায় বলে শিশুদের শ্রমে নিয়োগের ক্ষেত্রে মালিকদের অধিক আগ্রহলক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন মজুরি ছাড়া পেটেভাতে বাস্বল্পতম শ্রম বিনিময় মজুরি নিয়ে শিশু-কিশোরদের সন্তুষ্ট থাকতেহয়। এ অবস্থার নিরসন কল্পে শিশুশ্রম সম্পূর্ণভাবে নির্মূল না হওয়াপর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালের সময়ের জন্য শিশু-কিশোরদের ন্যায়সঙ্গত শ্রম বিনিময় মজুরি (আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় সেক্টরেই) নর্ধারণ করার প্রয়াস নেয়া যেতে পারে।

৯। শ্রমজীবী শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য (শারীরিক ও মানসিক) ও পুষ্ঠী

 Dhaka University Institutional Repository

শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্ঠী সংক্রান্ত যে সমস্ত উদ্যোগ/কার্যক্রম ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছেতার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনতথা ইউনিসেফ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)সহ স্থানীয় ওজাতীয় পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্ঠী সংক্রান্ত বিদ্যমান উদ্যোগ সমূহের কার্যকর ও ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের জন্য সমন্বয় কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক। এছাড়া, শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্ঠী সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম অনতিবিলম্বে গ্রহণপূর্বক তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতেহবে।

১০। শ্রমজীবী শিশুর কর্মপরিবেশ

শিশুদের শ্রমে নিয়োগে ব্যাপক বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির বিপাকে কোন কোন শিশু এক সময়ে শ্রমে নিয়োজিত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে শিশুর কর্মপরিবেশ যেন অনুকূলে থাকে সেদিকে সজাগ দৃষ্ঠী রাখতে হবে। শ্রমে নিয়োজিত একজনশিশু যদি ঃ

- ❑ দৈনিক সর্বোচ্চ পাঁচ কর্মঘন্টার অতিরিক্ত সময় কাজ করে;
- ❑ এমন কাজ করে যা তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং সামাজিক অবস্থানের উপর অন্যায় চাপ সৃষ্ঠী করে;
- ❑ নিরাপত্তাহীন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে;
- ❑ বিনামজুরি, অনিয়মিত মজুরি, স্বল্প মজুরিতে কাজ করে;
- ❑ সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে;
- ❑ শিক্ষা জীবনকে ব্যাহত করে;
- ❑ বাধ্য হয়ে কাজ করে;
- ❑ ব্যক্তি মর্যাদা হেয় করে এমন কাজ করতে বাধ্য করে;
- ❑ শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হয়; এবং
- ❑ বিশ্রাম বা বিনোদনের কোন সুযোগ না পায়।

তাহলে, উক্ত কর্মপরিবেশ শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য তথাজীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং অমর্যাদাকর। এ পরিবেশ থেকেশিশুকে উদ্ধারে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।শ্রমে নিয়োজিত একজন শিশুর কর্মপরিবেশ উন্নয়নের জন্যমালিক/নিয়োগকর্তা শিশু এবং শিশুর অভিভাবকের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালন করবে ঃ

(ক) শিশুর সামর্থ অনুযায়ী ঝুঁকিবিহীন কাজ

- ❑ শিশুকে আইনের দ্বারা কর্মে নিয়োগের নির্ধারিত বয়স অনুযায়ী কাজে নিযুক্ত করা এবং ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুকে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে নিয়োগ না করা;
- ❑ গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুরা সাধারণত সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে নিযুক্ত থাকে বিধায় তাদের লেখা-পড়া, থাকা-খাওয়া, আনন্দ-বিনোদন নিশ্চিত করা এবং তাকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো থেকে বিরত রাখা;
- ❑ শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন না করা।

 Dhaka University Institutional Repository

(খ) কাজের শর্ত

বিধি মোতাবেক শিশুদের কাজে নিয়োগের পূর্বে মালিক/নিয়োগকর্তা শিশু এবং শিশুর অভিভাবকের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কাজের সুস্পষ্ট শর্ত তৈরি করবেন। এ তালিকায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা সেক্টর অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে ঃ

- ❑ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ থেকে বিরত থাকা;
- ❑ দৈনিক কর্মতালিকা থাকা;
- ❑ দৈনিক কর্মঘন্টার উল্লেখ;
- ❑ সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন ছুটির ব্যবস্থা;
- ❑ লেখাপড়া অথবা দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণের সুযোগ;
- ❑ নির্দিষ্ট হারে নিয়মিত বেতন প্রদান;
- ❑ চাকুরিচ্যুতির কমপক্ষে এক মাস পূর্বে অবহিত করা ইত্যাদি।

(গ) কর্মস্থলের পরিবেশ

- ❑ কর্মস্থলের পরিবেশ অবশ্যই শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল হতে হবে;
- ❑ কর্মস্থলের পরিবেশ কখনই এমন হবে না, যা শিশুকে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করে অথবা উৎসাহিত করে;
- ❑ অমর্যাদাকর বা মানহানিকর কোন কাজে শিশুকে নিয়োগ বা লিপ্ত করা যাবে না।

(ঘ) শিক্ষা ও বিনোদন

- ❑ যেহেতু শিক্ষা ও বিনোদন শিশুর মৌলিক অধিকার, সে কারণে নির্ধারিত কর্মঘন্টা অর্থাৎ দৈনিক পাঁচ ঘন্টার পর একটি নির্দিষ্ট সময় (কমপক্ষে ত্রিশ মিনিট হতে এক ঘন্টা) বিরতি দিয়ে যথাযথ শিক্ষা/বিনোদনের সুযোগ দেয়া ও সুব্যবস্থা রাখা;
- ❑ শিশুরা যে কাজেই নিযুক্ত থাকুক না কেন, কর্মঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর উক্ত শিশুর যথাযথ শিক্ষা ও বিনোদনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি মালিক বা নিয়োগকর্তা নিশ্চিত করবেন;
- ❑ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস বিশেষ করে শিশু অধিকার সপ্তাহ, জাতীয় শিশু দিবস, বিশ্ব শিশু দিবস, আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস ইত্যাদিতে শ্রমজীবি শিশুদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

(ঙ) চিকিৎসা

- ❑ কর্মকালীন সময়ে শিশু কোন দুর্ঘটনায় পতিত হলে অথবা অসুস্থ হলে মালিক/নিয়োগকর্তা সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনসহ যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন;
- ❑ অসুস্থতার সময় শিশুদের পরিবারের সাথে নিয়মিত সাক্ষাতের বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

 Dhaka University Institutional Repository

(চ) পরিবারের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ

- ❑ গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করতে হবে;
- ❑ অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শিশুদের ক্ষেত্রেও প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করতে হবে।

(ছ) শিশুর ভবিষ্যত নিরাপত্তার ব্যবস্থা

- ❑ কোন শিশু ক্রমাগত ছয় মাস কাজ করলে সাধ্যানুযায়ী শিশুর ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে, যেমন- বীমা, সঞ্চয়, ইত্যাদি;
- ❑ শিশুরা সহজেই কারিগরি বিষয় রপ্ত করতে পারে। এ জন্য শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের প্রচলিত আইনের আলোকে উন্নততর প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যেন আগামী দিনে তারা বিশ্বের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে নিজেদেরকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে;
- ❑ কর্মমেয়াদ শেষে এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান করা ।

১১। প্রতিবন্ধী, বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত, পথশিশু, অনগ্রসর ও নৃ-তাত্ত্বিকগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ

শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু, পথশিশু, পরিত্যক্ত অনাথ শিশুএবং বিভিন্ন নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য সরকারকে বিশেষব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে এদের জন্য পৃথক আইনপ্রণয়ন ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতিকুলপরিস্থিতিতে এই শিশুদের কেউ যদি কোন আনুষ্ঠানিক বাঅনানুষ্ঠানিক শ্রমে নিয়োজিত হয় তবে তাদের চাকুরির শর্তাবলীস্বাভাবিক শ্রমজীবী শিশুর চেয়ে শিথিল করা এবং বিশেষকর্মপরিবেশ সৃষ্ঠীর জন্য ঐসব প্রতিষ্ঠানের মালিক/নিয়োগকর্তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণকরবে।

১২। শিশুশ্রম নিরসনঃ বাস্তবোচিত কর্মকৌশল নির্ধারণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সকল ধরনের শিশুশ্রম, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণকরেছে। এ সকল উদ্যোগ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রমপরিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, সরকারিঅন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও মাঠ পর্যায়ের সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়নকরে চলেছে। সরকার আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সাথেযৌথ উদ্যোগে শিশুশ্রম নিরসনে যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করেছেসেগুলো দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নে তৎপর হওয়া প্রয়োজন।সরকারের এ প্রচেষ্টাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারনিম্নবর্ণিত কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে পারে ঃ

- ❑ নীতি বাস্তবায়নে কর্মকৌশলের ক্ষেত্র নির্ধারণ

- ❑ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ
- ❑ কার্যক্রম নির্ধারণ
- ❑ সময়সীমা নির্ধারণ
- ❑ দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা নির্ধারণ
- ❑ সহায়তাকারী সংস্থা নির্ধারণ

উপযুর্ক্ত ছয়টি কর্মকৌশলকে বাস্তবে রূপদান করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিতপদক্ষেপসমূহ বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

(ক) নীতি বাস্তবায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

(১) **প্রধান লক্ষ্য :**সার্বিকভাবে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে ভূমিকারাখা এবং স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক কার্যক্রমনিশ্চিত করা।

(২) **নির্ধারিত কার্যক্রম** : নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিকৃষ্ট ধরনের (worst form) শিশুশ্রম নির্মূল করার ক্ষেত্রেকার্যকর কর্মকৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে ভূমিকারাখা।

(৩) **সময়সীমা** : ২০১০-২০১৫

(৪) **সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা**

- ❑ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(৫) **সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থা**

- ❑ শ্রম পরিদপ্তর;
- ❑ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর;
- ❑ নিম্নতম মজুরি বোর্ড;
- ❑ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধঃস্থন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলাভিত্তিক কার্যালয়;
- ❑ মালিক সংঘ, শ্রমিক সংগঠন;
- ❑ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
- ❑ প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়;
- ❑ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- ❑ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- ❑ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;
- ❑ বিভিন্ন বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা।

(খ) শিক্ষা

 Dhaka University Institutional Repository

(১) **প্রধান লক্ষ্য :** শ্রমে নিয়োজিত হতে পারে এমন শিশুদের বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাকপ্রাথমিক/প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাসহ বাস্তবভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্ঠী করা।

(২) **নির্ধারিত কার্যক্রম** : নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের জন্য অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক ও মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান।

(৩) **সময়সীমা :**২০১০-২০১৫

(৪) **সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা ঃ**

- ❑ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(৫) **সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থা** ঃ

- ❑ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;
- ❑ শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
- ❑ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- ❑ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
- ❑ মালিক সংঘ, শ্রমিক সংগঠন, বেসরকারি সংস্থা;
- ❑ বিভিন্ন বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা।

(গ) স্বাস্থ্য ও পুষ্ঠী

(১) **প্রধান লক্ষ্য** : শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং পুষ্ঠী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্ঠী নীতির আওতায় তাদের গৃহে ও কর্মস্থলে পৃথক স্বাস্থ্য ও পুষ্ঠী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং যথাযথভাবে তার বাস্তবায়ন।

(২) **নির্ধারিত কার্যক্রম** : সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির আওতায় স্বাস্থ্য ও পুষ্ঠী বিষয়ক সামগ্রিক Kvhµg ev¯evqb|

(3) **সময়সীমা :** 2010-2015

(4) **সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা ঃ**

- ❑ kg I Kgms¯vb gš¿Yvjq

(5) **সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থা** t

- ❑ ¯v¯¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq;
- ❑ gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq;
- ❑ cv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq;

- ¯'vbxq miKvi, cjx Dbqb I mgevq gš¿Yvjq;
- Ab¨vb¨ Aat¯'b wefvMxq †Rjv I Dc‡Rjv wfwËK msw¯kó Kvhvjq;
- gwjK msN;
- wewfb †emiKwi I AvšRwZK Dbqb ms¯'v|

(N) সামাজিক সচেতনতা/উদ্বুদ্ধকরণ

(1) **প্রধান লক্ষ্য** t Rbmvavi‡Yi gv‡S wkïkg wbimb msµvš mvgwRK m‡PZbZv e„w×, wkïk‡gi wei‡× RbMY‡K DØy×KiY, 'ộxfw½ I AvPiYMZ cwieZb mvab|

(2) **নির্ধারিত কার্যক্রম** t wkï I wkïi Awf fveK, wb‡qvMKZv/gwjK msN, †UW BDwbqb, †ckvRxwe msMVb, wgwWqvmn mgv‡R cwZwbwaZKvix mKj †kYx I †ckvi gvbyli gv‡S wkïkg msµvš mvgwRK m‡PZbZv e„w×, cwievi cwiKíbv m¤ú‡K m‡PZbZv e„w×, A_%bwZK †kvlY I wbcxo‡bi Aemvb I mgv‡Ri mKj ¯‡ii gvby‡K wkïk‡g wbiærmwnZ Kiv|

(3) **সময়সীমা** :2010-2015 Ges Pjgvb

(4) সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা ঃ

- kg I Kgms¯'vb gš¿Yvjq

(5) সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থা t

- Z_¨ gš¿Yvjq;
- gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq;
- mgvRKj¨vY gš¿Yvjq;
- Kwl.gš¿Yvjq (Kwl.m¤cmviY Awa'ßi, Kwl.Z_¨ mwfm);
- ¯'vbxq miKvi, cjx Dbqb I mgevq gš¿Yvjq;
- ag welqK gš¿Yvjq;
- wefvMxq †Rjv I Dc‡Rjv ckvmb;
- wc›U I B‡jKUwbK wgwWqv;
- †ckvRxex msMVb/†UW BDwbqb;
- wkï I wK‡kvi msMVbmgn;
- wewfb †emiKwi I AvšRwZK Dbqb ms¯'v|

(ঙ) আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ

(1) **প্রধান লক্ষ্যঃ** we‡`¨gvb AvBb ms¯‹vi, AvBb KvhKi Kivi Rb¨ c‡qvRbxq wewa cYqb, AvBb I wewaimg~n c‡qv‡Mi gva¨‡g k‡g wb‡qwRZ wkï‡`i wbivcËv wbwðZ Kivmn wkïkg wbimb|

(2) **নির্ধারিত কার্যক্রমঃ** wkïk‡gi Avbyôvwb‡K †ÿ‡Î Qvov I Abvbyôvwb‡K †ÿ‡Î ¸‡jv‡K AvBb I wewai AvIZvfy³ Kiv Ges we`¨gvb AvB‡bi ms‡kvab K‡i Avbyôvwb‡K, Abvbyôvwb‡K, SyuwKc~Y©, wbivc`,nvjKv Ges fvix Kv‡Ri c„_K c„_K Zvwjkv ms‡hvRb Kiv|

(3) **সময়সীমা ঃ** 2010-2015

(4) **সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা**

- gwš¿cwil` wefvM;
- kg I Kgms¯’vb gš¿Yvjq;
- AvBb, wePvi I msm` welqK gš¿Yvjq|

(5) **সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থা**

- evsjv‡`k RvZxq msm`/msm` mwPevjq;
- A¨vUbx †Rbv‡i‡ji Kvhvjq;
- AvBb Kwgkb|

(চ) **কর্মসংস্থান/শ্রমবাজার**

(1) **প্রধান লক্ষ্য ঃ** †UW wfwËK cwkwÿZ wkï/wK‡kvi‡`i AvBb Abyhvqx Kv‡Ri Dchy³ nIqvi ci Zv‡`i Rb¨ chvß Kgms¯’vb Ges cwZ‡hvwMZvg~jK kgevRv‡i c‡e‡ki myhvM m„wó Kiv|

(2) **নির্ধারিত কার্যক্রম ঃ** Avbyôvwb‡K Ges Abvbyôvwb‡KDfq †m±‡i k‡g wb‡qwRZ wkï ev wK‡kvi‡`i ‡Kvb wbw`ó Kv‡R `ÿZv ARb Ki‡j, Dchy³ †ÿ‡Î c‡qvRbxq KwiMwi cwkÿ‡Yi gva¨‡gZv‡`i Rb¨ †`‡k/we‡`‡k h_vh_ I chvß msL¨KKgms¯’v‡bi e¨e¯’v Ges kgevRv‡i cwZ‡hvwMZvqwU‡K _vKvi g‡Zv cwi‡ek m„wó Kiv| G ai‡bi wkï‡`i cwievi‡K Avqea©K g~jK KgKv‡Û m¤ú„³ Kiv|

(3) **সময়সীমা ঃ** 2010-2015 Ges Pjgvb

(4) **সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থাঃ**

- kg I Kgms¯’vb gš¿Yvjq

(5) **সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থাঃ**

- cevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kgms¯'vb gš¿Yvjq;
- ciivó gš¿Yvjq;
- hye I µxov gš¿Yvjq;
- Kwl.gš¿Yvjq;
- wkí gš¿Yvjq;
- ¯^ivó gš¿Yvjq;
- wb‡qvMKZv/gwjK msN;
- wewRGgBG/we‡KGgBG/GdwewewmwmAvB/ evqiv BZ¨vw`;
- wewfbœ †emiKvwi I AvšÍRvwZK Dbqb ms¯'v|

(ছ) **শিশুশ্রম প্রতিরোধ এবং শ্রমে নিয়োজিত শিশুর নিরাপত্তা**

(1) **প্রধান লক্ষ্যঃ** wkï‡`i kg n‡Z weiZ ivLv, KgiZwkï‡`i Rxe‡bi m¤¢ve¨ ÿwZ †_‡K iÿv Kiv, Mvg †_‡K wkï‡`i kn‡i Awbivc` Awfevmb†iva Kiv Ges wkï‡`i Kgcwi‡e‡ki DbqbNwU‡q Zv‡`i Rxe‡bi SuyK Kgv‡bv|

(2) **নির্ধারিত কার্যক্রম**

- `wi`, b`x fv½b, cwiewiK fv½b, cvPvi BZ¨vw` Kvi‡Y wkïiv hv‡Z Mvg †Q‡o kn‡i bv Av‡m †m Rb¨ Mvg chv‡qB A_vr ZYgƒ chv‡q †gŠwjK Pwn`v c~i‡Yi e¨e¯'v Kiv Ges c‡qvR‡b cybevm‡bi e¨e¯'v Kiv Ges Zv‡`i cwievi‡ii mÿg e¨w³‡`i Kgms¯'vb/weKí Kgms¯'v‡bi mȳhvM mȓx Kiv;
- k‡g wb‡qvwRZ wkï‡`i SuyKc~Y© kg †\_‡K wbivc‡` ivLv, KgN›Uv, gRywimn mKj b¨vh¨ AwaKvi wbwðZ Kiv;
- wkï cvPvi †iva Kiv|

(3) **সময়সীমা :** Pjgvb

(4) **সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা**

- kg I Kgms¯'vb gš¿Yvjq

(5) **সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থাঃ**

- ¯'vbxq miKvi, cjx Dbqb I mgevq gš¿Yvjq;
- ¯^ivó gš¿Yvjq;
- ag welqK gš¿Yvjq;
- mgvRKj¨vY gš¿Yvjq;

- wefvM, †Rjv, Dc‡Rjv ckvmb;
- ¯’vbxq cfvekvjx e¨w³ ev †MvôxÑ agxq †bZv, wkÿK, AvZ¥xq¯^Rb;
- ¯’vbxq †emiKvwi ms¯’v|

(জ) সামাজিক ও পারিবারিক পুনর্মিলন

(1) প্রধান লক্ষ্য : mKj cKvi SuywKc~Y© I wbKó…ai‡bi KvR †_‡K wkï‡`i D×vi K‡i mvgvwRK I cvwievwiK cybwgj‡bi e¨e¯’v MnY|

(2) নির্ধারিত কার্যক্রম

- †hme wkï Aí eqm n‡Z `xNw`b a‡i AZ¨š— SuywKc~Y© k‡gi mv‡_ RwoZ Av‡Q Zv‡`i‡K †mme Avbyôvwb‡K I Abvbyôvwb‡K †m±i †_‡K µgvš^‡q cZ¨vnvi c~e©K mgv‡Ri g~j †Mv‡Z wb‡q Avmv;
- m¤¢ve¨ †ÿ‡Î cwievwiK cybwgj‡bi e¨e¯’v Kiv;
- kvixwiK I gvbwmKfv‡e ÿwZM¯— wkï‡`i Rb¨ wefvM, †Rjv, Dc‡Rjv GgbwK BDwbqb chv©‡q ms‡kvab †K›`ª, cybe©vmb †K›`ª, Wc-Bb-‡m›Uvi, †nvóvjvBb, mvB‡Kv‡mvk¨vj KvD‡Ýwjs, c‡qvRbxq wPwKrmv, Lv`¨ I we‡bv`‡bi e¨e¯’v Kiv|

(3) সময়সীমা : 2010-2015 Ges Pjgvb

(4) সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা

- kg I Kgms¯’vb gš¿Yvjq

(5) সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থা

- mgvRKj¨vY gš¿Yvjq;
- gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq;
- ¯^ivó gš¿Yvjq;
- ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbqb I mgevq gš¿Yvjq;
- ¯^v¯’¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq;
- wb‡qvMKZv/gvwjK msN;
- wewfbœ †emiKvwi I AvšRwZK Dbqb ms¯’v|

(ঝ) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

(1) প্রধান লক্ষ্য : wkïk‡gi g~j KviY D`NvUb I wbim‡bi m¤¢ve¨ Dcvq wbavviY Ges Ab¨vb¨ Avbylw½K welqwfwËK M‡elYv I cwkÿY cwiPvjbv|

(2) নির্ধারিত কার্যক্রম : †`kxq I AvšRwZK chv©‡q wkïkg cwiw¯’wZ, wkïk‡gi KviY, cwZKv‡ii Dcvq, wkïkg bxwZgvjv ev¯—evqb BZ¨vw` wel‡q `ÿ M‡elK

mµx Ges gvV chv‡q KgKvÐ cwiPvjbvi Rb¨ Dchy³ cwkÿ‡Yi e¨e¯vmn AvBb, wewa BZ¨vw` Kvhµg ms¯v‡ii †ÿ‡ÎwbavviY Ges KgKvÐ cwiPvjbv Kiv| ZvQvov wkïk‡gi Avbyôvwb I Abvbyôvwb †ÿ‡Î¸‡jv‡K hZ‡`i mge wb‡ÁvbwfwËK cwiPvjbv Kiv| ZvQvov wkïk‡gi Avbyôvwb I Abvbyôvwb †ÿ‡Î¸‡jv‡K hZ‡`i mge wb‡ÁvbwfwËK mgwšZ Rwi‡ci gva¨‡g Z_¨ AvniY, msiÿY, gj¨vqb Ges AvnwiZ Z‡_¨i wbfi‡hvM¨ WvUv‡eR ˆZix Kiv|

(3) সময়সীমা : Pjgvb

(4) সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা

- kg I Kgms¯vb gšYvjq

(5) সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থা

- gwnjv I wkï welqK gšYvjq;
- wewfb †emiKwi I AvšRwZK Dbqb ms¯v;
- †emiKwi ms¯v;
- AvšRwZK ms¯v;
- AvÂwjK mn‡hwMZv, †hgb: mvK, Awmqvb, BZ¨vw`|

(ঞ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

(1) প্রধান লক্ষ্য : bxwZ ev¯evqb I cwZôvwbK Dbqb, wkÿv, ¯v¯¨ I cyó, mvgvwRK m‡PZbZv/DØyxKiY, AvBb cYqb I c‡qvM, Kgms¯vb/kgevRvi, wkïkg cwZ‡iva Ges k‡g wb‡qwRZ wkïi wbivcËv I cwiewiK cÖvgjb msµvš bxwZi ev¯evqb I cwZôvwbK Dbqb cZ¨ÿ Kiv Ges M‡elYv I cwkÿY KgKvÐ mµxv‡e cwZcwjZ n‡"Q wKbv, `wqZcvß I mnvqZvKvix ms¯vmgn mwVKfv‡e wbawiZ †ÿ‡Îmg ev¯evq‡b Zrci wKbv Zv h_vh_ cwiexÿY, gj¨vqb I mycwik c`vb Kiv|

(2) নির্ধারিত কার্যক্রম : gj mgšqKvix ms¯v¸‡jvi †bZ‡Z¡ `wqZcvß I mnvqZvKvix ms¯vmgn wbw`ó KgcwiKíbv Abyvqx cavb jÿ¨mgn ev¯evq‡b mg‡qvc‡hvMx KvhKi c`‡ÿc MnYKi‡Q wKbv Zv cwiexÿY I gj¨vqb Kiv Ges wkïkg wbim‡bi j‡ÿ¨ `wqZcvß I mnvqZvKvix ms¯vmgn‡K w`K wb‡`kbv c`vb Kiv|

(3) সময়সীমা : Pjgvb

(4) সমন্বয়কারী/বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থাঃ

- kg I Kgms¯’vb gšYvjq

(5) সহায়তাকারী/সহযোগী সংস্থাঃ

- gwnjv I wkï welqK gšYvjq;
- cv_wgK I MYwkÿv gšYvjq;
- wkÿv gšYvjq;
- mgvRKj¨vY gšYvjq;
- ¯’v¯’¨ I cwievi Kj¨vY gšYvjq;
- ¯ivó gšYvjq;
- ¯’vbxq miKvi, cjx Dbqb I mgevq gšYvjq;
- KwI.gšYvjq;
- grm¨ I cïm¤ú` gšYvjq;
- ev¯’evqb, cwiexÿY I gj¨vqb wefvM;
- AvBb, wePvi I msm` welqK gšYvjq;
- Ab¨vb¨ Aat¯’b wefvMxq, †Rjv I Dc‡Rjv wfwËK mswkó Kvhvjq;
- gwjK I kwgK msMVb;
- wewfb †emiKwi I AvšRwZK Dbqb ms¯’v|

১৩। ফোকাল মিনিস্ট্রি/ফোকাল পয়েন্ট

wkïkg msµvš welq¸‡jv miKv‡ii c‡ÿ Z`viwK Kivi Rb¨GKwU wbw`ó gšYvjq _vKv Avek¨K| wkï‡`i welqmgn gwnjv I wkï welqK gšYvjq Ges kg msµvš welqmgn kg I Kgms¯’vb gšYvjq ZËveavb K‡i _v‡K| wKš ÔwkïkgÕ GiwelqwU ZËveavb Kivi mwweK `wqZ GL‡bv †Kvb gšYvj‡qiDci wbw`ó Kiv †bB| G we‡ePbvq A‡cÿvKZ. mvgÄm¨c¥eavq wkïk‡gi hveZxq welq¸‡jv ZËveavb Kivi mwweK`wqZ †dvKvj wgwbw÷ wn‡m‡e kg I Kgms¯’vb gšYvjq‡K†`qv †h‡Z cv‡i| Abýcfv‡e kg I Kgms¯’vb gšYvj‡qi kg AbyefvM‡K wkïkg msµvš †dvKvj c‡q›U wn‡m‡e wPwýZ Kiv†h‡Z cv‡i|

১৪। শিশুশ্রম ইউনিট

wkïkg wbim‡bi RvZxq I AvšRwZK ¸iæ‡Zi Kvi‡Yevsjv‡`‡kI wewfb gšYvjq, wefvM, `ßi-Awa`ßimn AvšRwZK`vZv ms¯’v, GbwRI I ¯’vbxq chv‡q e¨vcK cKí MnY Iev¯’evqb n‡”Q| evsjv‡`‡k SyKc¥ Kv‡R wb‡qwRZ wkï‡`i e¨vcK Dcw¯’wZ I AvBGjI Kb‡fbkb 138 Aby¯’vÿ‡ii (ratification) c¯yZi †cÿvc‡U wkïkg cwi‡¯’wZi BwZevPKcwieZ‡bi wbwgË wkïkg wbimb Kvhµ‡gi Av‡iv e¨wß NU‡e|

জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০-G †h KgKv‡Ði D‡jL Kiv n‡q‡Q †m mKj KgKv‡Ði KvhKi mgšq mva‡bi Rb¨ kg I Kgms¯vb gšYvj‡qi kg DBs-Gi †bZ‡Z GKwU PvBì †jeviBDwbU MVb Kiv †h‡Z cv‡i|

১৫। জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ কাউন্সিল

RvZxq chv‡q wkïkg cwiw¯wZ ch‡eÿY I Z‘viwK Kivi Rb¨miKwi, †emiKwi ms¯v, gwjK I kwgK msMVb Ges wkï kgwelqK Áv‡bi AwaKvix e¨w³Z‡`i wb‡q GKwU KvDwÝj MVb Kiv †h‡Z cv‡i| RvZxq I AvšRwZK chv‡q wkïkg cwiw¯wZ ch‡eÿY K‡i miKvi‡K civgk c‘vbK‡í G KvDwÝj ThinkTank-Gi ‘wqZ cvjb Ki‡e| জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ ev¯evqb, wkï I wkïkg msµvš weI‡q miKv‡ii bxwZwbaviK gn‡j jwes Kiv, wkïkg cwiw¯wZi ¸iZi wech‡qi ïbwb, Z‘š I cwZKv‡ii myciwikmn G mKj welq‡K AvB‡bi AvIZvq AvbvB n‡e G KvDwÝ‡ji KvR|

১৬। বেসরকারি সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণ

wkïkg wbimb GKwU Pjgvb Ges e¨vcK Kvhµ‡gi mgvnvi|miKv‡ii cvkvcwk †`kx-we‡`kx †emiKwi ms¯vmgn wkïkgwbim‡b wbR wbR Kgm‚wP †gvZv‡eK Kvhµg Pwj‡q hv‡”Q| GmKj Kvhµg mswkó miKwi-†emiKwi ms¯vmgn G bxwZiAv‡jv‡K cbweb¨vm (redesign) Kivi D‡`¨vM wb‡e| fwel¨‡Zwkïkg wbim‡b evsjv‡`‡k KvR Ki‡Z AvMnx ‘vZv ms¯vmnmiKwi-†emiKwi ms¯vmgn G bxwZi Av‡jv‡KB Zv‡`i Kvhµg MnY I ev¯evqb Ki‡e|

১৭। উপসংহার

my¯ I ¯vfweK ˆkk‡ei wbðqZv mKj wkïi Rb¥MZ AwaKvi| wkïi G kvkZ AwaKvi †_‡K Avgv‡`i †`‡ki A‡bK wkïB GLbI ewÂZ| `wi` cwiev‡ii wkïiv RxweKv AR‡bi ZwM‡` eva¨ n‡q SyuKc~Y© ev wbKó.ai‡bi k‡g wb‡qwRZ nq hv Zv‡`i‡K †V‡j †`q GK AwbwðZ fwel¨‡Zi w`‡K| G cwiw¯wZ †_‡K DËi‡bi Rb¨ cwiewiK, mvgwRK, miKwi-†emiKwi, RvZxq-AvšRwZK chv‡q mKj gnj c‡qvRbxq m¤ú` I D‡`¨vM wb‡q ‘জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০’ ev¯evq‡bGwM‡q G‡j SyuKc~Y© I wbKó.ai‡bi wkïkgmn mKj cKvi kg†_‡K wkï‡`i cZ¨vnvi Kiv m¤e n‡e| G `wj‡ji Av‡jv‡Khw` wkï I wkïkg msµvš weivRgvb AvBb I AvB‡bi wewaweavb¸‡jvi cbweb¨vm Ges fwel¨Z KgcwiKíbv cYqb Iev¯evqb Kiv hvq Z‡e Avgv‡`i wkïiv AvMvgx‡Z Aek¨BAv‡jwKZ gvbyl wn‡m‡e M‡o DV‡e|

বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতি ২০১১[32]

১. ভূমিকা

wkï RwZ MV‡bi gyj wfwË| myky, mg×„ †mvbvi evsjv Movi cZ¨‡q RwZi RbK e½eÜy †kL gywReyi ingvb me‡¶‡Î mKj wkïi mwweK weKvk wbwðZ Kivi j‡¶¨ wewfbœ D‡`¨vM MnY K‡ib| MYcRvZš¿x evsjv‡`‡ki msweav‡b wkïmn mKj bvMwi‡Ki †gŠwjK AwaKvi mwbœ‡ewkZ i‡q‡Q| msweav‡bi ZZxq Aa¨v‡q mKj bvMwi‡Ki †gŠwjK gvbewaKv‡ii wbðqZv c`vb Kiv n‡q‡Q| msweav‡bi 28(4) Aby‡"Q‡` G wkï‡`i AMÖwZi we‡kl weavb cYq‡bi Dci ¸iæZ c`vb Kiv n‡q‡Q Ges ivó cwiPvjbvi gyjbwZ‡Z wkï‡`i Rb¨ A‰eZwbK I eva¨Zvgyj K cv_wgK wk¶vmn †gŠwjK c‡qvR‡bi e¨e¯v, mgvh‡Mi mgZv, AwaKvi I KZe¨ Ges Rb¯v¯¨ I ‰bwZKZv wel‡qi Dci ¸iæZ Av‡ivc Kiv n‡q‡Q| wkï‡`i mwweK my¶v wbwðZ Kiv I AwaKvi cwZôvi j‡¶¨ cYxZ nq wkï AvBb 1974| eûgwÎK Dbq‡bi mv‡_ m½wZ weav‡bi j‡¶¨ G AvBb hyMvc‡hvMxKi‡Yi D‡`¨vM MnY Kiv n‡q‡Q| 1990 mv‡j RwZmsN wkï AwaKvi mb` (Convention on the Rights of the Child, CRC) 1989 G ¯v¶i I Abymg_bKvix c_g ivómg‡ni g‡a¨ evsjv‡`k Ab¨Zg| 1994 mv‡j RvZxq wkï bxwZ cYqb Kiv nq|

cwievi Ges wk¶v cwZôvb †_‡K ïiæ K‡i cvmw½K mKj †¶‡Î wkïi AwaKvi I ghv`v i¶v Kiv GKvš Avek¨K| wkïi mwweK Dbqb wbwðZ Kiv I AwaKvi msi¶‡Yi gva¨‡g GKwU mr, †`k‡cwgK I Kg¶g fwel¨r cRb¥ M‡o †Zvjvi †¶‡Î evsjv‡`k miKvi hZkxj I mwµq| evsjv‡`‡ki 18 eQ‡ii Kg eq‡mi RbmsL¨v 6 †KwU 30 j¶ hv †gvU RbmsL¨vi 45 kZvsk|[33] mv¤cwZK mg‡q gvbe m¤ú` Dbq‡b evsjv‡`k D‡jL‡hvM¨ mvdj¨ ARb K‡i‡Q| wkï I gvZgZz¨i nvi nv‡m evsjv‡`‡k D‡jL‡hvM¨ AMÖwZ mwaZ n‡q‡Q| wkï gZz¨nvi nv‡m mnMvã j¶¨gvÎv AR‡b evsjv‡`‡ki mvd‡j¨i Rb¨ RwZmsN KZK.gvbbxq cavbgš¿x †kL nwmbv‡K UN Millennium Award 2010 c`vb Kiv nq| m¤cmwiZ wUKv c`vb Kvhµ‡gi (EPI) AvIZvq kZKiv 87 fvM wkï‡K Avšf³ Kiv n‡q‡Q| wk¶v †¶‡Î cv_wgK chv‡q †RÛvi mgZv AwRZ n‡q‡Q hv mnmv‡ãi j¶¨gvÎv (MDG-3) cY K‡i‡Q| wk¶v‡¶‡Î AwRZ mvdj¨ a‡i ivLvi D‡Ïk¨ we`¨vjq †_‡K wkï‡`i S‡i covi nvi nvm Kivi j‡¶¨ we‡kl ¸iæZ c`vb Kiv n‡"Q|

wkï AwaKvi wbwðZ Kivi j‡¶¨ `wi`ª cavb Ašivq| eZ,r As‡ki wkï‡`i `wi` we‡gvPb, cyó, ¯v¯¨ †mev, wbivc` Avkq, cqtwb®vkb BZ¨w` myweav wbwðZ Kivi j¶¨

---

32. RvZxq wkï bxwZ 2011, gwnjv I wkï welqK gšYvjq, MYcRvZš¿x evsjv‡`k miKvi, †deªæqvix 2011, c„ 3-16

33. The State of the World`s Children Report 2008 by UNICEF, 2008

wb‡q miKvi wewfb KgcwiKíbv I Kvhµg MnY K‡i‡Q| nZ‘wi‘ I wQbgˆ wkï‡‘i cybevmb, chvqµ‡g wkï kg wbimb, wkï‡‘i ivR‰bwZK KgKv‡Ð e¨envi eÜ Kiv I Zv‡‘i kvixwiK I gvbwmK weKv‡k wk¶v I we‡bv‘‡bi Dchy³ mynvM wbwðZ Kivi j‡¶¨ cwiPwjZ n‡”Q wewfb Kvhµg|

2006 mv‡j cwZeÜx e¨w³‡‘i AwaKvi welqK RvwZmsN mb‡‘ cwZeÜx wkï‡‘i Ab¨vb¨ mKj wkï‡‘i mv‡_ mgZvi wfwË‡Z †gŠwjK AwaKvi, gvbewaKvi †fvM Kivi welqwU wbwðZ Kiv n‡q‡Q evsjv‡‘k miKvi G mb‡‘ ¯v¶i I Aby¯v¶i K‡i‡Q| mb‡‘ wkï‡‘i ¯v_ we‡ePbvq cwZeÜx wkï‡‘i ¯v_ msi¶‡Yi Dci ¸iæZ Av‡ivc Kiv n‡q‡Q| wkï wbhvZb eÜ Kiv, we‡kl K‡i Kb¨v wkï‡‘i cwZ mKj cKvi ‰elg¨ Ges wbhvZb eÜ I Zv‡‘i wbivcËv weavb Kiv Ab¨Zg j¶¨|

we‡ki wewfb †¶‡Î mwaZ cwieZb, Dbqb †¶‡Î wbZ¨ bZyb Pwn‘v I RvwZmsN wkï AwaKvi KwgwU (CRC Committee) mycvwikgvjvi †cwÖ¶‡Z evsjv‡‘k miKvi 1994 mv‡j cYxZ RvZxq wkïbxwZ hyMvc‡hvMxKi‡Yi ga¨ w‘‡q mg‡qvc‡hvMx I AvaybK GKwU wkï bxwZ cYq‡bi wm×vš MnY K‡i‡Q| RvZxq wkï bxwZ 2011 evsjv‡‘‡ki wkï‡‘i eZgvb I fwel¨r wewbgv‡Y GKwU myˆcmvix i¦cKí| wkï‡‘i m‡evËg ¯v_ i¶v‡_ RvZxq mKj Dbqb msµvš bxwZgvjv cYqb, cwiKíbv MnY, KgmPx ev¯evqb I ev‡RU cYq‡bi †¶‡Î RvZxq wkï bxwZ 2011 cvmw½K I ¸iæZ mnKv‡i we‡ePbv Kiv n‡e|

২. সংজ্ঞা

2.1 wkï : wkï ej‡Z AvVv‡iv eQ‡ii Kg eqmx evsjv‡‘‡ki mKj e¨w³‡K eySv‡e|

2.2 wK‡kvi wK‡kvixt wK‡kvi-wK‡kvix ej‡Z 14 eQi †_‡K 18 eQ‡ii Kg eqmx wkï‡‘i‡K eySv‡e|

৩. পরিধি

RvZxq wkï bxwZ evsjv‡‘‡ki bvMwiK mKj wkïi †¶‡Î ‰elg¨nxbfv‡e c‡hvR¨ n‡e|

৪. মূলনীতি

4.1 evsjv‡‘‡ki msweavb, wkï AvBb I AvšRvwZK mb‘mg‡ni Av‡jv‡K wkï AwaKvi wbwðZKiY|

4.2 wkï ‘wi‘¨ we‡gvPb|

4.3 wkïi cwZ mKj cKvi wbhvZb I ‰elg¨ ‘ixKiY|

4.4 Kb¨v wkïi cwZ mKj cKvi wbhvZb I ‰elg¨ ‘ixKiY|

4.5 wkïi mweK mŸv¶v I m‡evËg ¯^v_© wbwðZKi‡Yi j‡¶¨ MÖnxZ c`‡¶‡ci wel‡q wkï‡`i AskMnY I gZvgZ MnY|

৫. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

5.1 wk¶v, ¯^v¯'¨, cyó, wbivcËv, we‡bv`b I Ab¨vb¨ AwaKv‡ii †¶‡Î eqm, wj½MZ, agxq, RwZMZ, †ckvMZ, mvgwRK, AvÂwjK I ¶z`ª b"‡Mvôx cwiPq wbwe‡k‡l mKj wkï I wK‡kvi wK‡kvixi Rb¨ gvbm¤úb c‡qvRbxq †mev c`v‡bi gva¨‡g Zv‡`i m‡evËg Dbqb I weKvk wbwðZ Kiv n‡e|

5.2 Kb¨v wkï Ges cwZeÜx I we‡kl Pwn`v m¤úb wkï‡`i c‡qvRb Abyhvqx mye`av c`v‡bi wel‡q D‡`¨vM MnY Kiv n‡e|

5.3 wk¶v I wkï evÜe cwi‡ek mÞxi gva¨‡g wkï‡`i †`k m¤ú‡K AvMnx I m‡PZb K‡i M‡o †Zvjv n‡e hv‡Z Zviv mr, †`k‡cwgK I `wqZkxj bvMwiK i|‡c weKvk jvf Ki‡Z cv‡i|

5.4 weÁvb I chy³‡K wk¶vi Acwinvh welq wn‡m‡e we‡ePbv K‡i wkï‡`i GKwU weÁvbgb¯‹ cRb¥ wn‡m‡e M‡o †Zvjv n‡e hv‡Z Zviv fwel¨‡Z †`k I we‡ki Pwn`vi mv‡_ Zvj wgwj‡q Pj‡Z m¶g nq|

5.5 wkï‡`i Rb¨ AbyKzj cwiewiK cwi‡ek MÞxi welqwU wbwðZ Kivi D‡`¨vM MnY Kiv n‡e|

5.6 wkï I wK‡kvi wK‡kvixi Rxeb‡K cfweZ K‡i Gi|c wm×vš MnY I cwiKíbv cYq‡b Zv‡`i gZvgZ cwZdj‡bi D‡`¨vM MnY Kiv n‡e|

5.7 wkï AwaKvi ev¯evq‡bi j‡¶¨ c‡qvRbxq AvBb I wewa-weavb cYq‡bi D‡`¨vM MnY Kiv n‡e|

৬. শিশু অধিকার বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ

wkïi wbgwjwLZ AwaKvimgn wbwðZ Kiv I mŸw¶Z ivLvi j‡¶¨ mywbw`ó cwiKíbv MnY I KgmwP ev¯evqb Kiv n‡e:

৬.১ শিশুর নিরাপদ জন্ম ও সার্বিক বিকাশ নিশ্চিতকরণ

6.1.1 mKj wkïi wbivc` Rb¥ MnY I evPvi AwaKvi wbwðZ Kivi j‡¶¨ MfeZx I cmwZ gv‡q‡`i cyó, ¯^v¯'¨, cwiPhvi gva¨‡g wkïi wbivc` Rb¥ Ges †e‡o DVvi e¨e¯^v †bqv Ges cmwZce©, cmwZKvjxb mgq I cmwZ cieZx c‡qvRbxq ¯^v¯'¨‡mevi e¨e¯^v wbwðZ Kiv n‡e|

6.1.2 wkïgZz¨†iv‡ai †¶‡Î mKj cKvi c‡qvRbxq e¨e¯'v MnY Ges 'ÿUbvRwbZ gZz¨ cwZ‡iv‡a c‡qvRbxq e¨e¯'v MnY Kiv n‡e|

6.1.3 gv‡qi ¯^v¯'¨ I wkïi hZ wbwðZ Kivi j‡¶¨ KgRxex gv‡q‡`i Rb¨ bÿbZg 6 gvm gvZ….Qywi e¨e¯'v wbwðZ Kiv n‡e|

6.1.4 KgRxex gv‡q‡`i wkï‡`i eyKi `ya LvIqv‡bvi myeav c`v‡b Kg©‡¶‡j w`evhZ †K›`ª ¯'vc‡bi wel‡q wb‡qvMKvix KZc¶‡K e¨e¯'v MnY Ki‡Z n‡e|

6.1.5 wkïi Rb¨ c‡qvRbxq cywóKi Lv`¨ wbwðZKi‡Yi D‡`¨vM MnY Kiv n‡e|

6.1.6 wK‡kvi-wK‡kvix‡`i gvbwmK ¯^v‡¯'¨i Dbœq‡b wk¶v cwZôv‡b KvD‡Ýwjs †mev c`v‡bi D‡`¨vM MnY Kiv n‡e|

৬.২. শিশুর দারিদ্র বিমোচন

wkïi `wi`ª we‡gvP‡bi j‡¶¨ wkïi (K) cywó, (L) ¯^v¯'¨, (M) mwweK myi¶v, (N) wk¶v Ges (O) mvgwRK wbivcËv wel‡q‡K AMÖvaKvi c`vb Kiv n‡e|

6.2.1 wkïi cywó wbwðZKi‡Yi j‡¶¨ RvZxq Lv`¨ I cywó bxwZ Ges National Plan of Action for Nutritional Intervention Kvhµg m¤cmviY Ki‡Z n‡e I RvZxq chv‡q ¯^xKZ…wewfb cywó Kvhµ‡gi gv‡S mgš^q mvab Ki‡Z n‡e| wcZvgvZv‡K wkïi cywó wbwðZKi‡Y m‡PZb I DrmvwnZ Ki‡Z n‡e|

6.2.2. Abaÿ `yB eQ‡ii wkï‡`i Protein-Energy Malnutrition (U2PEM) Ges Low Birth Weight (LBW) nvm Kivi j‡¶¨ c‡qvRbxq c`‡¶c MnY Kiv n‡e|

6.2.3. c_wkï mn mKj `wi`ª wkï‡`i cybevmb I h_vh_ weKvk wbwðZ Kivi †¶‡Î mvgwRK wbivcËv ejq (Social safety Net) m¤cmwiZ Ki‡Z n‡e| AwZ `wi`ª cwievi‡K mvgwRK wbivcËv ej‡qi gv‡S Aš—f©³ Ki‡Z n‡e, hv‡Z wkïiv cwievi †_‡K wew"Qb n‡q bv c‡o I cwiewiK cwi‡e‡k †e‡o DV‡Z cv‡i|

৬.৩ শিশু স্বাস্থ্য

6.3.1 mKj wkïi Rb¨ gvbm¤§Z ¯^v¯'¨ †mev wbwðZ Kivi j‡¶¨ m¤cmwiZ wUKv c`vb Kvhµg (EPI), ‰kke-Amy¯'Zvi mgwšZ e¨e¯'vcbv (IMCI) I beRvZK ¯^v¯'¨ (NBH), cRbb ¯^v¯'¨, †hŠb msµvgK e¨wamgn, HIV/AIDS cwZ‡ivamn mg‡qvc‡hvMx Ab¨vb¨ Kgm~wP MnY I ev¯evqb Kiv n‡e|

6.3.2 ¯^v¯'¨ I cywói cywiKíbv Kgx, bvm Ges wPwKrmK‡`i cwk¶Y c`v‡bi gva¨‡g `¶Zv e"w× Ges `¶ avÎxi msL¨v e"w×i gva¨‡g wbivc` cme wbwðZ Kiv n‡e|

6.3.3 we`¨vj‡qi cvV¨m~wP‡Z ¯^v¯'¨, cÖRbb ¯^v¯'¨ Ges cwZØwÜZv I kvixwiK Ges gvbwmK ¯^v¯'¨ welqK †gŠwjK Z_¨ AšÍf©y³ i j‡¶¨ c‡qvRbxq c`‡¶c MnY Kiv n‡e|

6.3.4 wkïi AwaKvi Ges gv I wkïi ¯^v¯'¨ i¶vi Dcvq m¤ú‡K mvaviY‡`i mv‡`‡k ZYg~j chv‡q wbqwgZ AewnZKiY Kgm~wP cwiPvjbv Kiv n‡e|

6.3.5 wkï‡`i Rb¨ wbivc` cvwbi Drm mÿf ivLv Ges jebv³ DcK~jxq GjvKv I Av‡mwbKhy³ cwbi GjvKvq weï× cvbxq Rj mieivn‡ni Rb¨ we‡kl c`‡¶c MnY n‡e|

6.3.6 we`¨vj‡q wkï evÜe cqtwb®‹vkb mye¨e¯'v ¯'vcb I cvbxq R‡ji mieivn wbwðZ Kiv n‡e|

6.3.7 Kb¨v wkï I wK‡kvix‡`i Rb¨ wk¶v cwZôvb I Kg©‡¶‡j Avjv`v cqt e¨e¯'v wbwðZ Kiv n‡e|

৬.৪ শিশুর বিকাশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৩-৫ বছর)

6.4.1 wkïi Avbyôvwbk wk¶v‡K djcm~Kivi j‡¶¨ meRbxb gvbweK e"Ëi mÿyweKv‡ki cwi‡ek wbwðZKi‡Yi D‡`¨vM MnY Ges cvK-cv_wgK wk¶v Kvh©µg kw³kvjx I m¤cmvwiZ Kiv n‡e|

6.4.2 cvK-cv_wgK wk¶v †K›`' PvjyKiZ Gme †K‡›`'i wk¶K‡`i †gŠwjK cwk¶Y c`v‡bi D‡`¨vM MnY Kiv n‡e|

6.4.3 3-5 eQi eqmx wkï‡`i Rb¨ wkï weKvk Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡e|

৬.৫ শিশু শিক্ষা

6.5.1 cv_wgK wk¶v webvg~‡j¨ c`vb Kiv n‡e| A\_©‰bwZK, ¶z b"‡Mvôx I Ab¨vb¨ Kvi‡Y cðvrc` I mye¨e ewÂZ Rb‡Mvôi wkï‡`i Rb¨ wk¶v‡cvKiYmn Drmvn c`vbKvix we‡kl myeawa c`vb Kiv n‡e|

6.5.2 mKj wkï‡K gva¨wgK ¯‡ii wk¶vi AvIZvq Avbv Ges cv_wgK I gva¨wgK ¯‡i S‡i cov †iv‡ai j‡¶¨ c‡qvRbxq e¨e¯'v MnY Kiv n‡e|

6.5.3 AvaybK we‡ki mv‡_ mvgÄm¨ weav‡bi j‡¶¨ gvbm¤§Z cv_wgK I gva¨wgK wk¶vi cvkvcwk e„wËg~jK I KwiMwi wk¶vi e¨e¯'v wbðZ Kiv n‡e| G‡¶‡Î '¶Zv AR‡bi welqwU‡K ¸i“‡Zi mv‡_ we‡ePbv Kiv n‡e|

6.5.4 wk¶vi me¯‡i mvsweavwbK wbðqZvi cwZdjb NUv‡bv Ges evsjv‡`‡ki ¯vaxbZv, mve‡fŠgZ I ALÐZv i¶vi cwZ wk¶v_x‡`i m‡PZb Kivi e¨e¯'v wbwðZ Kiv n‡e|

6.5.5 gvZfvlvi cvkvcwk Bs‡iwR fvlvq wkï I wK‡kvi-wK‡kvix‡`i '¶Zv AR‡bi Rb¨ cv_wgK I gva¨wgK ¯‡i we‡kl c`‡¶c MnY Kiv n‡e|

6.5.6 wk¶vcwZôv‡b mKj ai‡Yi kvixwiK I gvbwmK kw¯ wbwl× Kiv Ges kw¯i dj¯i"c †Kv‡bv wkï I wK‡kvi-wK‡kvixi †hb kvixwiK I gvbwmK ¶wZ bv nq †m j‡¶¨ wkï evÜe wk¶v'vb c×wZi ceZb Kiv n‡e|

6.5.7 †`‡ki cPwjZ wewfb avivi wk¶vi g‡a¨ mvgÄm¨ weavb Kiv n‡e hv‡Z mKj avivi wk¶v_xiv mgfv‡e D"P wk¶vi m‡hvM jvf Ges †`‡ki Dbqb Pwn'v c~iY Ki‡Z m¶g nq|

6.5.8 wkï‡`i wk¶vi gvb I DrKl e"×i Rb¨ miKvi c`‡¶c MnY Ki‡e Ges G j‡¶¨ wk¶K‡`i DbZ cwk¶Y c'vb I wk¶v cwZôv‡b wkï evÜe DbZ cwi‡ek eRvq ivLvi j‡¶¨ c‡qvRbxq c`‡¶c †bqv n‡e|

6.5.9 e¨w³ I RvZxq Rxe‡b %bwZK, gvbweK, mvs¯wZK, weÁvbwfwËK I mvgwRK g~j¨‡eva cwZôvi j‡¶¨ wkï‡`i Rb¨ wkï‡ZvI eB-cy¯K, cwÎKv, wm‡bgv I mKgvi Kjv PPvi mvgMx webvg‡j¨ ev fZwK g‡j¨ mieiv‡ni e¨e¯'v †bqv n‡e| bvbv ai‡Yi mnR I AvKlbxq wk¶v DcKiY, g‡Wj, Qov, Mí, Mvb I †Ljvi gva¨‡g cvK-cv_wgK wk¶v'v‡bi e¨e¯'v MnY Kiv n‡e|

6.5.10 wk¶v cwZôv‡b Avbyôvwb‡K wk¶vi cvkvcwk Abvbyôvwb‡K ev we‡kl wk¶v †hgb, µxov wk¶v, ¯vDU, Mvjm MvBW BZ¨vw`i e¨e¯'v wbwðZ Kiv n‡e|

6.5.11 gmwR`, gw›`i, MxRv I c¨v‡MvWvq ¯-¯ a‡gi wkï‡`i‡K agxq I %bwZK wk¶v c'v‡bi e¨e¯'v Kiv n‡e|

6.5.12 wk¶v cwZôvbmg‡ni Kvhµ‡g wbweo ch‡e¶Y I KvhKi mnvqZv wbwðZ Kivi j‡¶¨ cwiPvjbv e¨e¯'v Avi I DbZ Kivi c‡qvRbxq c`‡¶c MnY Kiv n‡e|

৬.৬ শিশুর বিনোদন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

6.6.1 wkïi Rb¨ gvbm¤úb we‡bv`b, †LjvayjvI mvs¯‹…wZK PPv myweav wbwðZ Kivi Rb¨ c`‡¶c MnY Kiv n‡e| cwZwU we`¨vj‡qi Rb¨ †Ljvi gvV, †Ljvi miÄvg ivLv, GjvKwfwËK wkï cvK ¯'vcb, µxov †K›`ª cwZôv Ges bMi cwiKíbvq Avewk¨Kfv‡e wkï‡`i Rb¨ †Ljvi gvV Aš—f©³ Kiv n‡e| `yhvMKvjxb mgq I Zvi cieZx©‡Z Avkq‡K‡›`ª wkï‡`i Rb¨ we‡bv`‡bi e¨e¯'v Kiv n‡e|

6.6.2 wkïiv †hb gy³ hy³×i †PZbv, †`kvZ¥‡eva, gvbweK gj¨‡eva Ges mgvR, †`k I RwZi RbK e½eÜy†kL gywReyi ingv‡bi Rxeb I Av`k, RvZxq Pvi †bZvi Rxeb I Kg Ges gy³‡hv×v‡`i Ae`vb m¤ú‡K m¤§yúó avivYv wb‡q †e‡o DV‡Z cv‡i GB D‡Ï‡k¨ wkï‡ZvI Pjw"PÎ, bvUK, wPÎKjv I wk‡íi Ab¨vb¨ kvLvq wkï‡`i PPv I AskMn‡Yi chvß myhvM wbwðZ Kiv n‡e|

6.6.3 cwZwU we`¨vj‡q we‡bv`bg~jK Kvhµ‡gi e¨e¯'v ivL‡Z n‡e Ges jvB‡eix m¤ú‡K avivYv †`Iqv n‡e| cwZeÜx wkï‡`i Rb¨ Zv‡`i Dc‡hvMx we‡bv`‡bi e¨e¯'v Kiv n‡e|

৬.৭ শিশুর সুরক্ষা

6.7.1 mKj cKvi mwnsmZv, wf¶vea„Ë, kvixwiK, gvbwmK I †hŠb wbhvZb Ges †kvl‡Yi wei"‡× wkï‡`i myi¶v wbwðZ Kivi c`‡¶c MnY Kiv n‡e| wkï‡`i Dci mwnsmZv, wbhvZb eÜ Kivi j‡¶¨ KvhKi I Rbm‡PZbZvg~jK Kgm~wP MnY Kiv n‡e|

6.7.2 AvB‡bi mv‡_ msNv‡Z RwoZ wkï, AvB‡bi ms¯ú‡k Avmv wkï Ges wePvi cwµqvq wkï AskMn‡Yi AwaKvi wkï AvB‡bi Aax‡b wbwðZ Kiv n‡e|

6.7.3 wkï‡`i gv`K e¨envi cwZ‡iva Dchy³ c`‡¶c Ges gv`Kvm³ wkï‡`i cybevm‡bi D‡`¨vM MnY Kiv n‡e|

6.7.4. wkï‡`i ivR‰bwZK KgKv‡Ð e¨envi, c‡jvfb ev †Rvi K‡i RwoZ Kiv hv‡e bv|

৬.৮ প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

6.8.1 RwZmsN cwZeÜx AwaKvi mb` Abyhvqx mKj ai‡bi cwZeÜx wkïi ¯xKwZ I m¤§v‡bi mv‡_ †e‡P _vKvi AwaKvi wbwðZ Kiv n‡e|

6.8.2 cwZeÜx wkï‡`i mgv‡Ri g~javivq GKxfZ ivLv Ges wk¶vmn Rxe‡bi cwZwU †¶‡Î mwµqfv‡e AskMnY wbwðZ Kivi Rb¨ e¨e¯'v MnY Kiv n‡e| wk¶v‡¶‡Î cwZewÜZvi wfbZvi cwZ ¸i"Zv‡ivc Kiv n‡e|

6.8.3 †h mg¯— wkï Awbevh Kvi‡Y wk¶vi g‡a¨ avivq Aš—f©³ n‡Z cvi‡e bv, ïay Zv‡`i †mBme wkïi Rb¨ we‡kl wk¶v e¨e¯'v we‡ePbv Kiv n‡e|

6.8.4 cwZeÜx wkï‡`i wk¶v, wPwKrmv, cwk¶Y I cybev©m‡bi Rb¨ h_vh_ cwZôvwbK Kvh©µg MnY Kiv n‡e|

6.8.5 cwZewÜZv cwZ‡iva I wbY©‡qi Rb¨ Kvh©µg MnY Ges cwiewiK cwi‡e‡k cwZeÜx wkï‡`i jvjb cvjb I weKv‡ki Rb¨ Zv‡`i cwievi‡K we‡kl mn‡hvwMZv c`vb Kiv n‡e|

6.8.6 cwZewÜZvi Kvi‡b †Kvb wkï †hb RvZxq wkï bxwZi AvIZvq †Kvb cKvi AwaKvi, myweav I †mev cwß †_‡K ewÂZ bv nq Zv wbwðZ Ki‡Z mKj AeKvVv‡gv, myweav I †mevmgn mK‡ji Rb¨ c‡ekMg¨ Kiv n‡e|

৬.৯ অটিস্টিক শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

6.9.1 AwUw÷K wkï‡`i AwaKvskB ¯vfweK eyw×gËvm¤úb I mgv‡Ri g~j avivq GKxf~Z ivLv Ges wkÿv mn Rxe‡bi cwZwU †ÿ‡Î mwµqfv‡e AskMnY wbwðZ Kivi Rb¨ e¨e¯'v MnY Kiv n‡e|

6.9.2 AwUw÷K wkï‡`i Rb¨ c‡qvRb †ev‡a mywbw`ó wk¶v cwZôvb, wk¶v c×wZ Ges DcKi‡Yi e¨e¯'v wbwðZ Kiv n‡e|

6.9.3 AwUw÷K wkï‡`i †h‡nZymvgwRK weKv‡ki †¶‡Î cwZeÜKZv _v‡K, †m‡nZy Zv‡`i cwic¥ weKvk mvab Kivi Rb¨ cwievi ev Zvi evev gv‡K h_vh_ cwk¶Y c`v‡bi e¨e¯'v wbwðZ Kiv n‡e|

6.9.4 AwUw÷K wkï‡`i wk¶v, wPwKrmv, cwk¶Y I cybev©m‡bi Rb¨ h_vh_ cwZôvwbK Kvh©µg MnY Kiv n‡e|

6.9.5 `ÿZvM I `ÿZvM cieZx mg‡q AwUw÷K wkï‡`i we‡kl Pvwn`vi cwZ ¸iæZ c`vb Kiv n‡e|

৬.১০ শিশুর জন্ম নিবন্ধন

6.10.1 mKj wkïi R‡b¥i Ae¨ewnZ c‡iB Rb¥ wbeÜb wbwðZ Kiv n‡e|

6.10.2 Rb¥ wbeÜb AvB‡bi h_vh_ c‡qvM Ges Gi cPvi I m‡PZbZv e„w× Kiv n‡e|

৬.১১ অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

6.11.1 ¶Ż b„‡Mvôx I AbMmi wkïi Dbqb I weKv‡ki mKj AwaKvi wbwðZ Kiv n‡e|

6.11.2 ¶Ż b„‡Mvôx wkï hv‡Z Zvi wbR¯ HwZn¨ I ms¯‹wZ. A¶ybœ †i‡L weKvk jvf Ki‡Z cv‡i †m j‡¶¨ e¨e¯v MnY Kiv n‡e|

৬.১২ দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিশুর সুরক্ষা

6.12.1 `y‡hvM †gvKv‡ejvi c¯wZ MnY Ges `y‡hvM cieZx cybevm‡bi mgq wkïi wbivcËvi welqwU AMwaKvi wfwË‡Z we‡ePbv K‡i Zv‡`i wbivcËv wbwðZ Kivi j‡¶¨ h_vh_ c`‡¶c MnY Kiv n‡e| G‡¶‡Î cwZeÜx wkï‡`i wbivcËv we‡kl fv‡e we‡ePbv Kiv n‡e|

6.12.2 `y‡hv‡Mi Riæwi Ae¯vq Kb¨v wkï‡`i wbivcËvi j‡¶¨ h_vh_ c`‡¶c MnY Kiv n‡e| ¯v¯¨ welqK DcKi‡Yi cvc¨Zv I cqtcYvjx e¨e¯v wbwðZKi‡Yi j‡¶¨ c‡qvRbxq e¨e¯v MnY Kiv n‡e|

6.12.3 `y‡hvMKvjxb Riæwi Ae¯v †gvKv‡ejvq wkï‡`i wec` KwU‡q DVvi ¶gZvi Dci ¸iæZ w`‡q e¯MZ mvnv‡h¨i cvkvcwk wkï I Zv‡`i Awffve‡K‡`i c‡qvRbxq g‡bv-mvgwRK mnvqZv c`vb Kiv n‡e|

6.12.4 mvgwRK wbivcËv Kvhµg‡K Av‡iv wkï-evÜe Kiv Ges cwiPhv e¨e¯vcbvi gva¨‡g GwZg I Amnvq wkï‡`i Riæwi Ae¯vq mnvq¶vi Rb¨ Kg‡KŠkj ceZb Kiv n‡e|

6.12.5 `y‡hvMKvjxb Riæwi Ae¯vq Lv`¨ weZiY Kvhµg †hb wkïi Pwn`v c‡Y Ki‡Z cv‡i, Zv wbwðZ Kivi Rb¨ c`‡¶c MnY Kiv n‡e| GQvovI weZiY mvgMxi g‡a¨ wkïi †Ljbv mvgMx Ašf³ Ki‡Z n‡e hv‡Z K‡i wkï `y‡hvMmsµvš fqfxwZ KwU‡q D‡V ¯vfvweK Rxebhvcb Ki‡Z cv‡i|

6.12.6 `y‡hvM cieZx Riæwi Ae¯vq Lv‡`¨i cvkvcwk wkïi wk¶v I ¯v‡¯¨i wel‡q we‡kl ¸iæZ Av‡ivc Kiv n‡e| msµvgK I cwb evwnZ †ivM †_‡K i¶v Ges ¯íZg mg‡qi g‡a¨ wk¶vi myeav cybenv‡ji c`‡¶c MnY Kiv n‡e|

6.12.7 MfeZx I cmwZ Ges beRvZK‡`i Rb¨ we‡kl e¨e¯v, †hgb †e÷ wdwWs KYvi ivLv n‡e|

6.12.8 ‘yhvMKvjxb I ‘yhvM cieZx mg‡q wkï †h KwgDwbwU ev m¤c`v‡q emevm K‡i D³ KwgDwbwU ev m¤c`v‡qi m`m¨‡`i‡K ‘ykvM¯ wkï Kj¨vY Kvhµ‡g m¤ú„³ Kiv n‡e|

৬.১৩ শিশুদের অংশগ্রহণ ও মতামত গ্রহণ

wkïi AwaKvi I Dbq‡bi mv‡_ mswkó ms¯v/cwZôv‡b wkïi Dbqb wbwðZKi‡Yi j‡¶¨ MÖnxZ mKj Kvhµ‡g Zv‡`i gZvgZ I AskMÖn‡Yi Dci ¸iæZ c`vb Kiv n‡e|

৭. কিশোর কিশোরীদের উন্নয়ন

7.1 wK‡kvi wK‡kvix‡`i we‡kl c‡qvR‡bi cwZ ¸iæZv‡ivc K‡i c‡qvRbxq c`‡¶c MnY Kiv n‡e|

7.2 wK‡kvi wK‡kvix‡`i kvixwiK I gvbwmK ¯v‡¯¨i h\_vh\_ weKv‡ki j‡¶¨ c‡qvRbxq c`‡¶c MnY Kiv n‡e|

7.3 wK‡kvi wK‡kvix‡`i kvixieË„xq I Av‡eMRwbZ welq¸wj we‡ePbvq †i‡L cwicwkK cwi‡e‡k cRbb ¯v¯¨mn Ab¨vb¨ c‡qvRbxq wk¶v c`v‡bi e¨e¯v MnY Kiv n‡e|

7.4 wK‡kvi wK‡kvix‡`i cwZ mwnsmZv, we‡q, cvPvi, ewYwR¨K fv‡e †hŠb Kv‡R eva¨ Kiv Ges Ab¨vb¨ mKj ¶wZKi KvR †\_‡K i¶vi gva¨‡g Zv‡`i mjy¶vi AwaKvi wbwðZ Kiv n‡e|

৮. কন্যা শিশুদের উন্নয়ন

Av_-mvgwRK †c¶vc‡U †Q‡j I †g‡q wkïi g‡a¨ we`¨gvb %elg¨ `~xKi‡Yi j‡¶¨ wb‡gv³ c`‡¶c MnY Kiv n‡e:

8.1 Kb¨v wkïi kvixwiK I gvbwmK ¯v‡¯¨i h_vh_ weKv‡ki j‡¶¨ c‡qvRbxq AwaKvimgn~ wbðZ Kiv n‡e|

8.2 Kb¨v wkïi cwZ mKj cKvi ˆelg¨g~jK AvPiY `~xKiY Ges cwievimn mKj †¶‡Î wj½ mgZv wbwðZ Kiv n‡e|

8.3 Kb¨v wkï‡`i wk¶v cwZôv‡b wbqwgZ Dcw¯wZ wbwðZ Kiv n‡e|

8.4 wk¶v cwZôvbmn wewfbœ †¶‡Î †hgb iv¯vNv‡U Kb¨v wkïiv †hb †Kvbi{c †hŠb nqiwb, c‡bvMvdx, kvixwiK I gvbwmK wbhvZ‡bi wkKvi bv nq Zvi Rb¨ c‡qvRbxq e¨e¯v wbwðZ Kiv n‡e|

8.5 Kb¨v wkï‡`i Rb¨ wbivc` I gvbm¤úbœ we‡bv`b, †Ljvayjv I mvs¯‥wZK PPvi my‡hvM wbwðZ Kiv n‡e|

8.6 cwZeÜx Kb¨v wkï‡`i cwZ ˆelg¨gyjK AvPiY `~ixKiY Ges mKj †¶‡Î wbivcËv wbwðZ Kiv n‡e|

৯. শিশুশ্রম নিরসনের পদক্ষেপসমূহ

wkïkªg chvqµ‡g wbimb Kiv n‡e| wkïkªg wbim‡bi j‡¶¨ RvZxq wkïkªg wbimb bxwZ 2010 Gi Av‡jv‡K wb‡gœv³ c‡qvRbxq c`‡¶c MnY Kiv n‡e|

9.1 wkï‡`i kvixwiK I gvbwmK ¯^v‡¯'¨i Rb¨ Abyc‡hvMx Kgcwi‡ek wbwðZ Ki‡Z n‡e| †m‡¶‡Î wkï‡K †hb †Kvb ai‡Yi AmvgwRK ev Aghv©`vKi Ges SyuwKc~Y© Kv‡R wb‡qvwRZ Kiv bv nq Zv wbwðZ Kiv n‡e | Kg©‡¶‡Î ‰`wbK KgN›Uv I Gi ga¨eZx© wbw`ó mg‡q Kgwei¯wZ wbwðZ Kiv n‡e|

9.2 k‡g wb‡qvwRZ wkï‡`i KgN›Uv AwZµvšÍ nIqvi ci wk¶v I we‡bv`‡bi e¨e¯'v wbwðZ Ki‡Z n‡e|

9.3 KgKvjxb mg‡q wkï †Kvb ai‡Yi `yN©Ubvi m¤§yLxb n‡j ev Amy¯' Abyf~e Ki‡j gvwjKc¶ ev wb‡qvMKZv© c‡qvRbxq wPwKrmv †mev c`vb Ges cwiev‡ii m`m¨‡`i mv‡_ mv¶v‡Zi e¨e¯'v wbwðZ Ki‡Z n‡e|

9.4 MhŸK‡g ev Ab¨vb¨ K‡g wb‡qvwRZ wkï‡`i cwZgv‡m Kgc‡¶ GKevi evev-gv ev AvZ¥xq-¯^R‡bi mv‡_ wgwjZ nIqvi e¨e¯'v wbwðZ Ki‡Z n‡e|

9.5 MhŸK‡g wb‡qvwRZ wkï‡`i mvaviYZ mve©¶wbK Kgx© wn‡m‡e wbhy³ _v‡K weavq Zv‡`i †jLv-cov, _vKv-LvIqv, Avb›`-we‡bv`b wbwðZ Kiv Ges Zv‡K SyuwKc~Y© KvR Kiv‡bv †_‡K weiZ ivL‡Z n‡e|

9.6 wewfbœ cwZôv‡b k‡g wb‡qvwRZwkï‡`i †hb †Kvbiƒc kvixwiK, gvbwmK I †hŠb wbhvZ‡bi wkKvi bv nq Zv wbwðZ Ki‡Z n‡e|

9.7 kgRxex wkï‡`i `wi‡`ª Pµ n‡Z †ei K‡i Avbvi j‡¶¨ Zv‡`i wcZvgvZv‡`i Avq e„w×gyjK KgKv‡Ð m¤ú„³ Ki‡Z n‡e|

9.8 kgRxex wkï‡`i ¯^v¯'¨ wdwi‡q Avbvi Rb¨ e„Ë I Avbylw½K c`‡ÿc Ki‡Z n‡e|

9.9 wkïk‡g ¶wZKi cfve m¤ú‡K© wcZvgvZv, mvaviY RbM‡Yi g‡a¨ m‡PZbZv e„w× Ki‡Z n‡e|

9.10 wkïkªg wbim‡bi j‡¶¨ wewfbœ ¯^í, ga¨ I `xN©‡gqvw` cwiKíbv ev¯Íevqb †KŠkj I Kgm~wP MnY Kiv n‡e|

9.11 cwZôwbK wk¶vi cvkvcwk cwiewiK †ckvi wewfb KgKv‡Ð wkï‡`i AskMnY‡K DrmwnZ Ki‡Z n‡e|

১০. বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ

10.1 wkï AwaKvi I Dbqb wbwðZ Kivi j‡¶¨ RvZxq chv‡q MwVZ RvZxq bvix I wkï Dbqb cwil` (NCWCD) Gi Kvhµg Ae¨vnZ ivLv n‡e| GB KwgwUi gva¨‡g gv I wkïi Rb¨ m‡evËg Dbqb I mÿ¶v, wkï AwaKvi mb` ev¯evqb Ges GZ`msµvš AvBb I wewa-weav‡bi mgšœc‡qvM wbwðZ Kivi j‡¶¨ c‡qvRbxq wb‡`kbv c`vb Kiv n‡e|

10.2 wkïi Dbqb I AwaKvi msi¶‡Yi j‡¶¨ gwnjv I wkï welqK gšYvjq Ges Gi Aaxb¯ `ßimg‡ni AeKvVv‡gvi Dbqb I c‡qvRbxq m¤cmvi‡Yi gva¨‡g Kg¶gZv e„w× Kiv n‡e|

10.3 RvZxq chv‡q AvB‡bi gva¨‡g ÔwkïÕ‡`i Rb¨ b¨vqcvjÕ (Ombudsman for Children) wb‡qvM †`qv n‡e| Ôwkï‡`i R‡b¨ b¨vqcvjÕ RvZxq KgmwP‡Z wkï‡`i AwaKvi I Kj¨vY Ae¨vnZ ivLvi †¶‡Î Ges RwZmsN mb` ev¯evqb ch‡e¶‡Y fwgKv cvjb Ki‡e|

10.4 c‡Z¨K gšYvjq I wefv‡M Dc-mwPe I Z`ya© chv‡qi GKRb KgKZv‡K †dvKvj c‡q›U I Ab¨ GKRb KgKZv‡K weKí †dvKvj c‡q›Ui `wqZ c`vb Kiv n‡e| GmKj KgKZvMY wkï welqK Kvhµg mgš‡qi j‡¶¨ cwZ wZb gvm Aši gwnjv I wkï welqK gšYvj‡qi AMMwZi cwZ‡e`b †ciY Ki‡eb|

১১. সরকারি ও বেসরকারি কর্মকাণ্ডের সমন্বয়

wkï AwaKvi cwZôvi Rb¨ miKwi D‡`¨vM‡K mnmsnZ I Avil djcmyKivi j‡¶¨ †emiKwi ms¯vmg‡ni mn‡hwMZv‡K DrmwnZ Kiv n‡e| bxwZ wbaviY I ev¯evqb Dfq †¶‡Î miKwi †emiKwi KgKv‡Ði mgšq wbwðZ Kiv n‡e|

১২. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

wkïi Dbqb I AwaKvi ev¯evq‡bi †¶‡Î ¯”QZv I Revew`wnZv wbwðZ Kivi j‡¶¨ KvhKi c×wZ AbymiY Ges Kvhµ‡gi AMMwZ wbqwgZ gwb¨vqb Kiv n‡e|

১৩. গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

wkï welqK Kvhµ‡gi DË‡ivËi Dbq‡bi j‡¶¨ c‡qvRbxq M‡elYv, Pjgvb D‡`¨vMmg‡ni h_vh_ cwiex¶Y Ges gwb¨vq‡bi wbwgË c`‡¶c MnY Kiv n‡e|

১৪. শিশু নীতি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংস্থান

‡`‡ki Dbqb cwiKíbvq wkï‡`i Dbqb GKwU AMwaKvicvß welq wn‡m‡e we‡ewPZ n‡e| G †cw¶‡Z mKj `xN‡gqv`x Dbqb cwiKíbvq wkï AwaKvi ev¯evqb I wkï Dbq‡bi

welqmgn~ mybw`ófv‡e Ašfz©³ Ges RvZxq ev‡R‡U chvß A\_ eiv‡×i D‡`¨vM MnY Kiv n‡e|

১৫. আইন ও বিধি বিধান প্রণয়ন

RvZxq wkï bxwZ ev¯evq‡bi j‡¶¨ c‡qvRbxq AvBb, wewa-weavb, wb‡`wkKv BZ¨w` cYqb Kiv n‡e|

শিশু বিল ২০১৩

‡Kvb e¨w³ hw` wkï‡K mšvmx Kv‡R wb‡qwRZ K‡ib, Z‡e Zvi wePvi n‡e mšvmwe‡ivax AvB‡b| G ai‡bi Aciv‡ai kw¯ gZz¨Ð| G weavb †i‡L 16 Rby 2013 RvZxq msm‡` wkï wej 2013 cvm n‡q‡Q|

cvm nIqv we‡ji 79 `dvq ejv n‡q‡Q, †Kvb e¨w³ wkïi cKZ. `wqZm¤úb ev ZZveavbKvix †nvK ev bv †nvK, †Kvb wkï‡K mšvm we‡ivax AvBb-2009 Gi 6 avivq DwjwLZ †Kvb mšvmx Kv‡R wb‡qwRZ Ki‡j ev e¨envi Ki‡j wZwb ¯qs IB mšvmx KvR K‡i‡Qb e‡j MY¨ n‡e Ges wZwb IB avivq DwjwLZ `‡Ð `wÐZ n‡eb|

mšvm we‡ivax AvBb, 2009 Gi 6 avivq ejv Av‡Q, †Kvb e¨w³ ev mËv mšvmx KvR msNUb K‡i _vK‡j wZwb ev IB mZvi mswkó e¨w³ ev e¨w³iv wZwb ev Zviv †h bv‡gB cwiwPZ †nvb bv †Kb, wZwb gZz¨Ð ev hve¾xeb Kviv`Ð ev Ab~¨b 20 eQi Ges Kgc‡ÿ Pvi eQi chš †h‡Kvb †gqv‡`i mkg Kviv`‡Ð `wÐZ n‡eb Ges Gi AwZwi³ A_`Ð Av‡ivc Kiv hv‡e|

cvm nIqv we‡ji 79 avivq Avil ejv n‡q‡Q, hw` †Kvb e¨w³ †Kvb wkï‡K w`‡q Av‡Mqv¯ ev A‰ea ev wbwl× e¯ enb Kivb, Zvn‡j IB e¨w³ m‡ev"P wZb eQ‡ii Kviv`Ð ev GK jvL UvKv A\_`‡Ð A_ev Dfq`‡Ð `wÐZ n‡eb|

G AvBb Abymv‡i, wkï Aciv‡ai wePv‡ii Rb¨ Avjv`v wkï Av`vjZ _vK‡e| msNv‡Z RwoZ wkï ev AvB‡bi ms¯ú‡k Avmv wkï †Kvb gvgjvq RwoZ _vK‡j, †h †Kvb AvB‡bi Aax‡bB †nvKbv †Kb, IB gvgjv wePv‡ii GLwZqvi †Kej wkï Av`vj‡Zi \_vK‡e| AvB‡b wkï Acivax I cvß eq¯‹ Acivax‡K GKm‡½ †Kvb Aciv‡ai `v‡q Awf‡hvMcÎ fz³ bv Kivi weavb ivLv n‡q‡Q Ges †h †Kvb gvgjvq wkï‡K Rwgb †`Iqvi weavb ivLv n‡q‡Q|

AvB‡b ejv n‡q‡Q bq eQ‡ii wb‡Pi †Kvb wkï‡K †Kvb Ae¯vq †Mßvi ev AvUK ivLv hv‡ebv| bq eQ‡ii †ewk eq‡mi †Kvb wkï‡K †Mßvi ev AvUK Kiv n‡j nvZKov ev †Kvg‡i `wo civ‡bv hv‡ebv| †KD Av\v‡iv eQ‡ii Kg eqmx †Kvb wkïi cwZ wbôzZv

†`L‡j wZwb AbwaK cuvP eQ‡ii Kviv`Ð A_ev GK jvL UvKv A_ev Dfq`‡Ð `wÐZ n‡eb|

AvB‡b ejv n‡q‡Q, G AvB‡bi Aaxb wePvivaxb †Kvb gvgjv ev wePviKvhµg m¤ú‡K wc›U ev B‡jKUwbK wgwoqv ev B›Uvi‡b‡Ui gva¨‡g †Kvb wkïi ¯v‡_i cwicšx Ggb †Kvb cwZ‡e`b, Qwe ev Z_¨ cKvk Kiv hv‡e bv| hvi Øviv wkï‡K cZ¨ÿ ev c‡ivÿ fv‡e kbv³ Kiv Kiv hvq| G weavb j•Nb Ki‡j GK eQi Kviv`Ð ev 50 nvRvi UvKv A_`‡Ði weavb ivLv n‡q‡Q|[34] GQvovI evsjv‡`‡k cPwjZ †h mg¯ AvB‡b cZ¨ÿ I c‡ivÿfv‡e wkï AwaKvi msµvš wewfbœ welqw` Av‡jwPZ n‡q‡Q †m¸‡jv n‡jv- †ijI‡q AvBb- 1890, Awffve‡K I cwZcvj¨ AvBb- 1890,evsjv‡`‡k wkï GKv‡Wgx Aa¨v‡`k 1976,‡hŠZK wbwl× KiY AvBb 1980, GwmW I Aciva `gb AvBb 2002 Gesbvix I wkï wbhvZb `gb (ms‡kvabx) AvBb 2003|[35]

বিভিন্ন আইনে শিশু সম্পর্কিত অপরাধসমূহ এবং এর শাস্তি

wkï m¤úwKZ wewfbœ AvB‡b wewfbœ cKvi Aciva Ges kw¯i weavb cewZZ n‡q‡Q| wb‡¤œ Gi msw¶ß wPÎ Zz‡j aiv n‡jv: [36]

ক্রমিক নং	আইনের নাম	ধারা	অপরাধের নাম	দণ্ড
1	wkï AvBb, 1974	34	wkï‡`i cwZ wbôziZv	2 eQi/1000/Dfq `Ð
		35	wfÿve„wË‡Z wb‡qvM	1 eQi/300/Dfq `Ð
		36	wkï ZZveavb †_‡K gvZjvgx	100/`Ð
		37	‡bkvM¯Kvix mšÍvb wKsev wec¾bK Jla c‡qvM	1 eQi/500/Dfq `Ð
		38	‡bkv ev wec¾bK Jla wewµi ¯v‡b c‡e‡ki AbygwZ `vb	500/`Ð
		39	wkï‡K evRx ai‡Z ev FY Ki‡Z D¯wb `vb	6 gvm/200/Dfq `Ð
		40	wkïi wbKU n‡Z eÜK	1 eQi/500/Dfq `Ð

34. c_g Av‡jv, XvKv: 17 Rby, el 15, msL¨v 222, 2013
35. we¯wiZ `. wmwÏKzi ingvb wgqv, *নারী ও শিশু অধিকার*, XvKv: Kvgi‚j eyK nvDm, 2004, c„ 1-80
36. we¯wiZ `. †gvt AvbQvi Avjx Lvb, wkï welqK AvBb, XvKv: evsjv‡`k j eyK †Kv¤úvbx, 2005 Lªx. c„139-141

			MnY ev µq	
		41	wkï‡K cwZZvj‡q _vKvi AbygwZ	2 eQi/1000/Dfq ‘Ð
		42	Amrc‡_ cwiPvjbv ev Ki‡Z Drmvn ‘vb	2 eQi/1000/Dfq ‘Ð

ক্রমিক নং	আইনের নাম	ধারা	অপরাধের নাম	দণ্ড
		43	ewjKv‡K Amrc‡_ PwjZ Ki‡Z Skx Ki mn¤§wZ	gvP‡jKv
		44	wki¨ KgPvix‡`i †kvlY	100/`Ð
		45	wki¨ ev wK‡kvi Aciva‡`i cvjvq‡b mnvqZv	2 gvm/200/Dfq `Ð
		46	wki¨ m¤úwKZ wi‡cvU ev Qwe cKvk	2 gvm/200/Dfq `Ð
2	evsjv‡`k `Ð wewa	363	AvBbvbyM AwfeveK n‡Z gbyl¨ niY	7 eQi/A_© `Ð/Dfq `Ð
		364-K	10 eQ‡ii Kg eq¯‹ †Kvb e¨w³‡K AcniY ev niY Kiv	gZ¨y`Ð/hve¾xeb Kviv`Ð/14eQi Kviv`Ð/ A_© `Ð/Dfq `Ð
		366-K	Acvß eq¯‹ ewjKv msMnKiY	10 eQi Kviv`Ð/A_© `Ð
		366-L	we‡`k n‡Z ewjKv Avg`vwb	10 eQi Kviv`Ð/A_© `Ð/Dfq `Ð
		369	‡`nvfiY Pzwi Kivi Awfcv‡q 10 eQ‡ii Kgeq¯‹ wki¨ AcniY ev niY Kiv	7 eQi Kviv`Ð/A_© `Ð/Dfq `Ð
		372	‡ek¨vewËi D‡Ï‡k¨ Acvß eq¯‹‡`i wewµ	10 eQi Kviv`Ð/A_© `Ð/Dfq `Ð
		373	†ek¨vewËi D‡Ï‡k¨ Acvß eq¯‹‡`i wewµ	10 eQi Kviv`Ð/A_© `Ð/Dfq `Ð
3	bvix I wki¨ wbhvZb AvBb 200	4	`nbKvix BZ¨w` c`v_© Øviv msNwUZ Aciva (GwmW wb‡ÿc)	gZ¨y`Ð/hve¾xeb Kviv`Ð/1 jÿ UvKv Rwigvbv
		6	wki¨ cvPvi, BZ¨w`I kw¯—	gZ¨y`Ð/hve¾xeb Kviv`Ð/14eQi Kviv`Ð/ A_© `Ð
		7	wki¨ AcniY	gZ¨y`Ð/hve¾xeb Kviv`Ð/14eQi Kviv`Ð/ A_© `Ð

ক্রমিক নং	আইনের নাম	ধারা	অপরাধের নাম	দণ্ড
		8	gy³ cY Av‘vq	gZ„ÿ Ð/hve¾xeb Kviv‘Ð/ A_ ‘Ð
		9	wkï aIY	gZ„ÿ Ð/hve¾xeb mkg Kviv‘Ð/ A_ ‘Ð
		12	wfÿve„wËi D‡Ï‡k¨ wkïi A½nwb	14 eQi mkg Kviv‘Ð/ A_ ‘Ð
		13	msev‘ gva¨‡g wbhwZZv bvix I wkïi cwiPq cKvk	2 eQi Kviv‘Ð/ 1 jÿ UvKv Rwigvbv
4	AwfeveK I cwZcvj¨ AvBb 1890 (1890 mv‡ji 8 bs AvBb)	44	GLwZqvi n‡Z cwZcv‡j¨i Acmvi‡Yi Rb¨	1000 UvKv Rwigvb ev 6 gvm †‘Iqvbx †Rj
		45	Aeva¨Zvi kw¯	500/ A_ev †‘Iqvbx †Rj
5	e¯Ki ‘¯ai weKÍ Aa¨v‡‘k, 1984 (1984 mv‡ji 43 bs Aa¨v‡‘k)	7	e¯Ki ‘¯ai Aa¨v‡‘‡k ewYZ weavb j•Nb	2 eQi Kviv‘Ð/ 2000 UvKv Rwigvbv
6	KviLvbv AvBb, 1965 (1965 mv‡ji 4 bs AvBb)	100	wkï kwgK‡K 2 RvqMvq KvR Kiv‡bvi kw¯	1 gvm Kviv‘Ð/ 500 UvKv Rwigvbv/ A_ ‘Ð
7	wkï kwgK wb‡qvM AvBb, 1938	4	wewfb avivi weavb j•Nb	500 UvKv chš Rwigvbv
8	wkï (kg eÜKx) AvBb, 1933 (1933 mv‡ji 2 bs AvBb)	4	AvB‡bi mv‡_ msMwZnxb Pw³	50 UvKv Rwigvb
		5	wkï kwg‡Ki Rb¨ Zv‡‘i evev gv‡qi mv‡_ Pw³ m¤úv‘b	200 UvKv chš Rwigvb
9	evj¨weevn wb‡iva AvBb,1929	12(5)	AÎ AvB‡bi wb‡lavÁv jsNb RwbZ	3 gvm mkg Kviv‘Ð/1000 UvKv Rwigvbv/ Dfq ‘Ð

বাংলাদেশর বিভিন্ন আইনে শিশু অধিকার

mvgwMK fv‡e ¯vaxbZvce© I ¯vaxbZv‡ËviKv‡j wkï ¯v_ iÿv I Kj¨v‡bi †ÿ‡Î M„nxZ D‡jL‡hvM¨ AvBbmg‡ni mswÿß wPÎ Zz‡j aiv n‡jv[37]

আইনসমূহ			আইনের উল্লেখযোগ্য দিক
1	wkÿvbexk AvBb, 1850	K)	Amnvq I we‘Mvgx wkï‡`‘i Kgÿg bvMwiK wnmv‡e M‡o †Zvjvi Rb¨ wkÿvbexk wnmv‡e wb‡qv‡Mi e¨e¯v †bqv nq|
		L)	10 †_‡K 18 eQi chš eqmx‡`‘i wkÿvbexk wnmv‡e we‡ePbvq Avbv nq|
	আইনসমূহ		আইনের উল্লেখযোগ্য দিক
2	AwfeveK‡Zi gyw jg AvBb, 1890	K)	AwfeveKZ wbaviY K‡i wkï‡`‘i Rvb-gvj †ndvR‡Zi e¨e¯v Kiv nq|
		L)	bvevj‡Ki m¤úwË cÖyi±vi I iÿvi e¨e¯v †bqv nq|
3	wid‡gUvix ¯Ky AvBb, 1897	K)	15 eQi chš Acivax‡`‘i †RjLvbvq †ciY bv K‡i ms‡kva‡bi e¨e¯v Kiv nq|
4	e½xq wkï AvBb, 1922	K)	Acivax wK‡kvi‡`‘i Rb¨ wK‡kvi Av`vjZ I wkí we`¨vjq ¯vc‡bi e¨e¯v †bqv nq|
		L)	wePviKvh m¤úbœ bv nIqv chš wK‡kvi Acivax‡K AvUKM„n ivLvi wb‡`‘k †`qv nq|
		M)	wkïi cwZ wbôziZ AvPiY ev AmrKv‡h c‡iwPZ Kivi Rb¨ kvw¯i weavb|

37. we¯wiZ ‘. evnvDwÏb Avn‡g`, *আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার আইন*, XvKv: mvgQ cvewj‡Kkb, b‡f¤i 2007, c„242-243

	আইনসমূহ		আইনের উল্লেখযোগ্য দিক
5	wkï kg(wkï‡`i kg eÜK) AvBb, 1933	K)	wkï kg cwZ‡iva I wbqš‡Yi e¨e¯v †bqv nq|
		L)	wkï kg eÜKxi Pz³ ‡K ewZj K‡i Gi|c Pz³ Kiv‡K kw¯‡hvM¨ Aciva wnmv‡e †NvlYv Kiv nq|
6	GwZgLvbv I weevn mb` AvBb, 1944	K)	GwZg wkï‡`i Rb¨ GwZgLvbv cwZôv I cwiPvjbvq wek„Ljv I Awbqg cwZ‡iva Kiv nq|
7	KviLvbv AvBb, 1965	K)	KgRxex gwnjv‡`i wkï‡`i iÿYv‡eÿY I jvjb-cvj‡bi e¨e¯v †bIqv nq|
		L)	wkï kg †iva I wbqšY Kiv nq|
		M)	wkïi ¯v¯¨MZ ¯v_ msiÿY Kiv nq|
8	wkï AvBb, 1974	K)	wK‡kvi Acivax ms‡kvab I Zv‡`i ¯v_ iÿv Ges A‡bK Av`vjZ I ms‡kvab †K›` ¯vc‡bi e¨e¯v †bhv nq|
		L)	`y¯ I Ae‡nwjZ wkï‡`i ZËveav‡bi e¨e¯v MnY Kiv n‡e|
		M)	wkï m¤úwKZ we‡kl AcivamgE‡ni kw¯ c`v‡bi e¨e¯v †bqv nq|
		N)	wK‡kvi Acivax‡`i †ndvR‡Zi e¨e¯v Kiv nq|
		O)	wkï‡`i cwZ wbôzi AvPi‡Yi `Ðweavb Kiv nq|
		P)	wkï AwaKvi I wkï ¯v¯¨ iÿvi e¨e¯v ivLv nq|

evsjv‡`‡k wkï‡`i AwaKvi msiÿY I Dbq‡bi j‡ÿ¨ gwnjv I wkï welqK GKwU ¯Zš gšYvjq i‡q‡Q\| GQvov i‡q‡Q wkï GKv‡Wgx, wkÿv gšYvjq, mgvRKj¨vY gšYvjqmn wewfb gšYvj‡qi eûgyLx Kg cwiKíbv\| †`kx I we‡`kx mvnvh¨cÖvß †emiKwi †mev ms¯vmgnI (NGO's) wkï AwaKvi Av`v‡qi j‡ÿ¨ KvR K‡i hv‡"Q\|[38]

38. gwnjv I wkï welqK gšYvjq, XvKv: MYcRvZšx evsjv‡`k miKvi, *বিশ্ব শিশু সম্মেলনে নির্দিষ্টকৃত লক্ষমাত্রা অর্জন সম্পর্কিত জাতীয় প্রতিবেদন ২০০০, পৃ. ১৩*

evsjv‡`k RvwZmsN wkï AwaKvi mb‡` ¯vÿiKvix c_g 22wU †`‡ki g‡a¨ Ab¨Zg|[39] 1990 mv‡ji 3 AvM÷ evsjv‡`k wkï AwaKvi mb` cÖwivq Aby¯vÿi K‡i|[40] GZ`m‡Ë¡I we‡ki Ab¨vb¨ †`‡kigZ evsjv‡`‡kI wkïiv A‡bK cvc¨ AwaKvi †_‡KewÂZ n‡"Q| wkï‡`i my¯'i fv‡e †e‡o DVv, cwZcvjb, wkÿv, cÖwx, ¯v¯'¨MZ wewfb mgm¨v evsjv‡`‡k i‡q‡Q| evsjv‡`‡kmn weke¨vcx wkïiv wbhvZb, AgvbweK kg, cvPvi, †hŠb nqivwbg~jK bvbv mgm¨vq wbcwZZ|[41]

eZgv‡b evsjv‡`‡k AvVv‡iv eQ‡ii Kg eq‡mi RbmsL¨v Qq †KwwU wÎk jÿ hv †gvU RbmsL¨vi cÖvqZwjk kZvsk| wewfb bxwZ I AvB‡b wkïi eqmmxgv wb‡q gZcv_K¨ _vKvq G wecyj RbmsL¨vi AwaKvskB myÿv †_‡K ewÂZ n‡"Q, hw`I wkïbxwZ I RwZmsN mb` Abyvq‡i Zv‡`i G AwaKvi jvf Kivi K_v wQj|[42]

G †_‡K DËi‡Yi j‡ÿ¨ miKvi †NwlZ wkïbxwZ KgcwiKíbv m¤ú‡K m‡PZb Kivi Rb¨ cwZeQi 29 †m‡Þ¤i †_‡K 5 A‡±vei chš RvZxq wkï AwaKvi mßvn cwjZ nq Ges MYgvax nq RvZxq I cwZôvwbK chv‡q wewfb KgmwP I Kg cwiKíbv|

39. ivBUm Kv÷vi, *শিশু অধিকার*, RvwZmsN wkï AwaKvi mb`, XvKv: BDwb‡md, evsjv‡`k gwnjv I wkï welqK gšYvjq, evsjv‡`k †hŠ_ cKvkbv, A‡±vei 1988, c„ 4
40. MvRx kvgmyi ingvb, *শিশু অধিকার সনদের ভাষ্য*, XvKv: evsjv‡`k wkï GKv‡Wgx, 1994, c„ 01
41. Kvgvj wmwÏKx, *সুন্দর জীবনের সন্ধানে*, evsjv‡`‡ki wkkyAwaKvi Kb‡fbkb ev¯evq‡bi Kg‡KŠkj, XvKv: BDwbfwmwU †cm wj:, 2002, c„ 57-84
42. W. ˆmq` gÄyiæj Bmjvg m¤úvw`Z, *বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার*, XvKv: BDwb‡md, 1997, c„ 9

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলাম ও বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ : একটি পর্যালোচনা

 Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলাম ও বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ : একটি পর্যালোচনা

শিশুরা দেশ ও জাতি গঠনের মূল ভিত্তি। আজকের শিশুরাই আগামীতে বিশ্বের নেতৃত্ব দিবে; একথাটি সকলের নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। সকলেই শিশুকে সঠিকভাবে লালন-পালনের গুরুত্বে একমত। তাইতো কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেছেন-

'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি,
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'

(*ছাড়পত্র*, সুকান্ত ভট্টাচার্য)

শিশুর জন্য নিরাপদ বিশ্ব গঠনে প্রাচীন কাল থেকেই শিশু লালন-পালনে পিতা-মাতার পাশাপাশি সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি, এমনকি বিশ্ব নেতৃবৃন্দ নিয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ। প্রণয়ন করেছে শিশু অধিকার সনদ ও নীতিমালা। এরই ধারাবাহিতকতায় বাংলাদেশ ২০১১ সালে প্রণয়ন করেছে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১।

মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে ইসলাম শিশু লালন-পালনে গুরুত্ব প্রদান করেছে। কামনা করেছে শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এমনকি মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বলেন,

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার ঘরের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি, হে আমাদের প্রতিপালক, যাতে তারা নামায কায়েম রাখে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন, তাদের ফলাদি দ্বারা রুযী দান করুন, সম্ভবত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।[১]

মানবতার মুক্তির দূত শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আলোকদীপ্ত অন্তর জুড়েও ছিল শিশুদের প্রতি প্রবল ভালবাসা। নবীজী কখনও শিশুদের ক্রন্দন শুনতে পেলে নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে দিতেন এবং বলতেন,

انى اكره ان اشق على امه

অর্থ : আমি চাইনা যে, তার মায়ের কষ্ট হোক।[২]

---

১. আল-কুরআন, ১৪ : ৩৭

২. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ.২১

 Dhaka University Institutional Repository

১৪ শত বছর পূর্বে ইসলাম যে শিশুনীতি গ্রহণ করেছে তাতে ঘোষণা করা হয়েছে, শিশু পিতা-মাতার জন্য আমানত। তাদের ভালবাসা, লালন-পালন ও পরিচর্যা ধর্মীয় দায়িত্ব এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় বিশেষ। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

لولا شيوخ ركع ، وشباب خشع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا

অর্থ : দুগ্ধপায়ী শিশু, রুকুকারী (ইবাদতে মশগুল) বৃদ্ধ এবং বিচরণশীল পশু না থাকলে তোমাদের উপর মুষলধারে আযাবের ফেরেশতা নেমে আসতো।[৩] আল্লাহর আযাব ফিরে যাওয়ার একটি কারণ শিশুদের অবস্থিতি। শিশুদের লালন ও পরিচর্যার দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থ : জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা।[৪]

রাসূলুল্লাহ (স.) এ দায়িত্ব অবহেলাকারীদের সতর্ক করে বলেন,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

অর্থ : যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কারও উপর ন্যাস্ত থাকে, সে যদি তা যথাযথভাবে পালন না করে তাদের ধ্বংস করে, তাহলে এতেই তার বড় গুনাহ হবে।[৫] ইসলাম মাতৃদুগ্ধ পান, শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি পান, বিকাশের সুযোগ, শিক্ষালাভ, শিশুর বিনোদন ও শরীর চর্চা, সুরক্ষার অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভ করার সুযোগ শিশুদের দিয়েছে যা বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ এর অধিকাংশ নীতির সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আলোচ্য অধ্যায়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপত্তা, বিনোদন ও অন্যান্য অধিকার সম্পর্কে জাতীয় শিশুনীতির পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করে ইসলাম ধর্মে বর্ণিত শিশু নীতির সাথে একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো।

জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ ও ইসলামী শিশুনীতির মূলনীতি

জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এর ৪ ধারায় শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণ, বিশেষ করে কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণের কথা বলা হয়েছে। যেটি ইসলামী শিশুনীতির সাথে পুরোপুরি সামাঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলাম শিশুকে চোখ জুড়ানো সম্পদ বলে বিবেচনা করে। সন্তান পুত্র হোক বা কন্যা হোক আচরণের ক্ষেত্রে এ দু'য়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা ইসলাম সমর্থন করে না। মহানবী (স.) ছেলে মেয়ের মধ্যে পার্থক্য বিধান এবং মেয়েদের উপর ছেলেদের অহেতুক প্রাধান্য দানে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন-

---

৩. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৪. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩

৫. ইমাম আবূ দাউদ, *সুনানু আবূ দাউদ*, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফি সিলাতির রিহমি, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৩২, হাদীস নং ১৬৯২

مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا قَالَ يَعْنِي الذُّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ

অর্থ : যার তত্ত্বাবধানে কোন বালিকা শিশু থাকে আর সে তাকে জীবিত দাফন না করে, তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করে এবং বালকদেরকে তার উপর কোনরূপ প্রাধান্য দেয় না আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।[৬]

পুত্র ও কন্যা যদিও দুটি ভিন্ন সত্তা তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল ও সমতা রয়েছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই। যেমন,

মানব জাতির বংশ বিস্তারে নর ও নারী উভয়ের ভূমিকা সমান। আল-কুরআনে এসেছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

অর্থ : হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে এবং তোমাদেরকে পরিণত করেছি বিভিন্ন জাতিতে ও বিভিন্ন গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তকী, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর খবর রাখেন।[৭]

অতএব, পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মানুষকে একই উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। ভাল বা মন্দ কাজের প্রতিদানও সমান ভাবে লাভ করবে নারী ও পুরুষ। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থ : যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে সে কেবল তদানুরূপ প্রতিফল পাবে। আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করে সে পুরুষই হোক কিংবা নারীই হোক, সে যদি মু'মিন হয় তবে এরূপ লোকেরাই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে, সেথায় তাদেরকে দেওয়া হবে বেহিসাব রিযিক।[৮]

ধন-সম্পদ উপার্জন এবং মালিকানার ব্যাপারেও ইসলাম পুত্র কন্যার মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

৬. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআছ, *সুনানু আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, বাবু ফি ফসলি মান আলা ইয়াতামা, খ.২ হাদীস নং-৫১৪৬, পৃ. ৫১৪

৭. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩

৮. আল-কুরআন, ৪০ : ৪০

অর্থ : পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার প্রাপ্য অংশ। আর প্রার্থনা কর আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।[৯]

দণ্ডবিধানেও ইসলাম নর ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ : হে বুদ্ধিমানগণ! তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।[১০]

এসব নির্দেশনা হতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুত্র ও কন্যার মধ্যে সমতা রয়েছে। এসব ব্যাপারে উভয় শ্রেণীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পুত্র ও কন্যাকে পার্থক্য করার অধিকার মানুষের নেই। সন্তানদের মাঝে আচরণের সমতা বিধান হচ্ছে এমন এক বিষয়, যাকে ইসলাম নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এ ক্ষেত্রে দিয়েছে মহান নির্দেশাবলী। এমনকি চুমু খাওয়ার ক্ষেত্রেও এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (স.) একবার এমন এক ব্যক্তির দিকে তাকালেন যার ছিল দুজন ছেলে, সে একজনকে চুমু দিল আর অন্যজনকে দিল না, তখন রাসূল (স.) তাকে বললেন, তুমি উভয়ের মধ্যে আচরণে সমতা দেখালে না কেন?[১১]

ইসলামে কন্যা সন্তানের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে পুত্র-কন্যা উভয়ে একই মানদণ্ডের দুদিকে অবস্থিত। মহান আল্লাহ বলেন,

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

অর্থ : অতপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠ কোন নর নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা একে অপরের অংশ।[১২]

মহানবী (স.) দ্ব্যার্থহীন ভাষায় তিন তিনবার বলেন,

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

অর্থ : তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সুবিচার কর।[১৩]

মূলত সাম্য, ন্যায় ও ইনসাফের পথ থেকে ফিরে যাওয়াই সহজ সরল পথ থেকে ফিরে যাওয়ার নামান্তর। তাই ইসলাম সন্তানদের মাঝে সমতা বিধানের নির্দেশ দিয়েছে খুবই জোরালোভাবে। নুমান ইবনে বশীর (রা.) হতে বর্ণিত, বশীর আনসারীর স্ত্রী উমরাহ তাঁর পুত্র নু'মান ইবনে বশীরকে একটি

৯. আল-কুরআন, ৪ : ৩২

১০. আল-কুরআন, ২ : ১৭৯

১১. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১২. আল-কুরআন, ৩ : ১৯৫

১৩. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল হিবা ওয়া ফাদলিহা, অনুচ্ছেদ: আল ইশহাদ ফিল হিবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২

 Dhaka University Institutional Repository

বাগান অথবা ক্রীতদাস দান করার জন্য স্বামীকে পীড়াপীড়ি করে। এতে বশীর (রা.) তার ঐ ছেলেকে তা দান করেন। কিন্তু নুমানের মা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) কে সাক্ষ্য রাখার দাবী করেন। সে মতে তিনি নোমানকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.), আমি আমার স্ত্রী উমরার গর্ভজাত এ পুত্রকে একটি ক্রীতদাস দান করেছি। আর উমরাহ এ বিষয়ে আপনাকে সাক্ষী রাখার অনুরোধ করেছে। তখন মহানবী (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি অনান্য সন্তানদের এরূপ দান করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন আল্লাহকে ভয় কর। আমি এ যুলুমের সাক্ষ্য হব না। অতঃপর বশীর এসে তার দান ফেরত নিয়ে নেন।

মহানবী (স.) বহু স্থানেই ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য বিধানে এবং মেয়েদের উপর ছেলেদের অহেতুক প্রাধান্য দানে নিষেধ করেছেন। এভাবে তিনি জীবনে মেয়েদের অনুভূতিকে উচ্চাসন দান করেছেন। আর তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন জীবনের মূল্যবোধ। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন-

خير اولادكم البنات

অর্থ : তোমাদের উত্তম সন্তান হচ্ছে মেয়েরা।[১৪]

মহানবী (স.) পিতার অন্তরে কন্যা সন্তানের প্রতি গভীর মমত্ববোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে বহু উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهِنَّ وَضَرَّائِهِنَّ وَسَرَّائِهِنَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُنَّ فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ ثِنْتَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْ ثِنْتَانِ فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ وَاحِدَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْ وَاحِدَةٌ

অর্থ : যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান অথবা তিন বোন প্রতিপালন করল, তাদেরকে শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দিল এবং তাদের প্রতি দয়া করল, অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মুখাপেক্ষীহীন করে দিলেন। তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবধারিত করে দিবেন। তখন জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দুটি কন্যা সন্তান প্রতিপালন করলে, তিনি উত্তরে বললেন, দু'টি করলেও। প্রশ্ন করা হলো, একটি করলে একটি কি হবে? তিনি উত্তর দিলেন, একটিকে করলেও।[১৫]

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১৪. নাইম বিন হাম্মাদ, *আল-ফেতান*, খ.২, বাবু মা ওকাতা ফিল ফিতানে মিনাল আওকাতি লিস সিনীনা ও ওয়াশ শুহুরি ওয়াল আয়্যাম, হাদীস নং- ১৯৬৯; মাওলানা ফরীদ উদ্দিন মাসউদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

১৫. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ*, বাকিউ মুসনাদেল মুকাচ্ছিরীন, মুসনাদে আবূ হুরায়রা (রা.), খ. ১৭ পৃ. ১১১

অর্থ : যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান রয়েছে এবং তিনি তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তাদের খাবার ও পানীয় দেন এবং ভরণপোষণ দেন, তাহলে ঐব্যক্তির জন্য তারা (কন্যা) কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক হবে।[১৬]

শিশুর রয়েছে নিরাপদ পরিবেশে বেড়ে উঠার অধিকার, শিশুরা বড়দের হাতে নানাভাবে নির্যাতিত হয়ে থাকে। বর্তমান সময়ে শিশুদের প্রতি যেসব নির্যাতন করা হল, তন্মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক যৌন নির্যাতন। ইসলাম সকল ধরণের নির্যাতন ও নিপীড়ন দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

অর্থ : ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর।[১৭]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا

অর্থ : সে আমার দলভুক্ত নয়, যে ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়ন ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়।[১৮]

মহানবী (স.) অন্যত্র বলেন,

احبوا الصبيان وارحموا هم فاذا وعدتموهم فوفوا لهم فانهم لايرون الا انكم ترزقونهم

অর্থ : তোমরা শিশুদেরকে ভালবাস ও তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। তাদের সাথে কোন ওয়াদা করলে তা পূর্ণ কর। কেননা তারা তোমাদেরকে জীবিকা সরবরাহকারী বলে জানে।[১৯]

ইসলাম এভাবে শিশুদের জীবন, সম্ভ্রম ও মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী নির্যাতন ও বৈষম্যদূর করে শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা ও সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিত করতে সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

শিশুর নিরাপদ জন্ম ও সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করা

মানুষ সৃষ্টির সেরাজীব। তাই মানুষের জীবন সম্মানিত এবং পবিত্র। কোন কিছুর বিনিময়ে এ জীবনকে ক্রয় করা যায় না। মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার রয়েছে। তাই অপুষ্টিজনিত কারণ, রোগ ব্যধির আক্রমণ, প্রসবকালীন দূর্ঘটনা, শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা কিংবা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে শিশুর জীবনকে বিপন্ন করা শিশু অধিকারের প্রত্যক্ষ লঙ্ঘন।

---

১৬. হাফিজ আবূ আবদুল্লাাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, বৈরূত : দারুল ফিকার, ২০০৩খ্রি., পৃ. ৮৩১, হাদীস নং- ৩৬৬৯

১৭. আল-কুরআন, ২৪ : ২

১৮. ইমাম তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, *জামে আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বিররি ওয়াস্ সিলাহ, বাবু মা জাআ ফির রহমাতিস সিবইয়ান, বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, হি. ১৪১১, খ.৪, পৃ. ৩২১

১৯. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (সম্পাদিত),*ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

জাতীয় শিশুনীতির ৬.১ ধারায় সকল শিশুর নিরাপদ জন্ম ও বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করতে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং প্রসূতিপূর্ব, প্রসূতি কালীন সময় ও প্রসূতি পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। শিশুমৃত্যু রোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করতে মাতৃত্বকালীন ছুটি, কর্মস্থলে দিবাযত্নকেন্দ্র স্থাপন, পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করণ এবং কিশোর কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাউন্সিলিং সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।[২০]

ইসলাম ধর্মও শিশুর নিরাপদ জন্ম ও সার্বিক বিকাশের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলে এ জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং আইন প্রণয়ন করেছে। ইসলাম শুধু যে জন্মের পর থেকেই শিশুদের প্রতি গুরুত্ব দেয় তা নয়; বরং শিশু তার পিতার ঔরসে বা মায়ের গর্ভে তার আকৃতি সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব থেকেই তার প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকে। এমনকি দাম্পত্য জীবন গঠনের পূর্বেই হবু স্ত্রী কেমন হওয়া প্রয়োজন তার নির্দেশনা প্রদান করেছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعَةٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

অর্থ : চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদের বিয়ে করা হয়। কন্যার ধন সম্পদের কারণে, তার বংশীয় আভিজাত্যের কারণে, তার রূপ লাবণ্যের কারণে এবং তার দীনদারীর কারণে। তবে তুমি ধার্মিক বিয়ে করে ধন্য হও।[২১]

আরও লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে যে, মহিলার রূপ বা সম্পদই যেন সবকিছুই বলে বিবেচিত না হয়, বরং এর যে কোন একটির সাথে ধর্মপরায়ণতার গুণটি যেন অবশ্যই যুক্ত হয়। আর সে যেন মার্জিত পরিবারের সদস্য হয়। কেননা, তার সন্তানেরা তার চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও আচরণ ইত্যাদি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আর এমন সুন্দরী মহিলার সাথেও বৈবাহিক সম্পর্ক গড়তে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে যিনি সৌন্দর্য, চারিত্রিক মূল্যবোধ ও প্রশিক্ষণ দ্বারাও পরিশীলিত না হন। হাদীসে এসেছে- "তোমরা আবর্জনার স্তুপে উদগত শ্যামলিকা অর্থাৎ নিকৃষ্ট বংশের সুন্দরী রমনী থেকে বেঁচে থাক।"[২২]

অপরদিকে মহানবী (স.) বিবাহের জন্য প্রস্তাবিত নারীর অভিভাবকদেরকেও নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন ধর্মপরায়ণ ও চরিত্রবান এমন পাত্রের সন্ধান করে, যে যথার্থ দায়িত্বশীলতার সাথে পরিবারের তত্ত্বাবধান করতে পারে এবং স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির প্রতি নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে। হাদীসে ঘোষিত হয়েছে,

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد

---

২০. *জাতীয় শিশুনীতি*, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ফেব্রুয়ারী ২০১১, পৃ. ৬

২১. হাফিজ আবূ আবদুল্লাাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, কিতাবুন নিকাহ, বাবু তাজবিজি জাতিদ দীন, দারুল ফিকার, বৈরুত : ২০০৩ খ্রি., হা.নং-১৮৫৮, পৃ. ৪৩৬

২২. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

অর্থ : যদি তোমার নিকট এমন কোন প্রস্তাব আসে যার ধর্মপরায়ণতা ও চরিত্র তোমাদের পছন্দনীয় হয়, তাহলে তোমরা তার সাথেই বিবাহ দিবে। যদি তোমরা এ নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হও, তাহলে পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়।[২৩]

মহানবী (স.) শিশুর জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিকট আত্মীয়দের মধ্য থেকে বিবাহ করার ব্যাপারেও নিরুৎসাহিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, তোমরা দূরবর্তী আত্মীয় দেখ, যাতে করে তোমাদের বংশধর দুর্বল হয়ে না পড়ে।[২৪]

এ বিষয়টি কুরআনের নির্দেশের দিকে তাকালেও বুঝা যায় যে শিশু পিতা-মাতার মিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্ট। যেমন আল-কুরআনে এসেছে-

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ

অর্থ : আমি মানুষকে অভিন্ন বীর্যের সংমিশ্রণে সৃষ্টি করেছি।[২৫]

এর তাৎপর্য হচ্ছে শিশুর মাতা-পিতার বংশ দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় হলে শিশু বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে অধিকতর উর্বর হবে, চিন্তা শক্তির দিক দিয়ে হবে তীক্ষ্ণ এবং শারীরিক গঠন ও আকৃতির দিক দিয়ে হবে অধিক শক্তিশালী। এ মন্তব্যের কয়েক শতাব্দী পরে উত্তরাধিকারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত যে তথ্য বিশেষজ্ঞরা প্রমাণ করেছেন ইসলাম তাদের বহু অগ্রবর্তী ভূমিকার অধিকারী। কেননা ইসলাম জোরালো ভাষায় এ কথা ঘোষণা দিয়েছে যে, যদি স্বামী স্ত্রীর নির্বাচন সুষ্ট ভিত্তির উপর সম্পন্ন হয় তখন সন্তানেরা হবে আল্লাহর বিশেষদান ও জীবনের সৌন্দর্য বিশেষ। হযরত উমর (রা.) কে তার ছেলেদের কোন একজন প্রশ্ন করেছেন, সন্তানের প্রতি কি দায়িত্ব রয়েছে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, পিতার দায়িত্ব হচ্ছে, তিনি যেন সন্তানের মাতা নির্বাচনে ভুল না করেন, সুন্দর দেখে তার নাম রাখেন আর তাকে কুরআন শিক্ষা দেন।[২৬]

মানুষের পারিবারিক জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মানব বংশ সৃষ্টি, সদ্যজাত শিশু সন্তানের আশ্রয় দান, তাদের সুষ্ঠ লালন-পালন ও পরিগঠন। স্বামী-স্ত্রীর মিলনের ফলে সন্তান যখন স্ত্রীর গর্ভে স্থান লাভ করে তখন একাধারে স্বামী-স্ত্রীর উপর এক নবতর দায়িত্ব অর্পিত হয়। সুস্থ শিশু জন্মের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা স্বামী-স্ত্রীর প্রধান কর্তব্য। স্ত্রীর দায়িত্ব এমনভাবে জীবন যাপন ও দিনরাত অতিবাহিত করা, যাতে করে গর্ভস্থ সন্তান সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে, বেড়ে উঠার ব্যাপারে কোনরূপ বিঘ্নের সৃষ্টি না হয় এবং এমন সব কাজ, চাল-চলন থেকে বিরত থাকা, যার ফলে সন্তানের নৈতিকতার উপর দুষ্ট প্রভাব পড়তে না পারে। এ পর্যায়ে পিতার কর্তব্য ও অনেক বেশি। স্বামীকেও স্ত্রীর স্বাস্থ্য, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং মা ও সন্তান উভয়ের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় যত্ন এবং ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে। গর্ভে সন্তান সঞ্চার হওয়ার

---

২৩. ইমাম তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৩৯৪

২৪. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

২৫. আল-কুরআন, ৭৬ : ০২

২৬. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

পর মায়ের কর্তব্য নিজের স্বাস্থ্য ও মানসিকতা উভয়কেই যথাসাধ্য সুস্থ্য রাখতে চেষ্টা করা। কেননা, গর্ভস্থ ভ্রুণের সাথে মায়ের দেহ-মনের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এ সময় মা যদি বেশি পরিমান কায়িক পরিশ্রম করে তবে গর্ভস্থ সন্তানের দেহ-গঠন ও বৃদ্ধির উপর এর মারত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।[২৭]

সুস্থ শিশু জন্মের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও নিশ্চিত করা সন্তানকামী পিতা-মাতার অপরিহার্য কর্তব্য। সুস্থ্য শিশু জন্মের অনুকূল পরিবেশকে ইসলাম দুভাবে ভাগ করে থাকে। এক. দৈহিক সুস্থতা, দুই. নৈতিক সুস্থতা।

শিশুর দৈহিক সুস্থতার জন্য যে সব দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য তা হলো- মা ও বাবাকে শিশুর সুস্থতার জন্য নিজেদেরকে যাবতীয় রোগ বালাই এবং জীবানুবাহিত রোগ থেকে সুস্থ রাখা, সুস্থ শিশুর জন্য গর্ভবতী মাকে সুস্থ রাখতে হবে। গর্ভবতী মা যাতে কোন রোগে আক্রান্ত না হয় সে দিকে সতর্ক থাকতে হবে। মা রোগা হলে বা কঠিন ব্যধিতে আক্রান্ত হলে সুস্থ শিশু আশা করা যায় না। শিশুও চির রোগা বা প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম নিতে পারে।[২৮]

গর্ভবতী মায়ের সুস্থতার জন্য মাকে সুষম খাদ্য এবং পরিমিত বিশ্রামের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। মাকে সুস্থ শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। পিতাকে মায়ের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।[২৯] গর্ভাবস্থায় মায়েদের উচিত আহার্যের ব্যাপারে পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলা, কেননা এর উপরই নির্ভর করে গর্ভবর্তী মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, কুখাদ্য উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্থ করে থাকে। অথচ ইসলাম কামনা করে একটি শিশু সুস্থ ও শক্তি সামর্থ্যবান হোক। হাদীসে ঘোষণা করা হয়েছে-

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

অর্থ : বলশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম এবং আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।[৩০]

এ কারণেই গর্ভবতী মহিলাকে তার খাদ্যের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বদান করতে হবে যাতে করে একটি শিশুর জন্য সম্পূর্ণ সুস্থভাবে জন্মলাভ করার যথার্থ অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। ইসলামে এ বিষয়টিকে গুরুত্বদানের একটি বিশেষ ফলশ্রুতি স্বরূপ গর্ভবতী নারীদের জন্য রমযানের রোযা না রাখার অনুমতি প্রদান করেছে, যদি সে সন্তানের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা করে। রাসূসুল্লাহ (স.) বলেন,

إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام

---

২৭. ড. শাহ্ মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, *ইসলামে সন্তান লালন পালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

২৮. প্রগুক্ত, পৃ. ১৬৩

২৯. মোঃ আবু মাসুদ, *শিশুর পুষ্টি, মায়ের দুধ ও বাড়তি খাবার*, মা ও শিশু, ফিচার সংকলন, শিশু ও মহিলাদের উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম দ্বিতীয় পর্যায়, ঢাকা : তথ্য অধিদপ্তর, ইউনিসেফ, ২০০৪, খ.২, পৃ.১০০

৩০. হাফিজ আবূ আবদুল্লাাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, কিতাবুন নিকাহ, ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯, হা.নং-৭৯

 Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা সফরকারীর উপর থেকে রোযার বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দিয়েছেন এবং চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযকে অর্ধেক করে দিয়েছেন। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মহিলার জন্য রোযার বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দিয়েছেন।[৩১]

শিশুর নৈতিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে সুস্থ শিশু জন্মের অনুকূল নৈতিক পরিবেশকেও সুষ্ঠু ও সুস্থ করতে হবে। সন্তানকামী পিতা-মাতাকে নৈতিক জীবন যাপন করতে হবে। যাবতীয় অনৈতিক কাজ থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করে চলতে হবে। নিজেদের যৌন-জীবন পবিত্র রাখতে হবে। হালাল জীবিকা উপার্জন ও গ্রহণ করতে হবে। হারাম জীবিকা থেকে বেঁচে থাকতে হবে, আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতে হবে। চিন্তায়, কর্মে, ঈমান-বিশ্বাসে-প্রত্যয়ে একনিষ্ঠ হতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যাতে অশান্তি, অমিল এবং সম্পর্কের অবনতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, গর্ভস্থ শিশুর জীবনে মা-বাবার বিশেষত মায়ের আচরণের প্রভাব পড়ে, কাজেই শিশু জন্মের অনুকূল নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা সন্তানকাঙ্খী দম্পতির অপরিহার্য কর্তব্য।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করার পর তার লালন-পালনের যাবতীয় ব্যবস্থা তিনিই করেন। একটি নবজাতক শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার লালন-পালনের ব্যবস্থা করে দেন। শিশুর মায়ের বুকে নবজাত শিশুর জন্য দুধ সৃষ্টি করে রাখেন যা হালকা মিষ্টি ও উষ্ণ, যা নবজাতক শিশুর নাজুক অবস্থার উপযোগী। শিশুর স্বাস্থ্য, মন ও মনন, রুচি ও ভবিষ্যৎ গঠনে মায়ের দুধের বিকল্প নেই, এজন্য ইসলাম শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য মাকে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থ : যে সকল মাতা সন্তানদেরকে পুরো সময় পর্যন্ত দুধ পান করাতে ইচ্ছা রাখে, তারা নিজেদের শিশুদেরকে পুরো দু'বছর ধরে দুধ পান করাবে। সন্তানের পিতার দায়িত্ব হলো ন্যায়ভাবে স্তন্যদানকারীর খোর-পোষের ব্যবস্থা করা, কাউকে সাধ্যের অতীত কষ্ট প্রদান করা যাবে না। না মাকে তার সন্তানের জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে, না পিতাকে তার সন্তানের জন্য কষ্ট প্রদান করা যাবে। তেমনিভাবে ধাত্রী দ্বারা দুধ পান করালে তোমরা ন্যায়ভাবে যা দেওয়া সাব্যস্ত করেছ, তা দিয়ে সম্মত করে দাও, তাহলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই।[৩২]

আল্লাহ তা'আলা সন্তানকে দুধ পান করানোর ব্যাপারে আরো বলেন,

---

৩১. ইমাম আবূ দাউদ, *সুনানু আবূ দাউদ*, কিতাবুস সাওম, বাবু ইখতিয়ারি ফিতরি, প্রাগুক্ত, খ.১, হাদীস নং-২৪০৮, পৃ.৫৫৬

৩২. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩

 Dhaka University Institutional Repository

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

অর্থ : আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি, তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করে, এরপর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে।[৩৩]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

অর্থ : তার মা কষ্ট স্বীকার করে তার গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট স্বীকার করে জন্ম দিয়েছে এবং তার অন্তসত্ত্বা থেকে শুরু করে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত ত্রিশ মাস লেগেছে।[৩৪]

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-এর মাকে দুধ পান করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন,

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ

অর্থ : আমি মূসার মাকে নির্দেশ দিলাম, তাকে দুধ পান করাও।[৩৫]

মায়ের দুধ শিশুর জন্য প্রকৃতির খাদ্য। এ খাদ্য তাকে পূর্ণ সুস্থতা ও বলিষ্ঠতা দান করে। মায়ের দুধ শিশুর জন্য কেবল শারীরিক খাদ্যই নয় বরং তা আত্মিক ও নৈতিক খাদ্যও বটে। মায়ের দুধ শিশুর অন্তর, আবেগ, অনুভূতি, চরিত্র ও কাজের উপর প্রভাব ফেলে। মা শিশুকে নিজের দুধ পান করিয়ে শুধু সন্তানের পুষ্টিকর খাদ্যই যোগায় না বরং দুধের প্রতিটি ফোঁটার সাথে নিজের পবিত্র চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি, উচু আশা-আকাঙ্খা এবং পছন্দনীয় চরিত্র তার শরীর ও আত্মায় প্রবাহিত করে চলেন। প্রকৃতিগতভাবে শিশু মায়ের দুধের সাথে এসব কিছু শোষণ করতে থাকে। এমনিতেই প্রত্যেক খাদ্যের প্রভাব মানুষের চরিত্র ও কাজের উপর অনিবার্য প্রভাব সৃষ্টি করে। দুধ যেহেতু প্রাথমিক খাদ্য এজন্য তার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী।[৩৬]

শিশুর জন্য মায়ের দুধ অপরিহার্য। মাতৃদুগ্ধ দানের ভিতর দিয়ে মা ও শিশুর মাঝে এমন মানসিক বন্ধন রচিত হয় যা চিরস্থায়ী। কিন্তু কর্মজীবী নারীদের অনেকেই শিশু সন্তানকে যথাসময়ে দুধপান করানো, সন্তানের সঠিক তত্ত্বাবধান এবং তাদের বুনিয়াদী শিক্ষাদানে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। মায়ের দুধ পানের ঘাটতি এবং কৃত্রিম দুধের উপর নির্ভরতা সন্তানের পুষ্টি ও বিকাশকে ব্যহত করে। মায়ের অনুপস্থিতি আবোধ শিশু বুকে পাথর চাপা কষ্টের মত মেনে নিতে বাধ্য হয়। মাতৃদুগ্ধ পান ও মায়ের সহচর্যের ঘাটতি শিশু কোনভাবেই পুশিয়ে নিতে সক্ষম হয় না। মিল কারখানা কিংবা দাপ্তরিক ব্যস্ততার জন্য তারা ঘরে সন্তানের নিবিড় শিক্ষাদানের যথার্থ সুযোগও পাননা, তারা স্বামীর সংসারে

---

৩৩. আল-কুরআন, ৩১ : ১৪

৩৪. আল-কুরআন, ৪৬ : ১৫

৩৫. আল-কুরআন, ২৮ : ০৭

৩৬. ড. শাহ্ মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, *ইসলামে সন্তান লালন পালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

 Dhaka University Institutional Repository

আয়-রোযগারের সহযোগী হলেও সন্তানের প্রতি বঞ্চনার এ অপূরণীয় ক্ষতি কোন দিন পূরণ করতে পারেনা।

শিশুর জন্য কোন খাবারই মায়ের দুধের বিকল্প হতে পারে না। যে মহিলাগণ নিজ সন্তানকে দুধ পান করায়না অথবা এ ভয়ে শিশুকে নিজের দুধ থেকে বঞ্চিত করেছে যে, দুধ পান করালে তার রূপ-যৌবন ও কমনীয়তা নষ্ট হয়ে যাবে। এ ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ মহিলাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। নিজের সন্তানকে দুধপান বঞ্চিতকারী মাহিলাদেরকে মহানবী (স.) অত্যন্ত মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আবু উমামা আল-সাহিলী বর্ণনা করেন, মহানবী (স.) বলেছেন,

ثم انطلق بي ، فإذا بنساء تنهش ثديهن الحيات ، قلت : ما بال هؤلاء ؟ قيل : هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن

অর্থ : অতঃপর আমাকে আরও সামনে নিয়ে যাওয়া হলো, এ সময় কতিপয় মহিলাকে দেখলাম, যাদের বুকের ছাতি সাপ দংশন করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কোন মহিলা? বলা হলো, তারা সে সব মহিলা যারা নিজের শিশুকে নিজেরা দুধ পান করাত না।[৩৭]

মহানবী (স.) মুসলিম মায়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, তোমরা কলিজার টুকরাকে দুধপান করালে কেবল দুনিয়াতেই তার প্রতিদান পাবে না বরং আখিরাতের অনন্ত জীবনেও তোমাদেরকে অপরিসীম সওয়াব ও পুরস্কার দেওয়া হবে। মহানবী (স.) আরো বলেন, আর যে মুসলিম মহিলা নিজের সন্তানকে দুধের প্রথম ঢোক পান করায়, সে একজন মানুষকে জীবন দানকারীর সমতুল্য সওয়াব পাবে।[৩৮]

হযরত উমর ফারূক (রা.) এর শাসনামলের প্রথম দিকে যেহেতু মাতৃদুগ্ধ পানরত শিশুরা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে আর্থিক অনুদান পেত না সেহেতু মায়েরা শিশুদের জন্য অনুদান পাওয়ার আশায় তাড়াতাড়ি বুকের দুধ খাওয়ানো ছাড়িয়ে দিতেন। এ অবস্থা লক্ষ্য করে হযরত উমর (রা.) শিশুদেরকে বুকের দুধদানে মায়েদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে জন্মের পর থেকেই এই আর্থিক অনুদান চালু করেন।[৩৯]

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ শিশুকে মাতৃদুগ্ধ দানের ব্যাপারে যে গুরুত্বের কথা বলেছে সে গুরুত্বের কথা ইসলাম আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগেই ঘোষণা করেছে। আজকে বিশ্বব্যাপী মাতৃদুগ্ধ পানের ব্যাপারে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে এমনকি বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর পহেলা

---

৩৭. সুলাইমান ইবন আহমদ ইবনে আয়্যুব আবুল কাসিম আত তাবারানি, *আল মু'জামুল কাবির*, মাকতাবাতুল 'উলুমি ওয়াল হুকমি : মুসলিম ১৮৮৩/১৪০৪, খ.৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, হাদীস নং ৭৬৬৬, পৃ. ১৫৬

৩৮. আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী ইবনে হুসমুদ্দীন আল হিন্দী আল বুরহানপুরী, *কানযুল উম্মল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফয়াল*, আলেপ্পো, ১৯৬৯/১৩৭৯, পৃ. ৩৪৪

৩৯. সম্মাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৯, পৃ. ১৫০

আগষ্ট 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস' পালিত হচ্ছে তা ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন। ইসলাম শিশুর নিরাপদ জন্ম ও বিকাশ নিশ্চিত করতে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা জাতীয় শিশুনীতিতে গৃহীত পদক্ষেপ থেকেও বেশ যুগপোযোগী।

শিশুর দারিদ্র বিমোচন

জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এর ধারা ৬.২ এ শিশুর দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হলো- জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টিনীতি কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা এবং পিতামাতাকে শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করতে সচেতন ও উৎসাহিত করা, অনূর্ধ্ব দুই বছরের শিশুদের Protein Energy Malnutrition (UZPEM) এবং Law birth weight (LBW) হ্রাস করাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা, পথ শিশুসহ সকল দরিদ্র শিশুদের পুর্নবাসন ও যথাযথ বিকাশ নিশ্চিত করতে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সম্প্রসারিত করা।

ইসলাম শিশুর দারিদ্র বিমোচনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইসলাম শিশু প্রতিপলনের ব্যাপারে পিতা-মাতা ও অভিভাবককে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করেছে। শিশুকে হৃদয় নিংড়ানো ঐকান্তিক ভালবাসা ও স্নেহ মমতার কোমল পরশে অতি যত্ন সহকারে প্রতিপালন করা কর্তব্য। পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের প্রতিটি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা, তাদের যথাযথ পরিচর্যা করা, তাদের জন্য উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং তাদের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ করা। এ বিষয়ে আল-কুরআনে এসেছে,

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

অর্থ : জননীর ভরণ-পোষণের ভার পিতার উপরই ন্যাস্ত।[৪০]

পিতার দায়িত্ব সন্তানের খানাপিনা, থাকা ও পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা। যতদিন সন্তান উপার্জন করতে সক্ষম না হয় ততদিন ভরণপোষণ করার দায়িত্ব অবহেলা করলে পিতা গোনাহগার হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

كَفَى بِٱلْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

অর্থ : যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কারও উপর ন্যাস্ত থাকে, সে যদি তা যথাযথভাবে পালন না করে তাদের ধ্বংস করে, তাহলে এতেই তার বড় গুনাহ হবে।[৪১]

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ

অর্থ : কোন ব্যক্তি যে অর্থ ব্যয় করে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে সেটি যা সে তার পরিবার বর্গের জন্য ব্যয় করে।[৪২]

---

৪০. আল-কুরআন, ২ :২৩৩

৪১. ইমাম আবূ দাউদ, *সুনানু আবূ দাউদ*, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফি সিলাতির রিহমি, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৩২, হাদীস নং ১৬৯২

অপর এক হাদীসে এসেছে, "যে ব্যক্তি তার অধীনস্থদের দায়িত্ব নিল অথচ কল্যাণ কামনা থেকে বিরত থাকল, তার জন্য জান্নাত হারাম।"[৪৩]

ইসলাম সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। সন্তান জন্ম হওয়ার পর থেকে সে উপার্জনক্ষম হওয়া পর্যন্ত তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা পিতার দায়িত্ব। এ হলো সন্তানের অধিকার।[৪৪]

শিশু যদি পুত্র হয় তাহলে সে পূর্ণবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তথা সে নিজের খাদ্য নিজেই উপার্জন করতে না পারে এমন সময় পর্যন্ত তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পিতার উপর বর্তাবে। আর যদি মেয়ে হয় তবে পূর্ণবয়স্ক হওয়া এবং বিবাহ দেওয়া পর্যন্ত ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা অভিভাবকের দায়িত্ব। হাদীসে এসেছে,

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

অর্থ : কোন মুসলমান যদি তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে তা হলে তা তার জন্য সদকা স্বরূপ।[৪৫]

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সাধারণত প্রথম চার থেকে ছয় মাস পর্যন্ত শিশুরা মায়ের দুধ পান করবে। ছয় মাস থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি পাকা কলা, সিদ্ধ আলু ও ডিম, সুজি, পায়েস ইত্যাদি খেতে থাকবে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে খিচুড়ি, ভাত, রুটি ও অন্যান্য খাদ্যের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। দুই থেকে আড়াই বছরের সময় দুধ ছেড়ে দিবে। তখন অন্যান্যদের মতোই সব ধরণের খাবার গ্রহণ করবে। ইসলাম সুস্পষ্টরূপে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় আদর্শ খাদ্য গ্রহণের আহবান জানিয়েছে, যা একটি শিশুর সুন্দর স্বাস্থ্য গঠন ও রোগমুক্ত হয়ে গড়ে উঠার জন্য প্রয়োজন। মাহন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

৪২. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, বাবুন নাফাকাতি আলাল ইয়ালি, করাচী: কারখানায়ে তিজারাতি কুতুব, ২য় সংস্করণ, ১৯৫৬, পৃ. ৩২২

৪৩. ড. শাহ্ মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, *ইসলামে সন্তান লালন পালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

৪৪. ইসলামী আইন বিধিবদ্ধ করন বোর্ড, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় ভাগ, ধারা ১৩১১, পৃ. ৮৪৪

৪৫. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফাদলিন নাকাকাতি ওয়াস সাদাকাতি আলাল আকরিবাই, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩২৩

অর্থ : মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমি প্রচুর বারিবর্ষন করি। এরপর আমি প্রকৃষ্টরূপে ভূমি বিদীর্ণ করি এবং এতে আমি উৎপন্ন করি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজি, জলপাই, খেজুর, বহুবৃক্ষ-বিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদি পশুর খাদ্য। এটা তোমাদের এবং তোমাদের গবাদি পশুর ভোগের জন্য।[৪৬]

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

অর্থ : তারপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি, তোমাদের জন্য এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক।[৪৭]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

অর্থ : তিনিই লতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন। খেজুরগাছ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্য শস্য, যায়তুন এবং আনার সৃষ্টি করেছেন, এগুলো একে অন্যের সদৃশ ও বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন এর ফল আহার করবে।[৪৮]

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

অর্থ : তিনিই সেই প্রভূ, যিনি আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেছেন বারিধারা। এতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং এর মাধ্যমে তৃণ উৎপন্ন করেন, যাতে তোমরা পশুদের চরাও।[৪৯]

তিনি আরো বলেন,

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

অর্থ : আল্লাহ তোমাদের যা কিছু রিযিক দান করেছেন, তার মধ্যে হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর।[৫০]

---

৪৬. আল-কুরআন, ৮০ : ২০-৩২

৪৭. আল-কুরআন, ২৩ : ১৯

৪৮. আল-কুরআন, ৬ : ১৪১

৪৯. আল-কুরআন, ৬ : ১৯

৫০. আল-কুরআন, ৭ : ৮৮

 Dhaka University Institutional Repository

আহার কখন গ্রহণ করা হবে এবং কতুটুকু এ বিষয়ে হাদিসে বর্ণিত আছে যে, আমরা এমন এক জাতি যে, আমরা ক্ষুধা না লাগা পর্যন্ত খাই না এবং যখন খাই, উদর পূর্তি করে খাইনা।[৫১]

মানবদেহ এমন আদর্শ খাদ্যের মুখাপেক্ষী যা তার শারীরের খাদ্যাভাব পূরণ করতে পারে এবং ক্ষুধার যন্ত্রণা দূর করে তাকে কাজের শক্তি যোগাতে পারে। যেহেতু খাদ্যের আসল উদ্দেশ্যে এগুলোই তাই ইসলাম মানুষকে একদিকে যেমন খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে এ প্রয়োজন মেটানোর আহবান জানায়, তদ্রুপ অপরদিকে অপব্যায় করতেও নিষেধ করে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

অর্থ : তোমরা পানাহার করো কিন্তু অপব্যায় করো না।[৫২]

শিশুরা মানবতার রক্ষাকবচ এবং ভবিষ্যৎ মানব-প্রজন্মের অস্তিত্বের প্রতীক। তা সত্ত্বেও বিশ্বসহ আমাদের দেশে রাস্তাঘাটে, পথে-প্রান্তরে পরিচয়হীন শিশুদের দেখা যায়। এরা পথশিশু, পথকলি, টোকাই, ভবঘুরে বলে সমাজে পরিচিত। এদের নেই কোন পরিচয়, নেই কোন ঠিকানা। বেশিরভাগ পথশিশুর পিতা-মাতা নেই। আসলে এদের জন্ম রাস্তায়, রাস্তায়ই জীবন কাটে এবং রাস্তায়ই মৃত্যু ঘটে। অনেকের পিতা-মাতা হয়ত আছে; কিন্তু যোগাযোগ নেই, নেই পরিচয়। শিশুরা দারিদ্র্য, দাম্পত্য বিচ্ছেদ, পরিবার থেকে পলায়ন ও যৌন নিপীড়নের কারণেই রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হয়। কেউ তাদের দেখাশুনা করে না। এরা রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল, অফিস চত্বর, পার্ক, রাস্তার ধারে ও খোলা আকাশের নিচে বাস করে।[৫৩]

দরিদ্র বাবা-মায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ বা একাধিক বিয়ে, মাতৃপিতৃহীন অবস্থা, পারিবারিক অশান্তি, যৌন নির্যাতন, ক্ষুধা, অসুস্থতা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, নদী ভাঙ্গন, হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কারনে গৃহহীন ও আশ্রয়হীন শিশুরাই পথশিশু নামে পরিচিত।

বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যে কতজন পথশিশু রয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজ সেবা অধিদপ্তর পরিচালিত ২০০১ সালের সমীক্ষায় দেখা যায় ছয়টি বিভাগীয় শহরে সাড়ে চার লাখ পথশিশু রয়েছে। একই প্রকল্পের অধীনে সেপ্টেম্বর ২০০১ পরিচালিত এক জরিপ প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রায় পঞ্চান্ন মিলিয়ন শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে পথ শিশুর সংখ্যা প্রায় চার লাখ পয়তাল্লিশ হাজার দুইশত ছাব্বিশ জন। পথশিশুদের মাঝে শতকরা ৪৩ ভাগ ছেলে এবং ৪৭ ভাগ মেয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এর ২০০৫ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে সে সময় পাঁচলক্ষ পঁচিশ হাজার পথশিশু ছিল, যার মধ্যে ঢাকা শহরেই ছিল তিন লক্ষ আশি হাজার পথ শিশু। বর্তমানে তাদের সংখ্যা আরো

---

৫১. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

৫২. আল-কুরআন, ৭ : ৩১

৫৩. বিস্তারিত দ্র. সিরাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাঙলা পিডিয়া*, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা : প্রথম প্রকাশ-২০০৩, পৃ.৩৮৫-৩৯৭

বেশি। শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় রয়েছে পথ শিশুরা।[৫৪] ইসলাম এসব পরিচয়হীন ও পথশিশুদেরকে ইয়াতীম হিসেবে মনে করে। ইসলাম এসব শিশুদের প্রতি সবরকম সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য সরকার ও ধনী ব্যক্তিদের খুবই তাকিদ করেছে।

ইসলামী আইনে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুকে (لقيط) বলা হয়। শিশুকে কুড়িয়ে নেওয়া মুস্তাহাব। কেননা এতে তার প্রাণ রক্ষা করা হয়। আর যদি তার প্রাণহানির আশংকা থাকে তাহলে পথ শিশুকে কুড়িয়ে নিয়ে আশ্রয় দেওয়া ওয়াজিব। ইমাম কুদূরী বলেন, কুড়িয়ে পাওয়া শিশু স্বাধীন। আর তার ভরন-পোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র বাইতুল মাল থেকে তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে।[৫৫]

ইসলাম পথশিশু, ইয়াতিম, মিসকীন সহ সকল দরিদ্র শিশুদের খাদ্য, পুষ্টি, পূর্ণবাসন ও যথাযথ বিকাশ নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিশুর উচ্ছন্নে যাওয়া ও বিপর্যস্ত জীবনের মূল কারণ পিতা-মাতা না থাকা বা ইয়াতীম হওয়া। শিশুর জীবনের প্রাথমিক স্তরে পিতৃবিয়োগ হলে তার মাথার উপর স্নেহের হাত রাখার ও দায়াদ্র হৃদয়ের কেউ থাকেনা। ইয়াতিম শিশু হয়ত পেট ভরে খেতে পায় কিন্তু সদাচরণ, মায়ামমতা ও পরিপূর্ণ সেবা যত্ন থেকে বঞ্চিত হয়। এমতাবস্থায় ইয়াতিম শিশু বিভিন্ন দিক দিয়ে উচ্ছন্নে যাওয়া শুরু করে এবং বিপর্যস্ত জীবনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। তার আস্তে আস্তে অপরাধময় জগতের দিকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পরিপূর্ণ শাশ্বত জীবন বিধান ইসলাম ইয়াতিম শিশুর অভিভাবকত্ব গ্রহণকারী, প্রতিপালন ও পরিচর্যাকারী এবং নিকট আত্মীয়দের নির্দেশ প্রদান করেছে যে, তারা যেন ইয়াতীম ও দারিদ্র শিশুদের সাথে উত্তম আচরণ করে, অনাথ শিশুর সেবা-যত্ন ও প্রতিপালন ব্যবস্থার দায়িত্ব যেন পূর্ণভাবে পালন করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সমাজ-সংস্কার পরিকল্পনায় অনাথ-ইয়াতীম শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নতিবিধান এক বিশেষ স্থান লাভ করেছিল। এদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি যেরূপ নিষ্ঠা ও উৎসাহের সঙ্গে সংস্কার সাধনে ব্রতী হন তা তদানীন্তন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আত্মীয়-স্বজন অনাথ শিশুদের দায়িত্বভার বহন করতে অস্বীকার করলে সম্প্রদায়ের নেতার উপর ঐ দায়িত্ব পড়ত, সমাজ নেতা হিসেবে মহানবী (স.)-কেও এ গুরুভার বহন করতে হয়েছিল।[৫৬]

আল-কুরআনে ইয়াতীম শিশুর প্রতি সহৃদয় ব্যবহার কর্তব্যকর্ম বলে নির্দেশিত এবং তাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন, নির্যাতন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

অর্থ : খাদ্যের প্রতি আসক্তি সত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্যদান করেন।[৫৭]

---

৫৪. *অস্টিটিক অব চাইল্ডস ইন বাংলাদেশ*, ২০০৬, পৃ. ৩৫-৩৭; উদ্ধৃত: ড. শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, *ইসলামে সন্তান লালন-পালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

৫৫. আল্লামা মুরগিনানী (আবু তাহের মেছবাহ অনূদিত), *আল হিদায়া*, ঢাকা : ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮, পৃ. ৬৯

৫৬. ড. শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামে সন্তানের লালন পালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

৫৭. আল-কুরআন, ৭৬ : ৮

 Dhaka University Institutional Repository

وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

অর্থ : তোমরা ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ব্যতীত তোমরা তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না।[৫৮]

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلا قَلِيلا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ

অর্থ : স্মরণ কর, যখন বনী ইসরাইলদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দিবে। কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।[৫৯]

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

অর্থ : লোকে কি ব্যয় করবে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করে। বলুন, তোমরা যে ধন সম্পদ ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরের জন্য। উত্তম কাজের জন্য তোমরা যা কিছু করনা কেন আল্লাহ তো সে সম্পর্কে অবহিত।[৬০]

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

অর্থ : তোমরা জেনে রাখ যে, তোমরা যুদ্ধে যা লাভ করবে তা এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের।[৬১]

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

অর্থ : আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট হতে তার রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তার রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।[৬২]

---

৫৮. আল-কুরআন, ৬ : ১৫২

৫৯. আল-কুরআন, ২ : ৮৩

৬০. আল-কুরআন, ২ : ২১৫

৬১. আল-কুরআন, ৮ : ৪১

৬২. অল-কুরআন, ৫৯ : ৭

মহানবী (স.) আল-কুরআনের উক্ত নির্দেশনাবলি মেনে চলতেন এবং সবাইকে তা মেনে চলার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি বিশ্বমানব জাতিকে ইয়াতীমদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করতে এবং উপকার করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন,

وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

অর্থ : আমি এবং ইয়াতীমের যত্নকারী জান্নাতে এভাবে থাকব -এ বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যাঙ্গুলের প্রতি ইঙ্গিত দেন এবং ঐ দু' আঙ্গুলকে ফাঁক করেন।[৬৩]

মহানবী (স.) নিজে না খেয়েও ইয়াতীম শিশুদের খাবার দিয়েছেন। ইয়াতিম শিশুদের দান খয়রাতের ক্ষেত্রে মহানবী (স.)-এর কোন তুলনা নেই। মহানবী (স.) যখনই কোন ইয়াতীম শিশুকে ক্রীতদাস রূপে দেখতেন তখনই তার মালিককে উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করে তাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি ইয়াতিম শিশুদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে মানবজাতিকে আহবান জানিয়েছেন। মানুষের দ্বারা সংঘটতি যত খারাপ কাজ মহানবী (স.) কে কষ্ট দিত ইয়াতীম শিশুদের উপর যুলুম নির্যাতন করাই তার মধ্যে বেশি কষ্টদায়ক ছিল। মহানবী (স.) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইয়াতীম শিশুদের প্রতি অনাবিল ভালবাসা দেখিয়েছেন এবং এটা তার জীবনের এক অনবদ্য আদর্শ।[৬৪]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ لَهُ

অর্থ : যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্য থেকে কোন ইয়াতীম শিশুকে নিজ খাবার ও পানীয়ের প্রতি টেনে আনে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যদি না সে ক্ষমার অযোগ্য কোন গুনাহ করে।[৬৫]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

من مسح رأس يتيم أو يتيمة لم يمسحة الا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقرن بين إصبعيه

অর্থ : কেউ যদি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোন ইয়াতীম শিশুর মাথায় হাত বুলায় তবে যে পরিমাণ চুল তার হাতে লাগবে সে ঐ পরিমাণ সাওয়াব পাবে। যে ব্যক্তি তার নিকট প্রতিপালিত

৬৩. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুত তালাক, বাবুল লি'আনি ওয়া কাওলিল্লাহি তা'আলা, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৭৯৮

৬৪. ড. শাহ্ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামে সন্তান লালন-পালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭-২৫৮

৬৫. ইমাম তিরমিযী, *জামিউত তিরমিজী*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি আন রাসূলিল্লাহি (স.), বাবু মা জাআ ফির রহমাতিল ইয়াতিমি ওয়া ফিকালাতিহি, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২৩০, হাদীস নং ১৯১৭

 Dhaka University Institutional Repository

কোন ইয়াতীম ছেলে বা মেয়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, আমি ও সে জান্নাতে এভাবে থাকব বলে তিনি তাঁর তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীকে ফাঁক করে দেখান।[৬৬]

যদি রাষ্ট্রে এমন কোন দারিদ্র্য শিশু (পথ শিশু) থাকে যাদের তত্ত্বাবধানের কেউ নেই, তবে সেক্ষেত্রে তাদের সার্বিক দেখাশুনার দায়িত্ব সরকারী কোষাগার বা বাইতুল মালের উপর বর্তাবে।[৬৭]

খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.) খিলাফত কালে প্রত্যেক দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য দশ দিরহাম ভাতা প্রদান করতেন, তারা একটু বড় হলে দুইশত দিরহাম ভাতা দিতেন।[৬৮]

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ وَعَلَىَّ

অর্থ : কোন মুমিন যদি সম্পদ রেখে মারা যায় তবে তা তার উত্তরাধিকারীর। কিন্তু সে যদি স্তন গ্রহণকারী শিশু অথবা অসহায় কোন শিশু রেখে মারা যায় তবে সে ব্যাপারে সার্বিক দায়িত্ব আমার।[৬৯]

দারিদ্র্য ও পথশিশুরা যাতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে ব্যবস্থা করার জন্য ইসলাম যাকাতের একটি খাতকে নির্ধারিত করে রেখেছে। যাকাতের খাত বর্ণনায় আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অর্থ : যাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারী ও মুসাফিরদের জন্য, এ হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান।[৭০]

ইবনুস সাবিল বা পথ শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন ও নিরাপত্তায় যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে হবে। বাংলাদেশে বিরাজমান বাস্তব অর্থনৈতিক ও আন্তরিক উদ্যোগের অভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে পারিবারিক পরিবেশ বঞ্চিত পথশিশু ও পরিচয়হীন শিশুদের লালন পালন, সুরক্ষা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। ইসলাম শিশুর দারিদ্র্য বিমোচনে পিতা-মাতা, অভিবাবক এবং রাষ্ট্র প্রধানদের যে দায়িত্ব প্রদান করেছে তা যথাযথভাবে পালন করলে শিশু দারিদ্র্যমুক্ত হয়ে সুস্থ সুন্দর জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে।

শিশু স্বাস্থ্য

---

৬৬. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ*, বাকীয়ে মুসনাদিল আনসার অধ্যায়, বাবু হাদীসে আবি উমামাহ আল বাহেলী, হাদীস নং- ২২৩৩৮

৬৭. ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, ধারা-১০৫৭, পৃ. ৪৭০

৬৮. ড. শাহ্ মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, *ইসলামে সন্তানের লালন-পালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০

৬৯. ইমাম আবূ দাউদ, *সুনানু আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২৭

৭০. আল-কুরআন, ৯ : ৬০

শিশুর বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে ভাল স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সেবা। স্বাস্থ্য মানব জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় নিয়ামত। ইসলাম দৈহিক সুস্থতার উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার মৌল বিধি-বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। বেঁচে থাকার জন্য পরিমিত আহার যেমন জরুরী, তেমনি অতি ভোজনও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

অর্থ : তোমরা খাও এবং পান কর কিন্তু অপচয় কর না।[৭১]

রাসূল (স.) স্বাস্থ্য সংরক্ষণের উপদেশ দিয়ে বলেন-

اغتنم خمساً قبل خمس : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك

অর্থ : পাঁচটি বিষয়ের আগে পাঁচটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান কর; বার্ধক্য আসার আগে যৌবনের, রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে স্বাস্থ্যের, দারিদ্র আসার আগে স্বচ্ছলতার, ব্যস্ত হয়ে যাবার আগে অবসরের এবং মৃত্যু আসার আগে জীবনের।[৭২]

শিশুনীতির ৬.৩ ধারায় শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ ধারায় শিশুর সর্বোচ্চ মানের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা লাভের অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শিশুনীতিতে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রকার রোগের টিকা প্রদান, রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপদ পানি সরবারাহ এবং শিশুবান্ধব পয়ঃনিষ্কান ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

শিশুর জীবনের নিরাপত্তা এবং দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে শিশুনীতির প্রতিটি ধারা এবং উপধারায় বর্ণিত বিষয়াদির সাথে ইসলামের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। শিশুর জীবন, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসুরক্ষা, মনোজাগতিক বিকাশ ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর কথা কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন নির্দেশনায় বিধৃত হয়েছে।

ইসলামের পর আল্লাহ মানুষকে যে নিয়ামত দান করেছেন তন্মধ্যে সুস্থতা শ্রেষ্ঠতম। কেননা সুস্থতা ব্যতীত ইসলামের উপর চলা এবং আল্লাহর আনুগত্য করা সম্ভব নয়। সুস্থতার সাথে কোন কিছুর তুলনা হয় না। মহানবী (স.) বলেন,

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغ

অর্থ : স্বাস্থ্য এবং অবসর এ দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোকার মধ্যে রয়েছে।[৭৩]

---

৭১ . আল-কুরআন, ৭:৩১

৭২ . ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আব্দিল্লাহ আল খতীব আত তিবরিজী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, দেওবন্দ: মিরাজ বুক ডিপো, তা. বি., পৃ. ৪৪১

৭৩. হাফিজ আবূ আবদুল্লাাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৫১, হা. নং-৪১৭০

তিনি আরো বলেন,

إن أول ما يسئل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك ونرويك من الماء البارد

অর্থ : আল্লাহ সর্বপ্রথম যে নিয়ামত সম্পর্কে বান্দাকে প্রশ্ন করবেন তা হলো সুস্থতা ও অবসর।[৭৪]

শিশুর জীবন ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ইসলামের গুরুত্বারোপ প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক শক্তির প্রতি গুরুত্বারোপেরই শামিল। কারণ এর অর্থ হচ্ছে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করা, যাদের শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হবে সুস্থ শোনিত ধারা, যারা হবে শক্তি ও কর্মোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। বস্তুত পক্ষে সুস্থ শরীরের এ প্রভাব যে শুধু সুষ্ঠ চিন্তার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ তা নয়; বরং একজন লোকের জীবন ও মানব সমাজ সম্পর্কে তার আশাবাদী মনোভাবের প্রভাব সমানভাবে কার্যকর। এ কারণেই ইসলাম, নির্ধারিত নীতিমালার মাধ্যমে স্বাস্থ্যরক্ষার পন্থা সমূহ নির্ধারিত করে দিয়েছে। একটি সুসমাঞ্জস্য জীবন পরিচালনার জন্য এগুলো মেনে চলা জরুরী করে দেওয়া হয়েছে।[৭৫]

শিশু সন্তান মাহান আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত এবং তার পক্ষ থেকে পিতা মাতার নিকট রক্ষিত আমানত। কাজেই সুন্দর ও সুস্থ্য জীবনের জন্য শিশুর জন্মলগ্ন থেকেই পিতামাতাকে সতর্কতা ও অতীব যত্নের সাথে শিশুর লালন-পালন করা অত্যাবশ্যক। ইসলাম শিশুর জন্মলগ্ন এমনকি মায়ের গর্ভে আসার সময় থেকেই শিশুর প্রতি যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব ও তাকিদ প্রদান করেছে। শিশুর পার্থিব জীবনের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকা পিতা মাতার জন্য অপরিহার্য। যেকোন রোগ, মহামারি এবং যে সমস্ত ব্যাপারে মানুষের সরাসরি হাত রয়েছে, তেমন বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করা, অসতর্কতা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। মানুষ যদি রোগ প্রতিরোধ ও নিজেকে প্রতিরক্ষার বিষয়ে অবহেলা করে এবং এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে তখনই নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংস করে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

অর্থ : তোমরা তোমাদেরকে নিজ হাতে ধ্বংস করে দিওনা।[৭৬]

ইসলাম মানুষকে জীবন পথের দিশা দেয় এবং সকল ব্যাপারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলে। তাই দুরারোগ্য ব্যাধি বা সংক্রমণ হতে পারে এমন রোগের জীবানু আছে জেনেও স্বামী-স্ত্রীতে যৌন মিলন না করা, যাতে ঐ রোগের জীবাণু সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত হতে না পারে। যেমন, এইডস বা এইচ আইভির এর জীবানু যদি কারও রক্তে থাকে এবং এ অবস্থায় যৌন মিলনে যদি গর্ভসঞ্চার হয় তা হলে গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে এইড্স এর জীবাণু সংক্রামিত হতে পারে। কাজেই এ জাতীয় বা অন্য কোন রোগে পিতা বা মাতা আক্রান্ত হলে সন্তান নেওয়া উচিত নয়। ঐ ব্যধির

৭৪. ইমাম তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তাফসীরুল কুরআন অধ্যায়, বাব- সুরাতুত তাকাছুর, হাদীস নং- ৩৩৫৮

৭৫. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৭৬. আল-কুরআন, ২:১৯৫

চিকিৎসা করে পরিপূর্ণ সুস্থতা এলে তারপরই যৌন মিলনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। সুস্থ শিশুর জন্য এটা অপরিহার্য।[৭৭]

সুস্থ শিশুর জন্য গর্ভবতী মাকে সুস্থ রাখতে হবে। গর্ভবতী মা যাতে কোন রোগে আক্রান্ত না হয় সে দিকে সতর্ক থাকতে হবে। মা রোগাক্রান্ত হলে বা কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে সুস্থ শিশু আশা করা যায়না। শিশু জন্মের পর শিশুর স্বাস্থ্য, মন মানসিকতা, চরিত্র, ভবিষ্যৎ রুচি গঠনে মায়ের দুধের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) অনুসৃত কর্মে দেখতে পাই যে, তিনি দুশ্চরিত্রা মহিলার দুগ্ধপান এবং শিশুকে এমন বিষয় থেকে রক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যা দ্বারা তাদের স্বাস্থ্য, চরিত্র ও আচরণ বিকৃত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

توقوا اولأدكم لبن البغى و المجنونة

অর্থ : তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দুশ্চরিত্রা ও অপ্রকৃতস্থ রমনীর দুগ্ধ পান করানোর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর।[৭৮] দুধের প্রভাব সম্প্রসারণযোগ্য।

আমাদের দেশে ০-৫ বছর বয়সের শিশুদের প্রায় আড়াই লাখ মারা যায় ছয়টি সংক্রামক রোগে, যা সহজেই প্রতিরোধ করা সম্ভব।[৭৯] রাসূলুল্লাহ (স.) প্রত্যেক রোগের সম্ভাব্য চিকিৎসার অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন,

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থ : আল্লাহ এমন কোন রোগ দেননি, যার কোন চিকিৎসার বিধান দেননি। যখন কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয় আল্লাহর অনুগ্রহে তা ভাল হয়ে যায়।[৮০]

রোগ-ব্যধি থেকে শিশুকে নিরাপদ রাখার জন্য যত্নবান হওয়া সমধিক প্রয়োজন। কারণ আজকের একজন সুস্থ শিশু আগামী দিনের সুস্থ সবল একজন নাগরিক। একটি সুস্থ জাতি গঠনে শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত জরুরী। রোগব্যধি থেকে সতর্কতা অবলম্বনে ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। আজকের বিশ্বে একথা বলা হয় Prevention is better than cure. রোগ প্রতিরোধ রোগ নিরাময় থেকে শ্রেয়। অন্যভাবে বলা যায় রোগ প্রতিরোধ হচ্ছে নিরাময়ের চাইতে সস্তা। এজন্যই ইসলাম এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে।[৮১]

---

৭৭. ডা. খোন্দকার বুলবুল সরওয়ার ও ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক, *এইচআইভি/ এইড্‌স প্রতিরোধে বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক শিক্ষা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০০৭, পৃ. ৫৬-৭২

৭৮. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩

৭৯. ড. রোকেয়া খানম রুখসানা হক, *শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা ও ইমামদের ভূমিকা*, ওয়ার্ল্ডভিউ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন, জুন ১৯৮৯, পৃ. ৭

৮০. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুস সালাম, বাবু লিকুল্লি দা ইন দাওয়া উন, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২২৫

৮১. সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে ইসলামের সজাগ দৃষ্টি থাকার কারণে ইসলাম এ ক্ষেত্রে যে কোন শৈথিল্য প্রদর্শন থেকে সতর্ক করেছে। যাতে ভবিষ্যৎ বংশধারা শক্তিশালী ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়ে গড়ে উঠতে পারে। কোন রকম দীনতা, হীনতা ও দুর্বলতা যেন তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করতে না পারে। তাদের যেন বোঝা হয়ে থাকতে না হয় এ জন্যই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন,

أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

অর্থ : তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।[৮২]

এ কথার তাৎপর্য এটাও যে শিশু সন্তানদেরকে রোগ বালাই হতে রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের ঈমানী দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্য এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। কাজেই একজন অভিভাবকের হাতে তার পোষ্যদের নষ্ট হয়ে যাওয়ার পাপ ও অপরাধ সত্যি ক্ষমার অযোগ্য-অমার্জনীয়। এ থেকে ইসলামে শিশুর সুস্থতার ব্যাপারে কতখানি গুরুত্বারোপ করেছে তা উপলব্ধি করা যায়।

ছেলে শিশুর খাতনা প্রাচীনকাল থেকে একটি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় বিধানরূপে প্রচলিত। খাতনার মধ্যে বহু উপকারিতা নিহিত রয়েছে। খাতনা না করলে বিভিন্ন ধরণের রোগ হতে পারে। ত্বকের ভিতর জমে থাকা ময়লা পরিস্কার না করা হলে তা বিষাক্ত হয়ে অনেক সময় ফুটো হয়ে যায়। উপরে ফুটো হলে তাকে বলা হয় 'ফাইমাসিস' (Phimosis)। আর নিচে ফুটো হলে তাকে বলা হয় 'প্যারাফাইমাসিস' (Paraphimosis)। এ রোগ হলে উপরের বাড়তি চামড়া কেটে না ফেললে চামড়ার পচন ধরতে পারে, স্ত্রী সহবাসে অসুবিধা হয়। লিঙ্গের মাথায় মাংস জমে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে বিধায় এ অবস্থায় ক্যান্সারের মত মারাত্মক ব্যধিও হতে পারে। খতনা না করলে চামড়ার ভাজে প্রশ্রাব ও বীর্য প্রভৃতি আটকে থেকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।[৮৩]

খাতনা সুন্নাতে ইব্রাহিমী এবং ফিতরাতের অন্তর্ভূক্ত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَلْخِتَانُ

অর্থ : ফিতরাত তথা স্বভাবজাত কাজ পাঁচটি। তন্মধ্যে একটি হল খাতনা করা।[৮৪]

রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন,

اَلْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

অর্থ : খাতনা পুরুষদের জন্য সুন্নত এবং মহিলাদের জন্য তৃপ্তিদায়ক।[৮৫]

---

৮২. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ, বাবু ফাদিলাতিল আমিরিল আদিল, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১২২

৮৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খ্রী. ১৯৯২, খ.৯, পৃ. ৪৬১

৮৪. *সহীহ আল বুখারী*, কিতাবুল লিবাস, বাব তাকলিমুল আযফার, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৮৭৫

চিকিৎসকগণের মতে খাতনাবিহীন পুরষাঙ্গের ক্যান্সার বেশী হয় এবং এ শ্রেণীর স্বামীদের স্ত্রীদের মধ্যে ক্যান্সার তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। ইসলামের খাতনা বিধান বিজ্ঞানসম্মত এবং জীবনভিত্তিক। তাছাড়া খাতনাকৃত পুরুষ অতি সহজেই তার যৌনাঙ্গের অভ্যন্তরীণ পরিস্কার পরিচ্ছান্নতা নিশ্চিত করতে পারেন । পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।

শিশুর সুস্থতার জন্য ইসলাম সকল প্রকার ছোঁয়াচে এবং সংক্রামক রোগ-ব্যধি থেকে বেঁচে থাকার জন্য সতর্ক করেছে। এ সব রোগের ব্যাপারে সর্বতোভাবে সতর্কতা অবলম্বন করার প্রতি তাকিদ করেছে। একবার রাসূলুল্লাহ (স.) এক কুষ্ঠরোগীকে বাই'আত করানো ও মানুষের সাথে মেশা থেকে বাঁচানোর জন্য তার সাথে সালাম বিনিময়ের পূর্বেই এ বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন- 'তুমি ফিরে যাও, আমি তোমার বাইআত করে নিয়েছি'।[৮৬]

রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন,

فر من المجذوم فرارك من الأسد تعليق شعيب الأرنؤوط

অর্থ : তোমরা সিংহের ভয়ে পালানোর ন্যায় কুষ্ঠ রোগী থেকে বেঁচে থাক।[৮৭]

রাসূলুল্লাহ (স.) কলেরা ইত্যাদি মহামারী দেখা দেওয়ার সময়ে সে অঞ্চল থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন এ বলে যে, কলেরা জাতীয় মহামারী হচ্ছে আল্লাহর গযবেরই একটি নিদর্শন বিশেষ। আল্লাহ তার বান্দাদের কিছু লোককে তাতে আক্রান্ত করে পরীক্ষা করেন। অতএব যখন কোন অঞ্চলে মহামারী দেখা দেওয়ার সংবাদ পাও, তখন ঐ সময়ে মহামারী আক্রান্ত অঞ্চলে তোমরা প্রবেশ করোনা এবং যখন এমন কোন অঞ্চলে তা দেখা দেয় যেখানে তোমরা রয়েছ তখন সে অঞ্চল থেকেও তোমরা বের হয়ো না। এ দু'ধরণের নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হচ্ছে মহামারী যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে এবং সংক্রমণ হতে না পারে। রোগ প্রতিরোধ ও তা থেকে বেঁচে থাকার সতর্কতা অবলম্বনই এর উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন,

لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

অর্থ : কোন সংক্রামক রোগগ্রস্থ ব্যক্তি যেন সুস্থ ব্যক্তিদের মাঝে না যায়।[৮৮]

শিশুর সুস্থ জীবনের জন্য প্রয়োজন সুস্থ পরিবেশ। ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি আমাদের পরিবেশের অংশ, তাই বসতবাড়ি, রাস্তাঘাট, মাঠ, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি আবর্জনা মুক্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

ان الله جميل يحب الجمال

---

৮৫. আলী বিন মূসা আবু বকর আল বায়হাকী, *সুনান আল বায়হাকী আল কুবরা*, মাক্কাতুল মুকাররামা, মাকতাবাতু দারুল বায, ১৯৯৪, খ.৮, পৃ. ৩২৪

৮৬. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

৮৭. ইমাম আহমদ,আবূ আব্দিল্লাহ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ*, কায়রো: মুয়াস্সাসাতু কুরতুবা, তা.বি. খ.২, পৃ. ৪৪৩

৮৮. ইমাম বূখারী, *সহীহ আল বূখারী*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৮৫৯

অর্থ : আল্লাহ সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে ভালবাসেন।[৮৯]

রাসূলুল্লাহ (স.) আরও বলেন,

إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা পবিত্র তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। তিনি পরিচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্নতাকে ভালবাসেন।[৯০]

রাসূলুল্লাহ (স.) আরও বলেন,

إن الله طيب يحب الطيب ، نظيف يحب النظافة ، كريم يحب الكرم ، جواد يحب الجود ، فنظفوا بيوتكم

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন তিনি পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন, নিজে সুমহান এবং মহত্ত্বকে পছন্দ করেন, তিনি দানশীল, দানশীলতাকে পছন্দ করেন। কাজেই তোমরা তোমাদের বাড়ির চত্বর পরিচ্ছন্ন রাখবে।[৯১]

আধুনিক বিশ্ব পরিবেশ দুষণ প্রতিরোধের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করছে। শিশুর জীবন ও আগামী প্রজন্মের জন্য পৃথিবী বাসযোগ্য করার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু ইসলাম এ বিষয়ে তার অনুসারীদেরকে প্রথম থেকেই সতর্ক ও উদ্বুদ্ধ করেছে। ইসলামের বিধান মেনে চললে শিশুর জন্য নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

ইসলাম শারীরিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। শিশুর সুস্থজীবন ও সুস্থতার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দৈহিক রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে হলে শিশুর শরীর ও পরিধেয় কাপড়-চোপড় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

অর্থ : আল্লাহ তাওবাকারীগণকে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।[৯২]

অন্য আয়াতে এসেছে,

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

৮৯. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৬৫

৯০. ইমাম তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, কিতাবুল আদাব, বাবু মা জাআ ফিন নাজআহ, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ১১১, হাদীস নং- ২৭৯১

৯১. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল জামিউ আস সাগীর*, দারুল কুতুব আর ইলমিয়া লেবানন, বৈরুত: ১৯৯০, খ.২, পৃ. ১০৯, হাদীস নং- ১৭৪৮

৯২. আল-কুরআন, ২ : ২২২

অর্থ : ওহে কম্বলাবৃত! উঠুন এবং ভীতি প্রদর্শন করুন। আপনার প্রতিপালকের মহাত্ম্য বর্ণনা করুন আর পরিচ্ছদ পরিস্কার ও পবিত্র রাখুন।[৯৩]

শিশুর দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মধ্যে হাতের পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। কারণ, হাত দেহের এমন একটি অঙ্গ যার সাহায্যে আমরা প্রায় সবকিছুই করে থাকি। তাই ইসলাম খাওয়ার আগে এবং পরে হাত ধোয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এমনকি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর হাত ধোয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ

অর্থ : তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে অযুর পানির মধ্যে হাত প্রবেশের পূর্বেই যেন প্রথমেই তা ধুয়ে নেয়।[৯৪]

পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি যে শুধু হাত পরিষ্কার রাখার মধ্যেই সীমিত তা নয়; বরং রাসূলুল্লাহ (স.) হাতের নখ কাটার ব্যাপারেও উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন,

ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم

অর্থ : তোমরা নখ কাটবে এবং গোঁফ ছোট করবে।[৯৫]

হাতের পর শিশুর মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি এসে যায়। মুখ হচ্ছে মানবদেহের গেইট। মুখের ভেতর যদি কোন রোগ জীবাণু বা কোন রোগের সংক্রমণ থাকে তা হলে তা খাদ্যনালী হয়ে বৃহৎ-অন্ত্রে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং ভয়ানক রোগব্যাধি সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য মুখের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর ইসলাম খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছে। দাঁত ও মাড়ি যাতে ভালভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় সে জন্য প্রত্যেক ওযুর সময় মিসওয়াক করা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

অর্থ : মিসওয়াক করলে যেমন মুখ পরিষ্কার হয় তেমনি আল্লাহর সন্তুষ্টিও লাভ হয়।[৯৬]

তিনি আরো বলেন,

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

অর্থ : আমি যদি আমার উম্মতের অথবা সাধারণ মানুষের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক সালাতের সময় তাদেরকে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম।[৯৭]

---

৯৩. আল-কুরআন, ৭৪ : ১-৪

৯৪. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল অযু, বাবুল এসতিজমারু বিতরা, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৮

৯৫. ইমাম আহমদ, *মুসনাদ আহমদ*, মুসনাদ বাণী হাশিম, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৪৩, হাদীস নং- ২১৮১

৯৬. ইমাম ইবনে মাজাহ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, কিতাবুত তাহারাত ওয়া সুনানিহা, প্রাগুক্ত,পৃ. ৯০, হাদীস নং ২৮৭

৯৭. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, কিতাবুল জুকুআতি, বাবুস সিওয়াকি, ইয়াওমুল জুমুআতি, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১২২

মিসওয়াকের উদ্দেশ্যই হলো মুখ পরিস্কার করা। কাজেই শিশুর মুখ গহ্বর ও মাড়ি নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস ও ব্যবস্থা করতে হবে।

এভাবে আসে নাক, চোখ ও মাথার পরিচ্ছন্নতার বিষয়। নাকে সংক্রামনজনিত প্রদাহ বা কোন রোগের জীবাণু সহজেই শ্বাসনালী ও খাদ্যনালীকে সংক্রমিত করতে পারে। এ জন্য ইসলাম নাকের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে গুরুত্বদান করে নাক পরিষ্কার করাকে ওযুর সুন্নাত সমূহের অন্যতম হিসাবে বর্ণনা করেছে।

মানবদেহে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে মাথা। মাথার ত্বক নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর নির্ভর করে মাথা ও চুলের ব্যধির নিয়ন্ত্রণ। রাসূলুল্লাহ (স.) মাথা ও চুলের যত্ন নেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন,

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ

অর্থ : যার মাথায় চুল আছে, সে যেন তার পরিচর্যা করে পরিপাটি করে রাখে।[৯৮]

চোখ মানব শরীরের সূক্ষ্মতম অঙ্গ। রাসূলুল্লাহ (স.) চোখের পরিচর্যার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরত্ব দান করেছেন এবং আমাদেরকে এর পরিচ্ছন্নতা বিধানের বিষয়ে বিশেষ উৎসাহিত করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل ان ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে ইছমিদ জাতীয় সুরমা থাকতো, যা থেকে প্রত্যেক রাতে ঘুমাবার আগে তিনবার করে লাগাতেন।[৯৯]

শিশুর খাদ্য ও পানীয় পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখতে হবে। শিশুরা যে সকল রোগে আক্রান্ত হয় তন্মধ্যে পানিবাহিত রোগ অন্যতম। পঁচা, বাসি বা স্বাস্থ্য সম্মত নয় এমন খাবার থেকেও শিশুকে বিরত রাখতে হবে। কারণ অপরিচ্ছন্ন খাদ্যে অনেক রোগ-জীবাণূর সৃষ্টি হয়। নবী (স.) পানিতে নি:শ্বাস ত্যাগ করা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি পানাহারের পাত্র ঢেকে রাখার আদেশ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে পাত্রে বা খাদ্যে নি:শ্বাস ত্যাগ জটিল রোগ সৃষ্টির কারণ হতে পারে।[১০০]

জীবন ধারণে পানির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই রাসূলুল্লাহ (স.) পানি ব্যবহারে মিতব্যায়ী হওয়ার আহবান জানিয়ে বলেন, তুমি যদি প্রবাহমান নদীতেও থাক তবুও পানির অপচয় করনা।

---

৯৮. ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবু দাউদ*, কিতাবুত তারজ্জুলি, বাবু ফি ইসলাহিস শি'রি, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২৮৮, হাদীস নং ৪১৬৩

৯৯. ইমাম আহমদ, *মুসনাদে আহমদ*, মুসনাদ বাণী হাশিম, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩৫৪, হাদীস নং ৩৩২০

১০০. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

 Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার ভাইয়ের অধিকার হিসেবে এ দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে যে, সে যেন ব্যবহারযোগ্য কোন পানিতে মলমূত্র ত্যাগ না করে। কোন স্থির পানিতে ত্যাগ করাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) পানিতে পেশাব করা থেকে নিষেধ করেছেন।" রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ

অর্থ : তোমাদের কেউ যেন স্থায়ী পানিতে পেশাব করত তাতে গোসল না করে।[১০১]

উপর্যুক্ত আলোচনায় শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে ইসলামের শাশ্বত বিধানগুলোর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় ইসলাম যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা জাতীয় শিশুনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সর্বকালের জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি। এ বিধানগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা করে শক্তিশালী ও বলবান জাতি গঠন সম্ভব।

শিশুর শিক্ষা ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষা আলোর উৎস। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছাড়া শিশু সত্যিকার মানুষ ও সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারেনা। শিক্ষার অধিকার এবং শেখার সহজাত আগ্রহ নিয়েই শিশুরা জন্মগ্রহণ করে। তাই বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাভাবনা, ধৈর্য্য, কর্তব্য সচেতনতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও একাগ্রতার সঙ্গে তাদের শিক্ষা দীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। শিক্ষিত শিশু মাতা-পিতা, দেশ, সমাজ ও জাতির জন্য আশীর্বাদ। শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে জাতীয় শিশুনীতির ৬.৪ ধারায় ৩-৫ বছর বয়সী শিশুর বিকাশ নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে এবং ৬.৫ ধারায় বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান, ঝরে পড়া রোধ, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, শিক্ষার মান ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

শিশুরা জীবনের কিশলয়, আশার ফসল, মানুষের চোখ জুড়ানো ধন, উম্মাহর প্রস্ফুটিতব্য ফুল, মানবতার ভবিষ্যৎ যার উপর নির্ভরশীল সত্যিকার প্রভাতের উদয়, ঝলমলে আগামী দিন। গৌরবময় অতীতের প্রত্যাবর্তন এবং উম্মাহর কীর্তিমান মর্যাদার শাসনকে সংরক্ষিত রাখার একটি মাধ্যম। তাই ইসলাম শিশুদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে গুরুত্বদানের উপদেশ দিয়েছে, যাতে করে তাদের মাধ্যমে সমাজ হয়ে ওঠে সৌভাগ্যশালী আর তারাও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সমাজের সাহায্যকারীরূপে। ইসলামে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞান-অর্জন ফরজ বা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : সকল মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন ফরয।[১০২]

---

১০১. মুহাম্মদ ইবন ঈসমাইল আল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ.১,পৃ. ৩৭

 Dhaka University Institutional Repository

এ ফরজ কোন বিশেষ শ্রেণী, দল বা জাতির জন্য নয়; বরং এ হচ্ছে এমন একটি সার্বজনীন অধিকার ও স্বার্থ, যা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যারা জীবনের আলো পেতে চায়। এ ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই লক্ষ্য অভিন্ন।

আল্লাহ তা'আলা শিক্ষা অর্জনের নির্দেশ দিয়ে বলেন-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

অর্থ : পড় তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। পড় তুমি, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানত না।[১০৩]

শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ : বলুন, যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কি সমান হতে পারে?[১০৪]

একটি সভ্য সমাজ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষা ব্যক্তির কল্যাণ বিধান করে এবং সমষ্টির সৌভাগ্য নিয়ে আসে, আর বিশ্বের জন্য বয়ে নিয়ে আসে শান্তি। ইসলাম এ করণেই শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। মহানবী (স.) বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে শিক্ষিত বন্দীদের মুক্তির শর্ত দিয়েছিলেন- দশনজন করে মুসলিম শিশুসন্তানকে লেখাপড়া শেখানো।[১০৫]

মহানবী (স.) ঘোষণা করেন,

علموا اولأدكم فانهم مخلقون لزمان غير زمانكم

অর্থ : তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দাও। কেননা তারা এমন এক যুগে বসবাস করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে যা তোমাদের যুগ নয়।[১০৬]

ইসলাম মাতাপিতাকে তাদের সন্তানদের অভিভাবকত্ব এবং তাদের প্রশিক্ষণের বিষয় তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়েছে। পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ ও উত্তম উপহার হলো তাকে উত্তম শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সুগঠিত করা, তাদেরকে উপযুক্ত ও দক্ষ করে গড়ে তোলা।

---

১০২. হাফিজ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪, হা. নং ২২৪

১০৩. আল-কুরআন, ৯৬ : ১-৫

১০৪. আল-কুরআন, ৩৯ : ৯

১০৫. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ২০, ঢাকা: ইসলামিক ফাউনেডশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রী, পৃ. ৫৯০

১০৬. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮

শিশু সন্তানকে উত্তম শিক্ষা দান সদকায়ে জারিয়ার তুল্য। মানুষের মৃত্যুর মাধ্যমে তার পূন্য অর্জনের সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সন্তানকে সুশিক্ষা দান করলে তা নিঃশেষ হবে না; বরং মৃত্যুর পর আমলনামায় কর্মের সওয়াব পৌছতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (স.) এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন,

إِذَا مَاتَ الإِنسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

অর্থ : মানুষ মারা যাওয়ার সাথে সাথে তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি বিষয়ের সওয়াব পেতে থাকে। আর তা হলো সদকায়ে জারিয়াহ, এমন বিদ্যা যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং সুসন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।[১০৭]

শিশুর শিক্ষা শুরু করতে হবে যখন সে কথা বলতে আরম্ভ করবে। সর্ব প্রথম তাকে কালেমায়ে তাইয়্যিবা শিক্ষা দিতে হবে, যার প্রভাব তার সমগ্র জীবনে প্রতিফলিত হওয়ার আশা করা যায়। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

افْتَحُوا عَلى صِبْيَانِكُمْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ بِلا إِلَهَ إِلا اللهُ

অর্থ : তোমরা নিজ নিজ শিশুকে সর্বপ্রথম কথা শিখাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।[১০৮]

শিশু জন্মগ্রহণের সাথে সথে তার শিক্ষা-দীক্ষার বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথম কয়েকটি বছর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত এ প্রাথমিক বছরগুলো উদাসীনতায় নষ্ট হয়ে যায়। শিশু যদিও জীবনের প্রাথমিক দিনগুলোতে কথা বলতে পারে না, তবুও অনুভব করতে পারে এবং শব্দাবলির মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে থাকে। শিশু মা-বাবা, পরিচর্যাকারী ও কাছের মানুষের চাল-চলন ও কথাবার্তা থেকে অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করে। এজন্য শিশুর সামনে কোন খারাপ ও অভদ্র আচরণ, অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা ঠিক নয়। ভাল ভাল শব্দ, সুন্দর সুন্দর কথা, মিষ্টি মিষ্টি বুলি দিয়ে শিশুকে মানুষ করতে হবে। তার পাশে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত। যখন শিশুর মুখে কথা ফুটতে শুরু করে, তখনই তাকে আল্লাহ, রাসূল, কালিমায়ে তাওহীদ এবং আল্লাহর গুণাবলির ছাপ তার মন ও মগজের স্থাপন করতে হবে। মহানবী (স.) এর বংশে যখনই কোন শিশু কথা বলতে শিখত তখনই মহানবী (স.) তাকে আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াত শিক্ষা দিতেন,

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

১০৭. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল অসিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪১

১০৮. *বায়হাকী ও মুস্তাদরাকে হাকেম*, উদ্ধৃত- সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

 Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : তিনিই মহান সত্ত্বা, তার রয়েছে আকাশ জগত ও পৃথিবীর রাজত্ব, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। রাজত্বে তার কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিত ভাবে।[১০৯]

শিশুকে রাসূল (স.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি ভালবাসা পোষণ ও কুরআন পাঠের অভ্যস্ত করানো উচিত। তিবরানী (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (স.) বলেন, নিজ সন্তানকে তিনটি বিষয় শিক্ষা দাও, তোমাদের নবীর প্রতি ভালবাসা, তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি ভালবাসা এবং কুরআন তিলাওয়াত। কেননা, কুরআন তিলাওয়াতকারী আল্লাহর আরশের ছায়ায় আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাঁর বাছাইকৃত ব্যক্তিগণের সাথে সেই দিন আশ্রয় পাবে যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়াই থাকবে না।

এ হাদীস দ্বারা এ কথার প্রতিও গুরুত্ব আরোপিত হয় যে, সন্তানদেরকে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সিরাত ও সহাবায়ে কিরামের সীরাত সম্পর্কে শিক্ষা দান করতে হবে। তাদেরকে বিখ্যাত মুসলিম নেতৃবৃন্দের জীবনী, ইতিহাসের বিভিন্ন বীরত্ব গাঁথাও শেখানো প্রয়োজন।[১১০]

শিশুর চরিত্র, আচরণ ও অভ্যাস গঠনে পরিবেশের কার্যকর প্রভাব থাকে। শিশু সর্বপ্রথম প্রভাবিত হয় তার পিতা-মাতার দ্বারা। শিশু তার আচার আচরণে পিতা-মাতাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে থাকে। তাই শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণে মাতা-পিতার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

অর্থ : প্রত্যেক নবজাতক শিশু ফিতরাত বা স্বভাবধর্ম ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে, অতপর তার মাতা-পিতাই তাকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিপূজকে পরিণত করে।[১১১]

পিতামাতার পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য সর্বোত্তম উত্তরাধিকার সম্পদ নয়, সুশিক্ষা। কারণ ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কিন্তু সুশিক্ষা স্থায়ী। মানব প্রজন্মকে বুদ্ধির সুষম প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নতি লাভ করাতে ইসলামে নির্দেশ দেয়। জ্ঞানকে বাদ দিলে মানব শিশু অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শৈশবেই শিশুকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِنِصْفِ صَاعٍ

অর্থ : তোমাদের কারো আপন সন্তানকে শিক্ষাদান করা প্রতিদিন অর্ধ সা' পরিমাণ খাদ্য সামাগ্রী সদকা করার চেয়ে উত্তম।[১১২]

---

১০৯. আল-কুরআন, ১২ : ৩

১১০. বিস্তারিত দ্র. ড. শাহ্ মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, *ইসলামে সন্তান লালন-পালন*, প্রগুক্ত, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫

১১১. ইমাম মুসলিম, *সহীহ বুখারী*, কিতাব আল ইমারাহ, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৩৭

১১২. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচয়*, পৃ. ৪৯ ; *মুসনাদে আহমদ*, মুসনাদে বসরিঈন, জাবির বিন সামুরা বর্ণিত হাদিস, মাকতাবা, পৃ. ৪৯৯

 Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরো বলেন,

لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

অর্থ : সৎ শিক্ষা দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোন বৃক্ষ কোন পিতা তার সন্তানের জন্য রোপণ করতে পারেনি।[১১৩]

ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা কোন একটি বিশেষ স্তরে গিয়ে থেমে যায় না অথবা বিশেষ লেখকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। মানবীয় জ্ঞানের সকল প্রকার ও শ্রেণীকে অন্তর্ভূক্ত করে। থাকে। অন্তর্ভূক্ত করে মানবীয় অনুভূতি ও মানব-বুদ্ধির আওতায় যা কিছু আসে তার সবকিছুকে। হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর উপদেশ কতই না সুন্দর। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতরানো ও তীরন্দাযী শিখাও এবং তাদেরকে বল যেন ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে চড়তে শিখে। তীরান্দাযী, ঘোড় সওয়ারীতে দক্ষতা প্রদর্শন ইত্যাদি একজন আরবী ব্যক্তির জীবনে প্রশংসনীয় গুন বলে পরিচিত ছিল। যদি উমরের জীবন দীর্ঘায়িত হয়ে বর্তমান পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন তাহলে এ কথার সাথে হযরত উমর (রা.)-এর আরো অনেক উপদেশ যোগ হতো, তথা মিজাইল, রকেট চালনা পর্যন্ত শিখতে তিনি আদেশ দিতেন।[১১৪]

ইসলাম শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষাদান এবং শিক্ষাকে সার্বজনীন করার পুরোপুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কোন শিশু যেন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে না যায় সে জন্য প্রেরণা ও প্রণোদনা যুগিয়েছে ইসলাম। মহানবী (স.) উপকারী ও কল্যাণকর জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করা ও শিক্ষাদান সওয়াবের কাজ বলে ঘোষণা করেছেন। শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানে লিপ্ত উভয়ের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الأَجْرِ

অর্থ : শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই প্রতিদানের অংশীদার।[১১৫]

মহানবী (স.) আরো বলেন,

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

অর্থ : যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের পথ দেখায়, সে ভাল কাজ সম্পাদনকারীর সমান সওয়াবের অধিকারী হয়।[১১৬]

---

১১৩. হাফিয আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *জামিউত তিরমিযী*, আল বির ওয়াস সিলা আন রাসূলুল্লাহ, মা জায়া ফি আদাবেল ওলাদে অধ্যায়, হা.নং ১৮৭৪

১১৪. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

১১৫. ইমাম ইবনে মাজাহ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, কিতাবুল মুকাদ্দামাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫, হাদীস নং- ২২৮

১১৬. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৩৭

 Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع

অর্থ : যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে ঘর থেকে বের হয়, সে ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে জিহাদেই থাকে।[১১৭]

শিক্ষা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য অপরিহার্য। শিক্ষার দ্বারা মূর্খতা দূরীভূত হয় এবং চিন্তা গবেষণার পথ উন্মোচিত হয়। তাই শিশুসন্তানকে এমনভাবে শিক্ষাদান করতে হবে যাতে তারা দক্ষ, উপার্জনক্ষম এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়। এ জন্য অর্থ ব্যয় করা পিতা-মাতার অত্যাবশ্যক কর্তব্যের অন্যতম। এ ব্যাপারে গাফলতি করা, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা অপরাধের শামিল। পিতা-মাতা অসমর্থ হলে রাষ্ট্র ও সমাজকে এ দায়িত্ব নিতে হবে। শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা রাষ্ট্র ও সমাজের অপরিহার্য কর্তব্য।[১১৮]

ইসলামী রাষ্ট্রে প্রাথমিক যুগ থেকেই সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করে দেওয়া হয়। অসহায় ও নিঃস্ব শিশু শিক্ষার্থীদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহন করা হত। মুসলিম সমাজের প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তি এ খাতে সাহায্য করাকে নেক কাজ মনে করে মুক্ত হস্তে দান সদকা করতেন। যাকাতের একটি বিরাট অংশ শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়িত হত। কেননা, যাকাত ও সদাকাহ ব্যয়ের সর্বোত্তম খাত হচ্ছে শিক্ষা খাত।

পিতা-মাতার দায়িত্ব শিশুদেরকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে পিতা-মাতাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহী করতে হবে। বার্টান্ড রাসেলের মতে শিক্ষা দুভাগে বিভক্ত। (১) নৈতিক শিক্ষা (Moral Education) (২) জ্ঞানের শিক্ষা (Education in Knowledge)।[১১৯] নৈতিক শিক্ষা মানব উন্নয়নের সহায়ক, মনস্তাত্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর এবং কল্যানকর মানসিকতা রূপায়নে অদ্বিতীয়, কর্মে প্রেরণা সৃষ্টিকারী বিষয় হিসেবে অতুলণীয়। মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উন্মেষ ও উজ্জীবন শুধু প্রয়োজনীয় নয়, অপরিহার্যও বটে। হাদীসে বলা হয়েছে, "মানুষকে কল্যাণকর যা কিছু দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে উত্তম চরিত্র।[১২০] নৈতিকমান এমন একটি বিষয় যা মানুষকে কোন রকম বাহ্যিক চাপ ব্যতীরেকেই দক্ষতা, আন্তরিকতা ও সততার সাথে কাজ করার নৈতিক উৎসাহ দান করে।[১২১]

---

১১৭. ইমাম তিরমিযী, *জামিউত্ তিরমিযী*, কিতাবুল ইলমি আন রাসূলিল্লাহ (স.) বাবু ফাদলি তলাবিল ইলমি, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ২৯, হাদীস নং ২৬৪৭

১১৮. ড. শাহ্ মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, *ইসলামে সন্তান লালন-পালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২

১১৯. Bartand Ressill, on Education, ১৯২৬. (অনু.) মারজান বেগম, *শিক্ষা প্রসঙ্গ*, ঢাকা: যোগাযোগ পাবলিশার্স, ২০০৩, ভূমিকা দ্র.

১২০. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল মুসনাদ*, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা. বি, খ. ৪, পৃ. ২৭৮

১২১. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক, "ইসলামী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি", *ইসলামী ব্যাংকিং জার্নাল, জুলাই - ডিসেম্বর*, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৯৯৯ খ্রী.,পৃ.১৪

ইসলামের আলোকে নৈতিক দর্শন বলতে যা বুঝায় তা হলো কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক নৈতিকতা। ইসলামে নৈতিক শিক্ষা শুধু দার্শনিক তত্ব বা পুথিগত বিদ্যা হয়েই রয়ে যায়নি বরং এই নৈতিক দর্শনকে সারা বিশ্বের মানুষের জন্য নিদর্শন হিসাবে উপস্থাপণের জন্য আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় হাবীবের (স.) মাঝে বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে প্রত্যয়ণ পূর্বক ঘোষণা করেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

অর্থ : আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।[১২২]

অনুরূপভাবে নবী করীম (স.) নিজেই বলেন,

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

অর্থ : মহান নৈতিক গুনাবলী পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি।[১২৩]

প্রকৃত মুসলমান হওয়ার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে ইসলামী নৈতিকতা। শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী নৈতিকতা শিক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে কুরআন, হাদীস, ঈমান-আকীদা, ইবাদত ইত্যাদি বিষয়ে প্রথমেই শিক্ষাদান করা আবশ্যক। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে তাদেরকে পরিষ্কার ও নির্ভুল ধরণা দিতে হবে। নামায রোযাসহ ইসলামী অনুশাসন অনুশীলনে অভ্যস্ত করতে হবে। তাদের উত্তম নৈতিক চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) এ প্রসঙ্গে বলেন,

ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن

অর্থ : মা-বাবা তার সন্তানকে সুন্দর নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে উত্তম কিছুই দান করতে পারে না।[১২৪]

শিশুর বোধগম্যতা কিছুটা বিকাশিত হওয়ার পর তাকে শরী'আতের পরিচয় ও মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা পিতা-মাতার অপরিহার্য কর্তব্য। তাদের অবহেলার কারণে সন্তান প্রকৃত মুসলিম হতে না পারলে কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর দরবারে পিতা-মাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপন করবে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ

অর্থ : কাফিররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! যে সব জিন ও মানব আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদেরকে দেখিয়ে দাও আমরা তাদেরকে পদদলিত করব। যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়।[১২৫]

---

১২২. আল-কুরআন, ৬৮ : ৪

১২৩. আলাউদ্দিন 'আলী আল মুত্তাকী, *কানযুল উম্মাল ফী সুনানুল আকওয়াল ওয়াল আফ'য়াল*, খ. ৩, হায়দারাবাদ: দায়িরাতুল মা'আরিফ আল উছমানিয়্যা, ১৯৫১ খ্রী., পৃ.৯

১২৪. ইমাম তিরমিযী, *জামি আত তিরমিযী*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, বাবু মা জাআ ফি আদাবিল ওলাদি, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩৩৮

সুতরাং অভিভাবকদের উচিত শিশুদের প্রথম থেকেই ঈমানী শিক্ষার সে সব বিষয় শিক্ষাদান করা যার উপর ভিত্তি করে তাদের ইসলামী শিক্ষার গোড়াপত্তন হবে। আর তাতে আকীদা, ইবাদত, মিনহাজ ও নিজাম সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞানের ভিত্তি রচিত হবে। ইসলাম শিশুকে সর্বপ্রথম কালিমায়ে তাইয়্যেবা শিক্ষা দানের নির্দেশ প্রদান করে। এ কালিমা ইসলামে দীক্ষা লাভের মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা কালিমার গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেন,

كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

অর্থ : পবিত্র কালিমা হচ্ছে পবিত্র বৃক্ষের মত, যার মূল গভীরে গ্রোথিত এবং এর শাখা-প্রশাখা দিগন্তে প্রসারিত।[১২৬]

শিশুর জ্ঞান ও বিচারবোধ জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তাকে হালাল-হারামের পার্থক্য বুঝাতে হবে এবং শরী'আতের হুকুম পালনে অভ্যস্ত করতে হবে। তখন সে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থাকে শরী'আত ও জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবে না।

শিশুর বয়স সাত বছর হলে তাকে ইবাদত অনুশীলনের শিক্ষা প্রদান করতে হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

অর্থ : তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে সালাতের আদেশ দাও, দশ বছর বয়সে সালাত আদায় না করলে শাস্তি দাও এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।[১২৭]

এমনিভাবে সাওম ও হজ্জের ব্যাপারেও শিশুকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। ইবাদাত পালনে অভ্যস্ত শিশু আল্লাহ তা'আলার সকল আদেশ নিষেধ পালনে হবে আকুণ্ঠ আনুগত্যশীল। আল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যমে সে অন্তরের পবিত্রতা অর্জন, দৈহিক সুস্থতা, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা এবং কথা ও কাজে স্বচ্ছতা উপলব্ধি করতে পারবে।

পরিবারের সদস্যদের দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষাদান পরিবারের কর্তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

لَا يَسْتَرْعِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمْ أَضَاعَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً

১২৫. আল-কুর'আন, ৪১ : ২৯

১২৬. আল-কুর'আন, ১৪ : ২৪

১২৭. ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবু দাউদ*, কিতাবুস সালাত, খ.১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭, হা.নং-৪৯৫

অর্থ : আল্লাহ যে বান্দাকেই বেশি অথবা কম লোকের তত্ত্বাবধায়ক বানান না কেন, কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে অধীনস্ত লোকদের দ্বীনের উপর চালিয়েছিল, না তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। বিশেষ করে তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারেও হিসাব নিবেন।[১২৮]

শিশুরা যতদিন ছোট থাকে, ততদিন বাবা-মায়ের স্নেহের ছায়াতলে লালিত পালিত হয়। আর যখন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অর্জনের বয়সে উপনীত হয়, তখন মাতাপিতা ও প্রশিক্ষণ দানকারীদের উচিত যে তাদের সংশোধনের সকল মাধ্যমকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা। তাদের আবেগ ও কামনা বাসনা, তাদের অভ্যাস ও চরিত্র সংশোধনের জন্য সকল উপয়াদি অবলম্বন করা যাতে শিশুরা সার্বিক ও পরিপূর্ণভাবে ইসলামী অভ্যাস ও চরিত্র এবং উন্নত সামাজিক শিষ্টাচার আয়ত্ত করতে পারে। শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ইসলামের নিজস্ব বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সব পর্যায়ে সুন্নতে নববী ও সাহাবায়ে কিরামের জীবনাদর্শকে সামনে রেখেই অগ্রসর হতে হবে।

শিশুদেরকে প্রশিক্ষণ ও সংশোধনের নিমিত্তে খুব কোমলভাবে বোঝাতে হবে। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) একটি হাদীস উল্লেখ করেন। হযরত উমর ইবনে আবু সুলামা (রা.) বলেন, রাসূল (স.) এর তত্ত্বাবধানে এবং তারই লালন পালনের আওতাধীন আমি একজন নওমুসলিম বালক ছিলাম। খাদ্যের পাত্রে আমার হাত এদিক ওদিক যাতায়াত করত। এটা দেখে রাসূল (স.) আমাকে বললেন, হে বৎস! আল্লাহর নামে খাওয়া শুরু কর, ডান হাতে খাও এবং নিজের দিকের খাদ্য খাও।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দয়াদ্র, তিনি সর্বক্ষেত্রে নম্রতাকে পছন্দ করেন।[১২৯]

রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন,

عليك بالرفق فان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه

অর্থ : নমনীয়তা বা দয়াদ্রতা যে কোন ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হোক তাতে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবেই, আর যে কোন কিছু থেকে তার নমনীয়তাকে বর্জন করা হলে তা কঠিন হয়ে যাবে।[১৩০]

আমাদের দেশে অনেক সময় শিশু কিশোরদের শিক্ষা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়। এমনকি মসজিদে আগত শিশুদেরকে বড়দের সাথে দাঁড়াতে না দিয়ে ঠেলা ধাক্কা দিয়ে একপাশে কিংবা সবার পিছনের কাতারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অথচ মহানবী (স.) শিশুদেরকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। তিনি ভুলেও শিশুদের সাথে রূঢ় আচরণ করতেন না।

---

১২৮. ইমাম আহমদ, *মুসনাদে আহমদ*, মুসনাদুল মুকাচ্ছিরিনা মিনাস সাহাবা, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৫, হাদীস নং ৪৬৩৭

১২৯. ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবূ দাউদ*, বাবু ফির রিফকি, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪৪৫, হাদীস নং- ৪৮০৭

১৩০. ইমাম আহমদ, *মুসনাদ আহমদ*, মুসনাদ বাকীল আনসার, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ১২৫

 Dhaka University Institutional Repository

হযরত আনাস (রা.) বলেন, "আমি বহু (দশ) বছর রাসূলুল্লাহ (স.) এর খিদমতে ছিলাম। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি আমাকে গালি দেননি, মারপিট করেননি, ধমক দেননি, চোখ রাঙাননি, কোন বিষয়ে তিনি আমাকে তিরস্কারও করেননি।"[১৩১]

রাসূলুল্লাহ (স.) শিশুদের শিক্ষাদানে অত্যন্ত নমনীয় ছিলেন। কারণ, রূঢ় ভাষায় ভাল উপদেশও কার্যকর হয় না। উপদেশ দানের ক্ষেত্রে তিনি হিকমাহ ও মাওইযাতিল হাসানা পদ্ধতি অবলম্বন করতেন।

শিশুর বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম শিশুর জীবনে আনয়ন করে সুখ,আনন্দ এবং তার অন্তরে সৃষ্টি করে এক হাস্যোজ্জ্বল মানসিকতা। মানসিক আনন্দই অন্তরে উপলব্ধি ও জ্ঞানের চোখ খুলে দিতে সাহায্য করে। বৈধ পদ্ধতিতে বিনোদন ও আনন্দ প্রকাশ করাতে শরীয়তের কোনো বাধা নেই। শিশুরা ছোটবেলা থেকে খেলাধুলার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। স্বাধীনভাবে চলা ফেরা, আনন্দ ও উল্লাসের প্রতি আকর্ষন তাদের সহজাত। তারা সব সময় ব্যস্ত চঞ্চল থাকতে ভালবাসে, সমবয়সীদের সাথে দৌড়ঝাঁপ, ছুটাছুটি, ঘোড়দৌড়, ব্যায়াম অনুশীলন ইত্যাদিতে তারা সময় কাটায়। কখনও মার্বেল, হা-ডু-ডু, ফুটবল, ক্রিকেটসহ আধুনিক খেলা খেলে। তাই তাদের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা দরকার যাতে তারা এসব খেলাধুলার সময় আনন্দ লাভের পাশাপাশি শারীরিকভাবেও যেন উপকৃত হয়। তাদের পেশিগুলো শক্তিসবল হয়। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয় সুঠাম ও শক্তিশালী এবং বিপদ মূহূর্তে যেন প্রতিরক্ষাকারী অস্ত্রের মত ভূমিকা রাখতে পারে।[১৩২]

রাসূলুল্লাহ (স.) শিশুদের জন্য বিনোদন সামগ্রী ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করে বলেন, "যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করত: কিছু উপহার খরিদ করল। আর তা ছেলেমেয়েদের নিকট বয়ে নিয়ে গেল, তখন সে যেন একটি অভাবগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর নিকট সদকার সামগ্রী বয়ে নিয়ে গেল। তার কর্তব্য হচ্ছে ছেলেদের পূর্বে মেয়েদেরকে দিয়েই দান আরম্ভ করা।"[১৩৩]

নির্মল আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স.) শিশুদের সাথে কৌতুকপূর্ণ কথা বলতেন। আনাস (রা.) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي طَيْرًا كَانَ يَلْعَبُ بِهِ

১৩১. ড. শাহ্ মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, *ইসলামে সন্তান লালন-পালন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬৭

১৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪

১৩৩. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের সাথে মিশতেন। এমনকি তিনি আমার ছোট ভাইকে বলতেন, হে আবু উমায়র! তোমার নুগায়র (চড়ুই) পাখির খবর কি? বস্তুত আবু উমায়র (রা.)-এর একটি নুগায়র (চড়ুই) পাখি ছিল। তা দিয়ে তিনি খেল-তামাসা করতেন। পরে পাখিটি মারা যায়।[১৩৪]

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাচ্চাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করা এবং তাদেরকে আনন্দ দান করা উত্তম।

ব্যায়াম ও শরীরচর্চা শিশুকাল থেকেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুস্থ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হলে শিশুকালেই শরীর বলিষ্ঠ করা প্রয়োজন। এর জন্য ব্যায়াম ও শরীরচর্চার প্রয়োজন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) নিজে কুস্তি লড়েছেন, ঘোড়া এবং তীর চালনা করেছেন। আবার অন্যদিকে হাবশীদের মাঝে বর্শা চালানোর প্রতিযোগিতার পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন। এর প্রত্যেকটিই সুস্থ শরীর গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।[১৩৫]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا وَإِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

অর্থ : তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য সাধ্যমত রণকৌশল শিক্ষা কর, অতঃপর বলেন, জেনেরাখ (তীর) নিক্ষেপ পারদর্শিতা অর্জনই আসল শক্তি, নিক্ষেপনই আসল শক্তি, নিক্ষেপনই আসল শক্তি।[১৩৬]

একবার রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাহাবীদের তীরন্দাযী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করে বলেন,

ارموا فانا معكم كلكم

অর্থ : তোমরা তিরন্দাযী প্রশিক্ষণ নিতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে আছি।[১৩৭]

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

عليكم بارمى فانه خيراو من خير لهوكم

অর্থ : তোমরা তিরন্দাজী শেখ, কেননা এটা তোমাদের সর্বোত্তম খেলা।[১৩৮]

---

১৩৪. ইমাম ইবনে মাজাহ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪১, হাদীস নং- ৩৭২০

১৩৫. সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

১৩৬. মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ আবু আব্দুল্লাহ আল কাযবিনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, কিতাবুল জিহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫২, হাদীস নং ২৮১৩

১৩৭. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ, বাবু ফাজলুজ জিহাদ ওয়াস সিয়ারি, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩৯০

১৩৮. আলী বিন আবি বকর হাইছামী, *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, বাবু মাআ ফিল ক্বসিয়্যা ওয়ার বমাহি, বৈরুত: দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৪০৭হি., খ.৫, পৃ. ২৬৮

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ নামায এমন এক বাধ্যতামূলক শারীরিক অনুশীলন যাতে একজন মুসলিম তার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সঞ্চালনে বাধ্য হয়। শরীরের জোড়াগুলো নড়াচড়া করে এবং শরীরের আবরণী কলা ও শিরা ধমনীতে রক্ত সঞ্চালিত হয়। এ রক্ত সঞ্চালন শরীরের জন্য খুবই উপকারী।

নামাযের জন্য অযু জরুরী। অযুতে বাহ্যিক কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতাও অর্জিত হয়। এ সময় চুল মুখগহ্বর, দাঁত ইত্যাদি পরিষ্কার করতে হয়। নামাযের জন্য শরীর পাক, পরিচ্ছদ পাক এবং জায়গা পাক হতে হয়। এ সবই নামাযের শুদ্ধতার জন্য পূর্বশর্ত। প্রতিদিন জাম'আত বদ্ধভাবে নামায আদায় করতে মসজিদে যাওয়া-আসার ফলে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো সঞ্চালিত হয়। এতে জড়তা ও অবসন্নতা দূরীভূত হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) এজন্যই শিশুদের সাত বছর বয়স থেকে নামাযে অভ্যস্ত করাতে বলেছেন। আজকাল বিনোদনের নামে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ছায়াছবি, নাটক ইত্যাদি প্রদর্শন করানো হয়। এসব থেকে শিশুদের বিরত রাখা উচিত। এতে তারা অনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি শুধু প্রভাবিতই নয় বরং অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। সিনেমা, টেলিভিশন ইত্যাদির গল্প-কাহিনীতে অশ্লীল দৃশ্যের অবতারণা, পত্রপত্রিকা ও বইতে নগ্ন-অর্ধনগ্ন কুরুচিপূর্ণ ছবি, গল্প কাহিনীতে যৌন সুড়সুড়ি প্রদানকারী ডায়ালগ এবং যৌন আবেদনময়ী ঘটনার বর্ণনা থাকে। এসব কুরুচিপূর্ণ বিষয় শিশুদের মনমগজে বদ্ধমূল হয়ে যায়। বয়সন্ধিক্ষণে তাদের মানসিক চঞ্চলতার জন্য তারা বিভিন্ন গর্হিত লজ্জাকর কাজেও লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের চরিত্র ধ্বংসের দিকে ক্রমেই ধাবমান হতে থাকে। ইসলামী জীবন দর্শনের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে শিশুদেরকে এ সব জিনিস থেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখতে হবে। পিতা মাতার দায়িত্ব সন্তানদেরকে এসব অশ্লীলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে এবং আপন পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।[১৩৯]

শিশুর বিনোদনের সাথে বিলাসিতার কোনো সম্পর্ক নেই। অতি আরাম-আয়েশে জীবন কাটিয়ে দেওয়া ইসলামী দর্শনের পরিপন্থী কাজ। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

اياك والتغم فان عياد الله يسو بالمتعمين

অর্থ : তোমরা আরাম আয়েশের আধিক্যের প্রতি অনুরাগ থেকে নিজেকে বিরত রাখ, কেননা আল্লাহর প্রকৃত বান্দারা বিলাসিতার মোহে পড়ে না।[১৪০]

শিশুদেরকে পূর্ববর্তী যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনুসরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। তাদের সংগ্রাম-সাধনা, বীরত্ব এবং তাদের গৌরবময় দিনগুলোকে মনে রাখতে শিশুরা যেন আগ্রহী হয়। সে বিষয়ে লক্ষ রাখা হবে। শিশুদের উপলব্ধি ক্ষমতা, চিন্তাশক্তি ও ধারণ ক্ষমতা বিবেচনায় তাদেরকে স্বীয় ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা, গভীর মনোনিবেশ ও সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে কুরআন তিলাওয়াত এবং আল-কুরআনের সাথে আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টির ব্যাপারেও অভ্যস্ত করানো

---

১৩৯. আল-কুরআন, ৬৬ : ৬

১৪০. ইমাম আহমদ, *মুসনাদে আহমদ*, মুসনাদ আল আনসার, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ২৪৪

প্রয়োজন। হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, "আমি আমার সন্তানদেরকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর গায্ওয়া বা যুদ্ধগুলো সম্পর্কে এমনভাবে অবহিত করতাম যেভাবে তারা কুরআন মাজীদের সূরাগুলো আয়ত্ব করে।[১৪১]

শিশুর সুরক্ষা

বাংলাদেশে শিশুরা বিভিন্ন কারণে সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। বয়সের অপরিপক্কতা, বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে তারা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। চুরি, ছিনতাই, চোরাচালানি, মাদকদ্রব্য গ্রহণ ও কেনাবেচা, হত্যা, অপহরণ, ইভটিজিং, নারী নির্যাতন, পতিতাবৃত্তি, ধর্ষণ করে হত্যা, এসিড নিক্ষেপ, বিস্ফোরক ও অস্ত্র পাচার, হরতাল ও বিভিন্ন আন্দোলনে পিকেটিং ইত্যাদি অপরাধ শিশু কিশোরদের দ্বারা সংগঠিত হয় এবং তাদের সুরক্ষা বিঘ্নিত হয়। জাতীয় শিশু নীতির ৬.৭ ধারায় এ সকল বিষয় থেকে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

চৌর্যবৃত্তি একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। উঠতি বয়সের শিশুরা রেলস্টেশন, বিপনী বিতান, লঞ্চঘাট, সরকারী অফিস, গুদাম ঘর, দোকানপাট ও গৃহে চুরি করে থাকে। গ্রামাঞ্চলে চুরি বেশি সংঘঠিত হয়। তবে শহরে ছিনতাই নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রায়ই পত্রিকায় দেখা যায়, ছিনতাইকারী গণধোলাইয়ের শিকার হয়েছে। চৌদ্দ পনের বছর বয়সের শিশু কিশোররা জীবিকা নির্বাহ করার জন্য চোরাচালানি করে থাকে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অপরাধে অনেক শিশু সীমান্ত বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের কারাগারে যায়। ২০১০ সালের এক রিপোর্টে দেখা যায় সে সময়ে ভারতের কোচবিহার কারাগারে ৩৬ বাংলাদেশী শিশু বন্দী ছিল।[১৪২]

শিশু কিশোররা মাদক সেবন, ব্যবহার ও ব্যবসার সাথে জড়িত। হেরোইন, গাঁজা, চেস, ভাং, ফেনসিডিল, ইয়াবা ইত্যাদি গোপনে সারাদেশে বাজারজাত করে থাকে। শিশু-কিশোররা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে হত্যারমত জঘন্য অপরাধ সংগঠিত করতেও দ্বিধা করেনা। যেমন- ২৩ মার্চ ২০১০ সৌমেন বিশ্বাস ওরফে অনিক (১৪) তার বয়সী একদল স্কুল ছাত্রের আঘাতে মারা যায়।[১৪৩]

শহর এলাকার বাসিন্দাদের জন্য একটি চরম আতঙ্কের নাম হচ্ছে অপহরণ। স্কুল শিশুরা অপহরণের প্রধান টার্গেট। মুক্তিপণ আদায়ের জন্য এসব শিশুদের অপহরণ করা হয়। ধনাঢ্য ব্যক্তির শিশুদের অপহরণের মাধ্যমে অপহরণকারীরা মুক্তিপণ আদায় করে থাকে। এসব অপহরণের সাথে শিশুরাও জড়িত। ১৮ অক্টোবর ২০১০ অপহৃত তিন বছরের শিশু নেহা আক্তারকে র‍্যাব উদ্ধার করেছে। এ সময় র‍্যাব আল আমিন (১৮), রুবেল (১৮), আজিম (১৫), সোহাগ (১৮) সহ সাতজনকে গ্রেফতার করে।[১৪৪] এ থেকে দেখা যায় শিশুরাও এ অপরাধের সাথে জড়িত।

---

১৪১. ড. শাহ্ মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, *ইসলামে সন্তান লালন পালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭

১৪২. *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৩ অক্টোবর ২০১০, পৃ. ১৯

১৪৩. *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৪ মার্চ, ২০১০ ইং

১৪৪. *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ১৯ অক্টোবর, ২০১০ ইং

 Dhaka University Institutional Repository

দেশে উত্ত্যক্ততা (ইভটিজিং) সামাজিক ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে। এই ব্যাধির সংক্রমণ থেকে কিশোরী, তরুণী ও নারীদের কেউই রেহাই পাচ্ছেন না। দৈনিক প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ২০১০ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত বিগত এক বছরে ইভটিজিং বা উত্ত্যক্ত করার ঘটনায় সারা দেশে ১৫০টি মামলা হয়েছে। সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হয়েছে ৩৭৭টি। ১২৬৯ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৫২০ জনকে।[১৪৫] ২৩ অক্টোবর ২০১০ দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রকাশ করে যে, বিগত পাঁচ মাসেই ১৩৮ জন বখাটের উত্ত্যক্তের শিকার হয়েছেন, এর মধ্যে কয়েকজন মারাও গেছেন।[১৪৬]

যেসব দরিদ্র কিশোরীর পিতা-মাতা নেই তাদের কেউ কেউ স্বেচ্ছায় অথবা পতিতাবৃত্তি ব্যবসায় জড়িত লোকের মাধ্যমে দেহ ব্যবসারমত জঘন্য অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। ঢাকা শহরে পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত এ ধরনের কিশোরীর সংখ্যা প্রায় ৫০০০ জন।[১৪৭] ধর্ষণ ও ধর্ষণ করে হত্যা কিশোরদের দ্বারা সংগঠিত জঘন্য আরও একটি অপরাধ। ধর্ষণের পর হত্যা আজ সাধারণ বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। ১৯৯৬ সালের ১১ জুন মানিকগঞ্জের শিবালয় থানার শিবরামপুর গ্রামের শুকুর আলী (১৪) শিশু সুমিকে (৭) ধর্ষণ করে হত্যা করে। হাইকোর্ট এই কিশোরকে মৃত্যুদন্ডের রায় দিয়েছে।[১৪৮]

প্রেমে ব্যর্থ হলে বা প্রেমিকা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলে প্রেমিক কিশোররা হয়ে উঠে দানব। তার আচরণ হয় নিষ্ঠুর ও অভিনব। এসিড নিক্ষেপ ব্যর্থ প্রেমিক বা আকাঙ্ক্ষা পূরণহীন কিশোর প্রেমিকের কাজ। প্রেমঘটিত ব্যাপারে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা শহরে দিন দিন অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হরতাল, ধর্মঘট এবং বিভিন্ন দাবীতে রাস্তা অবরোধ বাংলাদেশে স্বাভাবিক ঘটনা। এসব হরতাল ধর্মঘটে শিশু কিশোররা অর্থের বিনিময়ে পিকেটিং ও ভাংচুর করে রাষ্ট্র ও জনগনের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি করে। মাঝে মাঝে তারা ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের প্রভাবে মানুষকে আহত অথবা হত্যা করতে দ্বিধা করেনা। এ বয়সের কিশোররা একস্থান হতে অন্যস্থানে বোমা, গ্রেনেড, পিস্তল ইত্যাদি স্থানান্তর ও সরবরাহে ব্যবহৃত হয়।

চিলড্রেন জাস্টিস নেটওয়ার্ক এর তথ্য মতে, ২০০৩ সালের এপ্রিলে দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক অপরাধী শিশুর সংখ্যা ছিল ১২০০, যা ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে কমে হয় ৫১১ জন।[১৪৯]

সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে'র সংগৃহীত দেশের ৫৭টি কারাগারের তথ্য অনুযায়ী ২০০৬ সালের আগস্টে কারাগারে আটক শিশু ও কিশোরের সংখ্যা ছিল ৩৪৮ এবং সেপ্টেম্বরে তা হয় ৩৫৪ এবং অক্টোবরে ৩২৯ হয়। এরপর ২০০৭, সাল ৪৬ কারাগারে ৫৭৬ জন কিশোর কিশোরী আটক ছিল। অস্ত্র, চুরি, হত্যা, মদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে তাদের আটক রাখা হয়। তাদের মধ্যে কিশোর

---

১৪৫. *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৮ অক্টোবর ২০১০, পৃ. ১

১৪৬. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ঢাকা, ২৩ অক্টোবর ২০১০ পৃ. ১ ও ২

১৪৭. *The Daily Star*, Dhaka, 6 October 2008

১৪৮. *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ৩ মার্চ ২০১০ ইং

১৪৯. *ইসলামী আইন ও বিচার*, ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা, বাংলাদেশ ইসলামিক ল'রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ৫৫/বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা, জুলাই সেপ্টেম্বর ২০১০, বর্ষ-৬, সংখ্যা-২৩, পৃ. ১০১

 Dhaka University Institutional Repository

৫০৯ ও কিশোরী ৬৭ জন ছিল।[১৫০] ২৯ আগষ্ট ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক শিশু ও কিশোর কিশোরী ছিল ৩৩০ জন। এর মধ্যে ২৭১ জন কিশোর এবং ৫৯ জন কিশোরী।[১৫১] ১২ সেপ্টম্বর ২০০৯ তারিখে বিভাগওয়ারী কারাগারে আটক শিশু কিশোরদের তথ্যাবলী [১৫২]

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	অনুর্ধ ১৬			অনুর্ধ ১৬-১৮		সর্বমোট
		কিশোর	কিশোরী	মোট	কিশোর	কিশোরী	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১	ঢাকা	১৪	০৫	১৯	২৮	০৪	(১৯+৩২)=৫১
২	চট্টগ্রাম	১৫	০২	১৭	৪০	০১	(১৭+৪১)=৫৮
৩	রাজশাহী	১৯	০৪	২৩	৩৩	০৩	(২৩+৩৬)=৫৯
৪	খুলনা	০৫	-	০৫	০৩	-	(০৫+০৩)=০৮
৫	সিলেট	১০	০৫	১৫	১৭	-	(১৫+১৭)=৩২
৬	বরিশাল	০৪	০১	০৫	০৩	০১	(০৫+০৪)=০৯
মোট	**০৬**	**৬৭**	**১৭**	**৮৪**	**১২৪**	**০৯**	**২১৭**

বাংলাদেশে প্রতিদিনই শিশু কিশোরদের দ্বারা নানাবিধ অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে। শিশু-কিশোর অপরাধ আমাদের সমাজই নয় বিশ্বের যেকোন সমাজের জন্যই ভয়াবহ সমস্যা। আজ যারা শিশু-কিশোর অপরাধী তারাই ভবিষ্যতে দুর্ধর্ষ অপরাধী হতে পারে। শিশু কিশোররা জন্মগতভাবে অপরাধী হয়ে জন্ম গ্রহণ করেনা। কিশোর অপরাধের প্রধান কারণ দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণে কিশোররা নানাবিধ অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। হাদীসে এসেছে,

كاد الفقر ان يكون كفرا

অর্থ : দারিদ্র্য কুফরী ডেকে আনে।[১৫৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষনা ইনষ্টিটিউটের এক জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশের শতকরা ৬৯ জন কিশোর অপরাধীর অপরাধ প্রবণতার জন্য দায়ী দারিদ্র্য।[১৫৪] সুশিক্ষার অভাবও শিশু-কিশোর অপরাধের অন্যতম কারণ। বাংলাদেশের ৮৫ ভাগ মানুষ দরিদ্র। এসব দরিদ্র মানুষ তার সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে ব্যর্থ হয়। তারা সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি বিধান সম্পর্কে অসচেতন থাকে। এমতাবস্থায় আল্লাহকে ভয় না করে অথবা মনের অজান্তেই অপরাধ সংগঠিত করে। আল্লাহ বলেন,

أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

---

১৫০. রিপোর্ট, *সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে*, ২০০৬

১৫১. *সমাজ সেবা অধিদপ্তর*, ঢাকা; উদ্ধৃত- *ইসলামী আইন ও বিচার*, ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

১৫২. প্রাগুক্ত, পৃ.১০২

১৫৩. আব্দুল্লাহ নাছেহ আলওয়ান,*তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম*, ১ম সংস্করণ, ১ম খন্ড বৈরূত: লেবানন, দারুচ্ছালাম, ১৪০১ হিজরী ; ১৯৮১ খ্রী, পৃ. ১২৪

১৫৪. খ.ম. আমিনুল ইসলাম, *বিচ্যুতি ও অপরাধ*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, ৩য় প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০৭, পৃ. ১০৩

অর্থ : আল্লাহর স্বরণ করছি যাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই।[১৫৫]

অনেক সময় শিশু কিশোররা শিক্ষার অভাবে ত্রুটিপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠে এবং নানা রকম অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন খরা, ঘূর্নিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি উপকূলীয় জনগণের সহায় সম্বল ধ্বংস করে দেয়। এসব অঞ্চলের শিশু কিশোররা জীবিকা নির্বাহে ব্যর্থ হয়ে অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়। খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সাহিত্য-উপন্যাস, গান-বাজনা চিত্তবিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। আমাদের দেশে চিত্তবিনোদনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। চিত্ত বিনোদনের অভাবে শিশু কিশোরদের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয় এবং তারা অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়তে পারে। মানুষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সমাজে বড় হয় ও পরিবেশে প্রতিপালিত হয়। আর যখন বংশ, পরিবার ও পরিবেশ সুষ্ঠ সুন্দর না হয়, তখন পরিবেশের অসৎসঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে অপরাধে লিপ্ত হয়।[১৫৬]

শিশু-কিশোররা সাধারণত অনুকরণ প্রিয় হয়। বয়স্ক অপরাধীদের সংস্পর্শে এসে তারা বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের অপরাধীদের শতকরা ২৫ জন কিশোর। এসব অপরাধীদের জন্য আলাদা জেলখানা না থাকায়, দুধর্ষ অপরাধীদের সাথে রাখা হয়, যা অপরাধের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়।[১৫৭] আচরণ, চিন্তা ও বিবেকের পার্থক্যের কারণে কোন কোন সময় অপরাধ হয়ে থাকে। কেননা মানুষ এসকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে। যখন তাদের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা না হয়, পরিণামে অসহযোগিতা ও অসমবেদনা দেখা দেয়, এতে প্রতিপক্ষের উপর জয় লাভের ইচ্ছা জাগ্রত হয়, ফলে অপরাধে লিপ্ত হয়। [১৫৮]

বর্তমান বিশ্বে রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েব সাইট অশ্লীল ছায়াছবি ও চিত্র দ্বারা ভরপুর। অশ্লীল গানবাদ্য, প্রবন্ধ, ছবি যা কিশোরদেরকে অশ্লীলতা ও অপরাধের দিকে আহবান করে। কিশোররা এগুলোর প্রতি আকর্ষিত হয়। পরিণামে তারা অপরাধে লিপ্ত হয়।[১৫৯] অস্বচ্ছল পরিবারের শিশু কিশোররা খাদ্য, বস্ত্রের সংস্থান করতে নিজেদের বিভিন্ন কারখানা,গার্মেন্টস ও অফিসে কাজে নিয়োজিত রাখে। অল্প বয়সে অর্থ উপার্জনের ফলে তারা মানসিকভাবে স্বাধীনতা ভোগ করে। ফলে তারা মাদকাসক্তিসহ বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। বস্তিতে অনেক শিশু একত্রে বাস করে। সেখানে তাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা থাকেনা। তারা সেখানে বয়স্ক অপরাধীদের সংস্পর্শে আসে এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। বস্তিতে অনেক কিশোরী যৌন নিপীড়নের স্বীকার হয় এবং এতে হতাশাগ্রস্থ হয়ে একপর্যায়ে পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়।[১৬০]

---

১৫৫. আল-কুরআন, ২ : ৬৭

১৫৬. গাজী শাসসূর রহমান, *অপরাধ বিদ্যা*, পল্লব পবলিসার্স, ঢাকা-১৯৮৪, পৃ. ৪৬

১৫৭. খ.ম. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১০৫

১৫৮. ড. আলী রাশেদ, *আল কানুন আল-জিনায়ী আলমাদখাল ওয়া উসুলুল নাজরীয়াতিল আম্মাহ*, মিশর নুহজা প্রেস, কায়রো ফুজালা, ১৯৯১ ইং, পৃ. ১২৫

১৫৯. গাজী শামছুর রহমান, *অপরাধ বিদ্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

১৬০. খ. ম. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ্ব-কলহ, বিবাদ এমনকি বিবাহ-বিচ্ছেদ শিশু কিশোরদের মানসিকতাকে বিপর্যস্থ করে তোলে। পিতা কর্তৃক পুনরায় বিবাহ বা মায়ের পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আববদ্ধ হওয়ায় সন্তান আদর-যত্ন,স্নেহ -ভালবাসা ও মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত হয়, এসব শিশুরা হতাশাগ্রস্থ হয়ে অসুস্থ মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠে। এসব অসুস্থ মানসিকতার শিশু কিশোররাই সমাজে অস্থিরতা ও নানারকম অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ সময়ে আমাদের দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে। বিরোধী দলগুলো সরকার পরিবর্তন ও বিভিন্ন দাবীতে হরতাল, ধর্মঘট ও ভাংচুরসহ বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ করে। এসব কাজে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কিশোর কিশোরীদের অর্থের বিনিময়ে ব্যবহার করে, ফলে কোমলমতি কিশোর কিশোরীরা অপরাধমূলক কাজে উৎসাহ পায় এবং বড় ধরনের অপরাধ সংগঠিত করে। অপরাধের কারণে যখন অপরাধীদিগকে গ্রেফতার করা হয় এবং আদালতে সোপার্দ করা হয়, তখন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ অপরাধীদেরকে তাদের সুপারিশ ও তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির ক্ষমতা দ্বারা মুক্ত করে আনে। ফলে অপরাধ প্রবণতা প্রসারিত হয়।[১৬১]

সর্বপরি মানব রচিত আইনের অপূর্নাঙ্গতা আর আল্লাহর আইনের অনুপস্থিতি অপরাধে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ প্রদান করে। এদিকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

অর্থ : আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবেনা যতক্ষন দু'টি জিনিসকে আঁকড়ে ধরবে, তাহলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।[১৬২]

ইসলামে শিশুর সুরক্ষায় অপরাধ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থাই বেশী স্বীকৃত। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, Prevention is batter than cure, মানুষ যদি প্রতিরোধ ব্যবস্থার পরও অপরাধ করে তবে ইসলামে অপরাধীর বিভিন্ন ধরণের শাস্তি রয়েছে। এসব শাস্তি থেকে শিশুরা থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও মুক্ত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ

অর্থ : তিন শ্রেণীর মানুষের উপর শরী'আতের কোন বিধান নাই। ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ তার ঘুম না ভাঙ্গে, শিশু যতক্ষণ না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানবান হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পাগল ব্যক্তি।[১৬৩]

পূর্বেই ইসলামে শিশুর পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে কারো শিশু হওয়া নির্দিষ্ট বয়সের সাথে সংশিষ্ট নয় বরং সাবালকত্বের সাথে সম্পর্কিত। তাই কেউ যদি সাবালক হয় তবে সে অপরাধ অনুযায়ী নির্ধারিত শাস্তির সম্মুখীন হবে। এ শাস্তি প্রদান করা হবে অপরাধীকে সংশোধনের জন্য এবং অন্যান্যদের সতর্ক করার জন্য। আল্লাহ বলেন,

---

১৬১. আব্দুল কাদের আওদাহ, *আল-তাশরিয়ী আল-জিনায়ী আল ইসলামী*, ১ম খন্ড, ২য় সংস্করন, বৈরূত: আল আরোবা লাইব্রেরী, ১৩৮৪ হিজরী / ১৯৬৪ ইং, পৃ. ২৩৪

১৬২. ইমাম মালেক ইবন আনাস, *আল মুয়াত্তা*, বৈরুত: আর রিসালাহ পাবলিসার্স, ১৯৯৮ ইং, খ.২, পৃ.৭০

১৬৩. হাফিজ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, বৈরুত: দারুল ফিকর, হা.নং ২০৪১, পৃ: ৪৭৪

 Dhaka University Institutional Repository

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থ : আল্লাহর বিধান কার্যকরী করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হয়। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। [১৬৪] শাস্তি প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে মানুষ অপরাধ থেকে দূরে থাকার শিক্ষা গ্রহণ করে। এছাড়াও ইসলাম শিশু-কিশোরদের সুরক্ষায় অপরাধ প্রতিরোধে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে যা নিম্নরূপ,

শিশুরা একটি পরিবারে বড় হয়ে উঠে। তাই ইসলাম পরিবার প্রধাণকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর দোযখ হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ।[১৬৫]

রাসূলুল্লাহ (স.) পরিবারের দায়িত্বশীলদেরকে তার অধীন শিশুদের সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন,

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

অর্থ : পুরুষ ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের উপর দায়িত্বশীল, তিনি তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন এবং মহিলাগণ তাদের স্বামীর গৃহ এবং সন্তানের উপর দায়িত্বশীল, তাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[১৬৬]

মাতা-পিতার স্নেহের অভাবে শিশুরা অপরাধী হতে পারে। ইসলাম শিশুদের স্নেহ-ভালবাসা পাবার অধিকার নিশ্চিত করেছে। রাসূলুল্লাহ (স.) শিশুদের খুবই ভালবাসতেন। আমর ইবন সায়্যিদ (রা.) হতে বর্ণিত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল (স.) অপেক্ষা অন্য কাউকে শিশুদের প্রতি অধিকতর সদয় আচরণ করতে আমি দেখি নাই।[১৬৭]

---

১৬৪. আল-কুরআন, ২৪ : ২

১৬৫. আল-কুরআন, ৬৬ : ৬

১৬৬. হাফিজ আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আশআছ, *সুনানু আবূ দাউদ*, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন ১৯৯৪ ইং, খ.২, হাদীস নং ২৯২৮, পৃ. ২১

১৬৭. মোঃ আফযালুর রহমান, *হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৮৯, পৃ. ৬১

 Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ : যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের দলভূক্ত নয়।[১৬৮]

শিশুদের ভালবাসার ক্ষেত্রে সাদা-কালো, ধনী-নির্ধন, ছেলে-মেয়ে এমনকি ধর্মীয় দিক পর্যন্ত বাছ বিাচর করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (স.) সকলকে সমান ভালবাসতেন এবং সকলের সাথে একই আচরণ করতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) সবাইকে একই আচরণ করতেও বলেছেন। একদা এক ব্যক্তি তার এক সন্তানকে চুমো দিলো অপর সন্তানকে দিলো না। এ দৃশ্য দেখে রাসূল (স.) বললেন,

كَذَا أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ

অর্থ : তুমি উভয়ের মাঝে সমতা বিধান করলে না।[১৬৯]

ইসলাম পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা, আদর-স্নেহ , সমঝোতা, উদারতা, সহায়তা, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা-ভালবাসা, আদব কায়দা, সাহায্য-সহযোগীতা, কর্তব্য, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি মানবিক গুণাবলীর শিক্ষা দেয়। তাই যেসব পরিবার ইসলামী কালচার অনুসরণ করে যেসব পরিবারের শিশুরা অপরাধমূলক কাজ থেকে বহুলাংশে দূরে থাকে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন,

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

অর্থ : কোন পিতামাতা সন্তানকে উত্তম আদব কায়দা ও স্বভাব শিক্ষাদান অপেক্ষা ভাল কোন দান দিতে পারে না।[১৭০]

ইসলামিক পরিবারে শিশুরা তাকওয়া, সততা, সত্যবাদীতা, মানবীয় গুণাবলী, সৌজন্যবোধ, আচার আচরণ, বিনয়, পরোপকার, ত্যাগ, নিষ্ঠা, নিয়ম-শৃঙ্খলা ইত্যাদি গুণাবলী শিক্ষা লাভ করে। কুরআন ও হাদীস শিশু কিশোরসহ সবাইকে এসব গুণাবলী অর্জনে উৎসাহিত করে। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

অর্থ : হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।[১৭১]

---

১৬৮. হাফিজ আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআছ, প্রাগুক্ত, খ.২, হাদীস নং ৪৯৪৩, পৃ. ৪৭১

১৬৯. ইমাম আহমাদ ইবন শুয়াইব আন-নাসায়ী, *সুনানু আন নাসায়ী*, অধ্যায়: আন-নাহল, বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি: ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং- ৩৬২৫

১৭০. মুহাম্মদ মূসা (অনু ও সম্পাদনা), *তিরমিজী শরীফ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৭, খ.৩, হাদীস নং- ১৯০২

 Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভূক্ত হও।[১৭২]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا

অর্থ : সত্য পূণ্যের দিকে নিয়ে যায়, আর পূণ্য মানুষকে জান্নাতের দিকে ধাবিত করে এবং যে মানুষ সত্য কথা বলতে থাকে তার নাম আল্লাহর নিকট সত্যবাদী হিসাবে লিখিত হয়।[১৭৩]

মহান আল্লাহ বলেন,

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

অর্থ : আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি, আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে? আমরা তারই এবাদত করি।[১৭৪]

যেসব শিশুরা এসব গুণাবলীতে অভ্যস্ত, তারা অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে, তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়।

পিতামাতার মাঝে দ্বন্দ্ব কলহ, ঝগড়-বিবাদ, বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি কোমলমতি শিশু-কিশোরদের মনে প্রভাব ফেলে অস্বাভাবিক জীবনে নিয়ে যায়। ইসলাম স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া বিবাদ না করার এবং সহযোগীতা ও সহমর্মিতার শিক্ষা প্রদান করে। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থ : তাদের সঙ্গে সৎভাবে জীবন যাপন করবে।[১৭৫]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

---

১৭১. আল-কুরআন, ৩৩ : ৭০

১৭২. আল-কুরআন, ৯ : ১১৯

১৭৩. হাফিয আবু যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া ইবন শারফিন নববী, *রিয়াদুস সালেহীন*, রিয়াদ : হারামাইন চ্যারিটাবল ফাউন্ডেশন, ২০০৩, হাদীস নং-৫৫, পৃ.-৪৩

১৭৪. আল-কুরআন, ২:১৩৮

১৭৫. *আল-কুরআন, ৪ :* ১৯

অর্থ : সৎকর্ম ও খোদা ভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সহায়তা কর না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা।[১৭৬]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থ : তোমার উপর তোমার স্ত্রীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে।[১৭৭]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

অর্থ : স্ত্রীদের ওপর যেমন স্বামীদের অধিকার আছে, তেমিন স্বামীদের ওপরও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে।[১৭৮]

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও ইসলাম শিশু কিশোরদের অপরাধ প্রবণতা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। ইসলামী সমাজে পরিবার প্রধান পরিবারভুক্ত শিশুদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করবেন। পরিবার প্রধান সন্তানদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হলে মুসলিম দেশের রাষ্ট্র প্রধান এসব শিশুদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করবেন, দরিদ্রের কষাঘাতে যে সব শিশুরা অপরাধে জড়িয়ে পড়েন তারা অপরাধমূলক কাজ থেকে দূরে থাকবে।

পরিবারের অন্যতম কাজ সন্তান-সন্ততিদের মাঝে ধর্মীয় এবং সামাজিক মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। ইসলাম শিক্ষা অর্জনকে বাধ্যতামূলক করেছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : সকল মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন ফরয।[১৭৯]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস মতে প্রত্যেক পিতা-মাতার উপর সন্তানের যে তিনটি হক রয়েছে তার অন্যতম হলো তাকে সু-শিক্ষা দিতে হবে।[১৮০]

রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন,

---

১৭৬. *আল-কুরআন, ৫ : ২*

১৭৭. *আল-কুরআন, ২ : ২২৮*

১৭৮. মুহাম্মদ ইবন ঈসমাইল, *সহীহ আল বুখারী*, দেওয়াবন্দ: মুখতার এন্ড কোম্পানী, ১৯৮৫ইং, অধ্যায়: আস-সাওম, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৬৫

১৭৯. হাফিজ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজিদ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২২৪, পৃ. ৭৪

১৮০. মাহমুদ জামাল, *শিশু অধিকার ও ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ জুন-২০০৭, পৃ. ৪৬

لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

অর্থ : তোমাদের কারো আপন সন্তানকে শিক্ষা দান করাটা প্রতিদিন অর্ধ সা পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী সদকা করার চাইতে উত্তম।[১৮১]

মুফতী মুহাম্মদ শাফী রহ. বলেছেন, যারা সন্তানদের কাজ কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি মনযোগ দেয় না, তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয় কিংবা এমন ভ্রান্ত শিক্ষা দেয়, যার ফলে ইসলামী চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়, তারাও একদিক দিয়ে সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী। বাহ্যিক হত্যার প্রভাব তো ক্ষণস্থায়ী, জাগতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু এ হত্যা মানুষের পারলৌকিক ও চিরস্থায়ী জীবনের মূলেও কুঠারাঘাত করে।[১৮২]

এভাবে ইসলাম শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাদের সুশিক্ষিত করে তোলে। সুশিক্ষা মানুষকে নীতিবান, সৎ ও সত্যানুসন্ধানী করে তোলে। এছাড়াও ধর্মীয় শিক্ষা ব্যক্তিগত লোভ-লালসাকে নিয়ন্ত্রণ করে কলহ বিবাদ ঝগড়া ইত্যাদি দূর করে পারস্পরিক সহমর্মিতা সৃষ্টি করে।

পরিবারেই শিশুকে প্রথম সালাত আদায়ের জন্য আদেশ দেয়। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

অর্থ : আর তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচলিত রাখ।[১৮৩]

মহানবী (স.) বলেছেন,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

অর্থ : তোমরা তোমাদের সন্তানদের সালাত পড়তে আদেশ দেবে যখন তাদের বয়স সাত বছরে পৌছে এবং সালাতের জন্য শাসন করবে যখন তাদের বয়স দশ বছরে পৌছে। আর তখন তাদের জন্য আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করবে।[১৮৪] সালাত আদায়ে অভ্যস্ত শিশু কিশোররা অপরাধমূলক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, যেমন-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থ : সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে।[১৮৫]

---

১৮১. *তিরমিযী শরীফ*, ৩য় খণ্ড, অনুবাদ: মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫, হাদীস নং-১৯৫৭

১৮২. মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ.), অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রন প্রকল্প , ১৪১৩ হি., পৃ. ৪২২

১৮৩. আল-কুরআন, ২০ : ১৩২

১৮৪. হাফিজ আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আশআছ, *সুনানু আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ১২৭, হা নং ৫৯৫

১৮৫. আল-কুরআন, ২৯ : ৪৫

 Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক মানব সন্তানই শান্ত ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। আল্লাহ বলেন,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

অর্থ : আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরন কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই।[১৮৬]

রাসূলুল্লাহ (স.) পিতামাতাকে সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে বলেন,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنَاتَجُ الْإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ

অর্থ : প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে থাকে, অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান বানায়। যেমন উট-পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা প্রসব করে, তোমরা কোনটির কানকাটা দেখ কি?[১৮৭]

কোন শিশু যখন অপরাধে লিপ্ত হয় তখন বুঝতে হবে তাঁর অধপতনের জন্য সে নিজে যতটা দায়ী, এর চেয়ে বেশি দায়ী সমাজের নানা গলদ ও অব্যবস্থাপনা। শিশুরা যখন বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার কথা, তখন তাদের অনেককে জীবিকার সন্ধানে পথে পথে ঘুরতে হয়। এভাবেই সে অপরাধীদের পাল্লায় পড়ে এবং অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। যে শিশুর নিস্পাপ থাকার কথা, সে নিস্পাপ থাকতে পারে না, সমাজ তকে কলুষিত করে। এসব কিশোরেরা আমাদের সন্তান বা ভাই। সে এসেছে আমাদের পরিবার থেকে। তাই পরিবাকেই নিতে হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শিশু বয়সেই তাদের মধ্যে তৈরী করে দিতে হবে সুস্থ মানসিকতা, জাগিয়ে দিতে হবে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। তাদের সতর্কতার সঙ্গে সঠিক ও সুস্থ পথ দেখিয়ে দিতে হবে। স্কুলগুলোকেও যথাযথ দায়িত্ব নিতে হবে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সমান গুরুত্ব দিয়ে তাদের মধ্যে নৈতিকতাবোধ এবং সহপাঠীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরী করে দিতে হবে। দরিদ্র পথশিশু ও বস্তি শিশুদের নানারকম অপরাধে ব্যবহার করে অপরাধের সঙ্গে জড়িত চক্রগুলো। এসব চক্র চিহ্নিত করে তাদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অর্থের বিনিময়ে শিশু কিশোরদের অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত রাখতে সকল রাজনৈতিক দলকে সচেষ্ট হতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম যে সকল দিক নির্দেশনা দিয়েছে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সমাজ থেকে অপরাধ হ্রাস ও নির্মূল করে শিশু-কিশোরদের সুরক্ষা প্রদান সম্ভব।

প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, দৃষ্টি, শ্রবণ, বাক ও যোগাযোগ প্রতিবন্ধকতা বা সীমাবদ্ধতার কারণে যখন কোনো ব্যক্তির সম্ভাবনা বা যোগ্যতা অথবা মেধার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এবং পারিবারিক ও সামাজিক

১৮৬. আল-কুরআন, ৩০ : ৩০

১৮৭. হাফিজ আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআছ, *সুনানু আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪২১, হা নং- ৪৭১৪

 Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা পালনে সমস্যার মুখোমুখি হয় বা হতে পারে তখন সে ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী বলে। আর ব্যক্তির এ অবস্থাকে প্রতিবন্ধিতা বলে।[১৮৮] সমাজে অনেক ধরণের প্রতিবন্ধী শিশু আমরা দেখে থাকি। এর মধ্যে অন্যতম হলো:

শারীরিক প্রতিবন্ধিতা : শারীরিক প্রতিবন্ধিতা হলো শিশুর বা ব্যক্তির এমন একটি দীর্ঘমেয়াদী দৈহিক অবস্থা বা সীমাবদ্ধতা যার করণে সে সুষ্ঠুভাবে তার দৈনন্দিন কাজ করতে সমস্যার সম্মুখীন হয। যেমন: হাঁটা, সিড়ি বেয়ে ওঠা নামা করা, কোনো কিছু বহন করা প্রভৃতি।

যে সকল অবস্থা শারীরিক প্রতিবন্ধিতার মধ্যে পড়ে তা হলো-[১৮৯]

(১) মস্তিষ্ক পক্ষাঘাত
(২) মুঘুর পা
(৩) পোলিও
(৪) রিফেট
(৫) কাটা ঠোঁট বা ঠোঁট কাটা
(৬) কাটা তালু বা তালু কাটা

দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা : যখন কোনো ব্যক্তি চোখে খুব সামন্য দেখে অথবা একেবারেই না দেখে তখন তাকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা প্রধানত দু'ধরনের। যথা-

(১) সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা : যখন কোনো ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিহীন বা তার চোখে কোনো আলোর অনুভূতি নেই তখন তাকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বলে।

(২) আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা : বেশি দৃষ্টির প্রয়োজন হয় এ রকম কাজ করতে যখন কোনে ব্যক্তির সমস্যা হয় বা খুব অল্প পরিমাণে করতে পারে তখন তাকে আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বলে।[১৯০]

শ্রবণ প্রতিবন্ধী : যখন কোনো শিশু বা ব্যক্তির কানে শোনার ক্ষমতা একেবারেই থাকে না বা খুব কম থাকে তখন তাকে শ্রবণ প্রতিবন্ধী বলে। প্রধানত দু'ধরণের শ্রবণ প্রতিবন্ধী মানুষ দেখা যায়। যথা:

(১) সম্পূর্ণ শ্রবণ প্রতিবন্ধী : যে সকল শিশু বা ব্যক্তি কানে একেবারেই কিছু শোনেন না তাদেরকে সম্পূর্ণ শ্রবণ প্রতিবন্ধী বলে। যেমন: উচ্চ মাত্রার শব্দেও কোনো সাড়া দেয় না।

(২) আংশিক শ্রবণ প্রতিবন্ধী : যে সকল শিশু বা ব্যক্তি কিছু শব্দ শোনে এবং উচ্চ মাত্রার শব্দে সাড়া দিতে পারে তাদেরকে আংশিক শ্রবণ প্রতিবন্ধী বলে।

---

১৮৮. দিলারা সত্তার মিতু, মো: আসিফ বিন ইসলাম ও এ কে এম বদরুল হক, *প্রতিবন্ধিতা কি ও কেন?* শ্যামলী : গোল্ডেন স্ট্রীট, ২০১০, পৃ.৩

১৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৫

১৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

 Dhaka University Institutional Repository

বাক প্রতিবন্ধিতা : যখন কোনো ব্যক্তি সঠিকভাবে শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না বা শব্দ উচ্চারণে বিশেষ কোনো সমস্যা থাকে বা কথা বলার সমস্যা থাকে অথবা মোটেই কথা বলতে পারে না তখন তাকে বাক প্রতিবন্ধী বলে। বাক প্রতিবন্ধী শিশুর কথা বলার সমস্যা থাকে বা মোটেই কথা বলতে পারে না, অস্পষ্ট কথা বলে যা বুঝতে সমস্যা হয়, সঠিকভাবে শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না বা শব্দ উচ্চারণে বিশেষ সমস্যা থাকে, অতিরিক্ত জোরে কোনো শব্দ শোনার পর তা বোঝানোরা চেষ্টা করে। যেমন প্লেনের শব্দ শুনে তা দেখায় ও বোঝানোর চেষ্টা করে- হাতে গোনা কিছু শব্দ শুনে তা বার বার বলার চেষ্টা করে।

যোগাযোগ প্রতিবন্ধী : যখন কোন ব্যক্তির অন্যদের ভাষা বুঝতে এবং নিজের প্রয়োজন, অনুভূতি ও চিন্তা-ভাবনা অন্যের কাছে প্রকাশ করতে সমস্যা হয় বা পারে না তখান তাকে যোগাযোগ প্রতিবন্ধী বলে। যোগাযোগ প্রতিবন্ধী শিশু অন্যেরা কি বলছে তা বুঝতে পারে, কিন্তু নিজে কথা বলে যোগাযোগ করতে পারে না, অস্পষ্টভাবে কথা বলে, কেউ কেউ একেবারেই কথা বলতে পারে না বরং মুখভঙ্গির বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যোগাযোগ করে, ছবি এঁকে বা লিখে অনুভূতি প্রকাশ করে।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী : বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু বা ব্যক্তি তারা যারা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সমাজের অপ্রতিবন্ধী মানুষের থেকে পিছিয়ে থাকে। শিশুটি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কিনা তা সাধারণত খুব ছোট বেলায় বোঝা যায় না। বরং শিশুর বাড়ন্ত বয়সে এটির লক্ষণ প্রকাশ পায়। সমাজে প্রধানত: চার মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু বা ব্যক্তি দেখা যায়। যাদেরকে মৃদু, মাঝারি, গুরুতর ও অতি গুরুতর মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু বা ব্যক্তি বলা হয়। তবে শিশুটি কোন মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী তা বুদ্ধাঙ্ক অভীক্ষার (IQ Test) মাধ্যমেই বোঝা সম্ভব।

ডাউন্স সিনড্রোম : বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার অন্যতম ধরণ হচ্ছে ডাউন্স সিনড্রোম। ডাউন্সদের চেহারার সাথে মঙ্গোলীয়দের চেহারার মিল থাকার কারণে অনেকের কাছে এরা মঙ্গোলিজম বা চায়না সিনড্রোম নামেও পরিচিত। প্রতিটি ডাউন্স সিনড্রোম শিশুর বিকাশ যেমন একই রকম হয় না, তেমনি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যও আলাদা রকমের হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, সব লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য সব শিশুর মধ্যে নাও থাকতে পারে। ডাউন্স সিনড্রোম শিশুদের মুখমণ্ডল চ্যাপ্টা হয়ে থাকে, এদের মুখ হা হয়ে থাকে, যার ফলে জিহবার কিছু অংশ বের হয়ে থাকে এবং কারো কারো লালা ঝরে, চোখ টানা টানা ও ফোলা হতে পারে, নাক ও কান ছোট হতে পারে, একই কাজ বারবার করতে পছন্দ করে এবং নাচগান বেশি পছন্দ করে।[১৯১]

অটিস্টিক : লিও ক্যানার ১৯৪৩ সালে প্রথম অটিজম আবিষ্কার করেন। অটিজম হচ্ছে মস্তিষ্কের বিন্যাসগত সমস্যা। যার ফলে শিশু শুধু নিজের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকে। শিশু যখন শুধু নিজের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকে তখন অন্যদের সাথে যোগাযোগ, সামাজিকতা, কথাবলা, আচরণ ও শেখা বাধাপ্রাপ্ত হয়। অটিজম আক্রান্ত শিশুরা অটিস্টিক শিশু হিসেবে পরিচিত।

---

১৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

 Dhaka University Institutional Repository

অন্য সকল শিশুর মতোই প্রত্যেকটি অটিস্টিক শিশু আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই একজন অটিস্টিক শিশুর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য থাকবে অন্য আরেকজন অটিস্টিক শিশুর মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ নাও থাকতে পারে। জন্মের পর থেকে সাধারণত ৩ বছর বয়সের মধ্যেই লক্ষণসমূহ ধরা পড়ে। অটিস্টিক শিশুদের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ হলো-

(১) আটিস্টিক শিশুরা অন্যের চোখে চোখ রাখতে চায়না;
(২) অন্যদের সাথে মিশতে, খেলতে এবং কথা বলতে পছন্দ করে না;
(৩) অকারণে হাসে, কাঁদে বা ভয় পায়;
(৪) কোনো খেলনার একটি বা দুটি অংশ নিয়ে খেলতে বেশি পছন্দ করে, পুরো খেলনাটি নয়;
(৫) প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ কম বরং ছোট বস্তুর প্রতি আগ্রহ বেশি;
(৬) বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা কম;
(৭) যে কোনো বিষয়ে কেউ কেউ অতি মাত্রায় সক্রিয় আবর কেউ কেউ মোটেই সক্রিয় নয়;
(৮) অনেকে বেশি শব্দ পছন্দ করে না;
(৯) আদর-ভালবাসার প্রতি আকর্ষণ কম;
(১০) অটিস্টিক শিশু তার চার পাশের পরিবর্তন পছন্দ করে না।
(১১) ভাষার বিকাশ দেরিতে হয় এবং কথা বলার সমস্যা থাকতে পারে। আবার অনেকেই একই শব্দ ও কাজ বার বার বলে ও করে;
(১২) কখনো কখনো নিজেকে এবং অন্যদের আঘাত করে;
(১৩) আলো, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, রং স্পর্শ প্রভৃতির প্রতি প্রতিক্রিয়া অন্যদের থেকে একটু আলাদা।

অটিস্টিক শিশুকে সহজভাবে গ্রহণ করে, শিশুর বর্তমান অবস্থা মেনে নিয়ে ধৈর্যশীল, সহমর্মী ও আন্তরিক আচরণ করতে হবে। শিশুর সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। তাকে সহজ ভাষায় শিক্ষার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে যাতে সে আত্ম নির্ভরশীল হতে পারে। শিশুকে তার দৈনন্দিন কাজ করতে সাহায্য করার মাধ্যমে উৎসাহ দিতে হবে। তবে অটিস্টিক শিশুকে ভয় দেখানো, ঘরে বন্দী করে রাখা, শরীরে আঘাত করা এবং কোনো কাজের জন্য জোর করা যাবে না। অটিস্টিক শিশুর হাতের কাছে বিপদজনক জিনিস রাখা এবং অতিরিক্ত প্রোটিন জাতীয় খাবার (বিশেষ করে কোমল পানীয়, মাংস, চিপস, ফাস্টফুড প্রভৃতি অধিক পরিমাণে খাওয়ানো ঠিক নয়।[১৯২]

বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা : যখন কোনো শিশু বা ব্যক্তি একাধিক প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জন্মায় বা জন্মের পরে একের অধিক প্রতিবন্ধিতার শিকার হয় তখন তাকে বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা বলে। আমরা সাধারণত যে সকল প্রতিবন্ধী মানুষ দেখে থাকি (যেমন: শারীরিক, বুদ্ধি, শ্রবণ ও বাক, দৃষ্টি এবং যোগাযোগ প্রতিবন্ধিতা) তাদের কারো যদি একটির বেশি প্রতিবন্ধিতা থাকে শুধু সে ক্ষেত্রেই তারা বহুবিধ বা বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী বলে বিবেচিত হবে।

---

১৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪৪

ধরা যাক কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু বা ব্যক্তির যদি একই সাথে বাক বা বুদ্ধি বা শ্রবণ বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা থাকে তাহলে সে বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী বলে বিবেচিত হবে।[১৯৩]

জাতীয় শিশুনীতি ২০১১, জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ অনুযায়ী সকল ধরণের প্রতিবন্ধী শিশুর স্বীকৃতি ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা; তাদের সমাজের মূলধারায় একীভূত রাখা এবং শিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; যেসব শিশু শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে নাই, তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা; প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ ও নির্ণয়ের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং পারিবারিক পরিবেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের লালন-পালন ও বিকাশের জন্য তাদের পরিবারকে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করার কথা বলা হয়েছে।

শিশুনীতির ৬.৯ ধারায় অটিস্টিক শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো, অটিস্টিক শিশুদের সমাজের মূলধারায় একীভূত রাখা এবং শিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনবোধে সুনির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা, অটিস্টিক শিশুকে চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং দুর্যোগ ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে অটিস্টিক শিশুদের বিশেষ চাহিদার উপর গুরুত্ব প্রদান; অটিস্টিক শিশুদের বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পরিবার তথা তার বাবা মাকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ইসলাম প্রতিবন্ধীসহ সকল শিশুর স্বীকৃতি প্রদান ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার নিশ্চিয়তা প্রদান করেছে। যেমন, কুরআনের ঘোষিত হয়েছে,

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

অর্থ : যারা অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে আল্লাহ প্রদত্ত রিযককে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে নিজেদের জন্য হারাম করে দিয়েছে এবং সন্তানদের হত্যা করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[১৯৪]

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ

অর্থ : দারিদ্রের ভয়ে সন্তানদের হত্যা করো না; তোমাদের খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা আমিই করি।[১৯৫]

১৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

১৯৪. আল-কুরআন, ৬ : ১৪০

১৯৫. আল-কুরআন, ৬ : ১৫১

প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে যে সমস্ত শিশু অনিবার্য কারণে শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণে ইসলাম উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামের প্রথম কথাই হলো জ্ঞান অর্জন। আল্লাহ তা'আলা প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করার পর তাঁকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে-

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

অর্থ : আর আল্লাহ তা'আলা আদমকে শিক্ষা দিলেন সমস্ত বস্তু সামগ্রীর নাম।[১৯৬]

লক্ষণীয় যে নবুওয়াতের শেষ প্রান্তে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি অবতারিত প্রথম বাণীতে মহান আল্লাহ 'ইকরা' ক্রিয়া পদের কর্ম অনুল্লেখ রেখে জ্ঞানের বিস্তীর্ণ পরিমণ্ডলকে সীমায়িত না করে মানুষের সাধ্যমত জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখা প্রশাখা অধ্যয়নের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি কুরআনুল কারীমে জ্ঞান শিক্ষার প্রেরণামূলক অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেন। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং জ্ঞান প্রাপ্ত আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন।[১৯৭]

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

অর্থ : বলুন হে আমার পালনকর্তা আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।[১৯৮]

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ : অতএব জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে।[১৯৯]

অনুরূপভাবে মহানবীর সুন্নাহতে শিক্ষা অর্জনকে নানাভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : বিদ্যা অন্বেষণ করা সকল মুসলমানের উপর ফরজ।[২০০]

তিনি আরো বলেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

---

১৯৬. আল-কুরআন, ২ : ৩১

১৯৭. আল-কুরআন, ৫৮ : ১১

১৯৮. আল-কুরআন ২০ : ১১৪

১৯৯. আল-কুরআন ১৬ : ৪৩

২০০. ইমাম ইবনে মাজাহ, *সুনানু ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, হা.নং- ২২৪, পৃ. ২০

অর্থ : যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।[২০১]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে বুঝা যায়, ইসলাম শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। সুতরাং সকল মানুষ শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠুক এটাই ইসলামের অন্যতাম লক্ষ্য।

এমনিভাবেই ইসলাম প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণকে সমর্থন করে।

প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ ও নির্ণয়ের জন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ জরুরী। এ ক্ষেত্রে সবাই সচেতন হলে এবং যার যার অবস্থান থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে ব্যাপক সাফল্য লাভ করা সম্ভব। প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত তা হলো-

(১) খুব অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে ও সন্তান জন্ম না দেওয়া;

(২) বেশি বয়সে সন্তান না নেয়া বিশেষ করে ৩৫ বছর বয়সের পর সন্তান নেয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকা;

(৩) ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী সকল কিশোরী ও মহিলাদের ধনুষ্টংকারের টিকা দেয়া;

(৪) বিয়ের আগেই ছেলে ও মেয়ের রক্ত পরীক্ষা করা বিশেষ করে রক্তের আর এইচ ফ্যাক্টর দেখা;

(৫) রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় স্বজনের (চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো, খালাতো ভাই-বোনের মধ্যে) মধ্যে বিয়ে না করা; এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) ও নিরুৎসাহিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

اغتربوا ولا تضورا

অর্থ : তোমরা দূরবর্তী আত্মীয় দেখ, এবং ক্ষীণ ও কৃশ নারী বিয়ে কর না।[২০২]

(৬) গর্ভধারণের আগেই মায়ের দেহের অপুষ্টি দূর করা;

(৭) সিগারেট ও মদসহ সব ধরণের মাদক দ্রব্য পরিহার করা;

(৮) স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা। পরিবেশ দূষণ শিশুর প্রতিবন্ধী হওয়ার অন্যতম কারণ, এ জন্য পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা জরুরী।

---

২০১. প্রাগুক্ত, হা.নং- ২২৩, পৃ. ১৯

২০২ . মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭

 Dhaka University Institutional Repository

(৯) গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন ধরণের রোগ ও সংক্রামণ যাতে না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা। যেমন- রুবেলা, চিকেন পক্স, হেপাটাইটিস সহ নানা ধরণের ভাইরাল ইনফেকশন, সিফিলিস, বিষক্রিয়া প্রভৃতি;

(১০) পুরুষের বয়স বেশি হলেও শিশুর প্রতিবন্ধী হওয়ার ঝুঁকি থাকে। কারণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে পুরুষের শুক্রাণুর কোষে পরিবর্তনের ফলে প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম নিতে পারে। এছাড়াও পুরুষের যদি কোন যৌন রোগ (যেমন: গনোরিয়া, হার্পিস, এইডস প্রভৃতি) থাকে তাহলেও প্রতিবন্ধী শিশু হবার ঝুকি থাকে;

(১১) শিশু যাতে দুর্ঘটনার শিকার না হয়, বিশেষ করে যাতে মাথায় আঘাত না পায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা;

(১২) শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো ও সঠিক সময়ে টিকা দেয়া;

(১৩) শিশুর বেশি জ্বর, খিচুঁনি বা তাপমাত্রা বেশি কমে গেলে দ্রুত হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া;

(১৪) শিশুর বয়স উপযোগী পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো;

(১৫) শিশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি সে যাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস পায় সে ব্যবস্থা করা;

(১৬) শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য পর্যন্ত খেলাধুলার সুযোগ করে দেওয়া।[২০৩]

ইসলাম এ সকল পদক্ষেপকে শুধু সমর্থনই করে না বরং অপরিহার্য হিসাবে গণ্য করে। এ বিষয়ে ইসলামের মূলনীতি হলো-

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

অর্থ : তোমরা তোমাদেরকে নিজ হাতে ধ্বংস করে দিওনা।[২০৪]

মানুষ যদি রোগ প্রতিরোধ ও নিজ বংশধরকে প্রতিরক্ষার বিষয়ে অবহেলা করে এবং এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে তখনই মানুষ নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংস করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও সকল ব্যাপারে সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার এবং প্রত্যেক রোগের সম্ভাব্য চিকিৎসার অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

২০৩. দিলারা সত্তার মিতু, মো: আসিফ বিন ইসলাম ও এ কে এম বদরুল হক, *প্রতিবন্ধিতা কি ও কেন?* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫৪

২০৪. আল-কুরআন, ২ : ১৯৫

অর্থ : আল্লাহ এমন কোন রোগ দেন নি, যার কোন চিকিৎসার বিধান দেননি। যখন কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয় আল্লাহর অনুগ্রহে তা ভাল হয়ে যায়।[২০৫]

শিশুর জন্ম নিবন্ধন

নবজাতক শিশুর জন্য মাতাপিতার একটি বিশেষ কর্তব্য হলো অন্তত জন্মের সপ্তম দিবসে তার জন্য একটি শ্রুতিমধুর ও অর্থবোধক নাম রাখা। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه فاذا بلغ فليزوجه

অর্থ : যখন কারো সন্তান হয় তখন সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, অতপর যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তখন তার বিবাহের ব্যবস্থা করে।[২০৬]

রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন,

كل غلام مرتهن لعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه

অর্থ : প্রত্যেক নবজাতক আকীকার সাথে সম্পৃক্ত থাকে, জন্মের সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে প্রাণী যবেহ করবে, তার নাম রাখবে আর মাথা মুণ্ডন করবে।[২০৭]

শিশুর পরিচয়ের জন্য নামকরণ ও নিবন্ধন শিশুর জন্মগত অধিকার। এতে শিশুর বংশ পরিচয়, পিতার অভিভাবকত্ব ও জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে শিশুর অনেকগুলো মৌলিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আল কুরআন ও হাদীসে এজন্য শিশুর নামকরণের বিষয়টি অতীব গুরুত্বের সাথে বিধৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

অর্থ : হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীভূত করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। অবশ্য আল্লাহরর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সে ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খোদাভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবজান্তা ও সর্বজ্ঞ।[২০৮]

তিনি আরো বলেন,

---

২০৫. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুস সালাম, বাবু লিকুল্লি দা-ইন'দাওয়া-উন, খ.৪, পৃ.১৭২৯

২০৬. আশ-শায়খ সমরকন্দী, *তানবীহুল গাফিলীন*, আবূ হুরাইরা (রা.)-এর সূত্রে, পৃ. ৪৭

২০৭. ইমাম ইবনে মাজাহ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, কিতাবুল জাবায়েহ, বাবুল আকিকাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৯, হাদীস নং ৩১৬৫

২০৮. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩

 Dhaka University Institutional Repository

ٱدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

অর্থ : তোমরা তাদেরকে ডাক পিতৃ পরিচয়ে। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা অধিক ন্যায়সঙ্গত। যদি তারা তোমাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয় না জানায় তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই ও বন্ধু।[২০৯]

حق الولد على ولده ان يحسن امسه

অর্থ : পিতার উপর নবজাতকের হক হল তার জন্য সুন্দর নাম রাখা।[২১০]

নাম রাখার ক্ষেত্রে নামের অর্থ, প্রয়োজন, বিধি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন। অসাবধানতা ও অজ্ঞতাবশত কোন অর্থহীন বা বিদঘুটে নাম রেখে ফেললে তা পরিবর্তন করে একটি সুন্দর ও অর্থবোধক নাম রাখা অবশ্য কর্তব্য।

হযরত আয়িশা (রা.) বলেন,

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (স.) কারও মন্দ নাম পেলে তা পরিবর্তন করে দিতেন।[২১১]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح الى الاسم الحسن

অর্থ : কারও নাম সুন্দর না হলে রাসূলুল্লাহ (স.) তা সুন্দর নামের মাধ্যমে শুদ্ধ করে দিতেন।[২১২]

উপর্যুক্ত আলোচনায় শিশুর নাম ও জন্ম নিবন্ধনের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

মানব শিশুর জীবনে নাম রাখার গুরুত্ব এতই অধিক যে, এজন্য জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে ধারা ৭ সংযোজিত হয় যা শিশুর নিবন্ধীকরণ, নামকরণ ও জাতীয়তা অর্জনের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। জাতীয় শিশুনীতির ৬.১০ ধারায়ও শিশুর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করতে এবং নিবন্ধন আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও প্রচার এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ দ্বারাই জন্ম নিবন্ধন পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ন্ত্রিত হয়। এ আইনে জন্ম নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে সন্তানের জন্ম সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে খবর দেওয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে মাতা-পিতার। বর্তমানে পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহর এলাকায় পৌর কর্পোরেশন/ পৌরসভাগুলো জন্ম নিবন্ধন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত।[২১৩]

---

২০৯. আল-কুরআন, ৩৩ : ৫

২১০. *কানযুল উম্মাল*, খ.১৬, পৃ. ৪১৭; উদ্ধৃত- *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

২১১. ইমাম তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ১৩৫

২১২. মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আস সান'আনী, *সুবুলুস সালাম*, বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৩৭৯, চতুর্থ সংস্করণ, খ.৪, পৃ.৯৯

২১৩. *জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন*, ২০০৪, ২০০৪ সনের ২৯ নং আইন, ৭ ডিসেম্বর, ২০০৪

 Dhaka University Institutional Repository

তবে বাংলাদেশে জন্ম নিবন্ধন আইন সম্পর্কে সচেতনতার মাত্রা খুবই কম। বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিশু জন্ম নিবন্ধনহীন থেকে যায়। নিবন্ধন না করানোর ফলে, শিশুদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।[২১৪]একারণেই জাতীয় শিশুনীতিতে জন্ম নিবন্ধন আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং এর প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

২১৪. ইউনিসেফ বাংলাদেশ, *বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার*, বাংলাদেশের প্রাথমিক প্রতিবেদনের উপর শিশু অধিকার কমিটির সমাপনী পর্যবেক্ষণ, জুন-১৯৯৭, ঢাকা : ২০০৩, পৃ. ৫৩

 Dhaka University Institutional Repository

দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিশুর সুরক্ষা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। দুর্যোগ হচ্ছে এমন প্রতিকূল অবস্থা যা সমাজের স্বাভাবিক কাজকর্মে প্রচন্ডভাবে বিঘ্ন ঘটায় এবং জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ক্ষতিগ্রস্ত সমাজের পক্ষে নিজস্ব সম্পদের দ্বারা এই ক্ষতি মোকাবেলা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এ আকস্মিক ও চরম বিপর্যয় জীবন ও সম্পদের ওপর প্রতিকূলভাবে আঘাত করে জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। এই আকস্মিক বিপর্যয়ই দুর্যোগের সৃষ্টি করে।

দুর্যোগকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়- (ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, (খ) মানবসৃষ্ট দুর্যোগ।

(ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ : প্রাকৃতিক কারণে যে সকল দুর্যোগ সংগঠিত হয় সেগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রায় প্রতি বছরই বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের রূপ অত্যন্ত ভয়াবহ। এ দেশের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, ভূমিকম্প, আর্সেনিক দূষণ ইত্যাদি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুরা।

(খ) মানবসৃষ্ট দুর্যোগ : যুদ্ধ, অপরিকল্পিত নগরায়ন, বনাঞ্জল ধ্বংস, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট দুর্যোগই মানব সৃষ্ট দুর্যোগ। মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মধ্যে অন্যতম প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এ মহাযুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারয়। এদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ছিল শিশু ও নারী। তখন শিশু ও নারীর অপমৃত্যুতে গোটা বিশ্ব হতবাক হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে একাত্তরে পাকিস্তানি সৈন্যরা লক্ষ লক্ষ শিশু-কিশোর হত্যা করেছে। একাত্তরে ভিয়েতনাম ও জাপানের চেয়ে অনেক বেশি শিশু কিশোর মারা গেছে। তখন শিশুর নিরাপত্তা ছিল না।[২১৫]

যুদ্ধের সময য যুদ্ধবাজরা শিশু ও নারীর কথা মনে রাখে না। তারা মানবিক গুণগুলো বিসর্জন দিয়ে শিশু হত্যায় মগ্ন হয়। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে শিশুদের জীবন বিপন্ন হতে দেখা যায়। অজো শিশুদের হরণ করা হয়, মুক্তিপন আদায় না হলে নিষ্ঠুরভাবে তাদের প্রাণ কেড়ে নেওয়া হয়, যা মানবতা বিরোধী অপরাধ।

শিশুরা মানবজাতির উত্তরাধিকারী এবং রাষ্ট্রের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। শিশুদের দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। তাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শিশু নীতির ৬.১২ ধারায় দেশে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী সময়ে শিশুর সুরক্ষার জন্য কিছু পদক্ষেপের নির্দেশনা প্রদান করেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকরণের প্রাপ্যতা ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। সাহায্যের পাশাপাশি শিশু ও তাদের অভিভাবকদের প্রয়োজনীয় মনো সামাজিক সহায়তা প্রদান। দুর্যোগকালীন জরুরী অবস্থায় খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমে শিশুর চাহিদা পূরণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য

---

২১৫. বিস্তারিত দ্র. *স্মরণিকা*, বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১১, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অক্টোবর-২০১১, পৃ. ২৪-২৫

 Dhaka University Institutional Repository

রাখা। যেমন- ত্রাণ বিতরণ সামগ্রীর মধ্যে খেলনা সামগ্রী অন্তর্ভুক্তিকরণ, যাতে শিশু দুর্যোগ সংক্রান্ত ভয়ভীতি কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। এছাড়া গর্ভবর্তী ও প্রসূতি এবং নবজাতকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

ইসলাম জাতীয় শিশুনীতির এ পদক্ষেপগুলো সমর্থন করে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে দুর্যোগ প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا

অর্থ : তিনি জমিনকে বিছানা এবং পর্বতরাজিকে পেরেকস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন।[২১৬]

আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে তা পরিমিত ও সুবিন্যস্তভাবে সৃষ্টি করে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। তিনি জমিনকে বিছানা এবং পর্বতরাজিকে পেরেকস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন যাতে জমিন এ দিক সেদিক সরে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে।

আল্লাহর অভিপ্রায় হলো তিনি যেমন আসমান-জমিনে ভারসাম্য স্থাপন করে শৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন, তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব মানুষও যেন পৃথিবীতে তেমনি শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে। আল্লাহ মানুষের মঙ্গলের জন্য সৃষ্টির মধ্যে যে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন মানুষ তা দিনে দিনে লংঘন করে চলেছে। আমাদের যেমন নিজের প্রতি, পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে বিশ্ব তথা বিশ্ব মানবতার প্রতিও দায়িত্ব রয়েছে। এদিক দিয়ে শিক্ষিত তথা সভ্য বলে পরিচিত দেশগুলোর দায়িত্ব আরো বেশি। কিন্তু তারা হীনমন্যতার বশবর্তী হয়ে অন্যের ক্ষতি হলেও নিজ সংকীর্ণ স্বার্থে সৃষ্টির ভারসাম্য বিঘ্নিত করে চলেছে। ফলে জলবায়ু বিরূপ (উল্টোপাল্টা) আচরণ করছে। মানুষের কর্মদোষে বা সীমা লংঘনের জন্য সম্প্রতি বাংলাদেশে 'সিডর', ঘূর্ণিঝর, সাভার ভবন ধস ট্রাজেডি, কয়েক বছর আগে ইন্দোনেশিয়ায় 'সুনামি' জলেচ্ছাস ও আমেরিকায় 'ক্যাটরিনা' সংঘটিত হয়েছে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

অর্থ : তোমাদের বিপদাপদ ঘটে তাতো তোমাদের কর্মফল। আমি তোমাদের অনেক অপরাধ ক্ষমা করে থাকি।[২১৭]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

لولا شيوخ ركع ، وشباب خشع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا

অর্থ : রুকুকারী (ইবাদতে মশগুল) বৃদ্ধ, বিনয়ী যুবক, দুগ্ধপায়ী শিশু, এবং বিচরণশীল পশু না থাকলে তোমাদের উপর মুষলধারে আযাবের ফেরেশতা নেমে আসতো।[২১৮]

---

২১৬. আল-কুরআন, ৭৮ : ৬-৭

২১৭. আল-কুরআন, ২৬ : ৩০

এখানে আল্লাহর রাসুল (স.) শিশুদের অবস্থিতিকে আল্লাহর আযাব তথা দুর্যোগ ফিরে যাওয়ার একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ইসলাম প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগকালীন শিশুদের নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। রাসূলুল্লাহ (স.) যুদ্ধকালীন সময়ে নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। যেমন, হাদীসে এসেছে,

أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (স.) এক যুদ্ধে এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় দেখে গভীরভাবে মর্মাহত হন এবং নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।[২১৯]

দুর্যোগকালীন শিশুদের হত্যা করা যাবে না। বরং তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

অর্থ : পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোর মধ্যে কোনো পূণ্য নেই; কিন্তু পূণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ এবং নবীগণের ওপর ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থসংকটে, দুঃখ ক্লেশে ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্যধারণ করলে, এরাই তারা যারা সত্য পরায়ণ এবং তারাই মুত্তাকী।[২২০]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।[২২১]

---

২১৮. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

২১৯. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, বাবু কতলিস সিবইয়ান ফিল হারব, প্রাগুক্ত, খ.১ পৃ. ৪২৩

২২০. আল-কুরআন, ২ : ১৭৭

২২১. আল-কুরআন, ২ : ২৬৭

দুর্যোগের কারণে যে সকল মানব সন্তান ইয়াতিম, অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে ইসলাম তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্দেশনা প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

অর্থ : তুমি কি এমন লোককে দেখেছ, যে দীনকে অস্বীকার করে? সে তো ঐ ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়, আর সে মিসকীনদের খাবার দানে উৎসাহিত করে না।[২২২]

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

অর্থ : তারা দুনিয়ার জীবনে খাদ্য দ্রব্যের প্রতি নিজেদের আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীদের আহার প্রদান করে।[২২৩]

ইসলাম আসহায় ও দুস্থ মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। প্রত্যেক মানুষকে ইসলাম শিক্ষা দেয় পরস্পরকে ভালবাসতে। অন্তত কেউ যেন কষ্ট না পায়; অথবা কারো প্রতি যেন কোন যুলুম না হয়, তার প্রতি সচেতন থাকা মুসলিম মাত্রেরই কর্তব্য। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে এ দায়িত্ব প্রদান করে বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

অর্থ : তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি! তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য।[২২৪]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

অর্থ : এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, সে তার প্রতি অত্যাচার করবে না। তিনি বুকের দিকে ইশারা করে তিনবার বলেন, তাকওয়া এখানে। নিজ মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা করা অন্যায়। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের রক্ত সম্পদ ও সম্মান সবই হারাম।[২২৫]

দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে আক্রান্ত এলাকার মানুষ থাকে অসহায় এবং দুঃখ কষ্টে। তারা পারে না শিশুদের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দিতে। তাই এসব অসহায় মানুষদের সংকট নিরসনে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

---

২২২. আল-কুরআন, ৮৯ : ১৭-১৮

২২৩. আল-কুরআন, ৭৬ : ৮

২২৪. আল-কুরআন, ৩ : ১১০

২২৫. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২ পৃ. ৩১৯

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

অর্থ : যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তার কিয়ামতের দুঃখ-কষ্ট দুর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যরত থাকে।[২২৬]

তিনি আরো বলেন,

الخلق عيال الله ، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله

অর্থ : সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন, আল্লাহর কাছে প্রিয় সৃষ্টি হলো যে তার সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ করে।[২২৭]

শিশু যাতে দুর্যোগ সংক্রান্ত ভয়ভীতি কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে সে জন্য শিশুকে খেলনা সামগ্রী ও উপহার প্রদান করতে হবে। উপহার এবং খেলাধুলা সামগ্রীর মাধ্যমে খেলাধুলা শিশুর জীবনে সৃষ্টি করে সুখ ও আনন্দ এবং তার অন্তরে সৃষ্টি করে এক হাস্যোজ্জ্বল মানসিকতা। মহানবী (স.) আরো ঘোষণা করেন,

من دخل السوق و اشترى تحفة فحملها الى عياله كان كحمل صدقة الى قوم محاويج وليبدأ بالاناث قبل الذكور

অর্থ : কোনো ব্যক্তি বাজারে গেল। অতঃপর একটি উপহার কিনল। অতঃপর তা বহন করে নিজের সন্তানদের জন্য নিয়ে এল। তার একাজ দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদের জন্য দান-খয়রাত বহন করে নিয়ে যাওয়ার মত মর্যাদাপূর্ণ।[২২৮]

শিশুদের দুর্যোগ সংক্রান্ত ভয়ভীতি দূর করতে তাদের সাথে কৌতুক করাকেও ইসলাম সমর্থন করে। রাসূলুল্লাহ (স.) শিশুদের সাথে কৌতুকপূর্ণ কথা বলতেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন,

---

২২৬. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২ পৃ. ৩৪৫

২২৭. *শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী*, অধ্যায়-৩৯, বাব: কিয়ামুল আওযায়ী মা'আল মানছুর, খ. ১৫ পৃ. ৪৯৮

২২৮. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, ৭৮

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي طَيْرًا كَانَ يَلْعَبُ بِهِ

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের সাথে মিশতেন। এমনকি তিনি আমার এক ছোট ভাইকে বলতেন, হে আবূ উমায়ের! তোমার নুগায়ের পাখি কি করছে?[২২৯] নুগায়ের হল চড়ুই পাখি যার সাথে সে খেলা করত।

ইসলাম ব্যক্তিকে সাহায্যের হাত বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করে ক্ষান্ত হয়নি বরং রাষ্ট্রীয়ভাবে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার মত মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। তাই দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিশুসহ সকলের জন্য রাষ্ট্র সব ধরণের সহায়তা প্রদান করে থাকে। এমনকি অপুষ্টি ও অসুস্থতা দূর করতে সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করে। হাদীসে বলা হয়েছে-

وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللَّبَنِ

অর্থ : আল্লাহ যাকে দুধ পান করান সে যেন বলে, হে আল্লাহ আমাদেরকে এই দুধে বরকত দান করুন এবং তা এর চেয়েও বৃদ্ধি করে দিন। কারণ আমার জানামতে দুধ ব্যতীত এমন কোন জিনিস নেই যা খাদ্য ও পানীয় উভয়টির প্রয়োজন একসাথে মিটায়।[২৩০]

শিশুদের অংশগ্রহণ ও মতামত

জাতীয় শিশুনীতির ৬.১৩ ধারায় শিশুর অধিকার ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গৃহীত সকল কার্যক্রমে শিশুদের মতামত ও অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

শিশুর মতামত একেবারে নিম্নমানের সাধাসিধে বা মূল সমস্যা থেকে বহুদূরেই হোক না কেন বিভিন্ন সমস্যার সময় তাদের মতামত পর্যালোচনা করে সত্যিকার মতকে তাদের সমানে প্রকাশ করা -এভাবে শিশুদেরকে মতামত প্রদানে অংশগ্রহণের সুযোগদান শিশুকে বিশুদ্ধ পথে পরিচালিত করে এবং তাকে যথাযথ দিক-নির্দেশনা দানে সহায়তা করে। এতে তাঁর মনোবল ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং আগামী দিনের যে কোন সমস্যার সুন্দর মোকাবিলার জন্য তার মধ্যে যোগ্যতা অর্জন করানো হলে পরবর্তীতে কোন সংকট উত্তরণে সে ভীত হবেনা বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে না। রাসূলুল্লাহ (স.) প্রদর্শিত শিক্ষানুসারে সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের সন্তানদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদানে অভ্যস্ত করতেন। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর ঘটনা। একবার রাসূলুল্লাহ (স.) সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ মু'মিন ব্যক্তিকে একটি বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছেন যার পাতা ঝরেনা। তোমাদের

২২৯. ইমাম তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৭২-২৭৪

২৩০. ইমাম ইবনে মাজাহ, *সুনানু ইবন মাজাহ*, হাদীস নং- ৩৩২২, খ.৪, আল-আত্ব'ইমাহ অধ্যায়।

 Dhaka University Institutional Repository

জানা আছে কি সে কোন বৃক্ষ! সাহাবীগণ সকলে চুপ রইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) নিজেই উত্তর দিলেন, তা হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) তার পিতার সাথে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পিতা-পুত্র দু'জনই যখন বাড়ি ফিরে গেলেন, তখন আবদুল্লাহ তাঁর পিতাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যা বলেছিলেন তা আমার জানা ছিল। কিন্তু আমি সাহাবাদের সামনে উত্তর দিতে ভয় পেয়েছিলাম। তখন তার পিতা তাঁকে বললেন, তুমি যদি একথাটি তখন বলে দিতে তাহলে বহু সংখ্যক লাল রঙের পশুর চেয়েও তা আমার নিকট অধিকতর আনন্দের বিষয় হত।[২৩১]

খলীফা উমার (রা.) একদা ইবনে 'আব্বাস (রা.)-কে বদরী সাহাবীদের সাথে কোন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। এতে কতিপয় সাহাবী মনে কষ্ট পেয়ে খলিফাকে বললেন এ যুবককে আমাদের সাথে উপবেশন করার কেন সুযোগ দেয়া হলো? অথচ এর সমপর্যায়ে আমাদেরও অনেক ছেলে রয়েছে। এ ঘটনার পর তিনি একদা সাহাবীদেরকে তাদের ছেলেসহ আমন্ত্রণ জানালেন এবং ইবনে 'আব্বাসকেও তাদের সাথে ডাকলেন। এভাবে হযরত উমার (রা.) ও শিশুদের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন।[২৩২]

ইসলাম সকল ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি প্রদান ও উৎসাহিত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

অর্থ : আর যারা তাদের রবের হুকুম মেনে চলে ও নামাজ কায়েম করে, নিজেদের সব কাজ পরামর্শের ভিত্তিতে চালায় এবং তাদের যে রিযক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।[২৩৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

অর্থ : প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লাসিত।[২৩৪]

আল-কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

অর্থ : তোমরাই উত্তম জাতি, বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে।[২৩৫]

---

২৩১. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

২৩২. আল-সুয়ূতী, জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ, *আল ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন*, মক্কা : দারুল বায, ১৯৯৮, খ.৪, পৃ. ১২১৫

২৩৩. আল-কুরআন, ৪২ : ৩৮

২৩৪. আল-কুরআন, ৩০:৩২

২৩৫. আল-কুরআন, ৩ : ১১০

 Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে মুমিনের এ গুণ অর্জন করা সম্ভব নয়। মহানবী (স.) এবং খুলাফায়ে রাশেদার আমলে সকলের অংশগ্রহণ ও মতামতের স্বাধীনতার স্বীকৃতির ব্যাপক সমর্থন পাওয়া যায়।

কিশোর কিশোরীদের উন্নয়ন

কিশোর কিশোরীদের উপর পরিবেশ বা পরিপার্শ্বিকতার প্রভাব অনেক বেশি কার্যকর হয়। চারপাশের পরিবেশ যদি কিশোরদের সুস্থ ও সঠিকভাবে বেড়ে উঠার জন্য অনুকূল না হয় তাহলে তারা ধীরে ধীরে বেপরোয়া ও অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। গৃহের পরিবেশ, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ এবং বন্ধু-বান্ধবদের অবস্থা যদি অনিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে ক্ষতিকর প্রভাব তাদের উপর পড়তে বাধ্য। কিশোর কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশের সময়ে পরিবার ও বিদ্যালয়ের অতি কঠোর শৃঙ্খলা, অতি আদর, অতি শাসন এসবই তাদেরকে অপরাধের দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাই তাদের সঙ্গত চাহিদাগুলোর ব্যাপারে অভিভাবকদের সতর্ক থাকা উচিত।

জাতীয় শিশুনীতির ৭ ধারায় কিশোর কিশোরীদের বিশেষ প্রয়োজন পূরণ এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশে পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও তাদের শরীরবৃত্তীয় ও আবেগজনিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে প্রজনন স্বাস্থ্যসহ সকল প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান এবং তাদের সকল ধরণের ক্ষতির কাজ থেকে সুরক্ষা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

কিশোর কিশোরীদের আবেগিক প্রকাশকে জোর করে বা শাস্তি দিয়ে দমন করলে তারা ভীত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে নানা রকম অসঙ্গতি ও সমস্যা দেখা দেয়। সে সব কিশোর-কিশোরীরা কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বিধি-নিষেধের মধ্যে বড় হয় তারা আবেগের স্বাভাবিক বিকাশে বাধাগ্রস্ত হয়ে একসময় বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ব্যক্তি সত্তার সুষম বিকাশের জন্য ক্ষতিকর আবেগের প্রভাব কমিয়ে ভাল আবেগের চর্চা ও বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, সুন্দরের প্রতি আসক্তি, প্রতিবেশীর প্রতি সহমর্মিতা, উপযুক্ত বিষয়ে আনন্দ খুঁজে পাওয়া, পরিবারের সকলের প্রতি ভালবাসা, নিরাপত্তা ও আনন্দঘন পরিবেশ কিশোর কিশোরীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে স্নেহ-ভালবাসা বঞ্চিত শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যহত হয়। এ বঞ্চনা তার শারীরিক বৃদ্ধিকেও প্রভাবিত করে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) সতর্ক করে বলেন,

لا ضرر ولا ضرار

অর্থ : নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং কারো ক্ষতিও করো না।[২৩৬]

২৩৬. ইমাম ইবনে মাজাহ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, কিতাবুল আহকাম, বাবু মান বানা ফি হাক্কিহি মা ইয়াদুররু বে জাহিরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪২

কিশোর-কিশোরীরা যাতে অযত্ন অবহেলার কারণে অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা মাতা-পিতা ও অভিভাবকদের একান্ত কর্তব্য। তাদের পানাহার, বিশ্রাম, ঘুম ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক তত্ত্বাবধান একান্ত প্রয়োজন। তারা অসুস্থ হলে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থ : প্রত্যেক রোগেরই কোন না কোন ঔষধ আছে। কাজেই কোন রোগ অনুযায়ী ঔষধ দেওয়া হলে আল্লাহর হুকুমে রোগ মুক্তি ঘটে।[২৩৭]

এ মূলনীতির কারণে পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের উচিত যে, তারা কিশোর-কিশোরীদেরকে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করবেন এবং সে সব নিয়ম যথার্থ অনুসরণের শিক্ষা দেবেন যা তাদের সুস্থতার জন্য অপরিহার্য। রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে এবং শারীরিক গঠন এবং দেহের সুষম বৃদ্ধির জরুরী বিষয়গুলোও তাদের অবগত করাবেন। বিবিধ রোগ ও সংক্রামক ব্যধি থেকে শিশুর জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক বিষয়গুলো তাদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিবেন।

বয়োসন্ধিকালে রাগ, ভয়, দুশ্চিন্তা, স্নেহ-ভালবাসা, ঘৃণা ঈর্ষা ইত্যাদি প্রধান প্রধান আবেগগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময় আবেগ প্রকাশে তীব্রতা দেখা দেয়, মানসিক চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পায় এবং ধৈর্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। স্নেহ-প্রীতি ও ভালবাসার আকাঙ্খা উগ্রভাবে দেখা দেয় এবং বিদ্যালয়ে ও বাইরে সে বন্ধুত্বের জন্য অস্থির হয়ে উঠে। কৈশরের বন্ধুত্ব অনেক গভীর ও স্থায়ী হতে দেখা যায়। কারণ বন্ধুর কাছে মনের কথা বলার মধ্যে আছে মানসিক উদ্বেগ, অস্বস্তি ও সংঘাত থেকে অব্যহতি। এরপর বিপরীত লিঙ্গের প্রতি উৎসাহ ও আকর্ষণ দেখা দেয়। মেয়েদের সম্পর্কে ছেলেরা এবং ছেলেদের সম্পর্কে মেয়েরা সচেতন হয়ে উঠে যা প্রেম ও ভালবাসায় পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। বয়োসন্ধিকালে ছেলেমেয়রা বিশেষ ব্যক্তিদের অপছন্দ করে, তাদের প্রতি রাগ পোষণ করে, এর মূলে অপমান, অবিচার ও অকৃতকার্যতাও থাকতে পারে। লজ্জাবোধ, অপরাধবোধ ইত্যাদিও নতুনরূপ নেয়। হীনমন্যতার অনুভূতি কখনও আক্রমণাত্মক হয় এবং কখনও মনমরা ভাবের রূপ নেয়। এ সময় তাদের আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ জাগে।

কিশোরদের পৌরুষদীপ্ত শেকড়সন্ধানী জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করা এবং তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা, উলঙ্গপনা, অলসতা ও স্বেচ্ছাচারী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত না হওয়ার ব্যাপারেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "এমন জিনিসের প্রতি লোভ করোনা যা তোমার জন্য ক্ষতিকর, তা থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বদা সাহায্য কামনা কর এবং অক্ষম অসমর্থদের জীবন বেছে নিওনা"।[২৩৮]

বিনোদনের নামে কিশোর কিশোরীদের নগ্নতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনৈসলামিক শিক্ষা-সংস্কৃতির সাথে জড়িত হওয়ার সুযোগ দেওয়া মোটেই উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

---

২৩৭. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুস সালাম, বাবু লিকুল্লি দাইন দওয়াউন, প্রাগুক্ত,খ.২, পৃ. ২২৫

২৩৮. *সহীহ মুসলিম* , কিতাবুল ক্বদর, বাবু ফিল আমরি বিল কুওয়াহ, খ.৪, পৃ. ২০৫২

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

অর্থ : দোযখবাসীদের মধ্যে এমন দুটো দল আছে, অবশ্য আমি তাদেরকে দেখিনি, একটি দল এমন, দুনিয়ার জীবনে যাদের নিকট থাকত গরুর লেজের ন্যায় মোটা ও দীর্ঘ চাবুক, তারা চাবুক দিয়ে মানুষকে পেটাত। আর একদল মেয়েলোক, যারা কাপড় পরা সত্ত্বেও উলঙ্গ থাকত। তারা পুরুষদেরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য অথবা তাদের মনোরঞ্জনের জন্য এসব করত। তাদের মাথাগুলো খোরাসানের বখত নগরীর উটনীগুলোর কুঁজসদৃশ দেখাতো। তারা আর কোনদিন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও তারা কোনদিন পাবে না। যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ এত দূর থেকে পাওয়া যায়।[২৩৯]

ইসলাম কিশোর কিশোরীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয় খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করছে। আর লালন-পালনের ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়গুলো এতো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, এর ফলে লালন-পালনকারীগণ খুব সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে দায়িত্ব সম্পাদনে সক্ষম হতে পারে। কাজেই কিশোর-কিশোরীদের প্রতিপালনের দায়িত্ব যাদের রয়েছে তাদের উচিত মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যথার্থভাবে অনুধাবন ও অনুসরণ করা এবং উম্মতের প্রধান অভিভাবক শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এতদসংক্রান্ত যে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন তা যথার্থভাবে বাস্তবায়ন করা।

কন্যা শিশুদের উন্নয়ন

মানব শিশু স্বাধীন সত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। মানব শিশু দু'প্রকার, পুত্র ও কন্যা। তারা উভয়ই একই উৎস থেকে সৃষ্ট। কাজেই জন্মগতভাবে ছেলে-মেয়ে সমান। সৃষ্টিগতভাবে কন্যা ও পুত্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগত কারণে একে অপরের উপর কোন প্রাধান্য রাখে না। মৌলিকতার দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে কোন একজনের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, বরং একে অপরের পরিপূরক। লৈঙ্গিক ভিন্নতার কারণে নারী ও পুরুষ যখন একে অন্যের উপর অনধিকার চর্চা, বৈষম্য ও প্রাধাণ্য বিস্তার করতে চায় তখনই অধিকার ক্ষুন্ন হয়। মানব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম বা সমাজে কন্যার উপযুক্ত মর্যদা স্বীকৃত হয়নি।

বাংলাদেশে কন্যা শিশুর বর্তমান অবস্থা

জাতীয় ই-তথ্যকোষ এর তথ্য মতে, বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬ কোটি ১৭ লাখ ৫০ হাজার হচ্ছে শিশু। যাদের বয়স ১৮ বছরের নিচে। এই শিশুদের মধ্যে কন্যা শিশুর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৩৯ লাখ।[২৪০]

---

২৩৯. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল লিবাসি ওয়ায যিনাতি, বাবুল নিসাইল কাসিইয়াতি, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২০৫

২৪০. *জাতীয় ই-তথ্য কোষ*, মেয়ে শিশু পাতা, ঢাকা : বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, ২০০৮

 Dhaka University Institutional Repository

ইউনিসেফের পরিসংখ্যান মোতাবেক, বর্তমানে দেশে চার বছরের কমবয়সী কন্যাশিশুর সংখ্যা ৭৭ লাখ যা মোট জনসংখ্যার ১২.৬৬ ভাগ। পাঁচ থেকে নয় বছর বয়সী কন্যা শিশুর সংখ্যা ১০ লাখ। ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী কন্যা শিশু রয়েছে ৭৭ লাখ। এছাড়া, মোট জনসংখ্যার ২ দশকিম ২৯ ভাগ হলো ১৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী কন্যাশিশু।[২৪১]

এই কন্যাশিশুরাই একদিন পরিণত হবে দায়িত্বশীল নারীতে, যারা বাংলাদেশের ভবিষ্যত সন্তানের প্রথম শিক্ষক, অভিভাবক এবং পথ প্রদর্শক। তাই জাতি হিসেবে আগামী দিনের নারীদের পেছনে রেখে আমরা বেশিদুর এগুতে পারব না। তাদের অগ্রগমনকে নিশ্চিত করতে হলে আজকের কন্যা শিশুদের সার্বিক অবস্থা পরিবর্তনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের বিকাশের জন্য সুযোগ তৈরী করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।[২৪২]

শিক্ষাক্ষেত্রে কন্যা শিশু : প্রাথমিক পর্যায়ে ছেলে ও মেয়ে শিশুদের স্কুলে ভর্তির হার প্রায় সমান থাকলেও উপরের দিকে মেয়েদের শিক্ষার হার ক্রমশ কমতে থাকে ও ঝরে পড়ার হার বাড়তে থাকে। নারী উদ্যোগ কেন্দ্রের তথ্য মতে, দেশের প্রায় ৭০ ভাগ কন্যা শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে স্কুলে ভর্তি হয় না। শিক্ষা ক্ষেত্রে ১৫ বছর অথবা তার বেশি বয়সের মেয়েদের স্বাক্ষরতার হার ছেলেদের চেয়ে শতকরা ৪০ ভাগ কম। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পর উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে এ হার আরও কমে দাঁড়ায় শতকরা ৫ ভাগ।[২৪৩]

বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যা শিশু : এ দেশের সমাজ ব্যবস্থায় মনে করা হয় বিয়েই হচ্ছে কন্যা শিশুদের চুড়ান্ত গন্তব্য। যে কারণে প্রয়োজনে শিক্ষাকে ব্যাহত করেও কন্যা শিশুদের বিয়ে দেওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের সম্মতি বা মতামত নেওয়া হয়না। এম আই সি এস এর তথ্যমতে, ১৫ থেকে ৪৯ বছরের এক তৃতীয়াংশ মেয়ে তাদের ১৫তম জন্মবার্ষিকীর পূর্বে এবং ২০ থেকে ৪৯ বছরের তিন চতুর্থাংশ মেয়ে তাদের ১৮ তম জন্মবার্ষিকীর পূর্বেই বিবাহের শিকার হয়। বিডিএইচএস -এর তথ্যানুসারে, বাংলাদেশ ১০-১৪ বছরের শতকরা ৫জন এবং ১৫-১৯ বছর বয়সের শতকরা ৪৮ জন বিবাহিত। ইউনিসেফের তথ্যমতে, বাংলাদেশে ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই ৬৬ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় এবং দুই দশক ধরে এ হার প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে।[২৪৪]

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই দেশের ৬৬ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। এসব মেয়েদের ৬৪ দশমিক ৩ শতাংশ কিশোরী বয়সেই গর্ভধারণ করে। এ হিসাবে ১৬ মিলিয়ন কিশোরী সন্তান জন্ম দেন।[২৪৫]

---

২৪১. *ইউনিসেফ প্রতিবেদন ২০১১;* উদ্ধৃত- নাসিমা আক্তার জলি, *বাংলাদেশের কন্যা শিশু*, স্মরণিকা : বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ, ২০১১, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পৃ. ৩০

২৪২. নাসিমা আক্তার জলি, *বাংলাদেশের কন্যা শিশু*, স্মরণিকা : বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ, ২০১১, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পৃ. ২৯

২৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

২৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

২৪৫. দৈনিক *আলোকিত বাংলাদেশ*, বর্ষ-৩, সংখ্যা ৩০২, ১১ জুলাই ২০১৩, পৃ. ১৬

 Dhaka University Institutional Repository

যৌতুকের কবলে কন্যা শিশু : যৌতুক কন্যা শিশু নির্যাতনের একটি বিশেষ রূপ। এটিকে ক্যান্সারের ন্যায় একটি মারত্মক ব্যাধি বললেও ভুল হবে না। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে এই ব্যাধি, যা সমাজ কর্তৃকই সৃষ্টি। এর যাতাকলে পড়ে নিষ্পেষিত হচ্ছে হাজারো কন্যা শিশু। পরিণতিতে অপমৃত্যু আর আত্মহত্যাই হয়ে উঠছে জীবনের শেষ গন্তব্য স্থান।

বাংলাদেশের কাজী সমিতির তথ্যানুসারে, প্রতিবছর প্রায় ২ লক্ষ বিবাহ বিচ্ছেদ হয়, এর মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ বিবাহ বিচ্ছেদের মূল কারণ যৌতুক। তথ্যমতে অধিকাংশ কন্যা শিশুরাই এ নির্যাতনের বলী বলে প্রমাণিত। যৌতুকের কারণে কন্যাশিশুদের উপর নির্যাতন ও পরবর্তীতে হত্যার পরিসংখ্যান হলো- ২০০১ সালে ৪২, ২০০২ সালে ৪৫, ২০০৩ সালে ১৩৭, ২০০৪ সালে ২০৩, ২০০৫ সালে ২২৭, ২০০৬ সালে ২৪৩, ২০০৭ সালে ১৩৮, ২০০৮ (প্রথম ২ মাসে) ২১ এবং ২০০৯ সালে ১১১ জন।[২৪৬]

স্বাস্থ্য সেবা ভোগের ক্ষেত্রে কন্যা শিশু : বাংলাদেশে মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা ৬৭% বেশি স্বাস্থ্য সেবা পায়। বাংলাদেশের ৬০ ভাগ কিশোরী অপুষ্টি ও রক্তস্বল্পতায় ভুগছে। বিবাহিত কিশোরীদের ৫০ শতাংশ অপুষ্টির শিকার। কিশোরী মায়েদের শতকরা ৭৫ ভাগ রক্তস্বল্পতা, ৪৭ ভাগ ভিটামিন 'বি' ও ৩৩ ভাগ গলগণ্ড রোগে ভোগে। ফলে প্রসবকালে মা ও শিশুর জীবন হয় ঝুকিপূর্ণ।[২৪৭]

বিডিএস, ২০০৭ এর জরিপ থেকে পাওয়া গেছে ৫ বছরের কম বয়সের শিশুদের মধ্যে মারাত্মক পুষ্টিহীনতায় ভুগছে শতকরা ৪৬ ভাগ শিশু। এই শিশুদের মধ্যে অন্যতম একটি অংশ হলো কন্যাশিশু।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ২০ বছর বা তার উর্ধ্বে নারীদের তুলনায় ১৮ বছর কম বয়সী প্রসূতিদের মৃত্যুর আশঙ্কা প্রায় ২-৫ গুণ বেশি। অল্প বয়সে সন্তান ধারণ ও প্রসবের কালে নারীর জনন অঙ্গও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[২৪৮]

কন্যা শিশু শ্রম : শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কয়েক ধরণের আইন পাশ করা সত্ত্বেও এটি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশে ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী শ্রমজীবী কন্যা শিশুর সংখ্যা প্রায় ৮,৫০,০০০। শিশুদের শতকরা ২৮ ভাগ এবং ১৫-১৯ বছর বয়সী মেয়েদের শতকরা ৪৮ ভাগ শ্রমশক্তিতে অন্তর্ভুক্ত।

ইউনিসেফের তথ্য মোতাবেক শতকরা ৭১ ভাগ কন্যা শিশু পেটে ভাতে অর্থাৎ মজুরবিহীন শ্রমে নিয়োজিত, যেখানে ছেলে শিশুর সংখ্যা শতকার ৫৮ ভাগ।

গৃহপরিচারিকা হিসেবে নিয়োজিত কন্যা শিশুর অধিকাংশই দৈহিক, যৌন ও মানসিক নির্যাতনের সম্মুখীন হয। গবেষণা অনুযায়ী গড়ে ১১ বছর বয়সী কন্যাশিশুদের শতকরা ২৫ ভাগই বলেছে

---

২৪৬. বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম রিপোর্ট ২০০১ থেকে ২০০৪, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১০ এবং *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২০১১ এর তথ্য মোতাবেক

২৪৭. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১২ মার্চ, ২০১১

২৪৮. নাছিমা আক্তার জলি, *বাংলাদেশের কন্যা শিশু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

 Dhaka University Institutional Repository

নিয়োগকর্তা কর্তৃক যৌন হয়রানির স্বীকার হয়েছে এবং গড়ে ১০ ভাগ কন্যাশিশু মালিকের বাড়িতে ধর্ষণের স্বীকার হয়েছে।[২৪৯]

কন্যাশিশু পাচার : কন্যা শিশু পাচার বাংলাদেশের জন্য সাম্প্রতিক কোনো বিষয় নয়। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে নারী ও কন্যাশিশু পাচারে বাংলাদেশকে তৃতীয় বৃহত্তম দেশ বলা হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে প্রতিবছর বাংলাদেশ হতে প্রতি মাসে প্রায় ৪ শ'র অধিক অর্থাৎ বছরে প্রায় ৫ হাজার নারী ও কন্যা শিশুকে ভারত, পাকিস্তান, বাহরাইন, কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে পাচার করা হয়। এর মধ্যে ৬০ ভাগই হলো কন্যা শিশু, যাদের বয়স ১২-১৬ বছরের মধ্যে। সেন্টার ফর উউমেন্স এন্ড চিলড্রেন স্টাডির মতে, প্রতি মাসে বাংলাদেশ থেকে ১০০টি শিশু এবং ৫০ জন নারীকে বিদেশে পাচার করা হয়।

Monitoring cell for combating trafficking in women and children এর দেওয়া তথ্য মোতাবেক গত জানুয়ারি ২০০৪ সাল থেকে এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত মোট ৬৩২ জন শিশু পাচারের শিকার হয়। এর মধ্যে ৪৯৪ জন শিশুকে পরবর্তীতে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।[২৫০]

এছাড়াও বেসরকারি সংস্থা সিডাব্লিউসিএস -এর তথ্য মোতাবেক বাংলাদেশ হতে গত ২০০০-২০০৩ সাল পর্যন্ত মোট ৯৬৭ জন শিশুকে পাচার করা হয়েছিল, এর মধ্যে ৪৫৭ জন কন্যাশিশু যাদের বয়স ১০-১৬ বছরের মধ্যে।

উপরোল্লিখিত পরিসংখ্যানটি প্রমান করে যে, পাচারকৃতদের একটি বিশাল অংশই হলো কন্যাশিশু, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ধারা ০৫, ০৬ এবং ০৭ এর সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান থাকা সত্বেও প্রতিনিয়ত এ অমানবিক কর্মকাণ্ডটি ঘটছে।[২৫১]

পতিতাবৃত্তি ও কন্যা শিশু : এক গবেষণায় দেখা যায়, পতিতাবৃত্তিতে আসার আগে অধিকাংশ কন্যা শিশুর জীবনেই যৌন নিপীড়নের অভিজ্ঞতা রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা আরো করুন, আরো বিস্ময়কার। জোরপূর্বক ধর্ষণ ও গণধর্ষণেরও অনেকের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তথ্যানুযায়ী শরহাঞ্চলে কর্মরত কন্যা শিশুর যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটে শতকার ৪১ ভাগ। অচেনা লোক দ্বারা এ ঘটনার শিকার শতকরা ৩৫ ভাগ কন্যা শিশু। পথভিত্তিক কন্যাশিশু পতিতাদের ৯৫ শতাংশ কন্যাশিশুর ক্ষেত্রেই প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা ঘটেছে ১০ বছর বয়সের মধ্যে। এ সকল যৌনকর্মীর অধিকাংশ যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত। ঢাকা শহরে ভাসমান যৌনকর্মীর সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগের বয়স ১০ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। অধিকাংশ কন্যা শিশুই এ পেশা থেকে মুক্তি চায়। তবে প্রয়োজন তাদের জন্য আশ্রয়, নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ, পরিবারে তাদের স্বাভাবিকভাবে গ্রহণের মানসিকতা, শিক্ষা, বিয়ে ও আত্মনির্ভরশীলতার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা।[২৫২]

---

২৪৯. প্রাগুক্ত

২৫০. *ঢাকা পুলিশ হেডকোয়ার্টার রিপোর্ট*, উদ্ধৃত-*স্মরণিকা*, বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

২৫১. *স্মরণিকা*, বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১১, প্রাগুক্ত

২৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতির ৮ ধারায় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ছেলে মেয়ে শিশুর মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে তাহলো কন্য শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশ, সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ ও লিঙ্গসমতা নিশ্চিত করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল ক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনসহ সকল নির্যাতন বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও যথাযথ বিনোদন নিশ্চিত করা।

কন্যা শিশুদের উন্নয়নে ইসলাম

ইসলাম কন্যা শিশুদের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন-

(ক) কন্যা শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্কতা

মানব জীবনের ভিত্তি হচ্ছে শৈশবকাল। শৈশবকালে দেহ ও মনকে যদি রোগমুক্ত রাখা যায় তাহলে পরিণত বয়সে সে একজন সুস্থ মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করবে বলে আশা করা যায়। এ কারণেই সন্তান জন্মলাভের পর থেকেই শিশুর প্রতি যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে ইসলামে বিশেষ তাকিদ রয়েছে। শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশে খাদ্যের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। এ কারণে শিশুর দুধপানের সময়কাল থেকে শুরু করে শিশু জীবনের সর্বস্তরে উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করা উচিত। ইসলাম শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সুষম আদর্শ খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্যের সুব্যবস্থা করার জন্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দান করে। কেননা মানব শরীর এমন আদর্শ সুষম খাদ্যের মুখাপেখী, যা তার শরীরের খাদ্যাভাব পূরণ, প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ এবং শরীর গঠন করতে পারে। যেহেতু খাদ্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য এগুলোই, তাই ইসলাম মানুষকে খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে এ প্রয়োজন মেটানোর আহবান জানায়। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

অর্থ : তোমরা পানাহার করো এবং অপব্যয় করোনা। [২৫৩]

আল্লাহ তা'আলা হযরত মারিয়াম (আ:) কে লক্ষ্য করে বলেন,

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا

অর্থ : তোমার দিকে খেজুর বৃক্ষের কান্ডকে ঝুকিয়ে নাও, সে তোমার উপর পতিত করবে তাজা উপাদেয় খেজুর, তা তুমি খাও এবং পান করে নয়ন জুড়াও। [২৫৪]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় খাবার দেহে শক্তি জোগায় এবং মনে প্রশান্তি আনে। তিনি আরো বলেন,

২৫৩. আল-কুরআন, ৭ : ৩১

২৫৪. আল-কুরআন, ১৯ : ২৫-২৬

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

অর্থ : আল্লাহ তোমাদের যা কিছু রিযক দান করেছেন, তার মধ্যে হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর।[২৫৫]

পিতার দায়িত্ব কন্যা সন্তানকে পূর্ণ বয়স্ক হওয়া এবং বিবাহ দেওয়া পর্যন্ত খানাপিনা, আবাসন, পোষাক-পরিচ্ছেদ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখা। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له : ألم أصح لك جسمك

আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যে নিয়ামত সম্পর্কে বান্দাকে প্রশ্ন করবেন তা হল সুস্থতা। কিয়ামতে তাকে প্রশ্ন করা হবে, আমি তোমাকে শারীরিক সুস্থতা দেইনি?[২৫৬]

এই সুস্থতার ব্যাপারে শিশুদের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অধিক যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দাঁত ও মুখ সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরী। পক্ষান্তরে দাঁত ও মুখ অপরিষ্কার থাকলে এতে বিভিন্ন প্রকারের রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হতে পারে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (স.) দাত ও মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপার বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন-

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

অর্থ : আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য হবার ভয় না থাকলে, আমি তাদের প্রত্যেক নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম।[২৫৭]

ওযুর মধ্য দিয়ে নাক, মুখ, কান, চোখ, হাত ও পা দিনে পাঁচবার পরিষ্কার করা সম্ভব হয়ে থাকে। এর ফলে এই সমস্ত অঙ্গে কোন ধূলিকণা বা রোগজীবাণু লেগে থাকতে পারে না। শরীর ও মনে রোগ সৃষ্টি করে এমন সকল খাদ্য ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মেমন- মদ, শুকরের মাংস এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যাবেহকৃত প্রাণী ইত্যাদি।

কন্যা সন্তনকে এমনভাবে প্রতিপালন করতে হবে, যেন তারা আল-কুরআন ও হাদীসের মৌলিক শিক্ষা পেয়ে, স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া বুঝে, আদর্শ মা, আদর্শ গৃহিণী ও সন্তানের প্রতি মমতাময়ী হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

(খ) কন্যা সন্তানের প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ

---

২৫৫. আল-কুরআন, ৫ : ৮৮

২৫৬. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০; আল মুশতারেকু লিস সহীহাইন লিল হাকেম, অধ্যায়: কিতাবুল আশরিবাহ, বাব: হাদীসে হিশাম বিন ওরওয়াহ, মাকতাবা, খ. ১৭, পৃ. ৩৮

২৫৭. মুহাম্মদ ইবন ঈসমাইল, *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১২২

ইসলাম সন্তানদের মাঝে পরস্পর সমতা বিধান নিশ্চিত করার মাধ্যমে কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করেছে। সন্তান হিসেবে ছেলে মেয়ে উভয়ই সমব্যবহারর পাওয়ার অধিকারী, এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যবধান সৃষ্টি করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) এ ব্যাপারে ইরশাদ করেনে,

اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ

অর্থ : তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং সন্তানদের ব্যাপারে ইনসাফ কায়েম কর।[২৫৮] মেয়েদের প্রতি অবহেলা করে ছেলেদেরকে অধিকতর গুরুত্বদান ইসলামে নিষিদ্ধ। সকল সন্তানের প্রতি সমব্যবহার করা পিতা-মাতার উপর অবশ্য কর্তব্য। হাদীসে বর্ণিত নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

وعن أنس : كان رجل عند النبي (ص) فجاء إبن له فقبله وأجلسه على فخذه وجاءت بنت له فأ جلسه بين يديه فقال الرسول (ص) ألا سويت بينهما

অর্থ : আনাস ইবন মালেক (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল (স.) এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তার শিশু পুত্র তার নিকট এল। উক্ত সাহাবী তাকে চুম্বন করলেন এবং কোলে বসালেন। একটু পরে তার কন্যা এলো। তাকে তিনি তার সামনে বসালেন। তখন রাসুল (স.) সাহাবীকে বললেন তোমার কি উচিত ছিল না দুজনের প্রতি সমআচরণ করা?[২৫৯] জাগতিক স্বার্থের মোহে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে মানুষ সাধারণত: পুত্র সন্তান হলে আনন্দিত হয়, কন্যা সন্তান হলে অসুন্তষ্ট হয়। ইসলাম এ হীন ও সংকীর্ণ মনোভাব দূর করতে উপদেশ দিয়েছে। বরং পুত্র সন্তানের তুলনায় কন্যা সন্তানকে পরকালের মুক্তির অন্যতম উপায় হিসেবে ঘোষনা করেছেন। কেননা কন্যা সন্তানকে লালন-পালন করায়, তাকে সৎ ও সুশিক্ষা দেয়ায়, বয়:প্রাপ্ত হলে সৎ পাত্রে পাত্রস্থ করায় এবং পরবর্তীকালে তার খোঁজ খবর নেয়া ও দেখাশুনা করায় পিতার জাগতিক কোন স্বার্থ থাকে না। উপরন্তু অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا قَالَ يَعْنِي الذُّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ

অর্থ : যার তত্বাবধানে কোন শিশু বালিকা থাকে আর সে তাকে জীবিত দাফন করে না, তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে না এবং বালকদেরকে তার উপর কোন প্রাধান্য দেয় না আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।[২৬০]

---

২৫৮. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল হিবাহ, বাবু কারাহিয়াত তাফদিলি বা'দুল আওলাদে ফিল হিবাতি প্রাগুক্ত,খ.২, পৃ. ২৭

২৫৯. মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ (সম্পাদিত), *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

২৬০. ইমাম আবূ দাউদ, *সুনানু আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, বাবু ফি ফসলি আলা ইয়াতামা, প্রাগুক্ত, খ.২ পৃ. ৫১৪, হা.নং-৫১৪৬

এমনকি বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্ত কন্যার যদি দেখা-শুনা বা নিরাপত্তা বিধান করার কেউ না থাকে এবং পিতার গৃহে অসহায় অবস্থায় ফিরে আসে, তা হলে পিতা অম্লানবদনে তাকে গ্রহণ করে তার সকল দায়িত্ব পালন করবে। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةً إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ

অর্থ : আমি কি তোমাকে সর্বোত্তম সদকার কথা বলব না? তোমার যে কন্যা তোমার কাছে ফিরে আসে অথচ তুমি ব্যতীত তার উপার্জনের কেউ নেই।[২৬১] অর্থাৎ এ অবস্থায় তার ভরণপোষণসহ সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা পিতার পক্ষে সর্বোত্তম সদকা।

মহানবী (স.) বহুস্থানেই ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থাক্য বিধানে এবং মেয়েদের উপর ছেলেদের প্রাধাণ্যদানে নিষেধ করেছেন। এভাবে তিনি জীবনে মেয়েদেরকে উচ্চাসন দান করেছেন। আর তাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন জীবনের মূল্যবোধ। তিনি বলেন,

خير اولادكم البنات

অর্থ : তোমাদের উত্তম সন্তান হচ্ছে মেয়েরা।[২৬২]

কুরআন মাজীদের বিভিন্নস্থানে তাদের মর্যদার কথা উল্লেখ রয়েছে। এমনকি কুরআন মাজীদে "সূরাতুন নিসা" নামে একটি সতন্ত্র সূরা স্থান পেয়েছে। সূরা আলে ইমরান, মারইয়াম, নূর, আহযাব এ কন্যা সন্তানের অধিকার সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

(গ) কন্যা শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা

ইসলাম সর্বদাই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। ইসলামে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর শিক্ষা গ্রহণকে আবশ্যক করা হয়েছে। মহানবী (স.) ঘোষণা করেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য।[২৬৩]

শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ : বলুন যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কি সমান হতে পারে?[২৬৪]

---

২৬১ . ইমাম ইবনে মাজাহ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩১ হা. নং- ৩৬৬৭

২৬২. আল খাত্তাবী, *আল আযল*, ফাসাদুজ জমান ওয়া আহলিহী অধ্যায়, খ.১, পৃ.১৭৫

২৬৩. ইমাম ইবনে মাজাহ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪, হাদীস নং ২২৪

শিক্ষার্জন কোন বিশেষ শ্রেণী, বর্ণ, গোত্র বা জাতির জন্যই নয় বরং এ হচ্ছে একটি সার্বজনীন অধিকার। যারা জীবনের আলো পেতে চায়, তাদের সবার জন্য উন্মুক্ত এর দ্বার। শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যাপারে পুত্র-কন্যার মধ্যে কোন পার্থক্য করার সুযোগ নেই। তাই ছেলেদের মত মেয়েদেরও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতির ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে নির্লিপ্ততা সামাজিক অপরাধতুল্য।

(ঘ) যৌন নির্যাতনসহ সকল নির্যাতন বিলোপ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কন্যা শিশুরা যেন কোনরূপ যৌন হয়রানি, পর্নোগ্রাফী, শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য ইসলাম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছে। মহানবী (স.) প্রতিটি মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মানকে মহাপবিত্র ও আমানতস্বরূপ ঘোষণা দিয়ে তা সুরক্ষার জন্য বিদায় হজ্জের ভাষণে দ্ব্যার্থহীনভাবে ঘোষণা করেন,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا

অর্থ : হে মানব সন্তান! তোমাদের নিকট এ মাস, এ শহর এবং এ দিনটি যেমন পবিত্র তেমনি তোমাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান তোমাদের পরস্পরের কাছে পবিত্র।[২৬৫]

মহানবী (স.) মানব জাতিকে অপর মানুষের উপর সর্বপ্রকার নিপীড়ন, নির্যাতন ও হত্যা করা থেকে বিরত থাকার কথা বলতে গিয়ে বলেন,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ : যে লোক আমাদের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করবে সে আমাদের দলভূক্ত নয়।[২৬৬]

তিনি আরো বলেন,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

অর্থ : কোন মুসলমানকে গালি দেওযা ফিসক এবং হত্যা করা কুফরি। [২৬৭]

যৌন হয়রানির অন্যতম কারণ বেপর্দা ও অশ্লীল চাল চলন। আজকাল সমাজে বেপর্দা ও অশ্লীল চাল চলন বেড়ে গেছে। রাস্তায় হাটার সময় প্রায়ই বিভিন্ন দেওয়ালে দেখা যায় সিনেমার বিজ্ঞাপনের বড় বড় অশ্লীল পোষ্টার। এসব দৃশ্যগুলো স্কুল কলেজ পড়ুয়া কিশোর-কিশোরী, তরুণ তরুণী ও যুবক-যুবতীসহ সমাজের সর্বস্তরে মানুষ অবলোকন করে। ফলে সমাজে এক শ্রেনীর অসুস্থ চিন্তার মানুষ তৈরী হয়। পরবর্তীতে তারা সমাজ ধ্বংসের কারণ হয়ে দাড়ায়। নারী যত শালীন হবে তার মর্যদা

---

২৬৪. আল-কুরআন, ৩৯ : ৯

২৬৫. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, কিতাবুল হজ্জ,বাবুল খুতবাতি আইয়্যামি মিনা, প্রাগুক্ত,খ.২, পৃ.৬১৯

২৬৬. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, কিতাবুত দিয়াত, বাবু কারাহিয়্যাতিত তাতউলি, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৫২০

২৬৭. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, বাবু খাওফিল মুমিনি, প্রাগুক্ত, খ.১ পৃ.২৭

তত বৃদ্বি পাবে। তাই এসব গর্হিত কাজ বন্ধ করতে ইসলাম নির্দেশনা প্রদান করে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

অর্থ : হে রাসূল! ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারনত প্রকাশমান তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে।[২৬৮]

মানুষের মান-সম্মানের প্রতি আঘাত করার যতগুলো পন্থা রয়েছে ইসলাম তার সবই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কাউকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, নিকৃষ্ট উপাধি দেওয়া বা কারো গিবত করাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। প্রত্যেককে আইনগত অধিকার দেওয়া হয়েছে কেউ তার ইজ্জতের উপর হস্তক্ষেপ করবেনা, হাতের দ্বারা বা মুখের বাড়াবাড়ি করবেনা।

(ঙ) কন্যা শিশুদের সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা

উপহার এবং খেলাধুলা শিশুর জীবনে সৃষ্ট করে সুখ ও আনন্দ এবং তার অন্তরে সৃষ্টি করে এক হাস্যোজ্জ্বল মানসিকতা। মানসিক আনন্দই অন্তরে উপলব্ধি ও জ্ঞানের চক্ষু খুলে দিতে সাহায্য করে। রাসূল (স.) পিতা-মাতাকে নির্দেশ দিয়েছেন সন্তানকে লেখাপড়া, ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং খেলাধুলা বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে- "আবু রাফের মুনির আবু সালমান হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন, পিতা-মাতার উপর সন্তানের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি সন্তানের নিকটও পিতা-মাতার প্রাপ্য অধিকার রয়েছে। পিতা-মাতা হতে সন্তানের অধিকার হলো লিখতে শিক্ষা দেবে, সাঁতার শিক্ষা দেবে এবং তীবন্দাজী শিক্ষা দেবে। তাদের এমন কিছু শিক্ষা দেবে না, যা সন্তানকে ন্যায়নিষ্ঠ করে না।" রাসূল (স.) আরো বলেন, "শিশুদের স্নেহ কর এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। তোমরা তাদের সাথে কোন ওয়াদা করলে তা পূরণ কর। কেননা তাদের দৃষ্টিতে তোমরাই তাদের রিযিকের ব্যবস্থা কর।"

মাহনবী (স.) ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করত কিছু উপহার খরিদ করল, আর তা ছেলেমেয়েদের নিকট বয়ে নিয়ে গেল, তখন সে যেন একটি অভাবগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর নিকট সদকার সামগ্রী বয়ে নিয়ে গেল। তার কর্তব্য হচ্ছে ছেলেদের পূর্বে মেয়েদেরকে দিয়েই দান আরম্ভ করা।

ইসলাম কন্যা শিশুর জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার ব্যবস্থা করেছে। তবে আজকাল বিনোদনের নামে সিনেমা হলগুলোতে প্রদর্শিত অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ছায়াছবি, রেড়িও-টেলিভিশনে প্রচার হয় অশ্লীল নাটক-থিয়েটার ইত্যাদি। এ থেকে শিশুদের বিরত রাখা উচিত। কেননা এতে তারা অনৈতিক ক্রিয়া-কর্মের প্রতি শুধু প্রভাবিত হয়না বরং ক্রমান্বয়ে এ সব কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সিনেমা ও টেলিভিশনে প্রর্দশিত গল্প কাহিনীতে অশ্লীল দৃশ্যের অবতারণা

২৬৮ . *আল-কুরআন*, ২৪ : ৩১

তাদের কচি মনে বিরূপ রেখাপাত করে। এছাড়াও বাজারে রয়েছে প্রচুর পর্ণো পত্রিকা ও যৌনোদ্দীপক বই পুস্তক রয়েছে যাতে নগ্ন-অর্ধনগ্ন ও কুরুচিপূর্ণ ছবি ছাপানো হয়। এগুলোতে যে সব কল্পকাহিনী প্রকাশ করা হয় তাতে কোমলমতি কিশোর-কিশোরীদের মনে সৃষ্টি হয় নানা কৌতুহল। কাজেই বোধশক্তিসম্পন্ন শিশুদেরকে সর্বদাই এসব কদর্য ও অশ্লীল পরিবেশ থেকে দূরে রাখা প্রয়োজন।

বিনোদনের নামে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, কুরুচিপূর্ণ নাচ-গানের প্রচলন এবং মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার অশ্লীলতার অতলে তলিয়ে দেয়। তাই ইসলাম শিশুর সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করতে যাবতীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলাম সকল ধরনের অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করেছে।

(চ) কন্যা শিশুদের আর্থিক স্বচ্ছলতা

পিতা-মাতার অবর্তমানে সন্তান যাতে অর্থনৈতিক সমস্যায় না পড়ে সে দিকে পিতা-মাতার সচেতন থাকতে হবে। পিতা-মাতা কিংবা শিশুর দায়িত্ব গ্রহণকারী অন্যান্যদের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে, সামর্থ্য ও আর্থিক সংগতি অনুযায়ী শিশুর উন্নয়নের জন্য উপযোগী জীবনমান নিশ্চিত করা। যেমন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

অর্থ : নিজের সন্তানকে অন্যের দায়-দাক্ষিণার উপর ফেলে যাবার চেয়ে অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া উত্তম।[২৬৯]

আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

অর্থ : তাদের ভয় করা উচিত তারা যদি অসহায় সন্তান রেখে দুনিয়া থেকে চলে যায় তবে মৃত্যুর সময় সন্তানদের সম্পর্কে তাকে আশংকা ও উদ্বিগ্ন করবে।[২৭০]

কন্যা শিশুদের আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করতে একমাত্র ইসলামই মৃত পিতা-মাতার সম্পদে মেয়েদের নিদৃষ্ট অংশ প্রদানের বিধান প্রদান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

অর্থ : এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান।[২৭১]

শিশুশ্রম নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

---

২৬৯. ইমাম ইবনে মাজাহ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, বাবু আল ওসিয়্যাতু বিছ ছুলুছ, প্রাগুক্ত, হা নং-২৭০৮, পৃ. ৬২৭

২৭০. আল-কুরআন, ৪ : ৯

২৭১. আল-কুরআন, ৪ : ১১

 Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী শিশুশ্রম একটি গুরুতর ও জটিল সামাজিক সমস্যারূপে বিরাজ করছে। বেঁচে থাকার অধিকার, নিরাপত্তা লাভের অধিকার, এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের অধিকার থেকে বঞ্চিত শিশুই শিশু শ্রমিক।

Social work dictionary (1995- NASW) -র সংজ্ঞানুযায়ী Child Labour is paid or forced employment of children who are younger than a legally defined age.

ILO and UN convention on the Rights of the child সনদে শিশু শ্রমের ব্যাখায় বলা হয়েছে,

Child labour to be explotiative when the work or conditions are harmful to the chil's helth or physical, mental, spiritual, moral and social development.

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশুশ্রম বিদ্যমান। যে বয়সে একটি শিশুর বই, খাতা, পেন্সিল নিয়ে স্কুলে আসা-যাওয়া, আনন্দচিত্তে সহপাঠীদের সাথে খেলাধুলা করার কথা সেই বয়সে ঐ শিশুকে নেমে পড়তে হয় জীবিকার সন্ধানে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে একজন পিতা যখন তার পরিবারের ভরণপোষণে ব্যর্থ হয় তখন ঐ পিতার পক্ষে তার সন্তানদের পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ রাখা আর সম্ভব হয়ে উঠে না। আর এভাবে একটি শিশু একবার পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হবার পর সে হারিয়ে যায় অগণিত মানুষের মাঝে। এদের কেউ তখন হোটেল রেস্তোরায়, কেউ ফ্যাক্টরি, কেউ ওয়ার্কশপে, কেউবা বাসা-বাড়িতে কাজ নেয়। উল্লিখিত কাজ ছাড়াও শিশুরা বাজারে বোঝা টানা, মিস্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, রিক্সা বহন, ঠেলাগাড়ী টানা, বিড়ি বাঁধা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থাকে। কোন কাজ না পেয়ে কেউ আবার ছিন্নমূল শিশুতে পরিণত হয়। সকল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় এ সকল শিশুর সুকুমার বৃত্তিগুলো আর প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পায় না। ফলে এ শিশুরা সুনাগরিক হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।[২৭২]

জাতীয় শিশু নীতির ৯ ধারায় শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে, শিশুকে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে নিয়োগ হতে বিরত রাখা, দুঃস্থ ও নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থাপন্ন শিশুদের জন্য শিক্ষার পাশাপাশি মাসিক মাসোহারা প্রদান করা, শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অনুকূল কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা, কর্মে নিয়োজিত শিশুদের লেখাপড়া, থাকা-খাওয়া, আনন্দ-বিনোদন নিশ্চিত করা সহ কর্মস্থলে সকল প্রকার নির্যাতন বিলোপ করা, শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পিতা-মাতা, সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং শ্রমজীবি শিশুদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার জন্য বৃত্তি ও আনুতোষিক প্রদান করা। এ ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি পারিবারিক পেশার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে শিশুদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

---

২৭২. *জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০*, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ০২-০৩

 Dhaka University Institutional Repository

শিশুশ্রম নিরসনে ইসলাম পিতার উপর সন্তানের ভরণ-পোষণের যাবতীয় দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছে। বিশেষ করে যতদিন শিশু নিজস্ব ক্ষমতায় উপার্জন করতে সমর্থ না হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থ : সন্তানের পিতার দায়িত্ব হলো ন্যায়ভাবে স্তন্যদানকারীর খোর-পোষের ব্যবস্থা করা।[২৭৩]

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় স্তনদান করার কারণে স্তনদানকারীর ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করাও পিতার অপরিহার্য কর্তব্য। শিশুর ভরণ পোষণের যথাযথ ব্যবস্থা করা না হলে অভিভাবক গুনাহগার হবে। মহানবী (স.) বলেন,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

অর্থ : যাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব কারও উপর ন্যাস্ত থাকে, যে যদি তা যথাযথভাবে পালন না করে তাদের ধ্বংস করে, তাহলে এতেই তার বড় গুণাহ হবে।[২৭৪]

শিশু যদি পুত্র হয় তাহলে সে পূর্ণ বয়স্ক তথা সে নিজের দ্রব্য নিজেই উপার্জন করতে পারে এমন সময় পর্যন্ত তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পিতার উপর বর্তাবে। আর যদি মেয়ে হয় তবে পূর্ণ বয়স্ক হওয়া এবং বিবাহ দেওয়া পর্যন্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা অভিভাবকের দায়িত্ব। বস্তুত জন্ম হওয়ার পর থেকে সে উপার্জনক্ষম হওয়া পর্যন্ত তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা পিতার দায়িত্ব।[২৭৫]

ইসলাম শিশুর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পিতার উপর অর্পন করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, বরং শিশুকে ছোটবেলা থেকেই আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। নিজের কাজ নিজে করা, বই-খাতা, কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখা, ঘর পরিষ্কার করা, বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য নিজেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা, নিজের কাপড়-চোপড় নিজে পরিষ্কার করা ইত্যাদি শিশুরা সহজেই করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (স.) নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করতেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

অর্থ : মানুষ চেষ্টা ব্যতীত কিছু পায় না।[২৭৬]

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

---

২৭৩. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩

২৭৪. ইমাম আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আশআছ, *সুনানু আবু দাউদ*, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফি সিলাতির রিহমি, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৩২, হাদীস নং- ১৬৯২

২৭৫. গাজী শামসুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ধারা ১৩১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৪

২৭৬. আল-কুরআন, ৫৩ : ৩৯

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কোন জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হয়।[২৭৭]

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

অর্থ : তাদেরকে যথাসাধ্য প্রস্তুত করে গড়ে তোল।[২৭৮]

ইসলাম শিশুকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে শিক্ষা প্রদান করেছে। শিশুকে শিক্ষার সাথে সাথে কিছু কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। এভাবে তারা নিজের কাজ নিজে করতে শিখবে। নিজের কাজ নিজে করতে শেখা থেকেই আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। শিশু যখন মনে করে আমিও কাজ করতে পারি, তখন ক্রমেই দৃঢ় হয় তার আত্মনির্ভরতার শক্তি।

আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা, পিতার মৃত্যু, পারিবারিক ভাঙ্গন, নদী ভাঙ্গন, বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস ও ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে যে সকল শিশু লেখা পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় তারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়। শ্রমে নিয়োজিত এ সকল শিশুদের ন্যায্য প্রাপ্য ও মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করা মালিকের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

هو اخوانكم جعلهم الله تحت اليديكم فمن جعل الله اخاه تحت يديه فليسطعمه مما ياكل وليلبسه منا يلبيس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فان كلفه ما يغليه فليعنه عليه

অর্থ : তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা কারো ভাইকে তার অধীনস্থ করে দিলে সে যা খাবে তাকে তা থেকে খাওয়াবে এবং সে যা পরিধান করবে তাকে তা থেকে পরিধান করতে দিবে। আর যে কাজ তার জন্য কষ্টকর ও সাধ্যাতীত তা করার জন্য তাকে বাধ্য করবে না। আর সেই কাজ যদি তার দ্বারাই সম্পন্ন করতে হয়, তবে সে তাকে অবশ্যই সাহায্য করবে।[২৭৯]

উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় সময় ও কাজ উভয় দিক দিয়েই সাধ্যাতীত এমন দায়িত্ব শিশু শ্রমিকের উপর চাপানো যাবে না। এমনিভাবে এত দীর্ঘসময় পর্যন্তও একাধারে কাজ করতে তাকে বাধ্য করা যাবে না, যা করতে শ্রমে নিয়োজিত শিশুরা অক্ষম। মালিক যা খাবে ও পরবে শ্রমিককেও তা থেকে খেতে ও পরতে দিবে অথবা অনুরূপ মানের ও অনুরূপ পরিমাণের অর্থ মজুরী স্বরূপ প্রদান করবে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও বাসস্থান ইত্যাদি শ্রমিকদেরও মৌলিক অধিকার। এই অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা মালিক বা সরকার পক্ষের উপর অপরিহার্য কর্তব্য।

---

২৭৭. আল-কুরআন, ১৩ : ১১

২৭৮. আল-কুরআন, ৮ : ৬০

২৭৯. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৮৯৩

 Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ইব্ন হাযম (র.) বলেন, মালিকের উচিত শ্রমিকের কাছ থেকে এতটুকু কাজ নেওয়া যতটুকু সে অনায়াসে সুষ্ঠভাবে করতে পারে, তার সামার্থে কুলায়। এমন কিছু তার দ্বারা করাতে পারবে না, যার ফলে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়।[২৮০]

রাসূলুল্লাহ (স.) নিজে ভৃত্য কর্মচারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। কেউ রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। হযরত উমর (রা.)ও অসুস্থ কর্মচারীদের সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হচ্ছে কিনা এর খোঁজ খবর নিতেন। কেউ এই কর্তব্য পালনে অবহেলা করলে তাকে পদচ্যুত করতেন।[২৮১]

শহর জীবনে গৃহস্থলির কাজে গৃহকর্মীর উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা, গতানুগতিক সংস্কৃতির কারণে গ্রামে লেখাপড়ায় মগ্ন শিশুটিকে নিয়ে আসা হয় শহরে বাসার কাজের জন্য। আমাদের এসব শিশুদের উপর নির্যাতন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। অথচ নবী করীম (স.) শ্রমিকদের প্রতি সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নিজেও শ্রমিকদের প্রতি হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত তার খিদমত করেছেন এবং ছায়ার মতো তার পাশে রয়েছেন। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি তাঁর নিকট কোন কৈফিয়ত তলব করেননি এবং কোন কাজের দরুন তাকে কখনো ভর্ৎসনাও করেননি।

---

২৮০. *মুহাল্লা ইবনে হাযম*; উদ্ধৃত- সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৬

২৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয় শিশুনীতির বাস্তবায়ন : সমস্যা ও সম্ভাবনা

 Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয় শিশুনীতির বাস্তবায়ন : সমস্যা ও সম্ভাবনা

জাতীয় শিশুনীতি বাস্তবায়ন : সমস্যা

বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে (The United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989) অন্যতাম স্বাক্ষরকারী দেশ। উক্ত সনদের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার দু'বার জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করেছে। সবশেষ ২০১১ সালে গ্রহণ করা হয় জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এবং এ নীতি বাস্তবায়নের জন্য দেওয়া হয় বিভিন্ন দিকনির্দেশনা। শিশু অধিকার বাস্তয়নের জন্য আইন প্রনয়নসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা এ নীতিমালার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইতোমধ্যে উক্ত নীতিমালার আলোকে শিশু অধিকার বাস্তবায়নে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় বাংলাদেশ শিশু একাডেমীকে সাথে নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি বছর বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পালিত হচ্ছে যা শিশুনীতি বাস্তবায়নে সচেতনতা সৃষ্টি করছে। এতদসত্বেও জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। যেমন,

একমুখী সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব

বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ। এ যুগে পৃথিবী তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রযুক্তি নির্ভর বা কারিগরি মাধ্যমে নয়। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। যেমন-

(ক) বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা
(খ) ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা
(গ) মাদ্রাসা মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা (আলিয়া ও কওমী মাদ্রাসা)

পক্ষান্তরে, আমরা যদি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব সেখানে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক আলোচনা হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রায়ই বিতর্ক দেখা দেয়। তবে সার্বিকভাবে দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে পর্যালোচনা করলে এতে অসংখ্য সমস্যা ও অসঙ্গতি চোখে পড়ে। আর এ কারণেই অব্যহত প্রচেষ্টা আর কর্মসূচির পরও আমরা শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে পারছি না।

যে কোন জাতির শিক্ষা ব্যবস্থার মূলভিত্তি হলো শিশু শিক্ষা। শিশুদের যদি যথাযথ নীতি ও পদ্ধতির আলোকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে জাতি অবশ্যই লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে। এক্ষেত্রে জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশের কথা প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু

 Dhaka University Institutional Repository

পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশের শিশুশিক্ষার নীতি, পদ্ধতি, কৌশল ও ব্যবস্থাপনাসহ সকল ক্ষেত্রেই অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে।

দেশের প্রাইমারি স্কুলগুলোতে শিক্ষকের অভাব, জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবন, শিক্ষকদের উদাসহীনতা, পাঠ্যবইয়ের সংকটসহ অজস্র সমস্যা লেগেই আছে। আবার কিন্ডারগার্টেনের নামে দেশে যে বিপুল সংখ্যক স্কুল গজিয়েছে, সেগুলোর সিলেবাস, শিক্ষকদের যোগ্যতা প্রভৃতি আদৌ মানসম্মত শিশু শিক্ষার উপযোগী কিনা তা খতিয়ে দেখার কেউ নেই। তাছাড়া শহর এলাকায় যে সকল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গজিয়ে উঠেছে এগুলো অল্প বয়সে শিশুদের অত্রিমাত্রায় জ্ঞানদানের অপচেষ্টা চালাচ্ছে তা অনেক ক্ষেত্রেই হিতে বিপরীত হয়ে দেখা দিচ্ছে। কেননা শিশুকে প্রথম অবস্থায় যা-ই শেখানো হয় তাই শেখে। তাই বলে পর্যায়ক্রমে না এগিয়ে প্রথমে যদি তাদেরকে অতিমাত্রায় চাপ দেওয়া হয় তাহলে এ চাপ এক পর্যায়ে তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে পড়ে। তখন শিশুটি শিক্ষার মূল দৌড় থেকে ছিটকে পড়ে।

ইংরেজী মাধ্যম ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলে আমাদের শিশুদের এখনো পশ্চিমা গল্প কাহিনী পড়ানো হয়। আমাদের জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য আর বিশ্বাসের বিষয়সমূহ সেখানে খুব কম গুরুত্ব পায়। রাজনৈতিক বিশ্বাস ও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির দুষ্টচক্র আমাদের শিশুর মস্তিষ্ককেও নানাভাবে বিকারগ্রস্ত করছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও ঘনঘন সিলেবাস পরিবর্তন করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের কাছে জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য আর বিশ্বাসের কোন সমন্বিত রূপ তুলে ধরা যাচ্ছে না। ফলে এরা এক ধরণের দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর অস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বড় হচ্ছে যা জাতীয় সংহতি ও উন্নতির সমন্বিত প্রচেষ্টাকে ভুন্ডল করার ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ভূমিকা পালন করছে। তাই একমুখি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা না গেলে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১১ বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়বে। এটাই শিশুনীতি বাস্তবায়নে প্রধান প্রতিবন্ধক।

অনুন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

বাংলাদেশ ক্ষুধা, দারিদ্র, নিরক্ষরতা জর্জরিত একটি স্বল্পোন্নত দেশ। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনুকূল পরিবেশ না থাকায় এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণ, ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা, দুর্নীতি, সম্পদের অপচয় প্রভৃতি উপাত্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সূচনায় ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করে প্রকৃত অর্থে দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে শ্লোগাননির্ভর নানা প্রকল্প গৃহীত হলেও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার নিরসন হয়নি। এ অবস্থার উত্তোরণ ঘটাতে বাংলাদেশ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আন্তর্জাতিক স্রোতধারায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মূলত: ১৯৯১ সালে স্নায়ুযুদ্ধের পতন বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে গ্লোবালাইজেশনের যে সূচনা করেছে তা বিশ্ব অর্থনীতিকে প্রায় অভিন্ন অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। তবে বাংলাদেশের দুর্বল অর্থনীতি বিশ্বায়নের এ স্রোতধারায় প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম

 Dhaka University Institutional Repository

হয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ৩১.৫০ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের নিচে।[১]

এমতাবস্থায় দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিশুদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় বজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা প্রায় অসম্ভব। তাই জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ বাস্তবায়ন করতে দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতিকে গতিশীল করতে হবে এবং বজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্ধ নিশ্চিত করতে হবে। তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উন্নত করতে সবাইকে এক সাথে কাজ করতে হবে।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

রাজনৈতিক অস্থিতিশলতা বাংলাদেশের রাজনীতির অন্যতম উপসর্গ। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, শাসকশ্রেণির স্বেচ্ছাচারিতা, সন্ত্রাস, আদর্শগত মতবিরোধ প্রভৃতি এ দেশের রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে রাখে। ফলে রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার কোন প্রচেষ্টা সফল হয় না।

গণতন্ত্রের মতো একটি সার্বজনীন মতবাদে বিশ্বাস ও এর ঐকান্তিক অনুসরণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূর করতে পারে কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এমনকি স্বাধীনতার পর তিন যুগেরও অধিক অতিক্রান্ত হলেও গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছে মাত্র একযুগ আগে। তাই গণতন্ত্রের শক্ত ভিত এদেশে এখনো সেভাবে স্থাপিত হয়নি ফলে এ দেশের রাজনীতিতে সবসময়ই সংকটাপন্ন অবস্থা দেখা যায়। এছাড়াও বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর কোন সরকারই একাধারে দু'বার ক্ষমতায় আসতে পারেনি। ফলে কোন সরকার কোন ধরণের নীতি গ্রহণ করলে পরবর্তী সরকার হয় তা স্থগিত করেছে নতুবা পরিবর্তন করে ধীরগতিতে বাস্তবায়নের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাই শিশুনীতি বাস্তবায়নে অন্তরায় হয়ে দাড়াবে।

সামাজিক সমস্যা

বাংলাদেশ বর্তমানে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত। প্রধান প্রধান সমস্যার মধ্যে রয়েছে: অধিক জনসংখ্যা সমস্যা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, দুর্নীতি, পুষ্টিহীনতা, পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে সমস্যা, যৌতুক প্রথা ও নারী নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ, মানসিক অসুস্থতা, মানসিক প্রতিবন্ধী সমস্যা, মাদকাসক্তি, স্বাস্থ্যহীনতা ইত্যাদি। এসকল সামাজিক সমস্যার মধ্যে দুর্নীতি জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ বাস্তবায়নে সবচেয়ে বেশী অন্তরায় সৃষ্টি করবে।

দুর্নীতি বাংলাদেশের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষবাষ্পের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বগ্রাসী দুর্নীতির ভয়াল কালো থাবায় মানব সভ্যতা আজ বিপন্ন, সমাজ জর্জরিত। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, সংস্কৃতি, শিল্প, ব্যবসা-বানিজ্যসহ সর্বত্র চলছে দুর্নীতি। দুর্নীতির ফলে সরকারী খাতে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যাপক দুর্নীতি দারিদ্র বিমোচনের সরকারী-বেসরকারী নানাবিধ প্রয়াসকে বাধাগ্রস্ত করছে। বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন

১. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১২*, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

 Dhaka University Institutional Repository

প্রক্রিয়া আজ সর্বত্র ভুলুণ্ঠিত। মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান এখনো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন। এজন্য মূলত দুর্নীতিই দায়ী। তাই দুর্নীতি দমন করতে না পারলে জাতীয় শিশুনীতি বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়বে।

দায়িত্ব সচেতনতার অভাব

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

অর্থ : তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।[২]

একজন মুমিন কখনো দায়িত্ব অবেহেলা করতে পারেনা। কেননা মুমিন ব্যক্তি কিয়ামতকে বিশ্বাস করে, আল্লাহর সামনে দাড়ানোর মানসিকতা লালন করে। কিন্তু বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুসিত দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানকার সরকারি বেসরকারি সকল পর্যায়ের অধিকাংশ লোকের মধ্যে তাদের নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া অনেকেই আবার তার নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অসচেতন। সে জানেনা সমাজে, রাষ্ট্রে তার দায়িত্ব কী? আর আমাদের সমাজের এই দায়িত্বে অসচেতনতা বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতি -২০১১ বাস্তবায়নে অন্যতম সমস্যা। তাই জনগনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। রেড়িও, টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকায় সামাজিক দায়িত্ব বিষয়ে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা দরকার। এছাড়া সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ক্যামপেইন করা যেতে পারে। মসজিদ, মন্দিরসহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নেতাদের একান্তে সম্পৃক্ত করলে সমাজ সচেতনা বৃদ্ধিতে ব্যাপক সফলতা সম্ভব।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যতম দেশ বাংলাদেশ। দেশটির তিন দিক স্থলবেষ্টিত হলেও দক্ষিণ দিকে ৭১১ কি: মি: সীমানা সমুদ্র উপকূল। দেশটির ১৯ টি জেলা সমুদ্র উপকূলে অবাস্থিত। বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপন্নের প্রভাবে সৃষ্ট দুর্যোগসমূহ উপকূলীয় দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নিয়মিত মোকাবেলা করছে। প্রায় প্রতি বছরই ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস সহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে বাংলাদেশ। দিন দিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংকট সৃষ্টি করছে বিশুদ্ধ পানি ও খাবারের উপর। পরিবেশ হচ্ছে দুষিত। যেটি আমাদের শিশুদের জন্য মোটেই অনুকূল নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতি বছরই বহু শিশু মৃত্যুবরণ করে। তাই বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতি -২০১১ বাস্তবায়ন করতে হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় সহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।

২. হাফিজ আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আশ-আছ, *সুনানু আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২১, হা. নং ২৯২৮

 Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা

একটি প্রবাদ আছে - দৃষ্টিভঙ্গি বদলান, জীবন বদলে যাবে। সামাজিক, নৈতিক, আত্মিক উন্নতির জন্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকল্প নেই। জাতীয় শিশু নীতি বাস্তবায়নেও এর ইতিবাচক প্রভাব কার্যকরী হতে পারে। ব্যক্তি ও দল বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকেরই রয়েছে চিন্তা চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। তাই সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে দৃষ্টিভঙ্গি, উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদির ব্যপক পরিবর্তন আমাদের দেশে লক্ষ্যনীয়। এক সরকার একটি নীতিমালা তৈরী করলে পরবর্তী সরকার এসে সেটি পরিবর্তন করে। আর এভাবে টানা হেচড়ার মাঝে বাংলাদেশের অনেক নীতিমালাই বাস্তবতার মুখ দেখে নাই। এভাবে টানা হেচড়া চলতে থাকে তাহলে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। তাই সরকারের সাথে সাথে বিরুধীদলের ও ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখতে হবে। ভবিষ্যতে যারাই ক্ষমতায় আসবে জাতীয় শিশু নীতি বাস্তবায়নে তাদেরকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

জাতীয় শিশুনীতি বাস্তবায়ন : সম্ভাবনা

নানাবিধ সমস্যা সত্ত্বেও জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু উজ্জল সম্ভাবনাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন-

শিশু অধিকার একটি জাতীয় বিষয়

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্যতম দেশ। এই উন্নয়নশীল দেশটিকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে, শিশু অধিকার বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। আজকের শিশু আগামী দিনে বাংলাদেশের নেতৃত্বের আসনে আসীন হবে। তাই জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, শিশুর অধিকার বাস্তবায়ন আমাদের অনস্বীকার্য দায়িত্ব এবং এটি একটি জাতীয় বিষয়ও বটে। আমাদের জাতির মধ্যে শিশুর ব্যাপারে এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় শিশু নীতিমালা ২০১১ বাস্তবায়ন দ্রুত তরাণ্বিত করবে বলে আশাকরি। কারণ প্রণিত নীতিমালাটিতে অনেকাংশে জাতীয় আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছে। তাই দল মত নির্বিশেষে এই জাতীয় বিষয়টিকে সকল সরকার, গোষ্ঠী, দেশ, জনগণ নিজেদের স্বার্থে গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করবে এটাই আমাদের কামনা।

সমালোচনা ও বিতর্কমুক্ত

বাংলাদেশে যখন কোনো নীতি বা আইন প্রণয়ন করা হয়, তখন বিরোধী দল, বুদ্ধিজীবি, সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় সম্প্রদায় কর্তৃক তার সমালোচনা করে ভুলভ্রান্তি তুলে ধরা হয়। যেমন আমরা নারী নীতি নিয়ে দীর্ঘদিন বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক আন্দোলন সংঘঠিত হতে দেখেছি। আজও নারী নীতি নিয়ে বিরোধ মেটেনি। কিন্তু জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ প্রণীত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত কোনো বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়নি এবং এটি শিশু অধিকার পূর্ণ করতে পারবে না বলে বিরোধী দল বা অন্য কোনো সংগঠন কর্তৃক কোনো ধরণের সমালোচনাও হয়নি। তাই সরকার পরিবর্তন হলেও এ নীতির

 Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন হবে না এটা দৃঢ়ভাবেই বলা যায়। এমনকি এটি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ মুসলমানদের ধর্ম ইসলাম গৃহীত শিশুনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ বাস্তবায়নের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা চালু

জাতীয় শিশুনীতির ৬.৪ ধারায় শিশুর বিকাশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৩-৫ বছর) কেন্দ্র চালু করার কথা বলা হয়েছিল যা ২০১৩ সালের জানুয়ারী থেকে শুরু হয়েছে। এমনকি শিশুর প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম প্রায় সম্পন্ন। এছাড়াও সরকার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ ও মেধাবী শিশুদের বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে শিশু শিক্ষা ব্যবস্থায় গতিশীলতা আনয়ন করছে। শিশু শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা অব্যহত থাকলে অবশ্যই শিশুনীতি বাস্তবায়িত হবে।

আইন ও বিধি বিধান প্রণয়ন

জাতীয় শিশুনীতি বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় আইন, বিধি-বিধান, নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে। সম্প্রতি ১৬ জুন ২০১৩ জাতীয় সংসদে শিশু বিল ২০১৩ পাস হয়েছে। এ বিলে শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ বিলে শিশুকে সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং কোনো ব্যক্তি কোনো শিশুকে দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র বা অবৈধ বা নিষিদ্ধ বস্তু বহন করলে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড বা এখলাখ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এ আইন অনুসারে, শিশু অপরাধের জন্য কিশোর আদালত থাকবে। সরকার শিশুদের সুরক্ষায় কিশোর আদালত স্থাপন করলে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। সরকারের এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে শিশুনীতি বাস্তবায়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

বিশ্ব শিশুদিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন

বিশ্ব শিশুদিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন বাংলাদেশে বিশ্ব শিশু দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, কন্যা শিশু দিবস, পথ শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা হয়। প্রতি বছর এ সকল দিবসে শিশুদের অধিকার নিয়ে নানা ধরণের সভা, সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বাণী প্রদান করেন যাতে জন সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এ সকল দিবস পালন করতে গিয়ে সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশুদের বিকাশে সহায়তা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে ফলে জাতীয় শিশুনীতি বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব।

শিশুমৃত্যু হ্রাস ও খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন

বাংলাদেশে বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন FAO বাংলাদেশকে এ স্বীকৃতি প্রদান করে পদকে ভূষিত করেছে। পূর্বেই বাংলাদেশ শিশু মৃত্যু হার হ্রাসে সাফল্যেল কারণে জাতিসংঘ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সরকার দৃঢ় সংকল্প। এ ধারা অব্যাহত থাকলে জাতীয় শিশুনীতি বাস্তবায়ন হবে বলে আশা করা যায়।

 Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা

বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের অন্যতম দেশ। মুসলমান ছাড়াও এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানরা এখানে বসবাস করে। এদের প্রায় সকলেই স্ব-স্ব ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে, আমাদের জাতি ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার মধ্যে প্রশান্তি লাভ করে। তাই এখানে বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা অন্যান্য দেশের তুলনায় আনেকাংশে কম, শহরের দিকে কিছু অপসংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও দেশটির গ্রামে গঞ্জে বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়। আর এ কারণেই বাংলাদেশে HIV/AIDS ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখা যায় প্রতিবছর বহু শিশু জন্মলগ্ন থেকেই HIV/AIDS ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত কিন্তু বাংলাদেশে এরূপ শিশুর সংখ্যা খুবই কম। তাছাড়া আমাদের জাতি শিশুর জ্ঞান বুদ্ধি হওয়ার পর পরই প্রথমে তাকে ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষার হাতেখড়ি প্রদান করে থাকে, এটি শিশুর মন মানসিকতা ধর্মীয় চিন্তা চেতনায় গড়ে ওঠতে সাহায্য করে। অপরাধের প্রতি ঝোঁক প্রবণতা অনেকাংশে কমিয়ে আনে। আমাদের জাতির মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার এই প্রশংসনীয় গুণটি বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ বাস্তবায়নের অন্যতম সহায়ক হবে বলে আশা করছি।

নারী শিক্ষার উন্নয়ন

কবি নজরুল বলেছেন-

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।[৩]

জাতীয় জীবনে উন্নয়নের জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেননা আমাদের সমাজের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। তাই নারীর উন্নয়নই প্রকৃত উন্নয়ন। সংসার গঠন, শিশুর লালন-পালনে নারীর ভূমিকাই মুখ্য, নারী বা মা যদি শিক্ষিত ও আদর্শবান হয়, তাহলে তার সন্তানও শিক্ষিত, মার্জিত ও আদর্শবান হয়। এ জন্য নেপলিয়ন বলেছিলেন- Give me a educated mother and I shall give you a educated nation.

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বহু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ফলে আমাদের দেশে নারী শিক্ষার হার দিন দিন আশানুরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আমাদের জাতি গঠনে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

তাই বাংলাদেশের নারী শিক্ষার ক্রমন্নতি বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৩. কাজী নজরুল ইসলামে, *সঞ্চিতা* কাব্যগ্রন্থের "নারী" কবিতা থেকে উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

জাতীয় শিশুনীতি বাস্তবায়নে সুপারিশমালা

 Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

জাতীয় শিশুনীতি বাস্তবায়নে সুপারিশমালা

আজকের শিশু মনবতার ভবিষ্যৎ, জাতির আগামী দিনের কর্ণধর। সুন্দর ও সভ্য জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিকভাবে পূর্ণ বিকশিত সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক নাগরিক। একটি শিশুর সার্বিক মেধা, মনন, নৈতিকতা ইত্যাদি যোগ্যতা ও তার প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের উপর নির্ভর করে তার সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠা। শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ নির্ভর করে বিভিন্ন অধিকার পাওয়ার উপর। শিশু অধিকার বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাথে সাথে প্রত্যেকটি সংগঠনকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। বাংলাদেশ সরকার শিশুদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে। জাতীয় শিশুনীতি বাস্তবায়নে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা দূর করতে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কারণ শিশুনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই শিশুদের জন্য সুন্দর বাংলাদেশ নির্মাণ সম্ভব। তাই শিশুনীতি বাস্তবায়নের জন্য কিছু সুপারিশ পেশ করা জরুরী, যা শিশু অধিকার আন্দোলনকে আরো একধাপ এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে।

১. অগ্রাধিকার প্রদান (সবার আগে শিশু)

ব্যক্তি, সংগঠন ও সরকার সবাইকে শিশুর অধিকারকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। অধিকার প্রতিটি শিশুর প্রাপ্য। এ সত্যটি যেন আমরা বিস্মৃত না হই। এ সত্যের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদের। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় শিশুরা যেন এগিয়ে আসতে পারে এবং নির্বিঘ্নে মতামত প্রকাশ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। আশার দিক হলো বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিটি পরিকল্পনায় শিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। তাছাড়া শিশুর বেঁচে থাকা, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও বেড়ে উঠার জন্য আদর্শ পরিবেশ বজায় রাখার দিকটিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। তাই আজ জাতীয় স্বার্থে দলমত, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে আমাদের সকল ভাবনা হওয়া উচিত শিশু নীতি বাস্তবায়ন কেন্দ্রীক এবং শিশু নীতির আলোকে শিশু অধিকার বাস্তবায়নে আমাদেরকে আরো সক্রিয় হতে হবে ।

২. ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বা শিশুর প্রতিভাকে মূল্যায়ণ

ইংরেজী একটি প্রবাদ আছে- Morning shows the day সকালই বলে দেয় দিনটি কেমন কাটবে। তদ্রূপ জন্মলগ্ন থেকেই শিশুর মধ্যে নানাবিধ প্রতিভা লক্ষ্য করা যায়। যার কতগুলো ইতিবাচক আর কিছু নেতিবাচক। ইতিবাচক প্রতিভাগুলোকে আমাদের স্বাগত জানানো উচিত এবং এ প্রতিভা বিকাশের উন্মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। পাশাপাশি নেতিবাচক প্রতিভাকে দমন করার জন্য শাস্তি প্রদান পরিহার করে, বরং আদর-স্নেহ, ভালবাসা এবং সঠিক ও ফলপ্রসু নির্দেশনা দিয়ে শিশুকে বিরত রাখাই শ্রেয়।

 Dhaka University Institutional Repository

৩. বৈষম্য দূরীকরণ

সন্তান হিসেবে ছেলে এবং মেয়ে সমান অধিকার ও মর্যাদার দাবিদার। এক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যবধান সৃষ্টি করা যাবে না। প্রতিটি শিশু এ অধিকার নিয়েই জন্মায়। এ সত্যটি অস্বীকার করলে অবহেলা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। প্রতিনিয়ত বিশ্বজুড়ে শিশুরা নানা কারণে নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। দারিদ্রের কারণে সবচেয়ে বেশি বিপন্ন হয় শিশুর জীবন। বর্ণ বৈষম্য, জাতীয়তা ও দারিদ্র ছাড়াও শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্দী শিশুরা বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শিশুর প্রতি বৈষম্য মেনে নেওয়া যায় না, তাই এর অবসানে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। লিঙ্গ, শ্রেণী, গোষ্ঠী ও অবস্থান তথা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি শিশুর বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা, অধিকার রক্ষা, জীবনমান বাড়ানো, সুরক্ষা ও সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মসূচী থেকে কোন শিশুকে বাদ দেওয়া না। সকল শিশুর ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে শারিরীক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। প্রতিভা বিকাশে কোন শিশুই যেন কোন অবস্থায় বৈষাম্যের শিকার না হয় সে দিকে সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪. শিশুর জন্য চাই ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। শিক্ষা ব্যাতীত মানুষ সত্যিকারের মানুষ হতে পারে না। শিক্ষার অধিকার নিয়েই প্রতিটি শিশু জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সবক্ষেত্রে শিশুর সঠিক শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকেনা। সকল শিশুর শিক্ষার সুযোগ আজও নিশ্চিত হয় নি। অনেক শিশু আবার মানসম্মত শিক্ষাই পাচ্ছে না। তাই মান সম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য সর্বপ্রথম শিশুকে তার স্ব স্ব ধর্মের বিধি-বিধান, ভদ্রতা, শালীনতা, নৈতিকতা, মিথ্যা বলা পরিহার, গুরুজনে শ্রদ্ধা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষাদান জরুরী। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পরকালীন জীবন ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া কখনও সুন্দর ও সুখময় হতে পারে না। কেননা মানুষের মধ্যে এমন কিছু দিক রয়েছে যা শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, অন্য কোন শিক্ষায় নয়। জীবন চলার পথে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে তা থেকে রক্ষা করাই ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য। ধর্মীয় শিক্ষা উপেক্ষা করে প্রফেশনাল নলেজের উপর গুরুত্ব দিলে মানুষের প্রকৃত মনুষত্ববোধ সৃষ্টি হয় না। যা মনীষীদের উক্তিতে ধ্বনিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ জে. বি হালের একটি উক্তি উদ্বৃত করে বলেন,

If you give your children three R's. Reading, Writing and Arithmatic and do not give the 4th R, Religion they will become 5th R, Rascal.

-তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদের তিন 'আর' তথা পড়া, লেখা ও অংক শিখাও এবং চতুর্থ ' আর' ধর্ম না শিখাও, তাহলে তারা পঞ্চম 'আর' তথা বদমাশ হয়ে পড়বে।[১] মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন, "নিছক বিদ্যা শিক্ষা দুধারি তরবারীর মত। তা যেমন ভাঙ্গতে সক্ষম, তেমনি গঠন ও প্রতিষ্ঠার যোগ্যতাও তার রয়েছে। তার সঙ্গে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা যোগ না হলে প্রকৃত কলাণমূলক সমাজ

১. *ইসলামিক স্টাডিজ* (গবেষণা পত্রিকা), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খ.১, ২০০৬-২০০৭, পৃ. ১৮১

 Dhaka University Institutional Repository

গঠন সম্ভবপর হয় না।[২] ধর্মীয় শিক্ষা শুধুমাত্র নৈতিক চরিত্র গ্রহণের আহবানই জানায় না, বরং নৈতিক চরিত্রের বিধিবিধান, রীতি-নীতি ও মৌল আদর্শ নির্ধারণ করে দেয়। আচার- আচারণের খুটিনাটিও বলে দেয় এবং তার উপর সুদৃঢ় ও অবিচল হয়ে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। তাই শিশুকে আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চাই আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা, যা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার উপরই বেশি নির্ভরশীল।

পাশাপাশি শিশুর জন্য বিনোদন মূলক শিক্ষাকেও গুরুত্ব সহকারে পাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। যাতে শিশুরা গতানুগতিক শিক্ষার প্রতি মনোযোগ হারিয়ে না ফেলে। স্কুলে শিশুর জন্য শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। স্কুলে যাতে বাড়ী থেকে দূরে না হয় সেটাও লক্ষ্যনীয় বিষয়।

৫. দারিদ্র্য বিমোচনে চাই সমন্বিত উদ্যোগ

দারিদ্র্য শিশুর জন্য অভিশাপ। দারিদ্রের কারণেই বেশিরভাগ শিশু মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। স্কুলের বেতন, সেশন চার্জ, ভর্তি ফি, বর্ধিত দামে শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ইত্যাদি খরচ বহন করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশিরভাগ পিতা-মাতার পক্ষে সম্ভব হয়না। তাই শিক্ষা উপকরণে যথাযথ ভর্তুকি প্রদানসহ দারিদ্র বিমোচনে সমন্বিত উদ্যোগ আবশ্যক। সরকার, এনজিও ও সমাজের বিত্তবান সকলে যদি শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে শিশুর দারিদ্র বিমোচনে এগিয়ে আসে তাহলে কোন শিশু আদর্শ ও মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না। এ জন্য দেশের প্রতিটি পাড়ায়, মহল্লায় দরিদ্র শিশুদের তালিকা তৈরী করে তাদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করণে সকলের এগিয়ে আসা একান্ত জরুরী। আমাদের মনে রাখতে হবে দারিদ্র্যের কারণে যদি কোন শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে এ শিশুটি বড় হয়ে সমাজের জন্য বোঝা হয়ে পড়বে। তাই সমাজকে বাঁচতে শিশুর দারিদ্র্য বিমোচন জরুরী।

৬. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন

বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। পাশাপাশি অসংখ্য বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। সরকারি বিদ্যালয় গুলোতে তুলনামূলক লেখাপড়া খরচ কম। কিন্তু শিক্ষারমান বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় খুব ভাল নয়। শিক্ষক সংকট প্রায় প্রতিটি স্কুলে রয়েছে। অপরদিকে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে লেখা-পড়া করা ব্যয়বহুল। আবর লেখাপড়ার মানও খুব ভালো। কিন্তু অতিরিক্ত খরচের কারণে গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের সন্তানদের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর খরচ বহন করা খুবই কষ্টকর। তাই শিশুকে মান-সম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য সরকারি স্কুলগুলোতে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, লেখাপড়ার মান উন্নয়ন, শিক্ষক সংকট দূরীকরণ ইত্যাদি অতি গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে খরচের দিক থেকে একটি ভারসাম্য আনায়ন করা জরুরী।

---

২. মাওলানা আব্দুর রহীম, *আল কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৩ খ্রী., পৃ. ২৪০

 Dhaka University Institutional Repository

৭. শিশু খাদ্য ভেজালমুক্ত হতে হবে

জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এর ৬.৩ -এ শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কে বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা বলা আছে। যেগুলো বাস্তবায়নের সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। উক্ত নীতিমালার ৬.৩ ধারায় ৭টি পয়েন্টে শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেক কথা বলা হলেও একটি বিষয় একেবারেই আলোচনা হয় নাই। তাহলো শিশুর জন্য ভেজালমুক্ত খাদ্য তৈরী। আজকের দিনে বহু কোম্পানী, ফুটপাতের হকার ব্যবসায়ীরা শিশুর জন্য নানান রকম রং-বেরংয়ের শিশু মুখরোচক ক্ষতিকর খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করছে, যেগুলো শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। এগুলি নিয়ন্ত্রণ করা অতীব জরুরী। বিষয়টি জাতীয় শিশুনীতিতে না আসলেও সরকারের আলাদাভাবে আইন করে বিষয়টি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

৮. টেলিভিশন ও ইন্টারনেট জগতের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ

আধুনিক যুগের বর্তমান বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি ঘরে রয়েছে টেলিভিশন। এছাড়াও কম্পিউটার, ভিডিও গেম, ইন্টারনেট সংযোগও রয়েছে আনেক ঘরে। শিশুরা ডিস এন্টিনা ও ইন্টানেট সংযোগের মাধ্যমে দেশীয় টিভি চ্যানেলসহ বহির্বিশ্বের অধিকাংশ টিভি চ্যানেল দেখছে ও বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রবেশ করছে। বিদেশী অনেক টিভি চ্যানেল ও ওয়েবসাইটে নানা ধরণের অশ্লীলতা ও কুরুচিপূর্ণ আচরণ দেখতে পাওয়া যায়। এ সকল খারাপ কাজ শিশুদের মাঝে প্রভাব ফেলে এবং তাদের অশ্লীলতা শিখতে সাহায্য করে। তাই ক্ষতিকর চ্যানেলগুলো এবং শিশুদের জন্য ক্ষতিকর প্রোগ্রামগুলোর সম্প্রচার বন্ধ করতে সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে। শিশুদের নৈতিকভাবে পদচ্যুত করে এমন ইন্টারনেটের সাইটগুলোও বন্ধ করে দিতে হবে। তাছাড়া শিশুদের জন্য শিক্ষণীয় ও আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান বেশি বেশি প্রচারের ব্যবস্থা করা সময়ের দাবী।

(৯) শিশু সুরক্ষায় একক আইন প্রণয়ন

বাংলাদেশে শিশু-কিশোরদের সুরক্ষায় বেশ কিছু আইন থাকলেও মূল সমস্যা হলো সেগুলো বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে, একটি সংবিধিতে অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩]

ফলে আইনের সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে না। বাংলাদেশের সংবিধান, দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি, কারা আইন ও ভরঘুরে আইনসহ বিভিন্ন আইন আছে। শিশুদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আইন হলো শিশু আইন, ১৯৭৪ ও শিশু বিধি, ১৯৭৬। প্রচলিত আইন শিশু-কিশেরদের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষায় কোন ভূমিকা রাখতে পারছেনা। এমনকি আইনসমূহ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য নয়। কিন্তু এখনো বাংলাদেশে শিশু কিশোরদের বিচারসহ স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার পূর্ণাঙ্গ কোন আইন নেই। এমনকি শিশু ও কিশোরদের জন্য একক ও পৃথক কোন বিচার ব্যবস্থা নেই। কিশোর আদালত বলতে শিশু আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী ৩ টি কিশোর আদালত যথা- টঙ্গী, কোনাবাড়ী ও যশোর

---

৩. Chowdhury, Afsan, and ct al. (edited), *Our Children In Jail*, year Book on the state of juvenile justice and violence against children in Bangladesh, Dhaka: save the children, UK and Odhikar, 2001, p.6

 Dhaka University Institutional Repository

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে ৩টি কিশোর আদালত আছে। শিশু আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টসহ ৬৪ জেলার ৬৪টি দায়রা আদালত, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চীফ জুড়িশিয়াল মেট্রোপলিটন আদালত কিশোর আদালত হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। শিশু-কিশোরদের সব ধরণের মামলা পরিচালনার জন্য পৃথক কোন কিশোর আদালত না থাকায় অপরাধ সংগঠনের স্থানে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় শিশু-কিশোরদের বড়দের সাথে বিচার হচ্ছে এবং তাদেরকে কারাগারে থাকতে হচ্ছে।[৪]

তাই শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে দেশের প্রতিটি বিভাগে কিশোর আদালত স্থাপন করতে হবে। প্রতিটি থানায় একজন করে শিশু-বান্ধব পুলিশ কর্মকর্তা রাখতে হবে। গ্রেফতারকৃত শিশুদের থানা থেকেই জামিন প্রদানের বিষয়ের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। শিশুদের যদি থানা থেকেই জমিনে মুক্তি দেওয়া যায়, তাহলে অনেক শিশু অহেতুক হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং কারাগারে শিশু প্রেরণের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাবে।

(১০) শিশুর বয়স নির্ধারণে আইনগত জটিলতা নিরসন

বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইনে শিশুর সংজ্ঞায় বিভিন্ন বয়সসীমা নির্ধারণ করা আছে এবং শিশুর বয়স সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনারও অভাব রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী সবাই শিশু হিসেবে বিবেচিত হবে। অথচ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অনুযায়ী শিশু অর্থ অনধিক ১৬ বছর বয়সের কোন ব্যক্তি। ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি অনুযায়ী ৯ বছরের কম বয়সের শিশু নিরপরাধ এবং ৯ থেকে ১২ বছরের যেসব শিশুর বুদ্ধির পরিপক্কতা হয়নি তারাও নিরপরাধ। তবে শিশু আইনে শিশুর বয়স দুইভাবে বর্ণনা করায় জটিলতা আরো বেড়েছে। এ আইনের ২(চ) ধারায় 'শিশু' অর্থ ১৬ বছর বা ১৬ বছরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি। অন্যদিকে ৪১ ও ৫২ ধারায় শিশুকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট, অনুমোদিত আবাস বা আদালত কর্তৃক কোন আত্মীয় বা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির হেফাজতে আটক রাখার কথা বলা হয়েছে। দুই ধরণের বয়সের উল্লেখ থাকায় আইনটিও সহজভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। বিভিন্ন আইনে শিশুর বয়স ভিন্ন থাকায় শিশু অধিকার যথাযথ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না তাই সকল আইনে শিশুর একই বয়স নির্ধারণ করতে হবে।

(১১) শিশু শ্রম নিরসনে চাই সমন্বিত উদ্যোগ

সুস্থ ও স্বাভাবিক শৈশবের নিশ্চয়তা সকল শিশুর জন্মগত অধিকার। শিশুর এ শাশ্বত অধিকার থেকে আমাদের দেশের অনেক শিশুই এখনও বঞ্চিত। দরিদ্র পরিবারের শিশুরা জীবিকা অর্জনের তাগিদে বাধ্য হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বা নিকৃষ্ট ধরণের শ্রমে নিয়োজিত হয় যা তাদেরকে ঠেলে দেয় এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য পারিবারিক, সামাজিক, সরকারী, বেসরকারী, জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল মহল প্রয়োজনীয় সম্পদ ও উদ্যোগ নিয়ে শিশুশ্রম নিরসনে এগিয়ে এলে ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরণের শিশুশ্রমসহ সকল প্রকার শ্রম থেকে শিশুদের প্রত্যাহার করা সম্ভব হবে। জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এর আলোকে যদি শিশু ও শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন ও আইনের বিধি-

---

৪. Rahman, Mizanur, *Tracing the missing cord: A study on the children Act. 1974*, Dhaka: Save the Children Uk, 2003, P. 34

 Dhaka University Institutional Repository

বিধানগুলোর পুণর্বিন্যাস এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায় তবে আমাদের শিশুরা আগামীতে অবশ্যই আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে।

(১২) গণশিক্ষা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে মসজিদের ইমামদের সম্পৃক্ত করণ

বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে এক বা একাধিক মসজিদ রয়েছে। এ সকল মসজিদের ইমাম বা ধর্মীয় নেতাদের সমাজে রয়েছে বিশেষ প্রভাব। জনমনেও রযেছে তাদের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। ইমামগণ মসজিদে মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করলে শিশুদের ধর্মীয় বিশ্বাস দৃঢ় হবে এবং নৈতিকতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও ইমামগণ নামাজের খুতবা, ওয়াজ মাহাফিলে শিশুদের স্বাস্থ্য সেবার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারেন। শিশুনীতি বাস্তবায়ন করতে ইমামদের প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে সচেতন করতে হবে সবার আগে এবং মসজিদ ভিত্তিক মকতব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূর করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

কবি বলেন, "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।"[১] শুধু কবির কথায় নয় সমাজতাত্ত্বিক, মনঃস্তাত্ত্বিক কিংবা রাজনীতি বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, আজকের যারা শিশু আগামী দিনে তারাই নাগরিক বা সমাজবাসী এবং জাতির আদর্শ কর্ণধার। সেজন্য তাদের রক্ষা, বিকাশ ও মঙ্গল-অমঙ্গলের সাথে ভবিষ্যৎ সমাজের গঠন ও উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে। এদিক দিয়ে শিশুদের সাথে সমাজ ও দেশের স্বার্থ জড়িত। তাই বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র শিশুর শারিরীক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাতিক বিকাশ নিশ্চিত করতে নিরাপদ জন্ম, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও বাসস্থানসহ সকল মৌলিক অধিকার প্রদান করতে বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রনয়ণ করে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে। জাতিসংঘ গৃহীত 'আর্ন্তজাতিক শিশু সনদ' ১৯৯০ সালে কার্যকর হয়। সনদে স্বাক্ষরকারী প্রথম ২২ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশ 'আর্ন্তজাতিক শিশু সনদ' বাস্তবায়নের জন্য 'জাতীয শিশু নীতি- ১৯৯৪, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন-২০০৪, জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি-২০১০, শিশু বিল-২০১৩ এবং ১৯৯৪ সালে প্রণীত জাতীয় শিশুনীতি যুগোপযোগীকরণের মধ্য দিয়ে 'জাতীয় শিশু নীতি ২০১১' নামে একটি আধুনিক শিশুনীতি প্রণয়ন করেছে যা বাংলাদেশের শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বির্নিমানে একটি সুদরপ্রসারী রূপকল্প। জাতীয় শিশু নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুদের সর্বত্তোম স্বার্থ রক্ষার্থে সরকার জাতীয় সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা গহণ, নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাজেট প্রণয়নে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। এমনকি শিশুনীতি ২০১১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রনালয় এবং শিশু একাডেমী বহুমূখী কর্ম পরিকল্পণা গ্রহণ করেছে।

জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এ বর্ণিত শিশু অধিকারের সাথে ইসলাম গৃহীত শিশু নীতির অসাধারণ সামাঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। অথচ ইসলাম সুদীর্ঘ ১৪ শত বছরেরও পূর্বে সপ্তম শতাব্দীতে শিশুদের কল্যাণে এসকল নীতি গ্রহণ করেছিল। "ইসলাম ও বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ : একটি পর্যালোচনা" শিরোনামে এ অভিসন্দর্ভটিতে শিশুর সংজ্ঞা ও পরিচয়, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, আর্ন্তজাতিক আইন, বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইন এবং ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর নিরাপদ জন্ম, মাতৃদুগ্ধ পান, অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থান, জীবনের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা, সুরক্ষা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, জন্ম নিবন্ধন ইত্যাদি অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এর সাথে ইসলাম গৃহীত শিশুনীতি যে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা চমৎকারভাবে তুলে ধরে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো রয়েছে তা চিহ্নিত করা হয়েছে। জাতীয় শিশুনীতি বাস্তবায়নে অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকলেও তা বাস্তবায়নের উজ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এই অভিসন্দর্ভে শিশু অধিকার ও জাতীয় শিশুনীতি বাস্তবায়নের

১. কবি গোলাম মোস্তফা, *শিশুর পণ*, ষষ্ঠ শ্রেণী পাঠ্য বই, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৯৪, পৃ. ৩৭

লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ উপাস্থাপন করা হয়েছে। এসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে শিশুনীতি: ২০১১ কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এর প্রত্যেকটি নীতিই ইসলামের শিশুনীতির সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ। তবে জাতীয় শিশুনীতিতে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ছাড়া শিশুর শিক্ষা অসম্পূর্ণ। এ বিষয়ে ইসলাম গৃহীত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে শিশুরা নৈতিক চরিত্রের অধিকারী আদর্শবান মানুষ হিসাবে গড়ে উঠবে যা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও জাতি গঠনের অন্যতম নিয়ামক। আজকের আধুনিক বিশ্ব প্রেক্ষাপটে প্রতিটি মানুষ জীবিকার তাগিদে খুবই ব্যস্ত। তারা সন্তান সন্ততিদের ভরণ পোষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতেই হিমশিম খাচ্ছে। শিশুদের আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে আদর স্নেহ ও পর্যাপ্ত সময় তারা দিতে পারছে না। অন্যদিকে স্যেকুলার জড়বাদী মুক্ত সভ্যতার নানা অনুষঙ্গ শিশু-কিশোরদের আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দেখা দিযেছে। এমতবস্থায় পিতা-মাতা সন্তানদের ধর্মীয় এবং জাতীয় ঐতিহ্যে ধরে রাখতে না পেরে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। এ থেকে পরিত্রাণ মিলবে তখনই যখন আমরা কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা মেনে চলব। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

অর্থ : আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবেনা যতক্ষন এ দু'টি জিনিসকে আঁকড়ে ধরবে, তাহলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।[২]

তাই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ এর শিশু বিষয়ক নীতিসমূহ অনুসরণে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া দরকার। শিশুদের অধিকার, নিরাপত্তা এবং শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য সুন্দর পরিবেশ উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে। শিশুর জন্য সুস্থ সংস্কৃতি ও আদর্শ বিনোদন পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে। নাস্তিকতা-অনৈতিকতা সম্বলিত সকল অপসংস্কৃতি থেকে শিশুদের দূরে রাখতে হবে। শিশুদের নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবেই আজকের শিশু আগামী দিনের আলোকিত নাগরিক হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করতে পারবে।

আজকের শিশু যেহেতু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই শিশুর জন্য চাই সকলের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। দল-মত-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই আজ এ ব্যাপারে একমত যে, শিশুদের জন্য সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি ব্যক্তি, সংগঠন, হাতে হাত রেখে ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিরলসভাবে কাজ না করলে শিশুদের জন্য সুন্দর বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। বিশ্বব্যাপী শিশুর স্বাস্থ্য, মানসম্মত শিক্ষা এবং শিশুদের সুরক্ষায় অগ্রাধিকারমূলক কর্মপন্থা নির্ধারণ এখন সময়ের দাবি। শিশুদের প্রতি বড়দের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচারণেরও পরিবর্তন প্রয়োজন। শিশুদের কথা শুনে, শিশুদের সাথে নিয়ে তাদের উপযোগী একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে দরকার সকলের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও সমন্বিত প্রয়াস। সে জন্য দরকার দায়িত্বশীল সকল নাগরিকের স্বতস্ফূর্ত গণজাগরণ। সেই গণজাগরণের শ্লোগান হবে "শিশুর জন্য সুন্দর বাংলাদেশ চাই"।

পরিশেষে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ জ্ঞানের জগতে একটি মূল্যবান সংযোজন হিসাবে সকলের নিকট সাদরে গৃহীত হবে। পাঠক সমাজ ও আপামর জনসাধারণ এর দ্বারা

---

২. ইমাম মালেক ইবন আনাস, *আল মুয়াত্তা*, বৈরুত: আর রিসালাহ পাবলিসার্স, ১৯৯৮ ইং, খ.২, পৃ.৭০

Dhaka University Institutional Repository

উপকৃত হবে। মহান আল্লাহ আমাদের দেশের শিশুদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের এ দেশকে সর্বাঙ্গিন কল্যাণ ও উন্নতি দান করুন। পরম করুণাময় মহান দয়াময় প্রভূ আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে কল্যাণ দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থপঞ্জী

আল-কুর'আন

১. আওদাহ, আব্দুল কাদের ঃ *আল আশরিয়া আল-জিনিয়ী আল ইসলামী*, বৈরুত : আল আরোরা লাইব্রেরী, ১৯৬৪ খ্রি.

২. আত-তাবারী আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর ঃ *জামি'উল বয়ান ফী তাফসীরি আইল কুরআন*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমীয়্যাহ, ১৯৯৯ খ্রি.

৩. আত-তাবরীযী, ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আব্দিল্লাহ আল-খতীব ঃ *মিশকাতুল মাসাবীহ*, দেওবন্দ : সিরাজ বুক ডিপো, তা.বি.

৪. আত-তাবারানি, সুলাইমান ইবন আহমদ ইবন আয়্যুব আবুল কাসিম ঃ *আল মু'জামুল কাবির*, মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হুকমি, ১৮৮৩ খ্রি.

৫. আত-তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা ঃ *জামিউত-তিরমিযী*, দেওবন্দ : মুখতার এন্ড কোম্পানী, তা.বি.

৬. আন-নাসাঈ, আবূ আব্দির রহমান ইবন শু'আয়ব ঃ *আস-সুনান*, দিল্লী : মাকতাবাতু রহীমিয়্যাহ, তা.বি.

৭. আনু মোহাম্মদ ঃ *নারী, পুরুষ ও সমাজ*, ঢাকা : বইপড়া, ১৯৯৭খ্রি.

৮. আবু জাফর মুহাম্মদ ইকবাল সম্পাদিত ঃ *শিশু ও মহিলাদের উন্নয়ন কার্যক্রম দ্বিতীয় পর্যায়*, ঢাকা : তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয় ও ইউনিসেফ, ২০০৫ খ্রি.

৯. আবু তাহের মেছবাহ (অনুদিত) ঃ *আল হিদায়া*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রি.

১০. আবুল কাশেম ফজলুল হক ঃ *মানুষ ও তার পরিবেশ*, ঢাকা : হাফেজিয়া লাইব্রেরী, ২০০৬ খ্রি.

১১. আব্দুল্লাহ নাছেহ আল নাহিয়ান ঃ *তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম*, বৈরুত : দারুচ্ছালাম, ১৯৮১ খ্রি.

১২. আল-আন্দালূসী, আবূ হাইয়্যান মুহাম্মদ ইবন ইউসূফ ঃ *আল-বাহুরুল মুহীত*, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি.

১৩. আল-আসকালানী, আবূল ফযল আহমদ ইবন আলী ঃ *ফাতহুল বারী শরহু সহীহুল বুখারী*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৯ খ্রি.

১৪. আল-আসকালানী, আহমদ ইবন আলী ইবন হাজর ঃ *ফতহুল বারী*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৩ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

১৫. আল ইমাম দারীল হিজরাহ, মালিক ইব্ন আনাছ ঃ *আল মুয়াত্তা*, বৈরুত : আল রিসালাহ পাবলিশার্স, ১৯৯৮ খ্রি.

আল-ইস্ফাহানী, আবুল কসিম আল হুসায়ন ইবনে মুহাম্মদ ঃ *আল মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, করাচী : নূর মুহাম্মদ কুতুবখানা, তা.বি

১৬. আল-কাযবীনী, মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ঃ *সুনানু ইবন মাজাহ*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.

১৭. আল-কুশাইরী, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ঃ *সহীহুল মুসলিম*, কলকাতা : দারুল ইশা'আ আল ইসলামিয়্যাহ, তা.বি

১৮. আল-জুওয়াইনী, মুস্তফা আল-সাবী ঃ *মানহাজুয যামাখশারী ফী তাফসীরিল কুরআন*, মিশর : দারুল মা'আরিফ, তা.বি

১৯. আল-মারাগী আহমদ মুস্তফা ঃ *তাফসীরুল মারাগী*, মিসর : মুস্তফা আর-বাবী আল হালাবী, ১৯৬২ খ্রি.

২০. আল-মুছীনী, মুস্তফা ইব্রাহীম ঃ *মাদরাসাতুত তাফসীর ফীল আন্দালুস*, বৈরুত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৬ হি.

২১. আল বায়হাকী, আবূ বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন ঃ *সুনান আল বায়হাকী*, মক্কা আল-মুকাররমা : মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪ খ্রি.

২২. আল-বায়যাবী, কাযী নাসিরুদ্দীন 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার ঃ *আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৮ খ্রি.

২৩. আল-বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ঃ *সহীহ আল-বুখারী*, দেওবন্দ : আসাহুল মাতাবি, ১৯৮৫খ্রি.

২৪. আল-বুরহানপুরী, আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী ইবনে হুসমুদ্দীন আল হিন্দী ঃ *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল*, আলেপ্পো, ১৯৬৯ খ্রি.

২৫. আল-যামাখশারী, মাহমুদ ইবন 'উমার ঃ *আল-কাশশাফ 'আন-হাকাইকিত তানযীল ওয়া উয়ূনিল আকাবীল ফী উজূহিত তা'বীল*, তা.বি

২৬. আল-যাহাবী, মুহাম্মদ হোসাইন, ড. ঃ *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, মিশর : দারুল কুতুব আল হাদীছাহ, তা.বি.

২৭. আল সিজিস্তানী, আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন্ আশআছ ঃ *সুনানু আবূ দাউদ*, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৪ খ্রি.

২৮. আলাউদ্দীন আলী আল-মুত্তাকী ঃ *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল*, হায়দারাবাদ : দায়িরাতুল মা'আরিফ আল উছমানীয়্যা, ১৯৫১ খ্রি.

২৯. আলী নদভী, সায়্যিদ আবুল হাসান (অনু. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ) ঃ *ইসলামী জীবন বিধান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৩০. আশ্-শাওকানী, মুহাম্মদ ইবন আলী ঃ *ফাতহুল-কাদীর*, বৈরুত : দারুল মাআরিফা, ১৯৯৭ খ্রি.

৩১. আস-সুয়ূতী, জালালুদ্দীন ঃ *আল-জামিউ আস সগীর*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.

৩২. আসমা জাহান হেমা ঃ *ইসলামের ছায়াতলে নারী*, ঢাকা : আল ইসহাক প্রকাশনী, ১৯৯৮খ্রি.

৩৩. ইউনিসেফ বাংলাদেশ ঃ *বাংলাদেশের প্রাথমিক প্রতিবেদনের উপর শিশু অধিকার কমিটির প্রতিবেদন*, বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার, ঢাকা : ১৯৯৭ খ্রি.

৩৪. ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাঈল আল আশাআরী ঃ *মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লীন*, কায়রো : মাকতাবাতু আন নাহদাতু আল-মাসরিয়্যাহ, তা.বি.

৩৫. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল ঃ *আল মুসনাদ*, বৈরুত : দারুল ফিক্র তা.বি.

৩৬. ইমাম গাযালী ঃ *সৌভাগ্যের পরশমনী*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রি.

৩৭. ইবন মানযুর মুহাম্মদ ইবন মুকাররাম ঃ *লিসানুল আরব*, বৈরুত : দারুস সাদির, তা.বি.

৩৮. ইবন কাছীর, হাফিজ ইমাদ্দীন ঃ *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, মদীনা মুনাওয়ারাহ : মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল হিকাম, ১৪১৩হি.

৩৯. ইবনে কাছীর, ইমাম আবুল ফিদা ইসমাইল ঃ *তাফসীর আল কুরআন*, বৈরুত: দারুল কুরআন আল কারীম, ১৯৯৩ খ্রি.

৪০. ইবরাহীম আনিস ঃ *আল-মুজামুল ওয়াসীত*, দেওবন্দ : কুতুবখানা হুসাইনিয়্যাহ, ১৯৯৭ খ্রি.

৪১. ইসলাম, ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল (সম্পাদনা) ঃ *বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার*, ঢাকা : ইউনিসেফ, ১৯৯৭ খ্রি.

৪২. এস. এ. এম মহিউদ্দিন খান ঃ *ইসলাম এবং বিশ্বশান্তি*, ঢাকা : খান পাবলিকেশন্স, ২০০২ খ্রি.

৪৩. কামাল সিদ্দিকী ঃ *সুন্দুর জীবনের সন্ধানে, বাংলাদেশের শিশু অধিকার কনভেনশন বাস্তবায়নের কর্মকৌশল*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:, ২০০২ খ্রি.

৪৪. খ. ম. আমিমুল ইসলাম ঃ *বিচ্যুতি ও অপরাধ*, বাংলাবাজার : আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৭ খ্রি.

৪৫. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত ঃ *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা.বি.

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ঃ ঢাকা : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও ইউনিসেফ, জাতিসংঘ শিশু তহবিল ও বাংলাদেশ যৌথ প্রকাশনা।

৪৭. জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ঃ *শিশু অধিকার*, ঢাকা : মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর, ১৯৯৮ খ্রি.

৪৮. জাফর আলম ঃ *শিশু অধিকার সনদ ও বাংলাদেশ* ফিচার, ২য় সংস্করণ, *মা ও শিশু*, ঢাকা : তথ্য অধিদপ্তর ও ইউনিসেফ, ২০০০ খ্রি.

৪৯. জামাল, মাহমুদ ঃ *শিশু অধিকার ও ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.

৫০. জালালুদ্দীন, আবদুর রহমান আস-সুয়ূতী ঃ *আদ-দুররুল মানছুর ফী তাফসীরিল-মা'ছুর*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮৩ খ্রি.

৫১. ড. আমিনুল ইসলাম ঃ *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৪ খ্রি.

৫২. ড. আলী রাশেদ ঃ *আল কানুন জিনায়ী আল মাদখাল ওয়া উসুলুল নাজরীয়াতিল আম্মাহ*, কায়রো : নুজহা প্রেস, ১৯৯১ খ্রি.

৫৩. ড. আলী আসগর ঃ *শিশু*, ঢাকা : আনিন্দ প্রকাশ, ২০০৭ খ্রি.

৫৪. ড. মাহমুদুর রহমান ও নাজমা খাতুন ঃ *পাচার ও নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সেবা সহায়ক ম্যানুয়াল-৩*, ঢাকা : ঢাকা আহসানিয়া মিশন, ২০০৬ খ্রি.

৫৫. ড. মুস্তফা আস-সাবায়ী ঃ *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮ খ্রি.

৫৬. ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল (অনু.) আব্দুল আউয়াল ঃ *মহানবীর জীবন চরিত*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রি.

৫৭. ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল ঃ *মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.

৫৮. ড. শহীদ আহমেদ চৌধুরী ঃ *মুসলিম আইনের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৪ খ্রি.

৫৯. ড. রোকেয়া খানম রুখসানা হক ঃ *শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও ইমাম ভূমিকা*, ওয়ার্ল্ডভিউ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন, ১৯৮৯ খ্রি.

৬০. ডা. খোন্দকার বুলবুল সরওয়ার ও ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক ঃ *এইচআইভি/ এইডস প্রতিরোধে বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক শিক্ষা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পত্রিকা, ২০০৭ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৬১. ডেভিড হিউস, (অনু. আবু তাহা হাফিজুর রহমান) ঃ *মানব প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮১ খ্রি.

৬২. তেরেশ ব্লুঁশে ঃ *বাংলাদেশে শিশু অধিকার, হারানো শৈশব : তার ইতকথা*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., তা.বি

৬৩. নববী, হাফিয আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া ইবন শারফিন ঃ *রিয়াদুস সালেহীন*, রিয়াদ : হারামাইন চ্যারিটাবল, ফাউন্ডেশন, ২০০৩ খ্রি.

৬৪. নাসিম, আব্দুস শহীদ, মাওলানা ঃ *আল-কুরআন আত-তাফসীর*, ঢাকা : সালমান স্মৃতি প্রকাশন, ১৯৯০খ্রি.

৬৫. নিগার সুলতানা ঃ *সমাজচর্চা*, ঢাকা : সংবেদ প্রিন্টিং পাবলিকেশন, ২০০৬ খ্রি.

৬৬. পানীপথী, কাযী ছানাউল্লাহ ঃ *আত তাফসীরুল মাযহারী*, কোয়েটা : হাফিয কুতুবখানা, তা.বি.

৬৭. পূরবী বসূ ঃ *নারী সৃষ্টি ও বিজ্ঞান*, ঢাকা : নবযুগ

৬৮. বদরুদ্দীন আইনী ঃ *উমদাতুল কারী*, সাহারানপুর : যাকারিয়া বুক ডিপো, ২০০৩ খ্রি.

৬৯. বাঙলা পিডিয়া ঃ *শিশু*, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি,

৭০. বাসূদেব গাঙ্গুলী ঃ *মুসলিম পারিবারিক আইন*, ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, ২০০৩ খ্রি.

৭১. বিশ্ব শিশু সম্মেলনে নিদৃষ্টকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্পর্কিত জাতীয় প্রতিবেদন ঃ ঢাকা : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০০ খ্রি.

৭২. বিশ্ব শিশুদিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১১ ঃ *স্মরণিকা*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১১ খ্রি.

৭৩. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঃ *শিশুদেরও অধিকার আছে*, ঢাকা : শিশু অধিকার সপ্তাহ, ১৯৯৭খ্রি.

৭৪. মাওলানা আমীনুল ইসলাম ঃ *তাফসীরু নূরুল কুরআন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০ খ্রি.

৭৫. মাওলানা আব্দুর রহীম ঃ *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৩ খ্রি.

৭৬. মাওলানা আব্দুর রশীদ ও মাওলানা আব্দুস সোবহান ঃ *ইসলামী জীবন দর্শন*, ঢাকা : কুরআন মহল, ১৯৮৬ খ্রি.

৭৭. মাসউদ, মওলানা ফরীদ উদ্দীন (সম্পাদিত) ঃ *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি.

৭৮. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ ঃ *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১ খ্রি.

৭৯. মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল আযাহারী ঃ *আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রি.

৮০. মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ.) (অনু. মাওলানা মহিউদ্দীন খান) ঃ *তাফসীর মাআরেফুল কুরআন*, মদীনা মুনাওয়ারা : খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.

৮১. মিয়া, সিদ্দিকুর রহমান ঃ *নারী ও শিশু অধিকার*, ঢাকা: কামরুল বুক হাউস, ২০০৪ খ্রি.

৮২. মো. আনছার আলী ঃ *শিশু বিষয়ক আইন*, বাংলাবাজার : বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, ১৯৯৯ খ্রি.

৮৩. মো. আবু মাসুদ ঃ *শিশুর পুষ্টি, মায়ের দুধ ও বাড়তি খাবার*, মা ও শিশু ফিচার সংকলন, শিশু ও মহিলাদের উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম দ্বিতীয় পর্যায়, ঢাকা : তথ্য অধিদপ্তর, ইউনিসেফ, ২০০৪খ্রি.

৮৪. মো. আহসান হাবীব ঃ *পরিবার ও বিবাহের সমাজ বিজ্ঞান*, ঢাকা : গ্রন্থকুঠির, ২০০৮ খ্রি.

৮৫. মো. মতিউল ইসলাম ঃ *শিশু কিশোরদের শিষ্টাচার শিক্ষা ও শিশু অধিকারের আইন কানুন*, ঢাকা : জমিন প্রকাশনা, ২০০৬ খ্রি.

৮৬. মো. মাহবুবুর রহমান ঃ *সামাজিক স্তর বিন্যান ও অসমতা*, ঢাকা : কাজল বুক ডিপো, ২০০৮ খ্রি.

৮৭. মোহাম্মদ আসাদ ঃ *বাংলাদেশে ইসলামের ইতিকথা*, ঢাকা : সাজ্জাদ প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রি.

৮৮. মোল্লাজীউন, আহমদ ঃ *নূরুল আনওয়ার*, দিল্লী : আসাহুল মাতাবি, তা.বি.

৮৯. রহমান, গাজী শামসুর ঃ *শিশু অধিকার সনদের ভাষ্য*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৪ খ্রি.

৯০. রহমান, গাজী শামসুর ঃ *অপরাধ বিদ্যা*, ঢাকা : পল্লব পাবলিসার্স, ১৯৮৪ খ্রি.

৯১. রাইটস্, ক্লাস্টার ঃ *শিশু অধিকার, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ*, ঢাকা : ইউনিসেফ, বাংলাদেশ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ যৌথ প্রকাশনা, ১৯৮৮ খ্রি.

৯২. রাহীম. ড. শাহ মুহাম্মদ আব্দুর ঃ *ইসলামে সন্তান লালন-পালন*, ঢাকা: সোনালী সোপান প্রকাশন, ২০১২ খ্রি.

৯৩. র‍্যাচেল কবির (দিশা অনুদিত) ঃ *শিশুদের অধিকার আমাদের অঙ্গীকার*, ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইউনিসেফ এর সহায়তায় প্রকাশিত, ১৯৯৮খ্রি.

৯৪. লুইস মা'লূফ ঃ *আল-মুনজিদ*, বৈরুত : দারুল মাশারিক, ১৯৮৬ খ্রি.

৯৫. শায়খ, আব্দুল্লাহ নাসিহ আলওয়ান (র.) ঃ *তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম*, কায়রো : ১৯৮১ খ্রি.

৯৬. শিকদার আনোয়ার ঃ *নারী ও শিশু*, ঢাকা : পলল প্রকাশনী, ২০০৮ খ্রি.

৯৭. শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব ঃ *তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন*, লন্ডন : আল কুরআন একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রি.

৯৮. সম্মাদনা পরিষদ সম্পাদিত ঃ *ফতওয়া-ই-আলমগীরী*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৯৯. সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত ঃ *ফাতওয়া ও মাসাইল*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রি.

১০০. সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত ঃ *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯ খ্রি.

১০১. সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত ঃ *মা ও শিশু ফিচার সংকলন*, শিশু ও মহিলাদের উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম দ্বিতীয় পর্যায়, ঢাকা : তথ্য অধিদপ্তর ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ সচিবালায়, ২০০৩ খ্রি.

১০২. সাইয়্যেদ রশীদ রিযা ঃ *তাফসীরুল মানার*, কায়রো : মুয়াস্সাসাতুল মুখতার, তা.বি

১০৩. সালাহউদ্দীন ঃ *মৌলিক মানবাধিকার*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.

১০৪. সিরাজুল করিম ঃ *মহানবীর শিশু প্রীতি*, ঢাকা : রুসা প্রকাশনী, ১৯৯০খ্রি.

১০৫. সিদ্দিকুর রহমান মিয়া ঃ *নারী ও শিশু নির্যান দমন আইন এবং যৌতুক নিরোধ আইন, ঢাকা : কামাল বুক হাউস*, ২০০১ খ্রি.

১০৬. সিদ্দীক, মো. আবূ বকর ঃ *শিশু আইন ও অধিকার*, ঢাকা-চট্টগ্রাম : কামরুল বুক হাউস, ২০০৯ খ্রি.

১০৭. সৈয়দ আশরাফ আলী ঃ *হযরত মোহাম্মদ (সা.) : নারী মুক্তির পথিকৃৎ*, ঢাকা : আল-ইমামত, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১ খ্রি.

১০৮. হাইছামী, আলী ইবন আবি বকর ঃ *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৪০৭ হি.

১০৯. হোসনে আরা, সাহেদ রহমান ঃ *নারীর উক্তি*, ঢাকা : জাগরণী প্রকাশন, ২০০৩ খ্রি.

১১০. Abul Hasim ঃ *The cred of Islam,* Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1985

১১১. Ahmaduzzaman ঃ *International Rights Low,* Dhaka: Shams Publications, 2008 AD.

১১২. Ahmed Muhammad Jamil ঃ *Childhood in Islam,* Islam today Journal of the islamic scientific and cultural organization, No. 9-10, 1992 AD.

১১৩. Ali, Aaulana Muhammad ঃ *The Religion of Islam,* New Delhis, Chand and Co. 1950 AD

১১৪. Ali, Syeed Amir ঃ *The Sprit of Islam,* London : Methuch & Co. Ltd. 1922 AD

১১৫. Bartand Ressill ঃ *On Education,* 1926

(অনু.) মারজান বেগম *শিক্ষা প্রসঙ্গ*, ঢাকা : যোগাযোগ পাবলিশার্স, ২০০৩ খ্রি.

১১৬. Dr. Basheer Ahmed ঃ *Islamic Values and Ethics in Prevention and Treatment of Emotional Disorders,* Al-Daanah, Monthly Islamic Magazine, KSA : Daawah Guidence, No. 39, 2005AD

১১৭. Fazal-I-Ahmed Kuraishi ঃ *Islam the Religion of Humanity,* Lahore : Kitab Manazil, 1956

১১৮. Muhammad Hamidullah ঃ *International to Islam,* Iran : Qum; Ansarian Publication, 1982

১১৯. Md. Baduzzaman Barlaskar ঃ *Search for Peace,* Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 2007

১২০. Riched S. Lewis ঃ *The Other Child, Grume and Stratter,* Newyork 1995

১২১. Shorter Oxford English Dictionary ঃ Newyork : Oxford University Press, 1993 AD

১২২. The New Encyclopedia Britinica inc ঃ Chicago : Helen Haming way benton, 1973-74 AD

১২৩. The Birth and Death Registration Act, 1873

বিশ্বকোষ

১২৪. মহানবী (সা.) এর জীবনী বিশ্বকোষ (সম্পাদনা) ঃ মূলগ্রন্থ নাদরাতুল নাঈম, দারুল ওয়াসীলা, ঢাকা : ২০০০ খ্রি.

১২৫. রহমান, মো. আফজালুর ঃ হযরত মুহাম্মদ (স.) জীবনী বিশ্বকোষ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ খ্রি.

১২৬. ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি.

১২৭. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খ্রি.

১২৮. প্রকাশক- চিত্তরঞ্জন সাহা ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৫ খ্রি.

পত্র-পত্রিকা

১২৯. ইসলামী আইন ও বিচার (ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা) ঃ ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্স এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০১০ খ্রি.

১৩০. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পত্রিকা, ঃ ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭ খ্রি.

১৩১. ইসলামিক স্টাডিজ (গবেষণা পত্রিকা) ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ২০০৬-২০০৭, খ.১

১৩২. দৈনিক প্রথম আলো ঃ ঢাকা : ৫২, মতিঝিল ব/এ, মার্চ-অক্টোবর ২০১০, জুন, ২০১৩

১৩৩. The Daily Star ঃ Dhaka : Tejgaon, March-Octobor 2008

১৩৪. বাংলাদেশ প্রতিদিন ঃ ঢাকা : মার্চ-অক্টোবর ২০১০